বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২০শ বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. XXI.

বার্ষিক মূল্য ২৷৹ টাকা।
Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২০শ বর্ষ। | New Series. | নব পর্য্যায়। | Vol. XXI.

...ন, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক। (Registered No C. 421.

মূল্য ৵০

THE BUSINESSMAN.

বার্ষিক মূল্য সডাক
২॥০ টাকা

ব্যবসা ও বাণিজ্য

Edited by S. P. Chatterjee.
Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

২১শ বর্ষ, ... সংখ্যা। New Series January, 1927. নূতন সংস্করণ। জানুয়ারী, ১৯২৭। Vol. 21 No 1.

বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২০শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. XXI.
১ম সংখ্যা।	JANUARY.	জানুয়ারী।	NO. 1.

"Learn to Earn"
উপার্জ্জন করিতে শিক্ষা কর।

উচ্চ শিক্ষা অবশ্য খুবই প্রশংসনীয় কিন্তু আমাদের দেশের পক্ষে উচ্চ শিক্ষায় জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া, স্বাস্থ্য নষ্ট করতঃ নিরস্ত্র সৈনিকের ন্যায় জীবন যুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয় এবং হইতেছে, ইহা প্রত্যেক লোকেই এখন চক্ষের উপর দেখিতে পাইতেছেন। উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া অন্নের সংস্থান করিতে পারা যাইতেছে না, ধনবান লোকের পক্ষে সন্তান সন্ততিকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া অন্যায় নয় কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত লোক—যাহাদিগকে খাটিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষার দিকে তাকাইয়া থাকিলে তো আর চলে না। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোককে "Learn to Earn" এই নীতিই অবলম্বন করা উচিত। এমন শিক্ষা আমাদের আবশ্যক, যাহা দ্বারা আমরা উপার্জ্জন করিতে পারি। সেই শিক্ষাই আমাদের পক্ষে কল্যানকর হইবে তাহাতে আর ভুল নাই। ইয়োরোপের অধিকাংশ বালক সেখানকার গ্রামার স্কুলে সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে অথবা কোন ব্যবসায়ীর ব্যবসায় মধ্যে শিক্ষানবিস হইয়া শিক্ষা লাভ করে, ক্রমে হাতে কলমে কাজ শিখিয়া যখন দক্ষতা লাভ করে, তখন সেই ফারমেই অংশীদাররূপে বা দায়ীত্বপূর্ণ কোন পদে নিযুক্ত হইয়া নিজের অবস্থার উন্নতি করিয়া থাকে—"Learn to earn" ইহা তাহাদেরই নীতি বাক্য। এমন শিক্ষা কর, যাহা দ্বারা উপার্জ্জন করিতে পার।

Adition যিনি ফনোগ্রাফ, গ্রামোফোন এবং বিবিধ বিস্ময়কর দ্রব্যের আবিষ্কারক এবং জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিয়া খ্যাত, তিনিও বলিয়াছেন—"উচ্চ শিক্ষা একটা বিলাসের উপাদান মধ্যেই গণ্য"—বাস্তব জীবনে সাফল্য লাভ করিতে Practical knowledge বা হাতে হেতেরের বিদ্যা যেমন কার্য্যকারী, এমন কার্য্যকারী উচ্চ শিক্ষা অন্ততঃ এদেশের পক্ষে নয়।

একজন মানুষকে প্রকৃত কাজের লোক হইতে হইলে অনেক বিষয়েই তাহার অভিজ্ঞতা থাকার আবশ্যক। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়লব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সে অভিজ্ঞতা

জন্মাইতে পারে না—তাই প্রকৃত সাংসারিক জীবনে আমরা হাবুডুবু খাইয়া মরি, কোন কুল কিনারা দেখিতে পাই না।

উপার্জ্জনের জন্য শিক্ষার মধ্যে শিল্প এবং কৃষিই এদেশে প্রধান অবলম্বনীয় ধরা যাইতে পারে। এই শিল্প সম্বন্ধে আমাদের দেশে সংবাদপত্রাদিতে বড় বড় কথাই বলা হয়। সেই সকল জল্পনা কল্পনা অবশ্য স্বাধীন দেশের অনুকরণের আদর্শেই বলা হইয়া থাকে। বড় বড় কলকারখানা কর, বড় বড় কৃষি প্রতিষ্ঠান কর, এসকল কথা শুনিতে বেশ কিন্তু করা সহজ নয়। যে আমরা ১০০৲ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া একটা কাজে নামিতে সাহস করি না, ১০০৲ টাকার জোগাড় করিতে যাহাদের কালঘাম ছুটিয়া যায়, তাহাদের নিকট বড় বড় কাজকারবারের কথা বলা শুদ্ধ হাস্যাস্পদ প্রস্তাবই নয়—বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প শিক্ষা করিয়া নিজের চেষ্টায় তাহাকে বড় করিয়া তুলিতে হইবে, তবে আমরা নিজেদের জীবন ধারণে সমর্থ হইতে পারিব। চাকুরী জোটে না, ওকালতীতে এত ভীড় যে সেখানে ঘেঁসিতে পারা যায় না, লোকের অর্থাভাব—দৈনন্দিন আহার্য্য দ্রব্য দুর্ম্মূল্য—লোকে উপবাস দিয়া টোট্‌কা মুষ্টিযোগ দ্বারায় রোগ সারাইবার চেষ্টা করিতেছে—অনেক ভাগ্যবান ডাক্তার এবং কবিরাজের অবস্থা দেখিয়া অনেকেই চিকিৎসা শাস্ত্রে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন কিন্তু তাহাতেও আশানুরূপ উপার্জ্জন হইতেছে না, কেননা লোকের অবস্থা ক্রমেই এত খারাপ হইয়া উঠিতেছে যে মরিয়া যাইবে, তথাপি চিকিৎসক ডাকিতে পারে না। সুতরাং কোন দিকেই এখন অগ্রসর হইবার পথ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উচ্চ শিক্ষায় জীবিকার সংস্থান এখন হয় না—সেদিন আর নাই। তথাপি যে অনেকেই সন্তানগণকে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য সমুৎসুক দেখা যাইতেছে, ইহা কেবল বরপণ বৃদ্ধির আশায় মাত্র—ছেলে স্কুল কলেজে পড়িতেছে, ২।৪টা পাশ করিতে পারিলে বেচারী কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার সর্ব্বনাশ করিবার সুবিধার জন্য মাত্র। এ সকল হইল উঞ্ছবৃত্তির কথা, ছেলের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া শ্বশুরেরর ঐ দুচার হাজার টাকা মাত্র জীবনের মধ্যে উপার্জ্জন বলিয়া ধরা যায়, এটা সৎ উপায়ে উপার্জ্জন মধ্যে গণ্য নয়—উঞ্ছবৃত্তিরই অন্তর্ভুক্তি, নিন্দনীয় কাজের মধ্যেই গণ্য হইয়াছে।

উপায়ী ও উপার্জ্জনক্ষম হইতে হইলে কিছু অর্থকরী শিল্প শিক্ষার আবশ্যক। এমন একটা কাজ শিক্ষা চাই, যাহা দ্বারা অন্ততঃ দৈনিক ৩।৪ টাকা উপার্জ্জন করিয়া কোনরূপে স্বাধীন জীবন অতিবাহিত করা যাইতে পারে। এজন্য পাশ্চাত্য জাতির কাগজ পত্র অনেক আছে—পড়িতে হয়। হা ভাত—হা চাকুরী করিয়া বেড়াইলে দুঃখ ঘুচিবে না।

নিজেকে উন্নত করা নিজের আয়ত্তাধীন ইহা আমরা বিশ্বাস করি। লেখক নিজে এ বিষয়ের প্রমাণ দিতে সক্ষম। বড় হইতে হইলে খুব যে মোটা মূলধনের আবশ্যক, একথা ঠিক নয়। নিজের কঠোর চেষ্টা, সময়ের এবং উপার্জ্জিত অর্থের মিতব্যয়িতা দ্বারা অবস্থার উন্নতি করা যায়, আত্মোন্নতি করিবার ঐকান্তিক বাসনা একটা বড় মূলধন, আমি জানি একটী মুসলমান যুবক, সামান্য ৫০ দুই পয়সা দামের দন্তমঞ্জন ট্রাম ও রেলওয়ের যাত্রীদিগকে বিক্রয় করিয়া বেলা আড়াইটা হইতে ৭।৮ টার মধ্যে ৪৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। তাহার বিশেষ গুণ—সে সারাদিন পরিশ্রম করিয়া নিজেই জিনিস প্রস্তত করে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া সমস্তগুলি শেষ করিয়া বাড়ী ফিরে। তাহার আর একটী গুণ, সে কিছু কিছু ম্যাজিক শিক্ষা করিয়াছে, একটা গাড়ীতে উঠিয়া তাসের ও গুটীর ম্যাজিক দেখাইয়া ক্রেতাগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহার পর তাহার দুই পয়সা দামের কাগজের প্যাকেটে মোড়া দন্তমঞ্জন গুলি বিক্রয় করে। দৈনিক ৪।৫৲ টাকা বিক্রয় না করিয়া সে কখনও বাড়ী ফিরে না। সামান্য তাহার শিক্ষা, কিন্তু সে বড় মৃদুভাষী, কর্ম্মতৎপর, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং কষ্ট সহিষ্ণু—সময় এবং অর্থের যথার্থ মিতব্যয়ী।

"কাজের লোকে" অসংখ্য ফরমুলা বাহির হইয়াছে কিন্তু একটী মাত্র ফরমূলা লইয়া তাহাতেই সে লাগিয়া আছে—উন্নতিও করিয়াছে। তাই বলিতে ছিলাম, যে শিক্ষায় উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, সেই শিক্ষাই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশকাল পাত্রানুসারে উৎকৃষ্ট শিক্ষা মধ্যেই ধর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

উচ্চ শিক্ষা দ্বারা যদি অবস্থার উন্নতি না করিতে পারা যায়, তখন নৈতিক অবনতি ঘটাও অসম্ভব নয়। কিন্তু চলন সই শিক্ষা লাভ করিয়া উপার্জ্জনক্ষম হইলে শীঘ্র নৈতিক অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানের এইরূপ ভাবেই এখন শিক্ষিত হওয়া উচিত। অর্থাভাবেই আমরা, দুর্ব্বল,ভীরু, কাপুরুষ অর্ব্বাচীন নামে অভিহিত হইয়া থাকি, যেরূপেই হউক, ক্ষুদ্র গৃহশিল্প, ব্যবসায় এবং কৃষিদ্বারা অন্নের অর্থের সংস্থান করিয়া জগতে অস্তিত্ব রক্ষা করিতেই হইবে। নচেৎ আমাদের গত্যন্তর নাই। সেইজন্য "Learn to learn" এই যুক্তি মাত্রই গ্রহণ করা উচিত।

Secret of Success.

সিদ্ধিলাভের রহস্য।

শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্মচর্চ্চা, ব্যবসায় বাণিজ্য কৃষি শিল্প আত্মোন্নতি যে কোন কার্য্যের সাধনাই মানুষ করিতে যাইবে, সিদ্ধিলাভের বাসনা থাকিলে তাহাতে একটী অতি বড় আবশ্যকীয় উপাদানের আবশ্যক। সেটী হইল "সময়ের মিতব্যয়িতা"। জগতের মধ্যে যাঁহারা বড় বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই সময়ের মিতব্যয়িতা দ্বারা উন্নতির উচ্চ সোপানে আরূঢ় হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

"Take care of the minutes and the days will take care of themselves" তুমি যদি প্রত্যেক মিনিটকে যত্নের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পার, তাহা হইলে তোমার দিনগুলি আপনা হইতেই সদ্ব্যয়িত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। পরিতাপ—আমরা বাঙ্গালী সময়ের আদৌ মূল্য বুঝি না, সেই জন্য আমাদের একটী কাজেই সমস্ত দিন কাটিয়া যাইলেও কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইতে পারে না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বারম্বারই বলিয়াছেন, "Time is money" সময়ই মূল্যবান অর্থ। আমরা এই সময় কি অন্যায়রূপেই অপব্যয় করিয়া থাকি, তাহা প্রত্যেকেই যদি নিজে নিজে হিসাব করিয়া দেখি, তাহা হইলে একটা ন্যায় সঙ্গত সদুত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে বাস্তবিকই কঠিন হইয়া পড়ে।

এই যে সময়ের প্রতি নির্দ্দয় ভাবে উপেক্ষার অভ্যাস, এটা আমরা শৈশবেই অর্জ্জন করিতে থাকি। আমাদের পিতামাতা আমাদিগকে আদর স্নেহ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, এই শিক্ষাটী দেন না, বিদ্যালয়ে অধিক সময়ই আমরা বৃথা নষ্ট করিতে অভ্যস্ত হই, শিক্ষকগণ তাহা দেখেন না, কর্ম্মজীবনে সে অভ্যাস আমাদের মধ্যে এতই বদ্ধমূল হইয়া যায়, যে তাহা আর সারা জীবনেও উৎপাটিত করিতে পারি না। আমরা অভ্যাসের দাস, অভ্যাস সৎ হউক—অসৎ হউক সহজে যায় না। এই যে আলস্যে সময় কাটাইবার একটা অভ্যাস, ইহা দ্বারা মানুষ বাস্তব জীবনে শুধু যে নিজেই অকর্ম্মণ্য হয় তাহা নয়, সে লোক যাহার সংস্রবে আসিবে, তাহাকেও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে, ইহা সকলেই প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই অভ্যাস সংক্রামক, আমাদের সারা সমাজ গাত্রে বিসর্পিত হইয়াছে। আমরা বাঙ্গালী কাহারও সহিত কর্ম্মসূত্রে সাক্ষাত করিতে যাইলে কাজের কথা ছাড়িয়া গল্প জুড়িয়া দিই, যাহার নিকট যাই, তাহার অমূল্য সময় অপহরণ করিয়া লই। একবার ভাবি না যে এ আমি কি করিতেছি, এইরূপে আমরা অনেক সময়ই নিজের কাজ হারাই, অপরকেও নষ্ট ও বিব্রত করিয়া তুলি। ইহার পরিণাম হয় কি? যে কার্য্যের জন্য গিয়াছিলাম, শ্রোতা কতকগুলি অসার বাজে কথা শুনিয়া এমনি বিব্রত এবং ক্লান্ত হইয়া পড়েন যে, তিনি কখন Good bye "আজ্ঞে তবে আসুন" ইত্যাদি বলিবেন, তাহার শুভ মুহূর্ত্ত পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন—কাজের কথায় আর মনোযোগ দেন না—বা দিতে সাহস করেন না, কারণ আবার কি বাজে কথা তুলিয়া কত সময় নষ্ট করিয়া দিবে তাহার ঠিকানা কি? এইজন্য অনেক সময়ই আমরা কাজ হারাইয়া থাকি। কিন্তু কু-অভ্যাস বশতঃ আমরা এই রীতি পরিত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে, এই সময়ের অপব্যয়েই আমরা অধঃপাতে যাইতেছি।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অহরহই সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেন, তাহা তরুণের দল বিশ্বাস না করিতে চাহিলেও তাহার বহু প্রমাণ আছে। এখনও অতি বড় বৃদ্ধগণ অনর্থক বসিয়া থাকিতে পারেন না—কর্ম্ম না থাকিলে ঢেরা লইয়া শণ ও পাট হইতে দড়ি পাকাইয়া থাকেন, তাহা এখনকার নব্য সম্প্রদায় দেখিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। এই যে একটী মুহূর্ত্ত অনর্থক অপব্যয় না করিবার অভ্যাস, এই ক্ষুদ্র বিষয় হইতে মানুষের লক্ষ্মীশ্রী হয়। তাই বলিতে ছিলাম, ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যবসায়ে, কৃষিতে প্রকৃত আত্মোন্নতিতে সময়ের মিতব্যয়িতাই সিদ্ধিলাভের একটা প্রধান এবং গূঢ় রহস্য।

ছেলে মেয়েকে ভবিষ্যৎ জীবনে কর্ম্মী

করিবার বাসনা থাকিলে সযত্নে কেবল এই শিক্ষা দাও যে সময়ও ধনরত্নের অপেক্ষাও মূল্যবান সম্পত্তি, তাহা নষ্ট হইলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী সেইজন্য বলিয়াছিলেন, প্রতি মুহূর্ত্তেই যদি কিছু আবশ্যকীয় কাজ করা যায়, তাহা হইলে জীবনে বহু কার্য্যই সুসম্পন্ন করা যায়, তাহাতে দেশের, রাজার নিজের, এবং সমাজের বহু হিতসাধন করিয়া জগতে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম সমস্তই লাভ করা যায়। সেইজন্য জীবন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে এই রহস্য উপেক্ষার হইতে পারে না। সময়ের কাজ সময়েই সম্পন্ন করা, যেখানকার জিনিস সেখানেই কার্য্য শেষ হইলে রাখিতে অভ্যাস করা, অধিক সময় বাচালতায় নষ্ট না করা, অকারণ হুজুকে না মত্ত হওয়া, তার্কিক না হওয়া, এইগুলি বাঙ্গালার ছেলেকে যিনি শিক্ষা দিয়া মানুষ গড়িয়া দিতে পারিবেন, তিনি মহাপুরুষ তাহার আর সন্দেহই নাই।

"Rev. Robert Cecil said the shortest way to do many things is to do one thing at once" রেভারেণ্ড রবার্ট সেশিল বলিয়া ছিলেন যে, অনেক কাজ করিবার সহজ উপায় এই—কোন একটা কাজকে তৎক্ষণাৎ শেষ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া।

বাস্তবিক এই প্রথায় যাঁহারা কাজ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কোন কাজই পড়িয়া থাকিতে পায় না এবং অনেক কাজই সহজেই সম্পন্ন হইয়া যায়।

কবি লংফেলো (W. W. Longfellow বলিয়াছেন, "Talent of success is nothing more than doing what you can do well." কৃতকার্য্যতা লাভের রহস্য আর কিছুই নয়, যে কাজ তুমি কর্ত্তে পার, তাই ভাল করে কর্ত্তে পারা।

অনেকবারই আমরা একথা বলিয়াছি, আবারও আর একবার কবির কথা বলিতে চাই!

"Think nought a trifle
Though it small appear,
Small sands the mountain,
Moment make the year
And trifles, life.

হে তরুণের দল সময় ক্ষুদ্র বলিয়া অনুমিত হইলেও ইহা ক্ষুদ্র নয়। ক্ষুদ্র বালুকা কণা দ্বারা পর্ব্বত গঠিত হয়, সামান্য সামান্য মুহূর্ত্ত একত্রিত হইয়াই বর্ষ হইয়া থাকে, সেই সময়—সেই ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত বৃথা নষ্ট করিলে জীবনও বৃথা হইয়া যায়।

দেশের কথা।

(শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়)

লাট সভার সদস্য নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে, আবার সভার কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। তিন বৎসর মধ্যে বিশেষ কোন কারণ না ঘটিলে নূতন নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা নাই। তিন বৎসর পরে কি হইবে, তাহা ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত, কারণ বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতির পরিণাম কি হইবে তাহা এখনও অজ্ঞাত। সে যাহা হউক, তিন বৎসরের মত নির্ব্বাচনের সোরগোল, হৈচৈ, কুৎসা কোন্দলের বিরাম হইল, এখন নির্ব্বাচিত সদস্যেরা দেশের কি হিতসাধন করিতে পারেন, তাহাই সকলের লক্ষ্য।

স্বরাজ প্রত্যেক মানবের কাম্য, সুতরাং এবারকার নির্ব্বাচনে স্বরাজদল জয়ী হইয়াছেন, ইহা নিতান্ত আনন্দের বিষয়, কিন্তু স্বরাজ দল কতকগুলি অযোগ্য ব্যক্তির নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। নির্ব্বাচন নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, অনুপযুক্ত হইলে কোন বিশিষ্ট দলভুক্ত ব্যক্তিরও নির্ব্বাচন জন্য আপনার বিবেক ও বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া তাহার নির্ব্বাচন সমর্থন করিলে অতিশয় অন্যায় হয়। যোগ্য ব্যক্তির নির্ব্বাচনই সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র বাঞ্ছনীয়।

যোগ্য ব্যক্তি কে? দেশের ও দশের কল্যাণ যাঁহার একান্ত ইচ্ছা, পরার্থে নিঃস্বার্থভাবে যিনি আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারেন, ধনী ও দরিদ্রে, ইতর ও ভদ্রে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে প্রাণে প্রাণে মিলন যাঁহার আন্তরিক প্রয়াস, দেশের জনসাধারণের জ্ঞান ও কর্ম্মের, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে যিনি আপনার অর্থ ও সামর্থ ব্যয়ে মুক্ত হস্ত, স্বীয় ধর্ম্ম ও চরিত্র প্রভায় যিনি অপরের অন্তর স্বতঃই প্রভাম্বিত করিতে সমর্থ, এইরূপ সাধু মহাজন ব্যক্তিই নির্ব্বাচনের উপযুক্ত পাত্র; এইরূপ ব্যক্তির নির্ব্বাচনে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়। ধন মানের কাঙ্গাল কতকগুলি স্বার্থান্ধ ব্যক্তি স্বরাজের মুখোস পরিয়া এই দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন ইহাই দুঃখের কারণ। সরকারের সঙ্গে বিদ্বেষ বাধাইতে, দ্বৈতশাসন ধ্বংশ করিতে অনুপযুক্ত ব্যক্তির নির্ব্বাচন দ্বারা দলপুষ্ট করিবার চেষ্টা বিশেষ নিন্দনীয় ও দেশের

পক্ষে অনিষ্টকর তাহা সহজ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন।

কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহার ত আর চারা নাই। স্বরাজ লাভই যখন সকল সম্প্রদায়েরই মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া দলাদল ছাড়িয়া, বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দেশের হিতানুষ্ঠানে সকলকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। নিজের স্বার্থ ভুলিয়া, আবশ্যক হইলে ক্ষতি স্বীকার করিয়া দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা দুর করিতে আপনার ধনপ্রাণ ন্যস্ত করিতে হইবে। এখন 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' এই মহাজন বাক্য অনুসরণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সরকারের ভ্রূকুটী বা বিপক্ষের গ্লানি গ্রাহ্য না করিয়া ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে। যদি সর্ব্ব সম্প্রদায় একপ্রাণে এক যোগে কার্য্য করেন, তাহা হইলে সে কার্য্য কখন নিস্ফল বা ব্যর্থ হইবে না, সরকার তাহা অবশ্যই শুনিতে বাধ্য হইবেন। অন্য কোনও প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত না হইয়া দেশের যথার্থ কল্যাণই তাঁহাদের যেন লক্ষ্য থাকে, কারণ তাহা না হইলে তাঁহাদের সাফল্য লাভ সুদূর পরাহত।

স্বরাজ লাভের প্রথম ও প্রধান পন্থা জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি সাধন। অশন বসনের নিত্য অভাবে বহুবিধ ব্যাধিতে, অকাল জরা ও মৃত্যুতে আমরা আক্রান্ত। যদি দু'বেলা দুমুঠা পেট পুরিয়া আমরা খাইতে পাই, সময়োচিত উপযুক্ত বস্ত্রে আমরা শরীরটী আচ্ছাদন করিতে পারি, বিশুদ্ধ জলে আমরা তৃষ্ণা নিবারণ ও স্নানাদি সম্পন্ন করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে আমাদের স্বাস্থ্য সহজে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। 'স্বাস্থ্যই ধন' এই প্রবাদ বাক্যটী মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। সুস্থ ও সবল না হইলে কোন কাজে মন বসে না, শরীরও বয় না। স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অন্নাভাব দূর করিতে হইবে। দেশের চাউল যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে যাহাদের অল্প আয়ে সংসার চালাইতে হয় তাহাদিগকে একাহারী বা অনাহারী থাকিতে হইবে। চাউল তথা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মহার্ঘ্য হইয়াছে তাহার মূল কারণ ধান্য শস্যের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চাষ হইতেছে না। রপ্তানি হইয়াও এদেশের অভাব ঘটে। পাটে লাভ বিস্তর, নগদ টাকা শীঘ্র ঘরে আসে, সেইজন্য যাহার কিছু জমি আছে, তাহার অধিকাংশেই ধান্যের পরিবর্ত্তে পাটের চাষ হইয়া থাকে। সরকার ও জমীদারের চেষ্টায় ইহার প্রতিকার হইতে পারে কিন্তু নির্ব্বাচিত সদস্যেরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ও নিশ্চেষ্ট। নানাবিধ আইনের পাণ্ডুলিপি নির্ব্বাচিত সদস্যেরা ব্যবস্থাপক সভায় আনয়ন করিয়াছেন, তাহার কতক মঞ্জুরও হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোনও পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করেন নাই। পাট চাষ হ্রাস করিয়া দেশের আবশ্যক মত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধান্যের চাষ হয় সে সম্বন্ধে একটী আইন শীঘ্র বিধিবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আশা করি নির্ব্বাচিত সদস্যেরা আর এ বিষয়ে অবহেলা করিবেন না। জমীদারগণও প্রজাদের উপর অনুশাসন দ্বারা ইহার প্রতিবিধানে যথোচিত যত্ন করেন ইহাই প্রার্থনা। দেশের লোক অনাহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে স্বরাজ লাভে কি ফল হইবে তাহা কেহ কি চিন্তা করিয়াছেন? অবাধ রপ্তানীর প্রতিবিধান করা উচিত।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয়, কারণ শিক্ষা ব্যতীত তাহারা তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার কারণ এবং অভাব অভিযোগ দূরীকরণের উপায়, ব্যাধি বিপদের প্রতিকারের পন্থা বুঝিতে পারিবে না। সুতরাং দেশহিতকর কার্য্যে তাহাদের সহযোগিতা লাভের আশা করা বৃথা। ধনী ও নির্ধনে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতে, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে কার্য্যে কার্য্যে সহযোগিতা এবং তাহাদের পরস্পর হৃদয়ের মিলন ব্যতিরেকে যে দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ও অসাধ্য তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। সত্য ও সৎশিক্ষা এই কার্য্যের এবং অন্তরের এই উভয়বিধ মিলনের শ্রেষ্ঠ পথ।

Household Informations.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

গাভীর বন্ধ্যাত্ব।

ষণ্ড দেখানর পর যদি গাভী গর্ভবতী না হয়, তাহা হইলে অনেকেই বলিয়া থাকে যে গাভী বন্ধ্যা অর্থাৎ বাঁজা। এই কারণে গাভীকে অনর্থক বসিয়া খাওয়ান অপেক্ষা বিক্রয় করিয়া দেওয়াই ভাল।

কিন্তু এটা জানা উচিত, বন্ধ্যাত্ব দুই প্রকারের।

একপ্রকার—গোয়ালারা গাভীর বাছুর মরিয়া যাইলে ফুকা দিয়া কিছুদিন গাভীর দুগ্ধ আহরণ করিয়া থাকে, এই কারণে গাভীর স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য জরায়ু গর্ভ ধারণে অক্ষম হয়। যদিও গর্ভ ধারণ কদাচিত হইতে পারে, সে সকল গাভীর বৎস বাঁচে না, এইরূপে পূর্ণ বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারের বন্ধ্যাত্বই যথার্থ বন্ধ্যাত্ব।

উপরোক্ত কারণ না থাকিলেও যদি কোন গাভী গর্ভ ধারণে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। গাভী বা বকনা অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া মোটা হইলে গর্ভধারণ করিতে অক্ষম হয়, সুতরাং খাদ্য কমাইয়া সরিষার খইল ইত্যাদি অল্প অল্প দিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। খাদ্যের সহিত ১০।১৫ গ্রেণ সোহাগা সপ্তাহ কাল খাওয়াইলে এই দোষ সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা। তাহাতেও যদি না সারে, তবে তাহাকে বন্ধ্যা বলা যায়।

আবার কোন কোন গাভী একবার ষাঁড় দেখিয়া সন্তুষ্ট হয় না, যদি ১বারের অধিক ষণ্ড দেখানর পরও পাল ঝাড়িয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার জরায়ু পরীক্ষা করা উচিত। যদি জরায়ুর মুখ কুঞ্চিত থাকে তবে পুং বীজ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিলে এই দোষ ধরা যায়। এই দোষ সংশোধনও করা যাইতে পারে। একটী অঙ্গুলীতে বেলেডোনা এবং গ্লিসারিন্ মাখাইয়া জরায়ু মুখে আস্তে আস্তে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া জরায়ু মুখটী প্রশস্ত করিয়া দিয়া তাহার পর ষণ্ড দেখাইলে গর্ভ ধারণে সক্ষম হইবে। এতদ্ব্যতিত পুংবীজ সোডার মত সামান্য ক্ষার পদার্থ সংযুক্ত, এজন্য সামান্য টক (acid) সংযুক্ত হইলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। গাভীর যোনীর মধ্যে কাহারও কাহারও acid বা টকের আধিক্য থাকিলে ষণ্ড গ্রহণের পর বীজ তৎক্ষণাৎ তাহা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং গাভী তাহা রাখিতে পারে না ঝাড়িয়া ফেলে ইহার প্রতিকার—ষাঁড় দেখাইবার ১ঘণ্টা পূর্ব্বে একটা বড় পাউরুটীর ছাল ছাড়াইয়া সেই পাউরুটী বা তাহার একখণ্ড বড় টুকরা গাভীর জননযন্ত্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে পাউরুটী দ্বারা ঐ অম্লাক্ত (acid) শোষিত হইয়া যায়, তাহার পর ষাঁড় দেখাইলে গাভী গর্ভবতী হইয়া থাকে। মোটা বকনা সহজে ঋতুবতী হয় না, সেইজন্য উহাকে লাঙ্গলে জুড়িয়া পরিশ্রম করাইলে গর্ভবতী হইতে দেখা যায়। অকর্ম্মণ্য ষাঁড়ের দোষেও অনেক সময় গাভী বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। সেটাও দেখা উচিত।

Medical Notes.

চিকিৎসা বিষয়ক।

নৈশান্ধতা বা রাতকানা রোগে:—চক্ষুর মধ্যে ২।১ ফোঁটা কড্‌লিভার অয়েল প্রয়োগ করিলে উপকার হইতে পারে।

কাণে পুঁজ এবং ময়লা বা খোল থাকিলে কাণের মধ্যে সলিউশন হাইড্রোজেন পার-অক্‌সাইড্ প্রয়োগে কাণের মধ্য পরিষ্কার হইয়া পুজোৎপত্তি নিবারিত হইয়া থাকে।

কড়া বা আঁচিল ইত্যাদিতে:—গরম জলে ধুইয়া টীং আইডিন লাগাইয়া দিলে বেদনা কমিয়া যায় এবং কড়া বা আঁচিল আর হয় না।

ম্যালেরিয়া নাশে সূর্য্যমুখী:—ইউক্যালিপটাস্ বৃক্ষ ম্যালেরিয়া নাশক বলিয়া বহু ম্যালেরিয়া পূর্ণ স্থানে এই বৃক্ষ সাদরে রোপন করা হইতেছে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, তুলসী বৃক্ষের ম্যালেরিয়া নাশক গুণ আছে। নিম্ব বৃক্ষের বাতাসও ম্যালেরিয়া নাশ করিতে পারে। সম্প্রতি সূর্য্যমুখী ফুলের গাছ ও ম্যালেরিয়া নাশক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, বাটীতে যত্রতত্র সূর্য্যমুখী পুষ্পের গাছ রোপন করিলে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড (Indian Medical Record) লিখিয়াছেন, প্রতিদিন যদি মাতালকে আহারের সময় যথেষ্ট পরিমাণ আপেল খাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যে মদের নেশা ফলের ঘাড়ে চাপে, মাতাল মদ ছাড়িয়া দেয়।

সর্দ্দী বসিয়া কাশিতে কাশিতে হাঁপানীর মত বোধ হইলে মিছরী ২ তোলা, পরিস্কার জল ৪ তোলার সহিত ভিজাইয়া গলাইয়া ফেলিয়া তাহার সহিত লেবুর রস ১ তোলা, গোলমরিচ চূর্ণ ১ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ১ তোলা মিশাইয়া সেবন করিলে অজীর্ণসহ পেট গরমের বসা শ্লেষ্মা তরল হইয়া উঠিয়া গিয়া কাশি এবং অজীর্ণভাব একসঙ্গেই ভাল হয়।

পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরের ফলপ্রদ ঔষধ।

Re.

ফেরিএট্ কুইনাইন সলফেট	৪ গ্রেণ
এসিড্ নাইট্রোমিউরেটিক ডিল্	১০ মিনিম
লাইকার আর্সেনিকেলিস হাইড্রোক্লোর	২ মিনিম
টীং নক্সভমিকা	১ মিনিম
লাইকার কালমেঘ কোং	২০ মিনিম
সোডি সাল্ফ.	৩০ গ্রেণ
সিরাপ্ অরেন্ সাই	৩০ মিনিম
একোয়া মেন্থ পিপ্ এড্	১ আউন্স

একত্রে মিশ্রিত ১ মাত্রা, প্রত্যহ ৩বার সেব্য।

ইহা পূর্ণ বয়স্কের মাত্রা।

—Indian Medical Record.

লিভারের দোষ সংযুক্ত পুরাতন ম্যালেরিয়া।

Re.

কুইনাইন হাইড্রোক্লোর	৫ গ্রেণ।
এসিড্ হাইড্রোক্লোর ডিল্	১০ মিনিম।
লাইকার কালমেঘ কোঃ	২০ মিনিম।
টীং ইউনিমিন	৫ মিনিম।
ভাইনম ইপিকাক	৩ মিনিম।
লাইঃ আসেনিকেনিস হাইড্রোঃ	৩ মিনিম।
টীং নক্সভমিকা	৬ মিনিম।
একোয়া ক্লোরোফরম এড্	১ আঃ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ মাত্রা। দিবসে ৩বার সেবনীয়। ইহা পূর্ণ বয়স্কের মাত্রা।

শিশু ও বালকগণের বয়সানুসারে মাত্রা স্থির করা উচিত।

পথ্যাপথ্য।

মৎস্য সাধারণের গুণ

চিঙড়া মাছ মাত্রেই গুরুপাক, মলবদ্ধকর। সকল মৎস্যই মাংসবৃদ্ধিকর, গুরুপাক কিন্তু অতিশয় সুস্বাদু। স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, মাংস বায়ু শ্লেষ্মা-পিত্তকর, নেত্র রোগহর, বাত রোগে হিতজনক। পরিশ্রম করিলে মৎস্যাহারে উপকার হয়।

বড় মাছের গুণ—গুরুপাক শুক্রবৃদ্ধিকর, মলবদ্ধকর।

ক্ষুদ্র মৎস্যের গুণ—লঘুপাক, ধারক, গ্রহণী রোগে উপকারী, বলকর ও পথ্য।

কৃষ্ণবর্ণ মৎস্যের গুণ—লঘুপাক, স্নিগ্ধ, ক্ষুধাবৃদ্ধিকর, বাতরোগ নাশক, পথ্য ও বলকর।

পাণ্ডুবর্ণ মৎস্যের গুণ—বায়ু, পিত্ত, কফ বৃদ্ধি করে, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিরেচনকারী।

শুক্লবর্ণ মৎস্যের গুণ—বায়ুপিত্তকফকর, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মলভঙ্গকর।

পচা মাছের গুণ—বায়ুপিত্তকফবৃদ্ধিকর সুতরাং অখাদ্য।

চক্রাকার মৎস্যগুণ—গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বাতনাশক, শ্লেষ্মাকর।

শুষ্কমৎস্যগুণ—উদরাধ্মানকারী, শীঘ্র পরিপাক হয় না, কফনাশক, বিরেচনকারী।

লবণজারিত মৎস্য, অর্থাৎ লবণ দ্বারা রক্ষিত মৎস্যের গুণ—মনোজ্ঞ, কফপিত্তকর, সারক, রুচিকর, কটুপাক।

সামুদ্র মৎস্য গুণ—লঘুপাক, বৃষ্য, মধুর, স্বল্পমলকর, বাতনাশক। মতান্তরে গুরুপাক, শুক্রকর, স্নিগ্ধ, উষ্ণগুণ, ও বায়ুনাশক।

নদীমৎস্যের গুণ—শ্লেষ্মাকর, মধুর, অল্প বিরেচনকর, বৃষ্য।

মহাহ্রদের মৎস্যের গুণ—বলকারী।

অল্প জলের মৎস্য বলকারী নহে।

পোড়া মাছের গুণ—গুরুপাক, মাংসবৃদ্ধিকর, বৃষ্য অর্থাৎ শুক্রবৃদ্ধিকর, তৈল ও লবণযুক্ত করিয়া আহার করিতে হয়।

অৰ্দ্ধদগ্ধ মৎস্যের গুণ—ক্ষীণশুক্র, ভগ্ন, জ্বর্জ্জরিত, নিত্যস্ত্রীসেবী এমত ক্ষীণতেজা ব্যক্তির পক্ষে হিতজনক। তৃণবেষ্টিত, কাদা লেপা, অঙ্গার অগ্নিতে পোড়ান, লবণ আদা ও বাটনাযুক্ত, সর্ষপ তৈলে সাঁতলান মৎস্যের গুণ—মধুর, কফ, বাত নষ্ট করে, শুক্রজনক, বলবৃদ্ধিকর।

ক্ষারজলের মৎস্য—গুরুপাক এবং দাহজনক।

লবণ সমুদ্রের মৎস্য উদরাধ্মানকারী।

অতি ক্ষুদ্র মৎস্য ধ্বজভঙ্গকর, রুচিকর, বায়ুনাশক।

মৎস্য ডিম্বের গুণ—অতিশয় শুক্রবৃদ্ধিকর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, গুরুপাক, কফ ও মেদ বৃদ্ধিকর, বলকর, মেহনাশক, অস্বাস্থ্যকর।

কূপজাত মৎস্য—শুক্রবৃদ্ধিকর, মূত্রবৃদ্ধিকর, মল ও শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর।

শাক দিয়া মৎস্য—পাক করিলে উহা মনোজ্ঞ, শুক্রকর, ও পুষ্টিকর হয়।

মৎস্যঘণ্টের গুণ—বলকর, বায়ুনাশক ও অতিশয় রুচিজনক।

শিরে খড়্গ ও কেশযুক্ত মৎস্য—মুখপ্রিয় মনোজ্ঞ, ধ্বজভঙ্গকারক।

আঁইশশূন্য মৎস্য নিন্দনীয়।

আঁইষ যুক্ত মৎস্য হিতকর, শরীর দৃঢ় করে, বল বীর্য্য ও পুষ্টি বৃদ্ধি করে।

(কুল্যা) হ্রদ, নদী, নির্ঝর, তড়াগ ও বাপির (কৃত্রিম তড়াগের) জলে যে মৎস্য জন্মে, তাহা অত্যন্ত নিস্তেজ। হ্রদ অপেক্ষা কুল্যা, কুল্যা অপেক্ষা নির্ঝর পরে তড়াগ, পরে বাপি, পরে নদীর মৎস্য লঘুপাক।

সরোবরের মৎস্য মিষ্ট, স্নিগ্ধ বলকর ও বায়ুনাশক। তড়াগজাত মৎস্য গুরুপাক, শুক্র বল মূত্র বৃদ্ধিকর, শীতল। নির্ঝর জাত মৎস্য তড়াগজাত মৎস্যের সদৃশ, বল, আয়ু ও চক্ষু-দীপ্তি বৃদ্ধি করে।

ঋতু বিশেষে মৎস্য ভক্ষণ-বিধি

হেমন্ত কালে কূপজ মৎস্য, শিশিরে সরোবরের মৎস্য, বসন্তে নদীর মৎস্য, গ্রীষ্মে চৌক্য মৎস্য, বর্ষায় তড়াগজাত মৎস্য। বসন্ত ব্যতীত সকল ঋতুতে নদীজাত মৎস্য অপথ্য, শরৎ কালে নির্ঝর মৎস্য শ্রেষ্ঠ।

"হেমন্তে কূপজা মৎস্যাঃ শিশিরে সারসা হিতাঃ।
বসন্তেতু নাদেয়া গ্রীষ্মে চৌণ্ডসমুদ্ভবাঃ॥
তড়াগজাতা বর্ষাসু তাস্বপথ্যা নদীভবাঃ।
নৈর্ঝরাঃ শরদি শ্রেষ্ঠা বিশেষোয়মুদাহৃতঃ॥
ইতি ভাব প্রকাশঃ।

নদের মৎস্য, তিক্ত মৎস্য, পশুর ন্যায় শৃঙ্গবিশিষ্ট মৎস্য, গোমীন অর্থাৎ গবাকৃতি, চক্রাকৃতি, শাকুল মৎস্য, রক্তাল রাঘব বোয়াল বামীন, চলকর্ণ, সচক্র ইত্যাদি মৎস্য নিষিদ্ধ।

Agricultural.

কৃষি-তথ্য।

পেঁপের কথা

"সম্মীলনী" পত্রে শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র মণ্ডল পেঁপে সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিয়াছেন।

এই সুজলা সুফলা ভারতে করুণাময় জগদীশ্বর কিছুরই অভাব রাখেন নাই। কেবল আমাদের দোষে আমাদের অভাব। ভারতের নানারূপ ফল ফুল কতরূপে সকল ঋতুতে জনসমাজের হিতসাধন ও অভাব পূরণ করিয়া প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রত্যেক ঋতুতেই এক এক নূতন ফলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ভারতে যত প্রকার সুমিষ্ট শ্রেষ্ঠ ফল আছে, আম্র তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। পেঁপেকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হইতে পারে। ভারতের সেই সুদূর দিল্লী প্রদেশ হইতে কুমারিকা অন্তরীপ সন্নিকটস্থ সিংহল জনপদ পর্য্যন্ত সকল স্থানেই পেঁপে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। বৎসরের সকল সময়েই এই বৃক্ষ ফল প্রসব করে বটে, কিন্তু নিদাঘের প্রখর রবিকর সন্তপ্ত তৃষাতুর রসনায় এই ফলের আস্বাদন কত প্রাণমনোস্নিগ্ধকর তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। গ্রীষ্মকালে পেঁপে কিছু বেশী সুমিষ্ট হয়। উষ্ণার্দ্র (Hot and moist) আবহাওয়ায় ইহার ফল বেশ সুপক্ক ও সুস্বাদু হয়; তবে শুষ্কোষ্ণ (Hot and dry) স্থানে তত সুবিধাজনক চাষ হয় না। আমাদিগের বঙ্গদেশে ইহার চাষ খুব লাভজনক ও সুবিধাজনক।

আমেরিকার মেক্সিকো উপসাগরস্থ দ্বীপ সমূহে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও ব্রাজিল জনপদের কতকাংশে ইহার আদি জন্মস্থান বলিয়া নির্ণীত হয়, কারণ ইহার সংস্কৃতে কোন নাম নাই ও মার্কিন ভাষায় (papay) পেপায় হইতে ভারতীয় পেঁপে নাম হইয়াছে—ইহাই অনেকের ধারণা। পর্ত্তুগাল দেশীয়েরা যখন এদেশে প্রথম বাণিজ্যার্থে যাতায়াত করেন, তখনই বোধ হয় পেঁপে এদেশে আসে। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মদেশে ইহা যে নামে অভিহিত হয় (thinbawati)—থিম্বোয়াটি,—তাহাতে এই ফল যে সুবিস্তীর্ণ অর্ণববিহারী পোতসমূহের দ্বারা তীরে আনীত হইয়াছে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমেরিকা আবিষ্কার কালে যে এই কল্প-বৃক্ষ এদেশে আসিয়াছে, তাহার কারণ ১৬২৬ খৃঃ অব্দে ভারত হইতে ইউরোপস্থ ইটালীর অন্তর্গত নেপল্স নগরে এই ফলের বীজ প্রেরিত হয়।

পেঁপে গাছে প্রায়ই ডালপালা থাকে না। ইহা উচ্চে ৫।৬ হাত হইতে ১০।১২ হাত পর্য্যন্ত হয়। বৃক্ষের নিম্নভাগে প্রায়ই পাতা থাকে না; উপরে ডাঁটা পাতা, ফল ও ফুলে বৃক্ষ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। ভাল করিয়া চাষ করিলে ১০।১২ মাসের মধ্যে ইহা ফল ধারণ করে। চাষ না করিলেও আপনা আপনি এই গাছে প্রচুর পরিমাণে ফল হয়। ইহার গাত্রে আঘাত প্রদান করিলে রজনের মত এক প্রকার আটা নির্গত হয়। ইহার মূল হইতে এক প্রকার সূক্ষ্ম আঁস (Fibre) পাওয়া যাইতে পারে। ইহার গাত্র ও ফল হইতে যে এক প্রকার শ্বেত, দুগ্ধের মত রস নির্গত হইয়া থাকে, তাহাতে লোকসাধারণের বহুল উপকার সাধিত হয়। সেই জন্য লোকে আমাদের দেশে কাঁচা পেঁপে ভাতে দিয়া ও অন্যান্য ব্যঞ্জনে দিয়া আহার করে। শ্বেত আটায় নানাবিধ ঔষধ হইতে পারে। কাঁচা পেঁপে অর্শরোগের ঔষধ। শ্বেত আটায় কৃমিকীট নষ্ট হইয়া থাকে। এক চামচ শ্বেত রস, এক চামচ মধু উভয়কে খুব উত্তমরূপে মিশাইয়া চারি পাঁচ চামচ গরম জল একটু একটু করিয়া দিয়া দুইঘণ্টা অন্তর (Castor oil) খাঁটী রেড়ির তৈল (Limejuice) নেবুর রস বা (Vinegar) ভিনিগার সঙ্গে সেবন করিলে দুই দিনের মধ্যে সমস্ত কীট নষ্ট হইয়া যায়। পেঁপের ভিতরে যে গোলমরিচের মত বীচি আছে, তাহাতেও পোকা নষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্যে রমণীগণের এইরূপ বিশ্বাস যে, এই পেঁপে বীজ আহার করিলে গর্ভবতীর গর্ভস্রাব হইয়া যায়। তলপেটে বৃক্ষের আটা বা বীজ বাটিয়া লেপন করিলেও ঐরূপ হানি সম্ভবে। ভারতের খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের লিখিত বিবরণী পাঠে এই সকল বিষয় অবগত হওয়া যায়। বৈদ্যকুল পেঁপেকে উদ্ভিজ্জ পেপ্সিন বা Vegetable peopsin নামে অভিহিত করেন। পেঁপে ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া Alcohol এ ফেলিয়া দিলে নিম্নে যে পরিমাণ বস্তু থিতাইয়া পড়ে, তাহাকে শুষ্ক করিয়া গুড়াইয়া লইলে ব্যবহারোপযোগী পেপ্সিন হইয়া থাকে। অনেক সুবিখ্যাত ডাক্তার বলেন যে, প্রাণীজ পেপ্সিন হইতে এ পেপ্সিন অনেকাংশে উৎকৃষ্ট; কারণ পাকস্থলীস্থিত দ্রব্য পরিপাক করিতে আর কোন রকম দ্রাবক ও ক্ষার পদার্থের (Acid) প্রয়োজন হয় না। অজীর্ণরোগের ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। পেঁপের পেপ্সিন অপেক্ষা স্বল্পায়াসলভ্য উৎকৃষ্ট পেপ্সিন আর নাই। ইহার শ্বেতরসে প্লীহার আয়তন বৃদ্ধি ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ছোট চামচের এক চামচ পাউডার ও সেই পরিমাণে চিনি দিয়া তিনবার প্রত্যহ আহার করিলে একেবারে সারিয়া যায়। কাঁচা পেঁপে একটা থেঁতো করিয়া সমস্ত রাত্রি হিমে ফেলিয়া রাখিয়া লবণ দিয়া সকালে সেবন করিলে প্লীহা আরাম হইতে দেখা গিয়াছে। এই শ্বেত রসের আর এক প্রধান গুণ এই যে, মাংস সিদ্ধের সময় কয়েক ফোঁটা রস দিলে শীঘ্র গলিয়া যায়। কাঁচা পেঁপে মাংসে ফেলিয়া দিলেও কতকটা এরূপ কার্য্য করে। যদি মাংস কাটিয়া পেঁপের পাতায় ঢাকিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে মাংস খুব সহজে সিদ্ধ হয়; অনেকের বিশ্বাস এমন কি মাংস কাটিয়া পেঁপে গাছে ঝুলাইয়া রাখিলে তাহা শীঘ্র শীঘ্র সিদ্ধ হইয়া যায়। সুবিখ্যাত চিকিৎসক সার্জ্জন মেজর আর, এল দত্ত মহাশয় এ বিষয়ে বলিয়াছেন "Since I have used it in dyspepsia with great benefit. I had a plantation of nearly two hundred trees in the grounds of Bankura jail. The raw fruit was scraped longitudially and the milk juice collected. This I consider the best preparation for internal use; one or two grains with sugar or milk after meals should be given to adults, a few drops of juice added to rough meat render it quite tender and fit for immidiate cooking) ইহার ভাবার্থ এই :—আমি অজীর্ণ পীড়ায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়া, বাঁকুড়া জেলখানায় প্রায় ২০০ শত পেঁপে গাছের চাষ করাইয়াছিলাম।

কাঁচা পেঁপে লম্বা লম্বা ফালা করিয়া কাটিলে তাহা হইতে শ্বেত রস সঞ্চিত হয় ও জমিয়া যায়, সেই গুঁড়া যদি আহারের পর দুগ্ধ কিম্বা চিনি দিয়া সেবন করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত অজীর্ণ দোষ সংশোধিত হইয়া যায়। রন্ধনকালে মাংসে কয়েক ফোঁটা মাত্র এই রস দিলে মাংস সহজে সিদ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে ভারতের খ্যাতনামা অনেক চিকিৎসকের মতামত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, তবে বাহুল্য ভয়ে তাহা হইতে বিরত থাকিলাম। এতদ্ব্যতীত ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিভিন্ন মত থাকিলেও

উপকারিতা বিষয়ে সকলেরই একরূপ মত দেখা যায়।

পেঁপের পাতারও এক মহদ্ গুণ এই যে, ইহা সেঁকিয়া (গরম জল কিম্বা আগুনের তাপে) কোন ব্যথায় লাগাইলে বেদনা আরাম হয়।

The leaves are used externally for nervous pains. The leaf may be either dipped in hot water or warmed over fire and applied to the painful part,"—Surgeon Major W. Nolan M. D. *Bombay.*

পেঁপের ফল পাকিলে খাইতে মিষ্ট, নির্দ্দোষ ও স্বাস্থ্যকর। পেঁপের আচার তৈয়ারী হইতে পারে। পেঁপের মোহনভোগ ও মোরব্বায় অনেকে রসনা রঞ্জন করিয়া থাকিবেন। কাঁচা পেঁপে খোলা ছাড়াইয়া সিদ্ধ করিয়া, কুচি কুঁচি করিয়া তাহাতে সরিষার তৈল, লঙ্কা ও লবণ যথা নিয়মে মাখাইলে ভাল আচার হয়। আফ্রিকার নিগ্রোরা পেঁপের পাতার ছাই সাবানের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া থাকে। আমরাও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি।

এই পেঁপে গাছ আমাদিগের কত উপকারী তাহা আমরা কয়জন জানি। ইহা আমাদের আঁস্তাকুড়ে সচরাচর জন্মিতে দেখা যায়। পল্লীগ্রামে কত পেঁপে, গাছে সুপক্ক হইয়া বায়সাদি পক্ষীকুলের উদর তৃপ্তি করে কেহ তাহা লক্ষ্য করে না। দুঃখের বিষয় আমাদিগের দেশে এ সব বিষয় কেহ দৃক্‌পাত করেন না। সাহেবেরা আমাদের পেঁপের স্বরূপ গুণ বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন, এখন আমরা এ কথায় অবিশ্বাস করিব না। আমাদের বঙ্গদেশে স্থানের অভাব নাই, পেঁপের বীজের অভাব নাই, লোকেরও অভাব নাই, অভাব কেবল যত্নের ও শিক্ষার। পেঁপের চাষ কত লাভজনক নিম্নে তাহার বিবরণী দেওয়া গেল।

উচ্চ দোঁয়াস মাটি পেঁপে গাছের উপযুক্ত। পটাশ জাতীয় সার যথা সোরা, ছাই, ও গোবর উক্ত জমীতে দিলে, পেঁপে গাছের তেজ হইয়া থাকে। ৬।৭ হাত অন্তর গাছ পুঁতিলে এক বিঘা জমীতে প্রায় দেড়শত গাছ পোঁতা হইতে পারে। ১০ বিঘা জমীতে ১৫০০ গাছে বৎসরে প্রতি গাছে।/০ পাঁচ আনা লাভ ধরিলে ও ৫০০৲ টাকা হওয়া সম্ভব। তবে সহরের নিকট না হইলে এরূপ লাভ হয় না। সহরের নিকটে চাষ না হইলেও পেঁপে হইতে পেপ্সিন, ক্রিমির ঔষধ, আচার, মোরব্বা, আঁশ fibre এবং কাপড় কাচিবার ক্ষার প্রস্তুত করিতে পারিলে, বিশেষ লাভ হওয়া বিচিত্র নহে। একজন গৃহস্থের দশ বিঘা পেঁপে, দশ বিঘা কলা, দশ বিঘা কাগজী ও পাতিলেবু ও দশ বিঘা নারিকেল গাছের চাষ থাকিলে প্রতি মাসে ৮০৲ হইতে ১০০৲ একশত টাকা আয় হওয়া বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তবে উদ্যম এবং স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে উন্নতি করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকা আবশ্যক।

শ্রীভরতচন্দ্র মণ্ডল।

কাঁচা ঘাস রক্ষার উপায়।

বৃষ্টি বাদলের দিনে অথবা যে সময় শিশির পড়িয়া ঘাস দুষ্প্রাপ্য হয়, সেই সময়ের জন্য এই রক্ষিত ঘাস দ্বারা গবাদির আহার চলিতে পারে। সুতরাং গৃহস্থের এবং কৃষকের পক্ষে এই রক্ষাবিধি জ্ঞাত হওয়া যে নিতান্তই আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। কাঁচা দুর্ব্বা, খড়, কাঁচা জোয়ারির পাতা প্রভৃতি সুন্দরভাবে ৩।৪ মাস রক্ষা করা যাইতে পারে। এইরূপে রক্ষিত ঘাস একটু অম্লাস্বাদ যুক্ত হইলেও গবাদি পশুগণ ইহা সহজে পরিপাক করিতে পারে এবং গাভীদিগকে খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

কেমন করিয়া কাঁচা ঘাস রক্ষা করিতে হয়।

যেখানে জল দাঁড়ায় না, এমন একটী স্থান নির্দ্দেষ করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর পাঁচ ফুট চওড়া ৬।৭ ফুট গভীর এবং ৮।১০ ফিট লম্বা এইরূপ খাদ কাটিয়া তাহার মাটী তুলিয়া ফেলিতে হইবে। এই গর্ত্তটাকে কাঁচা ঘাস, জনারের পাতা, কাঁচা খড়, যাহার যেরূপ ইচ্ছা একপ্রকারের বা বিবিধ প্রকারের তৃণদ্বারা পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। উত্তমরূপে খাদ বোঝাই হইলে এই ঘাসের উপর ইট, পাথর কিম্বা বালুকাপূর্ণ পিপ্ চাপা দিয়া তাহার উপর অন্ততঃ ১ হইতে দেড় ফুট মাটী চাপা দিয়া উপরটা উত্তমরূপে এমনভাবে ঢালু করিয়া দিতে হইবে যেন ঐ মৃত্তিকা স্তুপের উপর বৃষ্টির জল পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহা

গড়াইয়া চলিয়া যাইতে পারে। এইরূপ করিয়া তাহার চারিদিকে নালা কাটিয়া যাহাতে সহজ জল নিকাশ হইয়া যাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ করিয়া রক্ষিত ঘাস ৩।৪ মাস অবিকৃত ভাবে থাকিয়া যায়। কিন্তু এইস্থানে একটা বিশেষ আবশ্যকীয় কথা বলিতে চাই যে, গর্ত্তের বা খাদের মধ্যে ঘাস দেওয়া হইলে তাহার মধ্যে বায়ু থাকিয়া যায়। কিন্তু খুব ঠাসিয়া ঠাসিয়া গাদিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে বায়ু অনেক পরিমাণেই বাহির হইয়া যায়। ফলতঃ বায়ু নিস্কাশন এবং গাদন কার্য্য বেশ ভাল হইলে রক্ষিত খাদ্যের অবস্থা এবং পুষ্টিকারিতা গুণ আরও সুন্দর হইবে, ইহা স্মরণ রাখা উচিত। সে জন্যই বলা হইয়াছে যে, ইহার উপর ইট পাথর প্রভৃতি চাপাইয়া তাহার পর মাটী দিয়া খুব চাপিয়া বসাইয়া দিতে হয়। মাটীর ভিতর ঐ ঘাস থাকা অবস্থায় ঘাস খুব গরম হয় এবং ফাঁপিয়া উঠে সুতরাং যথেষ্ট ভার না থাকিলে তাহা চাপিয়া রাখিতে পারে না।

ভারতে চিনি।

ভারতে প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে ১৫ পনের কোটি টাকা মুল্যের চিনি আমদানি হইয়া থাকে। কেন, ইহার কারণ কি? কথাটা শুনিলেই মনে হইবে, ভারতে নিশ্চয়ই চিনি তৈয়ারী হয় না, কাজেই বিদেশ হইতে চিনি আমদানির প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভারতবাসীমাত্রেই জানে, ভারত এক সময়ে চিনির জন্য বিখ্যাত ছিল; পৃথিবীর অন্যান্যস্থানে ভারত হইতে বহু টাকার চিনি রপ্তানী হইত। কেন ভারতবাসীকে এখন বিদেশী চিনি কিনিয়া খাইতে হয়, তাহাও কাহারও অবিদিত নহে। বিদেশী চিনির প্রতিযোগিতায় ভারতের স্বদেশী চিনির ব্যবসাগুলি অনেকস্থলেই উঠিয়া গিয়াছে। এখনও যে দুই এক স্থানে দুই একখানা কারখানা আছে, তাহাও উঠিয়া যাইবার পথে বসিয়াছে। এখনও যদি এই স্বদেশী ব্যবসায়কে রক্ষা করিবার জন্য সরকারপক্ষ মনোযোগী হন, তাহা হইলে সুফল লাভের আশা আছে। সেদিন পুষায় রয়াল কৃষি-কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে গিয়া 'সুগার-বুরো'র সেক্রেটারী মিঃ সেয়ারও এই কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার কথা—"যদি উপযুক্ত-রূপ অনুসন্ধান এবং প্রাথমিক পরীক্ষাদির পর প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে, ভারতের চিনির চাহিদা ভারতই মিটাইতে পারে, চিনির জন্য আর প্রতি বৎসর ভারতকে পনের কোটি টাকা বিদেশে পাঠাইতে হয় না।" পুষায় এবং কইম্বাটুরে চিনির কারখানা আছে। মিঃ সেয়ার বলেন,—এইরূপ আরও দুইটি সরকারী কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। একটি পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের সীমান্ত-অঞ্চলে আর একটি দাক্ষিণাত্যে হইলেই চলিবে। উত্তর ভারতে অনেকগুলি চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠার সুবিধা আছে। ফলে, গবরমেণ্টের সহানুভূতি সর্ব্বত্রই প্রয়োজন। ইহাই তাঁহার অভিমত। আমাদের মনে হয়, বিদেশী চিনির উপর একটা আমদানী শুল্ক বসাইয়া দিলেই এদেশী চিনির ব্যবসায়ে যথেষ্ট আনুকূল্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা কি গবরমেণ্ট করিতে সাহসী হইবেন? বিদেশী চিনির কারখানা সমূহ শ্বেতাঙ্গ ধনীদের সম্পত্তি। তাহাদের ব্যবসায়ে ব্যাঘাত ঘটাইলে, তাহারা বিলাত পর্য্যন্ত এমন আন্দোলন তুলিবে যে, তাহাতে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য বিচলিত হইবে। মাঞ্চেষ্টারের কাপড় ব্যবসায়ে হাত দিলে যাহা হয়, যাভা প্রভৃতি দ্বীপের সাহেবী চিনির ব্যবসায়ে হাত দিলেও তাহাই হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ভারতের আমলাতন্ত্র তাহার কিছুই করিতে পারিবেন না। তাহা যদি পারিতেন, তাহা হইলে, এদেশের পুরাতন চিনির কারখানাগুলি উঠিয়া যাইত না। তবে, বিদেশী ধনীরাই ভারতে আসিয়া যাহাতে চিনির কারখানা খুলিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট হয়ত তাহার একটা সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? এদেশে পূর্ব্বে যেমন নীলের ব্যবসায় ছিল এবং এখন যেমন চা'র ব্যবসায় হইয়াছে, সেইরূপই একটা চিনির ব্যবসায় হইবে মাত্র। ভারতবাসী তাহাতে কুলীর কাজ করিবে; সাহেবদের লাথির চোটে তাহাদের প্লীহা ফাটিবে, আর ভারতবাসীর রাশি রাশি টাকা এই সব বিদেশী ধনীদের পকেটে গিয়া উঠিবে। যে দেশ দেশবাসীর হাতের ভিতর নহে, সে দেশে সবই তাহাদের লাঞ্ছনা নির্য্যাতনের কারণ হইয়া থাকে।

(বঙ্গবাসী)

Editor in Council.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা।

প্রশ্ন। আরসুলা, মাকড়সা প্রভৃতির উপদ্রব নিবারণের উপায় কি?

উত্তর। ৵৩ তিন সের আন্দাজ জলে প্রায় ১ সের ফট্‌কিরি (alum) দিয়া ফুটাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে সিন্ধুক আলমায়েরার মধ্যে ব্রুস দ্বারা মাখাইয়া দিলে ইহাদের উপদ্রব নষ্ট হইতে পারে।

সোহাগাকে জলে দ্রব করিয়া বা সোহাগাচূর্ণ আরসোলার যাতায়াত স্থানে ছড়াইয়া দিলে আরসোলা আর সেখানে থাকে না।

প্রশ্ন। দোয়াতের কালী পচিয়া যায়, এই পচন নিবারণের কোন প্রকৃষ্ট উপায় আছে কিনা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীসত্যপ্রিয় দাস,
বর্দ্ধমান।

উত্তর। দোয়াতের কালী বা বোতলে কয়েক ফোঁটা অয়েল অফ্ ক্লোভস্ দিলে কালী দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। এতদ্ভিন্ন ক্রিয়োজোট্, কার্ব্বণিক এসিড, ফর্ম্মিক অ্যাসিড্ সামান্য দিলেও পচন নিবারিত হইতে পারে। আমরা লবঙ্গ তৈল বা oil of cloves দিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে কালী অনেক দিন ভাল থাকে।

বিবিধ তথ্য।

লাঙ্কাসায়ারের আনন্দ।

বিলাতের কাপড় কলওয়াদের আবার সুদিন উপস্থিত হইয়াছে। মাঞ্চেষ্টারের বণিকসভার ভারতীয় বিভাগ তাঁহাদের যে বার্ষিক রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন, তাহাতেই এই সুদিনের সকল লক্ষণ সুপ্রকাশ। এই রিপোর্টে প্রকাশ,—১৯২৫ সালে ভারতবর্ষে বিলাতী কাপড় ও সূতার চাহিদা যে পরিমাণ ছিল, ১৯২৬ সালে তাহা অনেক বাড়িয়াছে। তাঁহারা কয়েক বৎসরের হিসাব মিলাইয়া বুঝিয়াছেন,—প্রতি বৎসরই যে ভারতে সূতা ও কাপড় রপ্তানী কিছু কিছু কমিয়া যাইতেছিল, এইবার তাহা বন্ধ হইয়াছে; আর রপ্তানী কমিবার কোন আশঙ্কা নাই, এইবার ক্রমেই তাহা বাড়িবে। মাঞ্চেষ্টারের বণিকেরা আশা করিতেছেন,—যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে যে পরিমাণে বিলাতী কাপড় ও সূতা কাটিত, এখন আবার প্রায় সেই পরিমাণেই কাটিতে পারে। ভারতের কাপড়কলগুলির কঠোর পরীক্ষা! একদিকে জাপান, অন্যদিকে ইংলণ্ড,—দুই দিকের এই প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়িয়া ভারতের কাপড়গুলি আত্মরক্ষা করিতে পারিলে হয়। সেই বঙ্গভঙ্গের সময় হইতে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের জন্য আন্দোলন-আলোচনা চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু দীর্ঘ বিশ বৎসরেও তাহার কোন ফলই হইল না। বিদেশীর শাসনাধীন ভারতবাসীর পক্ষে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের প্রস্তাবে আর বিড়ালের গলায় ইন্দুরদের ঘণ্টা বাঁধার প্রস্তাবে কোন পার্থক্য আছে কি?

মাছ হইতে ময়দার উৎপত্তি।

মাছ বা মাছের যে অংশ ফেলা যায়, তাহা হইতে ময়দা উৎপন্ন হইতেছে, আবার সেই ময়দা গৃহপালিত জন্তুর খাদ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুইডেন রাজ্যের কৃষি বিষয়ের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী প্রফেসর নীলস্ হাল্‌সন প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, মৎস্য হইতে উৎপন্ন ময়দা গবাদি পশুর খইল প্রভৃতি অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী খাদ্য। ঐ ময়দার প্রোটীন, খণিজ-পদার্থ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকায় অস্থি গঠনেও বিশেষ সাহায্য হয়। যে জাতীয় মৎস্য মানবের উপযোগী নহে, সেই জাতীয় মৎস্য হইতে প্রচুর পরিমাণে ময়দা প্রস্তুত হইতেছে। দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে নাকি ইহার মত খাদ্য আর নাই। কিন্তু ভারতবাসীগণের ধারণা যে কদাচ পশুদিগকে আমিষজাত দ্রব্য খাওয়ান উচিত নয়।

বিলাতে ভারতীয় ছাত্র।

ভারতে বৈদেশিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে বিলাতে যত ভারতীয় শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করিতেছে; তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ২৮০ জন, কেম্ব্রিজে ১১৭ জন, অক্সফোর্ড ৮৬ জন, এডিনবরা ১৬৬ জন, গ্লাসগো ৬২, ম্যাঞ্চেষ্টার ৫১ জন, বৃষ্টল ২৪ জন, শেফিল্ড ২১ জন, লীডস্ ১৭ জন, বেলফাষ্ট ১৩ জন, এবারডিন ৪ জন।

এতদ্ব্যতীত ব্যারিষ্টারী শিক্ষার জন্য ৫৮৩ জন ছাত্র বিলাতে থাকে।

(বরিশাল)

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

চাউল রপ্তানি।—বিগত ১৯২২ সালে ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় ১৪ লক্ষ মন চাউল রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯২৩ সালে ২০ লক্ষ মণ ও ১৯২৪ সালে প্রায় ২৫ লক্ষ মণ চাউল ঐ দেশে রপ্তানী হইয়াছে।

ভারত হইতে চা রপ্তানি।—ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৩৪ কোটি পাউণ্ড চা সমুদ্রপথে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে, ইহার মূল্য প্রায় ৩৩ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা।

বঙ্গদেশে সোরার কারখানা।—কলিকাতার নিকট কাঁকুড়গাছিতে দুইটা লাইসেন্স করা সোরার কারখানা আছে। তথায় এই বৎসর ১৩৫৬ মণ বিশুদ্ধ সোরা প্রস্তুত হইয়াছে। গত বৎসর ১০৫৯ মণ তৈয়ারী হইয়াছিল। স্থানীয় বাজার ব্যতীত অন্যান্য স্থানে বিক্রয় হওয়ার দরুণ অধিক সোরা প্রস্তুত হইয়াছে।

আবার সতীর সহমরণ।—লক্ষ্ণৌ জেলার শকত্ নামক একজন [illegible] বৎসর বয়সের লোক গত ২৭শে অক্টোবর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার সুশীলা, পতিভক্তি পরায়ণা স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া নীরবে তাহার কার্য্যাদি সম্পন্ন করেন এবং পরে স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়া দেহত্যাগ করেন। উপস্থিত জনগণ স্বামী স্ত্রীকে এক চিতায় দাহ করিয়াছিল। এই শ্মশানে একটী স্থায়ী স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে।

কুরুক্ষেত্রে বিরাট যজ্ঞ। দ্বাদশবর্ষব্যাপী উৎসব, রাজন্যবর্গের উৎসাহ।—স্বামী সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ১।১ বিশ্বনাথ মতিলাল লেন বহুবাজার কলিকাতা হইতে "স্বতন্ত্র" পত্রে লিখিতেছেন, ভারতের যে স্থানে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই পুণ্যময় কুরুক্ষেত্র তীর্থে দ্বাদশবর্ষব্যাপী এক বিরাট যজ্ঞ সম্পাদিত হইবে। ঐ স্থানে যে কুরুক্ষেত্র জীর্ণোদ্ধার সমিতি এবং গীতা সমিতি আছে, তাঁহারাই এই যজ্ঞ সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যে সমস্ত রাজা মহারাজা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ দেওয়া হইল—রেওয়ার মহারাজা ১ লক্ষ টাকা, কাশ্মীরের মহারাজা ৯০০০৲ টাকা, পাতিয়ালার মহারাজা ২০০০০৲ টাকা, বাশওয়ারার মহারাজা ২১০০৲ টাকা, সৈলালর মহারাজা ৩০০০৲ টাকা, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ৬৯১২১৩৮০ শ্রীপুরের রাজা ৩০১৬৲ টাকা জব্বলের রাজা ৫০০০৲ টাকা, আলোয়ারের মহারাজা ১৩১৮৲ টাকা, কলাসিয়াব রাজা ৫০০ টাকা, লক্ষোরার রাজা ১৪২৪ টাকা। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে আদায়ী অর্থ মজুদ আছে। বহু গণ্যমান্য ভারতবাসী এই বিরাট যজ্ঞে যোগদান করিবেন জানাইয়াছেন।

কলেজের রীতি নীতি শিক্ষা।—আমেরিকার কতকগুলি কলেজে সম্প্রতি ছাত্রদের ভদ্র রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে ছেলেদের ডিগ্রী দেওয়া হয় না। এদেশে হয় না? ছেলেদের রীতিনীতি এদেশে যে বড় খারাপ হইয়া যাইতেছে?

চারিদিকে নারী হরণ।

পূর্ব্ব বঙ্গের নানাস্থানেই ক্রমাগত হিন্দু রমণীগণ দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান গুণ্ডাগণের দ্বারা অপহৃত হইতেছে। সে দিন কালীঘাটে কয়েকজন মুসলমান গুণ্ডা দিবালোকে একটী ভদ্রমহিলাকে ছোরা দেখাইয়া হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। এই যে এই সকল অমানুষিক ঘটনা প্রতি নিয়তই ঘটিতেছে ইহা দ্বারা হিন্দুদের দুর্ব্বলতায় কথাই প্রকাশ পাইয়া যাইতেছে। নারীরক্ষা সমিতি অক্লান্ত পরিশ্রমে বহু অভাগিনীকে উদ্ধার করিয়া পাপাত্মাদিগকে দণ্ডিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সকল কার্য্যে বহু অর্থ এবং লোক বলের দরকার। কিন্তু বাঙ্গলায় হিন্দু সমাজ এ দিকে উদাসীন কেন? বাঙ্গালী হিন্দুগণ বিবাহে শ্রাদ্ধে, নাচে, তামাসায়, থিয়েটারে বায়স্কোপে, অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, কিন্তু মাতৃস্বরূপিনী নারী রক্ষার জন্য এত উদাসীন কেন? হিন্দুর ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত, আমরা বলি, প্রত্যেক সংসারে এক একটী মুষ্টি রক্ষার জন্য হাঁড়ী বা কলসী রক্ষা করা হউক, তাহাতে প্রতিদিন একমুষ্টি করিয়া চাউল রাখিয়া প্রতি মাসে তাহা বিক্রয় করিয়া যাহা হয়, তাহা প্রতি বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়া নারী রক্ষা সমিতিতে পাঠাইয়া দিলে ইহা দ্বারা প্রচুর অর্থ সমিতির হাতে জমিতে পারে। বড় বড় গ্রামে এইরূপে সঞ্চিত চাউল দ্বারা বৎসরে অনেক টাকা উঠিয়া থাকে, তাহা দ্বারা বাঙ্গলায় অনেক স্থানে যাত্রা মহোৎসবাদিতে শত সহস্র টাকা উঠিয়া যায়। নারীর সম্মান রক্ষার জন্য এই উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে কি প্রত্যেক হিন্দু সংসার কর্ত্তব্য বোধে অগ্রসর হইবেন না? এই অর্থ কোথায় পাঠাইতে হইবে, তাহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইবার জন্য "সঞ্জীবনী" সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে লিখিলে তিনি পরামর্শ দিবেন। কারণ "সঞ্জীবনী" সম্পাদক মহাশয় এজন্য যেন অনেকই করিতেছেন বলিয়া সকলে মনে করেন। হিন্দু সংঘবদ্ধ হও, নারী রক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ হও, আর উদাসীন থাকিয়া ক্লীবত্বের পরিচয় দিয়া জগতে হাস্যাস্পদ হইও না। হিন্দুর অবস্থা শোচনীয় হইয়া আসিতেছে, একথা প্রতিমুহূর্ত্তে মনে রাখিয়া কার্য্য কর। দুর্বৃত্তগণ যে শুধু হিন্দুনারীকেই ধর্ষিত করিতেছে, তাহাই নহে অনেক মুসলমান মহিলারও সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

নারী-রক্ষা সমিতি তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য ত্রুটী করেন নাই। তাই এই কার্য্যে নারীরক্ষার জন্য মুসলমানেরও কম কর্ত্তব্য আছে তাহা নহে। এ ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই কাল সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া দেশের নারীগণের সম্মান রক্ষার জন্য বদ্ধ পরিকর হওয়া উচিত। আমরা আশা করি, প্রত্যেক রঙ্গালয়—বিশেষ হিন্দু পরিচালিত থিয়েটার বায়স্কোপ গুলির প্রতিমাসে এক একটী নারীরক্ষা সমিতির সাহায্য কল্পে সাহায্য রজনী দিয়া অর্থ সংগ্রহ এবং অর্থ সাহায্য করা উচিত। আর দেশবাসী আপামর নরনারীর এইরূপ অভিনয় দর্শন

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

করিয়া থিয়েটারগুলিকে তাঁহাদের এই পবিত্র কার্য্যে সাহায্য করা উচিত। হিন্দু আর ঘুমাইও না। একবার চক্ষু মিলিয়া দেখ, তোমার কি ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত।

আর একটা কথা, এই দুর্দ্দিনে হিন্দু নারীগণের তীর্থাদিতে যাওয়া একেবারেই নিরাপদ নহে। চারিদিকে প্রত্যেক লোকের এই ঘোর বিপদবাণী প্রত্যেক সংসারে প্রচার করিয়া দিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। ইজ্জৎ যাইলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না।

Review.

সমালোচনা।

Child's Modern Grammer by S. Ray. B. A. Price Annas sveven only. গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, আমি কয়েক বৎসর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া বহুদর্শিতা দ্বারা বুঝিয়াছি যে, ইংরাজী প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্রগণের জন্য একখানি উপযুক্ত গ্রামারের এখনও অভাব আছে। যে সকল গ্রামার তাহাদের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তাহার ভাষা কঠিন, ছেলেরা গ্রামারের আবশ্যকীয় বিষয়গুলি আয়ত্ব না করিতে পারিয়া কেবল মুখস্থ করিয়া যায়। এই জন্য উচ্চ শ্রেণীর বালকগণের মধ্যেও আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, তাহারা গ্রামারের অনেক বিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই। এই অভাব দূরীকরণের জন্য আমি প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র।" গ্রন্থকার অতি সরল বাঙ্গালা ভাষায় গ্রামারখানিকে ছেলেদের সহজে বুঝিবার এবং শিখিবার জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছেন,তাহা বাস্তবিকই সার্থক হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে গ্রামার খানি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ Part I. 7th class হইতে 8th class এর ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে, এবং Part II 6th classএর ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে Part III 5th class ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তাহা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণও এই গ্রামারখানি হইতে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন। এই গ্রামারখানি মাইনর স্কুলের ছেলেদের অতি অবশ্য পাঠ্য বলিয়াও আমরা মনে করি এবং আশাকরি, প্রত্যেক স্কুলের শিক্ষক এবং ছেলেদের কর্ত্তৃপক্ষ গ্রামারখানিকে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে সক্ষম হইবেন। ছাপা কাগজ উত্তম, মূল্য ।৵০ আনা। ভবানীপুর পদ্মপুকুর ইন্‌ষ্টিটিউশন গ্রন্থকারের নিকট এবং অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

কথা শেখা ও খেলা :—কলিকাতা তরুণ সংঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৵০। এখানি ছেলেদের Word Bookরই মত পুস্তক, কিন্তু খেলার সঙ্গে কেমন করিয়া ইংরাজী কথাগুলি শিশুর কোমল হৃদয়ে সহজে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তাহার কতক গুলি সুন্দর শিক্ষাপদ্ধতি ইহাতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা বাস্তবিকই ছেলেরা উপকৃত হইবে। ছাপা কাগজ সুন্দর। ৩৩নং ওয়েলিংট ষ্ট্রীট এবং মেঃ ঘোষ মিত্র এণ্ড কোং বুক সেলার, ১০।২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। শিশুদের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই খানি দ্বারা ছেলেদিগকে ঘরেও শিক্ষা দিতে পারেন, বইখানি ভাল।

গৃহস্থের টোট্‌কা চিকিৎসা :—শ্রীঅশ্বিনী কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।৵০ মাত্র। এখানি পল্লী-মঙ্গল সমিতির দ্বিতীয় গ্রন্থ; এই পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ ১৩৩০ সালে হয়, ১৩৩৩ সালের মধ্যে ইহার অষ্টম সংস্করণ হইয়াছে, সুতরাং "গৃহস্থের টোটকা চিকিৎসা" সাধারণের মধ্যে কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাহার উপর কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীরাখালচন্দ্র সেন গুপ্ত কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় দেখিয়া শুনিয়া দিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থ খানি গৃহস্থ মাত্রেরই অপরিহার্য্য। ২১।১নং ঠাকুরদাস পালিতের লেনে, গ্রন্থকারের নিকট এবং অন্যান্য পুস্তকালয় সমুহে পাওয়া যায়।

ছাত্রশিক্ষা।——কলিকাতা বঙ্গবাণী পাঠশালার অধ্যক্ষ এবং বহু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভুতপুর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ, বি, এ প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নব শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর জন্য সঙ্কলিত। বাঙ্গলার যাবতীয় প্রাচীন এবং আধুনিক শ্রেষ্ঠ গদ্য এবং পদ্য লেখক লেখিকাগণের চিরনুতন অমর রচনা হইতে সুন্দর সুন্দর রচনাবলী সংগ্রহ করিয়া ছাত্রশিক্ষায় কলেবর পূর্ণ করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা যে একখানি

মনোরম পাঠ্যপুস্তক হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। ছাত্রশিক্ষা ইতিমধ্যেই বহু বিদ্যালয়ে সমাদৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার মহাশয় ছাত্র শিক্ষায় শেষাংশে গ্রন্থকার এবং গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং ভূমিকায় বহু গবেষণাপূর্ণ তথ্য সংযোজিত করিয়া গ্রন্থখানিকে আরও মনোজ্ঞ করিয়া দিয়াছেন। এই একখানি পুস্তকে শতাধিক বাণীর বরপুত্রগণের বিবিধ প্রকার রচনা পাঠ করিলে বালকগণের সাহিত্য শিক্ষার যে বিশেষ সুবিধা ও সহায়তা হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। মূল্য ৮৶০ আনা। ৪।৬বি শাঁকারী টোলা লেন প্রকাশক শ্রীপ্রভাত চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট এবং প্রধান প্রধান পুস্তকালয় সমূহে প্রাপ্তব্য।

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কম্বার, কলিকাতা, উইলিয়ম্‌স লেন ৪ নং দাস প্রেসে শ্রী সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ২ নং [illegible] হইতে প্রকাশিত।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক। (Registered No C. 421

THE BUSINESSMAN.

বার্ষিক মূল্য সডাক
২॥০ টাকা

কাজের লোক

Edited by S. P. Chatterjee.
Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

২১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। New Series February, 1927. নূতন সংস্করণ। ফেব্রুয়ারী ১৯২৭। Vol. 21 No 2.

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২১শ বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. XXI.
২য় সংখ্যা। FEBRUARY. ফেব্রুয়ারী। NO. 2.

(১)

ভাবিয়া দেখিলে মানব জীবনটা কেবলই যেন সংযোগ আর বিয়োগের লীলাভূমি মাত্র। অগ্রে সংযোগ, পশ্চাৎ বিয়োগ, অগ্রে মিলন, পশ্চাৎ বিচ্ছেদ, অগ্রে প্রাপ্তি পশ্চাৎ ত্যাগ। আরও দেখ, সংযোগ অপেক্ষা বিয়োগের দিকটাই বেশী সুনিশ্চিত। মিলন হইলেই বিচ্ছেদ অনিবার্য্য—প্রাপ্তি ঘটিলেই ত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই মিলন বা সেই প্রাপ্তি যে ঘটিবেই, এরূপ স্থিরতা কিছুই নাই; "সৌভাগ্য সম্পদ আমার অদৃষ্টে লব্ধ হইবেই" এমন কথা জোর করিয়া কে বলিতে পারে? ইহা কিন্তু স্থির যে ভাগ্যগুণে সৌভাগ্য সম্পদ যদি কখন লাভ করি, একদিন না একদিন তাহা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেই।

এই সংযোগ বিয়োগের সূত্র ধরিয়াই মানবজীবনে সুখ দুঃখের উৎপত্তি হইতেছে। মিলনে বা প্রাপ্তিতে সুখের উদ্ভব এবং দুঃখের উৎপত্তি বিচ্ছেদ বা ত্যাগের সময়। সংযোগ বা মিলনের সুখ দুই দিনের সুখ—"সোনাদিনের" সুখ। সেই স্বল্পকাল ব্যাপী সুখের মাঝে বিঘ্ন আবার কত! তাহাতে পলকে প্রলয় সংঘটিত হইতে পারে—মনে সদাই আশঙ্কা হয়—"এই বুঝি হারাইলাম!" কারণ আমাদের বিলক্ষণ বোধ আছে যে, যাহা আইসে তাহা একদিন যাইবেই—যেখানে আগম সেইখানেই অপগম—যেখানে জন্ম, সেইখানেই মৃত্যু—যেখানে সৃষ্টি, সেইখানেই লয়। ইহার অন্যথা কুত্রাপি হয় নাই। অপর দিকে বিয়োগ বা বিচ্ছেদের দুঃখ যেন অনন্তকাল স্থায়ী; যাহা একবার যায়—তাহাকে আর ত কখন ফিরিয়া আসিতে দেখা যায় না। ধন, যৌবন, মান, সুদিন, সৌভাগ্য একবার গত হইলে আর ত সে সকল কখন ফিরিয়া আইসে না! পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, দারা, সুত যাহাকেই একবার সংসারের মাঝে হারাইয়া ফেলি, তাহাকে পুনরায় ত ফিরিয়া পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারি না! এই যে নিজের কমনীয় কলেবর, যাহারা পারিপাট্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য এত প্রয়াস এত প্রাণপাত পরিশ্রম—তাহাকেও ত একদিন অনন্ত-কালের জন্য ধ্বংসের কোলে পরিত্যাগ করিতেই হইবে!

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

সংসারের সর্ব্ববস্তুর বিয়োগই যখন চরম পরিণতি—বিচ্ছেদই যখন নিয়তির অপরিহার্য্য বিধান—ত্যাগই যখন এখানকার মূলমন্ত্র, তখন ত্যাগ বা বৈরাগ্যও কি নিখিল মানবজাতির একমাত্র ধর্ম্ম নহে? জন্মাবধি এই ত্যাগ শিক্ষাই আমাদের জীবন গঠনের সম্পূর্ণ উপযোগী শিক্ষা হওয়া উচিত।

ক্লেশের ভয়ে আমরা সহজে পরিশ্রম করিতে চাই না, কিন্তু কর্ম্মহীন মানব জীবনের তুল্য ক্লেশদায়ক আর কিছু আছে কি? পরিশ্রমের দ্বারা সুখানুভব শক্তি বৃদ্ধি হেতু মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে; কিন্তু আলস্যের বশীভূত হইয়া পড়িলে শরীর ও মন নিস্তেজ হইয়া বিনা কারণে নরকযন্ত্রণা অনুভব করাইতে থাকে। আলস্যের মুখ্য কারণ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীনতা। কার্য্য উপস্থিত হইলে "ইহা আমার কর্ম্ম নয়", ইহা আমার দ্বারা হইবে না" ইত্যাদি কথনে যাহারা অভ্যস্ত, তাহারাই প্রায় আলস্যের বশীভূত হইয়া থাকে। কিন্তু আপনার ক্ষমতার উপর যাঁহার অটুট বিশ্বাস, তিনি কখনও জীবনের মহামূল্য সময়কে বৃথা অপব্যয়িত হইতে দেন না। মানুষে যাহা করিয়াছে, আমি কেন তাহা পারিব না? ইহাই সর্ব্বকার্য্যে জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। আলস্যের দ্বারা একদিকে যেমন কর্ম্মশক্তি লোপ পাইতে থাকে, সেইরূপ অপর দিকে চিত্ত পাপের বিলাসকুঞ্জে পরিণত হইয়া উঠে। এইরূপে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইতে স্খলিত পদ হইয়া মানুষের জীবন্ত সমাধি হইয়া যায়।

"This mounful truth is
everywhere Confessed,
Slow rises worth by poverty
depressed."

কয়েক প্রকার সুগন্ধি ভেষজ দ্রব্য আছে, যাহাদিগকে নিষ্পেষিত না করিলে তাহাদের কোন সদ্গন্ধ বাহির হয় না। দারিদ্র্যের দ্বারা নিপীড়িত না হইলে তদ্রূপ অনেক ব্যক্তির গুণরাশি বিকশিত হয় না। সবল ও সাহসী পুরুষ অভাবের ভিতর দিয়াই উন্নতির সোপান গড়িয়া তোলেন।

দীন দরিদ্রকে দয়া করিবার সময় নিজের Superiorityর ভাব দেখান কখনই কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে দয়ার পাত্রকে তাহার আপন চক্ষে নিতান্তই হেয় প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে নিজের দাম্ভিকতারও প্রশ্রয় দেওয়া হয়। দয়া প্রকাশ এরূপভাবে করা উচিত, যাহাতে দুঃখী না বুঝিতে পারে যে সে যথার্থই হীন এবং অপরের দয়ার উপর নির্ভর ব্যতীত তাহার গত্যন্তর নাই। তাহার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহাকে সাহস দেওয়া ও তাহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করাই যথার্থই হিতৈষিতা।

শ্রীপঞ্চানন সিংহ।

কেমন করিয়া মানুষ অধঃপাতে যায়?

যখন জীবনের সুসময় থাকে, সুখ ভিন্ন দুঃখ বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা যখন মানুষ চিন্তাও করে না সেই সময় বড় বিষম সময়—সেই সুখের দিনে মানুষ চরিত্রের যত কিছু সৌন্দর্য্যময় গুণরাশি, যাহাদিগের সদ্ব্যবহার দ্বারা সে এত বড়—এত উন্নত হইতে পারিয়াছিল, সেই গুণগুলির দিকে আর তেমন মনোযোগ দেয় না। একে একে সেই গুণগুলি যথাযোগ্য মনোযোগ এবং প্রয়োগের অভাবে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতে থাকে। সুখের সময় মানুষ তাহা বুঝিতেই পারে না। ঠিক এই সময় হইতেই মানুষের অধঃপতনের সূত্রপাত হইতে থাকে। এই জন্যই প্রত্যেক লোকের ভবিষ্যৎ চিন্তা করা এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইয়া জীবন যাপন করার আবশ্যকতা অপরিহার্য্য। প্রায়ই প্রতিনিয়তই দেখা যায়, সুখের সুদিনের সময় এই ভবিষ্যৎ চিন্তার কথা অবস্থাপন্ন লোককে কেহ স্মরণ করাইয়া দিলেও সাবধান হইতে পারেন না, বরং অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন। শেষে অভাবের অতলগর্ভে পতিত হইয়া কত কষ্টোপার্জ্জিত সুনাম এবং যশোরাশি ডুবাইয়া দিয়া লোক চক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিতে হয়। তখন পূর্ব্ব পসার বজায় করিতে যাইয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বসেন, তখন সংসারের প্রত্যেক লোকের সহিত বাক বিতণ্ডা, বচসা হইতে থাকে, সংসার হইতে শান্তি সুখ চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিতে

বাধ্য হয়। সেই যে সময়, সেই সময়ে প্রত্যেক লোকেরই সাবধান হইয়া চলা উচিত। দুঃখের দিনের কথা মনে থাকে না তাহারই পরিণাম এই অসাবধানতা।

সেই জন্য মিতাচার অভ্যাধ করিতে হয়, তাহার জন্য সাবধান হইতে হয়। আহার বিহারে, পোষাক পরিচ্ছদে, ব্যয়ে অপব্যয়ে মিতাচার অবলম্বনীয়। নচেৎ ভবিষ্যতে মনস্তাপ সহ্য করা অবশ্যম্ভাবী। কত শত অবস্থাপন্ন অর্থশালী লোককে এমন দুর্দ্দশায় পড়িতে দেখিয়াছি যে, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। এমন দুর্দ্দিনের জন্য অবশ্য কেহ আশা করে না, করা উচিতও নয়। প্রত্যেক কাজ ও প্রত্যেক বিষয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া যদি চলা যায়, তবে এমনটী ঘটিতে পারে না।

মানুষ তাহার জীবনে অন্ততঃ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে, তাহা অসম্ভব নয়। কিন্তু সঞ্চয়ের অভাবে সে তাহা দেখিতেও পায় না যত্র আয়, তত্র ব্যয় করিয়া যাইলে ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারময় হইবে, তাহা বিচিত্র ব্যাপার নয়—তাহা অবশ্যম্ভাবী।

অপব্যয় বাদ দিলে সংসার চালাইতে বড় বেশী ব্যয় হয় না, উপার্জ্জনের উদ্বৃত্ত অনেক অংশ থাকিয়া যায়, সেই অল্প অল্প সঞ্চয় দ্বারাই বহু অর্থ সঞ্চিত হয়। যাঁহারা সঞ্চয়ী, তাঁহারা অনর্থক অপব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন, এই শ্রেণীর লোকই ভবিষ্যৎ সুখে কাটাইয়া সন্তান সন্ততির জন্য কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন। এই শ্রেণীর লোকই বহু সৎকার্য্যে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া অমর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন তাঁহাদের সেই আড়ম্বরশূন্য জীবন বাস্তবিক কি সুখের? তাই আমরা বলি, সুখের দিনে দুঃখের কথা বিস্মৃত হইও না, অধঃপতন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সুসময়ে প্রস্তুত হও।

সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর পর অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য প্রাজ্ঞগণই সতর্ক হয়েন এবং হওয়াই উচিত।

কদাচ অনুকরণ প্রিয় হইতে নাই। এই অনুকরণ প্রিয়তার জন্যও মানুষ অধঃপাতে যায়। অপরের চালচলন আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতে যাইয়াই অমিতাচারী হইয়া উঠিতে হয়। আমি কি, আমার প্রকৃত অবস্থা কি, আমার কত আয়, আমার কত ব্যয় করা উচিত, এইগুলি সুখের সময় হিসাব করিয়া দেখিতে আমি ভুলিয়া যাই, সেইজন্যই আমার ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন হয়। একথা অতি সত্য যে দরিদ্র হওয়া অপেক্ষা কৃপণ হওয়া ভাল। ভবিষ্যৎ চিন্তা কর—মনে রাখিতে হইবে যে, এমন দিন চিরকালই যাইবে না।

সম্পাদক।

আমাদের দেশ।

—:০:—

বাংলার মোট জমির পরিমাণ ১৬,১৪, ১২,৪৭৪ বিঘা, চাষ জমির পরিমাণ ৭,০৯, ২৬,৩০০ বিঘা, চাষের উপযুক্ত পতিত জমি ১,৭৪,৪৮৮০ বিঘা, বন জঙ্গল ১,২৮,০৮, ৫৯৩ বিঘা। মোট সহর ১৩৫টি। এক আনা সহরে বাস করে ৮৯৫২৫টী, ১৫ আনা লোক গ্রামে বাস করে।

জনসংখ্যা—হিন্দু ২ কোটি ৮ লক্ষ মুসলমান ২ কোটি ৫৮ লক্ষ, শতকরা ৯০ জন বাংলায় কথা বলে। হিন্দু শিক্ষিত শতকরা ১৪.১৫, মুসলমান শিক্ষিত শতকরা ৫,৭৫।

হাজার করা—হিন্দু জন্ম হার ২৯.৯, মৃত্যুহার ২৪.৬৩। মুসলমান জন্ম হার ৩২.৯ মৃত্যুহার ২৪,৮০। মোট জন্ম ৩২.২, মোট মৃত্যু ৩০.৯।

পূর্ব্বে ছিল—সোণার বাংলা
স্বাবলম্বী—স্বাতন্ত্র্য—সুখী।
আজ হয়েছে কাঙ্গাল বাংলা
হতশ্রী—পরমুখাপেক্ষী—দুঃখী।

পল্লীসমাজগুলি এক একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতন্ত্র বিশেষ। প্রত্যেক অভাবই তাহারা নিজেদের মধ্যেই মিটাইয়া লইত; বলিতে গেলে একেবারেই পরমুখাপেক্ষী ছিল না।

বাংলায় পল্লীগুলি যেমন গোছাল, তেমনি সুশ্রী এবং সামাজিক শাসনে সুনিয়ন্ত্রিত। লোকেরা বেশ সুস্থ সবল, অভাব ব'লে যে কোন জিনিস আছে, তা মনে হয় না—

পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজক।

১৯০৩—অবধি নীলের চাষে ভারতে প্রায় ২৫ কোটী টাকা বিদেশ হইতে আসিত।

১৭১৪ হইতে ১৮১৪ অবধি গড়ে ভারতবর্ষ হইতে ১৬ কোটী টাকার কাপড় ও ১২ কোটী টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানী হইত।

১৮৭৫ সালে ভারতে ২৫৪টী চিনির কারখানায় ২১ কোটী মণ চিনি হইত। ১৯২৫ সালে ভারতে ৫৭টী চিনির কারখানা তাতে ৮ কোটী মণ চিনি হয়।

গত বৎসর আমরা ২৭ কোটী টাকার চিনি কিনিয়াছি—স্বাবলম্বী ভারতকে ভিখারী করিল কে?

ভারতবর্ষের মসলিন গ্রীস ও রোমের অতি আদরের জিনিস—প্লিন্ থৃঃ পূঃ ২০০

রোমের রাজ্ঞীরা ভারতের মসলিন পরে গৌরব অনুভব করতেন।

—ফিলাডসি খৃঃ পূঃ ১৫০

বাংলার অবস্থা।

হাতে, কাজ নাই, পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই, ঘরে শিল্প নাই, বিদেশীর জিনিষে চলে ঘর।

গেল তা'র নীলের চাষ—তুলার ব্যবসা

চিনির কারখানা।

বাংলার লক্ষ্মী বাঁধা ছিল চরখার সুতায়, তখন বাংলার বুকে ঘরে ঘরে চরখা ও টেকো ছিল।

১৮১৪ সালে কলিকাতা বন্দর হইতে ২॥০ কোটী টাকার কাপড় বিলাতে চালান হয়। ঠিক একশত বৎসর পরে ১৯১৪ সালে বিলাত থেকে ৩৪ কোটী টাকার কাপড় কলিকাতা বন্দরে আসিয়াছে।

১৮৩৯ সালে বিখ্যাত ডাঃ উন সাহেব লিখিতেছেন, ঢাকায় সুতা কাটা ও মসলীন তৈয়ারী পূর্ব্বের মতই চলিতেছে এবং আমার মনে হয়, ইউরোপীয় শিক্ষা ও নিপুণতা কখনও ইহাদের সমকক্ষ নহে।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জেমস টেলার লিখিতেছেন—১৮ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দু স্ত্রীলোকেরাই সব চেয়ে ভাল সুতা কাটিতে পারেন। এই কার্য্যে যাহারা খুব নিপুণ, তাহারা এক টাকার ওজনের তুলায় প্রায় ৪ মাইল বা ততোধিক সুতা কাটিতে পারেন।

আজকাল আমরা গড়ে ৬৬ কোটী টাকার বিলাতী কাপড় কিনি। ঘরে আছে কি? কি দিয়ে কিনি? পেটের খাবার বিক্রি ক'রেই ত পরণের কাপড় কিন্‌ছি।

গত বৎসর আমরা ৩৫ কোটী টাকার চাল বিক্রি করেছি এবং ১০ কোটী টাকার ডাল বিক্রয় করেছি।

গত বৎসর আমরা ১০ কোটী টাকার গম বিক্রি করেছি এবং ৮ কোটী টাকার চিনাবাদাম বিক্রয় করেছি।

প্রতি মিনিটে ভারতবর্ষ হইতে—১০০ শত মণ চাল, ৫০ মণ চিনের বাদাম, ৬৫ মণ গম, ৫০ মণ মসুর ডাল, ৫০ মণ অরহর ডাল, বিদেশে চালান যায়।

ভারতে ভীষণ মৃত্যু হার।

	১৯০৫	১৯১৫	১৯২৫
ইংলণ্ডে	১৯'৫	১৭'২	১১'২
আমেরিকা	১৭'৫	১৪'৪	৮'৮
ভারতবর্ষ	৩১'৬	৩৪'১	৩২'৪
বাংলাদেশ	৩২'৫	৩৪'২	৩১'০

বাংলাদেশে প্রতিদিন ২০০০ লোক ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে।

প্রতি বৎসর বাংলাদেশে ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক ১।০ লক্ষ লোক মারা যায়।

প্রতি সেকেণ্ডে ৭ মণ খৈল ও ১০ মণ তৈল বীজ বিদেশে যায়।

বাঙ্গালাদেশে প্রতিদিন ৮১৬টী শিশু মারা যায় এবং প্রতি ঘণ্টায় ৮টী মা প্রসব-সংক্রান্ত ব্যাধিতে যান।

প্রতি বৎসর ৫ লাখ গরু এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৭০মণ হাড় বিদেশে যায়।

একবার চোখ খোল—আমাদের দুর্দ্দশা দেখ—আর জগতের দিকে তাকাও।

১৯২৫	শতকরা শিক্ষিতের হার	জন্মহার (হাজার করা)	মৃত্যুহার (হাজার করা)	শিশু মৃত্যু (হাজার করা)	গড় আয়	জনপ্রতি দৈনিক আয়
ইংলণ্ড	৯৩'৫	২৯'২	১০'৮	৭৫	৫১'২	৬৸০
আমেরিকা	৯৫'৪	২২'৪	৮'৮	৬৮	৫৭	১৪॥৴০
জাপান	৯৭'৮	২৪'৯	১৭'২০	১০৫	৪৭	৪৷৶০
ভারত	৫'২	৩২'২	৩২'৪	২৭৫	২২'৭	৴১০
বাংলা	৯'৭	৩১'২	৩১'৯	২১৩	২৪'১	৶১০

দেশে আজ স্বাস্থ্য নেই,—শিক্ষা নেই—অর্থ নেই—তাইত ভাবি ১৫০ শত বৎসর পর আমাদের রইল কি?

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী

দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার ধনভাণ্ডার।

মিনতি।

স্বপ্ন দোয়ার ঠেলিয়া আমার
অন্দর পথে চলিও,
শিশির সিক্ত শিথিল নিথরে
চপল চমক হাসিও;
আকুল আবেশ অচল শয়ানে
দাওশিহরণ লহর পরাণে,
পথ-ভরা পলি চরণে ঠেলিয়ে
স্মরণ সাগরে ভাবিও।
আসার আশা-নিরাশ আসনে
এস আশাময় আসার বিধানে,
আপন-বাসে আপন-পাশে
আপনে জড়ায়ে ধরিও।

শ্রীধনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীর বালক।

ক্যাবিনবয় হইতে এড্‌মিরাল।

অনেক অতীত দিনের কথা, একবার ইংরাজ এবং ডচ্‌ জাতির মধ্যে ভয়ানক নৌ-যুদ্ধ চলিতেছিল। এডমিরাল নার্‌-বোরো পতাকাবাহী (Flag ship) জাহাজের অধিনায়ক। ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময় পতাকাবাহী জাহাজ খানি শত্রু পক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রায় চতুর্দ্দিকে শত্রুপক্ষীয় রণতরীগুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে জাহাজ-খানির ২টী মাস্তুল শত্রুপক্ষের গোলায় কোথায় উড়িয়া গেল।

এডমিরাল দেখিলেন, যদি তিনি এই ভীষণ সময়ে কোনরূপে সরিয়া পড়িতে না পারেন, তাহা হইলে সকলেই বিনষ্ট হইবে। অনেক দূরে তাঁহাদের রক্ষিত (রিজার্ভ) সৈন্যের জাহাজ অবস্থান করিতেছিল বটে, কিন্তু এই আকস্মিক বিপদবারতা জ্ঞাপনের কোন সুবিধাই ছিল না। এখন যেমন প্রত্যেক রণতরীতে বে-তার টেলিগ্রাফের যন্ত্র আছে, সেকালে তেমন কোন উপায় ছিল না, কিন্তু জাহাজের যে ধারে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার বিপরীত দিকে কোন সৈনিক যদি সন্তরণ দিয়া রিজার্ভ সৈন্য দলে সংবাদ দিতে পারে, তাহা হইলে, রক্ষার যদি কোন উপায় হয়। কিন্তু এই সময় ডচ্‌ জাহাজ হইতে এমন প্রচণ্ড বিক্রমের সহিত গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল যে পরাজয় প্রায় সুনিশ্চিত হইয়া উঠিল।

এড্‌মিরাল নার্‌বোরো একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়া সৈন্যদিগকে আহ্বান করিলেন, কে আজ এমন বীর আছ, যে ব্রিটিসের গৌরব রক্ষার জন্য সন্তরণ দিয়া রক্ষিত সৈন্যের জাহাজে যাইয়া সংবাদ দিতে পার, এক মুহূর্ত্ত মাত্র নষ্ট করিবার আর সময় নাই।

এই আহ্বানে ১২ জন বীর স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া এই ভীষণ কার্য্যে আত্মোৎসর্গের দণ্ডায়মান হইল। এই দ্বাদশ জন সৈন্যের মধ্যে একটী ক্যাবিনবয়—সে বালক। এডমিরাল বিস্মিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক এই ভীষণ দুরূহ কার্য্যে তুমি কি করিবে?"

বালক সস্মিত মুখে উত্তর করিল মহামান্য এডমিরাল! আমিও সন্তরণ দিতে জানি আমি যদি সন্তরণ দিতে দিতে সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হই, তাহা হইলেও আমার পরিবর্ত্তে একজন সৈনিকের জীবন রক্ষা ..ক পারে, সে প্রাণপণে আমার দেশের জন্য অন্ততঃ কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া শত্রু সৈন্য ক্ষয় করিয়া আমার জন্মভূমির গৌরব রক্ষা করিতেও সমর্থ হইবে—আমি সামান্য ক্যাবিনবয় মাত্র।

এডমিরাল বালকের কথায় মুগ্ধ হইলেন কিন্তু তথাপি ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন। কিন্তু বালক ইতিমধ্যে অভিবাদন করিয়া নিমেষের মধ্যে সমুদ্রবক্ষে ঝম্প প্রদান করিল, জাহাজের অপরাপর সৈন্যগণ এই অসীম সাহসের ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। পতাকাবাহী রণতরী যায় যায়। শত শত সৈন্য শত্রুর ভীষণ গোলা বর্ষ-ণের প্রভাবে জাহাজের ডেকের উপর শায়িত হইতে লাগিল কিন্তু তথাপি ইংরাজ সৈন্যগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপ যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময় সহসা ডচ্‌দের জাহাজ অতি ভীষণভাবে অন্যদিক হইতে আক্রান্ত হইল। ইংরাজদের রক্ষিত সৈন্যের তরি ফ্লাগশিপ রক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ডচ্‌দের রণতরি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। যুদ্ধে শেষে এডমিরাল নারবোরো দেখিলেন, সেই ক্যাবিনবয় এডমিরালের সম্মুখে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "মাননীয় এডমিরাল! আমি আমার কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইয়াছিলাম"।

এডমিরাল বলিলেন বালক, আজকার বিজয় গৌরব তোমারই প্রাপ্য, আমি তোমাকে তোমার নিজের একখানি পতাকা-বাহী জাহাজের অধিনায়ক হইতে দেখিবার জন্য জীবিত রহিয়াছি।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বলা বাহুল্য, অদূর ভবিষ্যতে এই বালক এডমিরালের পদে বরিত হইয়াছিল, তাঁহার নাম ক্লাউ‍ডেস্‌লি শোভেল। ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা তাঁহাকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। যে জাতির মধ্যে এমন কর্ত্তব্য পরায়ণ সাহসী বালক জন্মে, সে জাতি যে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে, ইহা বিচিত্র কথা নয়। ভারতের অতিত ইতিহাসেও এমন বালকের অমর কীর্ত্তির দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না, মহাভারতে রাজস্থানে এইরূপ বীর বালকের বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আর সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। *

Business Talks,
কাজ কর্ম্মের কথা।

যখন কারবার মন্দা হয়ে আসে, তখন উন্নতির জন্য প্রস্তুত হ'তে হয়, সে সময় বিজ্ঞাপন বন্ধ কর্ত্তে নাই।

বিজ্ঞাপনে সুন্দর চিত্রের ব্লক দেওয়া খুব ভাল, বিজ্ঞাপন চিত্তাকর্ষক না কল্লে পড়্‌বে কটা লোকে?

"Persistent effort is sure to be crowned with Success" ক্রমাগত ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হয়। বিজ্ঞাপন ব্যবসার উন্নতি সাধনের অপরিহার্য্য পন্থা। এ পন্থা ছেড়ে অন্য পন্থায় বিশেষ সুবিধা হয় না, এটা মনে রাখ্‌তে হবে।

দোকান হতে যত প্যাকেজ বাহিরে যায়, তার প্রত্যেকটার ভিতরে এক একটা নূতন জিনিসের বিজ্ঞাপন দিতে হয়, তার দ্বারা কাজ হয়। অনেক বিজ্ঞাপন দিলে সুবিধা হয় না, কারণ পাঠকের অমনোযোগ হয়। অনেক জিনিসের বিজ্ঞাপন পড়ে মাথা গুলিয়ে যেয়ে কোনটারই গ্রাহক হ'তে পারে না, কাজ নষ্ট হয়ে যায়।

অনেক লোকেই জিনিষ সস্তায় পেতে চায়, জিনিসের দাম সস্তা করলে অনেক গ্রাহক পাওয়া যায়। এদিকে নজর রাখ্‌তে হয়। "A fair price makes business and freinds. To get business and to keep business requires business-like advertising."

কার্য্যকরী বিজ্ঞাপন দ্বারাই কাজ পাওয়া যেতে ও কারবার স্থায়ী হতে পারে।

বিজ্ঞাপন না দিলে তুমি অন্ধকারে কোথায় পড়ে থাক্‌বে, তোমার কেউ সন্ধানই পাবে না। কেবল পথিকের মুখের পানে তাকিয়ে আশা নৈরাশ্যের সঙ্গে যুঝে কত দিন টিকে থাকতে পার? এটা একবারও মনে হয় না?

দেখ্‌চো কি? জগতের শ্রেষ্ঠ সভ্য দেশের সমস্ত ব্যবসায়ীই বিজ্ঞাপনের সাহায্যে এগিয়ে পড়্‌চে, আর তুমি বিজ্ঞাপন না দিয়ে কেবল দোকান সাজিয়ে বসে থেকেই কিস্তি মাৎ কর্‌বার আশা রাখ? একবার ভেবে দেখ।

জিনিস বিক্রি হয় তার গুণে একথা খুবই ঠিক বটে কিন্তু জগদ্ব্যাপী লোক সে গুণের কথা, সুবিধার কথা, দামের কথা, কোথায় পাওয়া যায় জান্‌বে কি ক'রে? বিজ্ঞাপনই এখানে একমাত্র পন্থা নয় কি? ভাব—বোঝ।

বাঙ্গালায়
মাদক দ্রব্যের প্রচলন।

—:*:—

সরকারী রিপোর্ট।

বাঙ্গালাদেশে মাদকদ্রব্য প্রচলন সম্বন্ধে বাঙ্গালা সরকারের আবগারী বিভাগের ১৯-২৫।২৬ সনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এই রিপোর্টে দেখা যায় যে, এই বিভাগ হইতে ১৯২৫।২৬ সনে গভর্ণমেণ্টের মোট রাজস্ব পূর্ব্ব বৎসর হইতে ১২ লক্ষ ৯০ হাজার ৫৬৬ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কথাটা অন্য ভাবে বলিলে বলা যায় যে, বাঙ্গালা দেশের লোক ঐ বৎসরে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা মদ গাঁজা আফিম ইত্যাদি বাবদ ১২ লক্ষ ৯০ হাজার ৫৬৬ টাকা অধিক খরচ করিয়াছে।

আলোচ্য সনে গভর্ণমেণ্ট, দেশে যাহাতে মাদক দ্রব্যের প্রচলন হ্রাস পায়, তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার একটা লম্বা তালিকা দিয়াছেন। কিন্তু এই তালিকার

* ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।

মধ্যে এমন কোন ব্যবস্থা দেখা গেল না, যদ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে, গভর্ণমেণ্ট মাদকদ্রব্য প্রচলন হ্রাস করিবার জন্য আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক।

গভর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে, জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার ফলে লোকে যাহাতে উহা কম ব্যবহার করে, তজ্জন্য তাঁহারা গাঁজা চরস আফিম ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু উহা সত্বেও অনেক জিনিষেরই কাটতি পূর্ব্ব বৎসর হইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নিম্নে কোন্ জিনিষের প্রচলন কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা প্রদত্ত হইল—

জিনিষ	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
দেশীমদ	৬০৯৬৫৩	৬৩২৫৫১ গ্যালন
তাড়ি	৭১২৬১১	৮৮৪৮৯২ টাকা
বিলাতী মদ	৩৭৩০৩	৩৭৭৬৭ গ্যালন
বিয়ার	৩৯১৭১১	৪৩১০৪২ ”
গাঁজা	১৭২৬ মণ ৩৯ সের	১৭৮৬ মণ ৩৩ সের
চরস	৬৫ মণ ৩ সের	৬৯ মণ ১৭ সের।

বাঙ্গালাদেশে ১৯২৫-২৬ সনে মোট ১২৮৭ মণ ১০ সের আফিম বিক্রয় হইয়াছে। রিপোর্টে ১৯২৪-২৫ সনের হিসাব দেওয়া হয় নাই। সুতরাং আফিমের প্রচলন বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে, তাহা বুঝা গেল না।

মাদক দ্রব্যের প্রচলন বৃদ্ধির গভর্ণমেণ্ট কি প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন, নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। এই তালিকায় ১৯২৪-২৫ সনের তুলনায় গভর্ণমেণ্ট ১৯২৫-২৬ সনে কি ভাবে লাইসেন্স বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা দেখান হইল—

	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
বিলাতী মদ	১৪০৪	১৬২৩
গাঁজা	১২০১	১২১৫
ভাঙ্গ	৩১১	৩১৮
চরস	৩১	৩৫
আফিম	৮৪৬	৮৬১

গভর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরাজী ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের উপরেই দুই শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে মাদক দ্রব্যের অপকারিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখাইবার কষ্ট স্বীকার না করিয়া যদি লাইসেন্সের সংখ্যা কমাইয়া দিতেন, তাহা হইলেই বোধ হয় মাদক দ্রব্যের কাটতি না বাড়িয়া কমিত।

এদেশে মাদকদ্রব্য প্রচলন হ্রাস করিবার জন্য যে সকল আন্দোলন হইতেছে, তৎসম্পর্কে রিপোর্টে জলপাইগুড়ি দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানের মিশনারীদের প্রশংসা করা হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেস ও কাউন্সিল প্রভৃতিতে মাদকদ্রব্য বন্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে যে কতবার বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে রিপোর্টে একটী কথাও নাই। মিশনারীরা শাসকগণের স্বজাতি বলিয়াই কি তাঁহাদের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব দেখান হইয়াছে?

উপসংহারে বাঙ্গালা সরকার প্রতি বৎসর আবগারী বিভাগ হইতে কত রাজস্ব পাইয়া থাকেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম—

১৯২১-২২	১৮৩৫০৮৯৬/০ টাকা
১৯২২-২৩	২০১১৭০৩০৲ ”
১৯২৩-২৪	২০৯৬৬০৮৫৲ ”
১৯২৪-২৫	২১৫৫৩৪৪৩৲ ”
১৯২৫-২৬	২২৮৪৪০০৯/ ”

১৯২৪-২৫ সনে বাঙ্গালা দেশের প্রতি লোকের গড়ে ।৶৪ পাই নেশার জন্য খরচ হইত, ১৯২৫-২৬ সনে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ।৶৯ পাই দাঁড়াইয়াছে; ১৯২৪-২৫ সনে মোট আবগারী সংক্রান্ত অপরাধ ৬১৭৮ জন গ্রেপ্তার ও ৫৮১৬ জন দণ্ডিত হয়। এই সংখ্যা ১৯২৫-২৬ সনে যথাক্রমে ৬২৮২ এবং ৫২৮৯তে দাঁড়াইয়াছে। আমরা যে ক্রমশঃ সভ্য হইতেছি, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সঞ্জীঃ।

টোট্কা-সংগ্রহ

বেরি বেরি রোগের ঔষধ।

নিম্নলিখিত পাচনটি শুদ্ধ অথচ টাট্কা গাছড়া দ্বারা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ সেবন করাইয়া আমার বাটীর স্ত্রীলোকদের এবং ১৮নং কৈপুকুর লেন, শিবপুর (হাওড়া) নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ সান্যাল মহাশয়ের পরিবারবর্গস্থ সকলের বেরিবেরি রোগ তিন দিনে আরাম হইয়াছে। দ্রব্য গুলির গুণ আশ্চর্য্যজনক। শ্বেত পুনর্ণবা ১ তোলা, অর্জ্জুন ছাল ১ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা, নিমছাল ১ তোলা। এই কয়টী দ্রব্য দেড় সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে। প্রাতে ১ ছটাক ও সন্ধ্যায় ১ ছটাক খালি পেটে ১০ বিন্দু মধুর সহিত রোগীকে খাইতে দিবেন। জ্বর থাকিলে উহার সহিত আধ তোলা চিরাতা দিতে হইবে। ফুলা কমিয়া গেলে আরও কিছু দিন, উহা অপেক্ষা কম মাত্রায় সেবন করা আবশ্যক। শ্রীমানিনী কুমার মুখোপাধ্যায়, বলাগড় পোঃ জেলা হুগলি।

হিতবাদী।

আগুনে পোড়ার অব্যর্থ টোট্কা।

কোনও স্থান পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ ২।১টী হাঁস বা মুর্গীর ডিম ভাঙ্গিয়া উহার শ্বেতাংশ ও তাহার সহিত ১০।১২ গ্রেণ সোহাগার খৈ এর গুড়া বা বোরিক এসিড উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ স্থানে

লাগাইয়া, তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ দাহ উপশম হইবে এবং ইহাতে কিছুতেই ফোস্কা হইবে না। ইহা বহু পরীক্ষিত।

চিকিৎসা-প্রকাশ।

——

জলাতঙ্কের প্রতিকার।

শৃগাল কুকুর প্রভৃতি ক্ষিপ্ত জন্তুতে দংশন করিলেই "মাইলম্" নামক এক প্রকার ফল সেবন করিতে হয়। এই বহু পরীক্ষিত ফল রীতিমত সেবন করিলে কিছুতেই জলাতঙ্ক রোগে আক্রমণ করিতে পারে না। ইহার ন্যায় জলাতঙ্ক রোগের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক মহৌষধ আজ পর্য্যন্তও বাহির হইয়াছে কি সন্দেহ। সকলেরই ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখা দরকার, কারণ বিপদ কাহারও অপেক্ষা করেনা। এই ফল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সামান্য জল সহ পেষণ করিয়া সেবন করিতে হয়। ইহা সেবনের সময় এক সপ্তাহ নিরামিষ খাইতে হয়। মাছ, মাংসের পরিবর্ত্তে ঐ সপ্তাহে দুধ, ঘি খাইতে হইবে। এই ফলের অন্য নাম "মরিয়ম্" "মাইলং" "মাইল্যা আম," "মাইজ্যং" ও "মায়লম্"। এ অঞ্চলেও এই গাছ আছে। গাছগুলি দেখিতে কতকটা আমগাছের মত। ফলগুলি কাঁচা অবস্থায় দেখিতে অনেকটা জলপাইয়ের মত। শীত ঋতুর শেষ ভাগেই গাছে ফল পাওয়া যায়। আমাদের এ অঞ্চলে সকলেই ইহাকে "মাইলম্" বলে। আর একটী বিশেষত্ব এই যে যখন গাছে ফুল দেখা দেয়, তখন কোনও কুকুর বা শৃগাল ঐ গাছের তলায় যাইতে সাহস করে না। ফলগুলি ভালরূপে রৌদ্রে শুকাইয়া পরে মধুতে ভিজাইয়া রাখিলে ৫।৭ বৎসরেও ইহার গুণ নষ্ট হয় না। কাঁচপাত্রে রাখিলেই ভাল হয়, কারণ ফলগুলি কিছু অম্ল। যদি কাহারও দরকার থাকে, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে কিছু ফল সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীভুবনমোহন অধিকারী।
পোঃ দালালবাজার, (নোয়াখালি)

আমাদের এদেশে এই গাছ দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না, লেখক যদি দয়া করিয়া ২৪টী ফল পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে এদেশে আছে কিনা ঠিক করা যায়।

কাঃ সঃ

——

ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ।

মেয়েরা মজুর, দোকানদার, মৎস্য বিক্রেতা বা যে কোন ভাবের কার্য্যই করুক না কেন, বর্ম্মিণীদের পোষাক পরিচ্ছদ এবং শরীর সর্ব্বদা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। তাহারা কাণে এক প্রকার মূল্যবান ফুল এবং পায়ে চটি পরে—যে চটির বর্ত্তমানে কলিকাতায় খুব চলন।

মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া বর্ম্মাবাসীরা জল ব্যবহার করে না। পায়খানায় যাইবার সময় তাহারা বাঁশের কাটি বা আর কিছু হাতে লইয়া যায়।

যে গামছা দ্বারা তাহারা হাত পা ও শরীর মুছিবে, তাহা দ্বারা কখনই তাহারা মুখ মুছিবে না। মুখ মুছিবার জন্য তাহাদের পৃথক রুমাল আছে। ভারতীয়েরা একই গামছা দ্বারা হাত পা শরীর ও মুখ মোছে, বলিয়া তাহাদিগকে বর্ম্মীরা উপহাস করে। বর্ম্মীরা মাথায় লম্বা চুল রাখে, কিন্তু আধুনিক যুবকেরা চুল কাটিয়া ফেলিতেছে। তাহাদের চুল কাটাইবার খরচ ॥০ আনা হইতে এক টাকা। ক্ষৌরকার হিন্দুস্থানী অথবা নোয়াখালী বা চট্টগ্রাম-নিবাসী।

পূর্ব্বে বর্ম্মীরা পায়ের হাটুর উপর হইতে উপরের দিকে কোমর পর্য্যন্ত সমস্তটা উল্কী দ্বারা লতা পাতা জন্তু প্রভৃতি আঁকিয়া চিত্রিত করিত। ১৩।১৪ বৎসর বয়স হইলেই ওস্তাদ লাগাইয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করা হইত। তাহাতে বালকের শরীর ফুলিয়া দ্বিগুণ হইত। বয়স্থ ব্যক্তিদের হাটুর উপরে কাপড় উঠিলেই সমস্ত উরু কাল রঙ্গে চিত্রিত দেখা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান যুবকেরা এই প্রথা পরিত্যাগ করিতেছে।

ইহারা রীতিমত স্নান করে, কিন্তু কিছুতেই বর্ম্মণীরা মাথা জলের নীচে ডুবাইবে না।

আমোদ প্রমোদ।

আমাদের দেশে যেরূপ কোথায়ও যাত্রাগান হইলে দূর হইতে লোক আসিয়া তাহাতে উৎসাহের সহিত যোগ দেয়—ব্রহ্মদেশে এক প্রকার আমোদ আছে, তাহাতে বহুদূর হইতে দর্শক আসিয়া যোগ দিয়া থাকে সে আমোদের নাম "পোয়ে"। কিছু অর্থ সঞ্চিত হইলে "পোয়ে" প্রদর্শন করা বর্ম্মাদের বড়ই গৌরবের বিষয়। ইহাতে বাদ্যোদ্যম, নাচ গান, এবং হাস্যোদ্দীপক ও বিদ্রূপাত্মক অভিনয় হয়। অভিনেতারা সভার মধ্যেই পোষাক পরে ও পোষাক ছাড়ে। পোয়েতে প্রেমের খেলায় অনেক সময় অশ্লীলতার মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। এই উৎসবে স্ত্রী পুরুষ সকলেই যোগদান করে। সময়ে সময়ে দ্বিপ্রহরের পর আরম্ভ হইলে রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহা শেষ হয়। জন্ম মৃত্যু, বিবাহ কর্ণবেধ, উদ্বীদান প্রভৃতি যে কোন উপলক্ষেই পোয়ের বন্দোবস্ত হয়। যাহারা দূর হইতে আসিয়া পোয়েতে যোগদান করে, তাহারা বসিবার আসন পর্য্যন্ত নিয়া আসে। তবে ভদ্র বিশিষ্ট লোকদের বেলা ব্যবস্থা পৃথক।

জাতি বিভাগ।

ভারতবর্ষের স্থায় ব্রহ্মদেশে আর্য্যজাতির বাস নাই। ব্রহ্মের অধিবাসীরা মানবজাতির মঙ্গলীয় শাখাভুক্ত। তাহাদের শরীরের গঠন সুন্দর, কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর বলা যাইতে পারে না। তাহাদের গণ্ডদেশের অস্থি উচ্চ—নাসিকা চেপ্টা এবং হ্রস্ব। চক্ষু ক্ষুদ্র এবং অপ্রস্ফুটিত। রং পরিষ্কার।

ব্রহ্মদেশে বর্ম্মা ব্যতীত আরও কয়েকটি জাতি বাস করে, যথা—শান, কারেন, কাচিন, চীন, এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতি।

শান, কাচিন প্রভৃতি জাতির ভাষা, পরিচ্ছদ এবং আচার ব্যবহার পরস্পর পৃথক। কাচিনদের প্রত্যেকের হাতে এক হাতের বেশী লম্বা এক একখানা দা থাকে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহাদের সহিত প্রায়ই ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য পশুর সাক্ষাৎকার ঘটে। তাহাদের হাত হইতে এড়াইবার জন্য ঐরূপ দা রাখা প্রয়োজন।

ধর্ম্ম।

ব্রহ্মদেশের প্রধান ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্ম। বর্ম্মাদের পুরোহিত বা ধর্ম্মযাজকের নাম "ফুঙ্গী"। ফুঙ্গীরা অবিবাহিত থাকে এবং মুখ ও মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডন করে, এবং গৈরিক বসন পরিধান করে। বর্ম্মীরা ফুঙ্গীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করে। প্রত্যেক গ্রামে এক বা ততোধিক আশ্রম আছে—তাহার নাম "ফুঙ্গীচাউ" বা ফুঙ্গীদের মঠ—ফুঙ্গীরা তথায় বাস করে। ফুঙ্গীরা রন্ধন করিয়া খায় না। প্রাতে হাতে হাঁড়ী লইয়া মাটীর দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে তাহারা রাস্তায় বাহির হয় এবং ধর্ম্মপ্রাণ বর্ম্মিণীরা তাহাদের জন্য ভাত ব্যঞ্জন প্রভৃতি আনিয়া ঐ হাঁড়িতে দেয়। ফুঙ্গীকে আজীবন ফুঙ্গী থাকিতে হইবে এমন কথা নাই। সে ইচ্ছা করিলে যখন ইচ্ছা "চাউ" পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারে। কোন বর্ম্মীর ছেলেকে "ফুঙ্গী" করিতে হইলে যে উৎসব হয়, তাহা বিবাহের উৎসব হইতে অনেক বেশী। ফুঙ্গীরা ধর্ম্মচর্চ্চায় এবং তালপত্রে গ্রন্থাদি লিখিয়া কালাতিপাত করে।

প্রাথমিক শিক্ষা।

ফুঙ্গীদের ধর্ম্মালোচনা ব্যতীত আর একটি কর্ত্তব্য আছে—তাহা বিনা বেতনে গ্রামের বালক বালিকাদের শিক্ষা বিধান করা। প্রত্যেক বালককে এই "চাউ" এ আসিতে হয় এবং লেখাপড়া শেষ করিয়া বাড়ী যাইতে হয়। এই প্রথা থাকায় ব্রহ্মদেশে নিরক্ষর লোক নাই বলিলেও চলে। ঐ শিশুদের জন্যও "চাউ" এ রান্নার ব্যবস্থা নাই। প্রাতে শিশুরা ভারবাঁসের মতন বাঁশ কাঁধে করিয়া রাস্তার বাহির হয়—ঐ বাঁশের সঙ্গে ঝুলান থালার মত প্রকাণ্ড বাসন এবং তদুপরি বা ভিন্ন পাত্রে ৬।৭ টা বাটি থাকে। একটী ছেলে ঘণ্টা বাজাইয়া অগ্রে চলে। অমনি গৃহস্থেরা তাহাদের রন্ধন করা ভাত ব্যঞ্জন আনিয়া উহাদিগকে দেয়। তাহাতেই তাহাদের চলিয়া যায়।

ফুঙ্গী একবেলা ভোজন করে। বেলা ১২টার পরে সমস্ত দিবারাত্রি তাহার ভোজন নিষেধ।

ব্রহ্মবাদী।

বেকার এবং হিতসাধনমণ্ডলী।

১৯১৭ সালে বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী একটী শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এই স্কুলটী হতে এ পর্য্যন্ত ৯৪৭ জন ছাত্র শিল্পশিক্ষা পাইয়া বাহির হয়েগেছে। স্কুলে শেখান হয়, জামা কাপড়ের কাট ছাঁট, ফটোগ্রাফি,

সেলাই বুনন, পুস্তক বাঁধাই ইত্যাদি। বর্ত্তমানে বই বাঁধায়ের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এই কাজটী শিক্ষা কর্ত্তে মাহিনা লাগে না। দপ্তরীর ও বই বাঁধাই কাজ মুসলমানদের একচেটে ব্যবসা। কোন হিন্দু বই বাঁধাইয়ের কাজ শিখেছেন, এমন দেখা যায় না। এই কাজ হিন্দু বেকার যুবকগণ শিক্ষা লাভ কল্লে ক্ষতি কি? কাজে বেশ পয়সাও আছে। যাঁরা উপরোক্ত কাজ শিক্ষা কর্ত্তে চান, তাঁরা ৭০নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে অধ্যক্ষের নিকট আবেদন কল্লে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হতে পারেন। আমরা জানি, যাঁরা এই স্কুল হতে বেরিয়ে গেছেন, তাঁরা দুপয়সা বেশ স্বাধীন ভাবে উপার্জ্জন কর্ত্তে পারচেন। পারবারই কথা। শুধু চাকুরীর আশায় হা প্রত্যাসা করে জীবনের গোনা দিন কয়টা ফুরাইয়ে দিলে বেকার সমস্যা বাড়্‌বে বই কমবে না। স্বাবলম্বী হবার দেশের ছেলেদের আসক্তি কৈ?

Agriculture.

কৃষি কথা।

ইক্ষুর চাষ।

ইক্ষু গাছ ধান্যাদি গাছের পর্য্যায়ভুক্ত উদ্ভিদ। আমাদের দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা ইক্ষু চিনিতে পারেন, সুতরাং ইক্ষুর আকার প্রকার সম্বন্ধে কিছু অধিক বলিবার আবশ্যক হয় না।

এদেশের লোক ইক্ষুর কাণ্ড চিবাইয়া রস খায়, ইক্ষুরসে গুড়, চিনি, প্রভৃতি হয়। এই ইক্ষুর সচরাচর ফুল হইতে দেখা যায় না। কিন্তু কোন কোন সময় দুই একটা গাছে ধানের শিশের মত ফুল হইতে দেখা যায়। এই ফুল সম্বন্ধে এদেশের লোকের নিকট একটা কুসংস্কারের কথাও শুনা যায়। বাঁশের ফুল হইলে, ওল ফুলাইলে যেমন লোকে অমঙ্গলের আশঙ্কা করে, ইক্ষু সম্বন্ধেও লোকের সেইরূপই ধারণা আছে।

কেহ কেহ বলেন যে, আখের ডগা কাটিয়া লইয়া তাহা হইতেই আখ চাষ করা হয়, এইজন্য ইহার ফুল হয় না। তাহাও হইতে পারে।

আবার আখের ফুল হইবার বয়সের পূর্ব্বেই হয়ত ইক্ষু কাটিয়া ফেলা হয় বলিয়া হয়তো ইহার ফুল দেখা যায় না। আখের দুইটী প্রকার ভেদ আছে। এক প্রকার কোমল ত্বক বিশিষ্ট, অন্য প্রকার কঠিণ ত্বকের। যাহাদের কোমল ত্বক, তাহাই মানুষে চিবাইয়া খাইতে পারে। শামসাড়া প্রভৃতি কোমল ত্বক বিশিষ্ট বলিয়া লোকে ইহা দাঁতে করিয়া ছাড়াইয়া খায়। কাজুলী, কুশুই, চীনে বোম্বাই, মরিসাস প্রভৃতি অধুনা নানা প্রকারের ইক্ষুর চাষ এদেশে হইতেছে। অনেকে বলেন যে, কোমল ত্বক বিশিষ্ট ইক্ষুর গুড় সুন্দর হইলেও ইহাতে উই, চিতেরোগ প্রভৃতি জন্মে। শৃগাল, বন্যশূকর ইহা খাইতে ভালবাসে, যেহেতু কোমল বলিয়া চিবাইতে সুবিধা হয়, চোরেও চুরি করে।

এইজন্য এইরূপ ইক্ষুর চাষ বাড়ীর নিকটে করিলে সদাসর্ব্বদা দেখাশুনার সুবিধা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে এমনও দেখা যায়, ইক্ষুক্ষেতের ধারে ধারে কঠিন আখের চারা পুতিয়া ভিতরে কোমলত্বক বিশিষ্ট ইক্ষুর আবাদ করা হইয়া থাকে। তাহার কারণ, শৃগাল প্রভৃতি জন্তুগণ প্রথমেই সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই আগে খাইবার চেষ্টা করে। প্রথমে শক্ত ইক্ষু দেখিলে যখন চিবাইয়া সুবিধা করিতে না পারে তখন অন্য ক্ষেত্রে চলিয়া যায়।

ইক্ষুচাষের জমী।

ইক্ষুর চাষের জমি মেটেল এবং বেলে মাটী বিশিষ্ট উভয় প্রকার ক্ষেত্রেই হইতে পারে। বেলে মাটিতে উই পোকার অধিক উপদ্রব হইবার সম্ভাবনা। জলাশয়ের নিকটবর্ত্তি ভূমিই আখ চাষের পক্ষে প্রশস্ত স্থান কেননা ইক্ষুতে অনেক বার সেচ দিবার দরকার হয়।

ইক্ষুর ক্ষেত্রে সার দিতে হয় এবং অনেকবার জল সেচন করিতে হয়। জমীকে উত্তম করিয়া কর্ষণ করিয়া তাহার সহিত একবার সার দিয়া আর একবার কর্ষণ করিয়া দিতে হয় এবং বাকী সার কর্ষিত জমির উপর ছড়াইয়া দিলে বেশ ভাল হয়। ইক্ষু ক্ষেত্রে রেড়ী এবং সরিসার খোলই উৎকৃষ্ট সার। কিন্তু অনেকে এবং গবর্ণমেণ্ট কৃষি ক্ষেত্রের পরীক্ষকগণও বলেন যে, রেড়ীর খোল দিলে উইয়ের উপদ্রব হইতে পারে। আমাদের দেশে ছাই গোবর গোয়াল কোঁড়া, পশু পক্ষীর বিষ্ঠা প্রভৃতি ও ইক্ষু ক্ষেত্রে দেওয়া হইয়া থাকে কিন্তু সচরাচর খৈইল সারই অধিক পরিমাণ ব্যবহৃত হইতেছে। আখের ডগা,গোটা গাছ, এবং গজা বসান হইয়া থাকে। এদেশে

আখের বীজ হইতে কদাচিত ইক্ষুর চাষ করা হইয়া থাকে। ডগাই প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। আখের ডগা গুলি প্রায় ১ হাত লম্বা—২।৩।৪টী পাব্ বা গাঁট থাকে মাত্র। যখন ইক্ষুর শাল বসাইয়া ইক্ষুর গুড় প্রস্তুত করা হয়, তখন সকলেই দেখিয়াছেন, ডগা গুলি কাটিয়া বাদ দিয়া ইক্ষু কাণ্ডগুলিই লওয়া হইয়া থাকে। এই ডগা গুলিকেই ১ হাত পাঁচ পোয়া আন্দাজ লম্বা রাখিয়া সমান করিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। তাহার পর পুকুরের গাবায় বা জলের ধারে সাজাইয়া গোঁড়ায় সামান্য মাটী দিয়া ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা হইয়া থাকে। কিছুদিন এইভাবে থাকিলে এই ডগা গুলিতে শিকড় বাহির হয়। এই ডগাই ইক্ষু ক্ষেত্রে তুলিয়া লইয়া যাইয়া বসান হয়।

কৃষকেরা আপনাদের আবশ্যকীয় চারা লইয়া যাহা বাকী থাকে, তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলে। কৃষি ক্ষেত্রে এক হাত—পাঁচ পোয়া অন্তর অন্তর এক একটী চারা ৩।৪ আঙ্গুল গভীর গর্ত্ত করিয়া সারি বাঁধিয়া বসান হয়। ২টী সারির মধ্যে সমান্তরাল ভাবে অন্ততঃ ১ হইতে ১॥ হাত ব্যবধান থাকিলে ভাল হয়। ক্রমে চারা গুলি সতেজ এবং বড় হইতে আরম্ভ করিলেই কোদালী দ্বারা মাটী তুলিয়া গোঁড়ায় দিয়া বা তেলি বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

গোটা আখ রোপন করিতে হইলে ভারি লাঙ্গল দ্বারা গভীর কর্ষণের আবশ্যক হইয়া থাকে। তাহাতে বোধ হয়, ব্যয় পরিশ্রম অনেক বলিয়া এদেশের চাষিরা তাহা করে না।

আর এক প্রকারের চাষ হয়, তাহা আখ কাটিয়া লইবার পর যে গোড়া জমিতে থাকিয়া যায়, তাহা হইতে নূতন ফেংড়ী গজাইয়া উঠে বলিয়া ইহাকে গজা বলে। এই রূপে একই জমিতে ৩.৪ বৎসর ইক্ষু উৎপন্ন করা হয়। আজ কাল এইরূপ চাষই বেশী হইতেছে। এইরূপ গোড়ার চাষে জমিতে অধিক সার দিতে হয় না। প্রতিবৎসর ডগা বসাইবার যে খরচ হয়, তাহা বাঁচিয়া যায়। বেড়া যেমন ক্ষেত্রে থাকে তাহার সামান্য সংস্কার করিয়া লইলেই চলিয়া যায়। ইহার একটী অসুবিধা ক্ষেত্রের তৃণাদি নিড়াইয়া নির্ম্মূল করা কঠিন হয়।

ইক্ষু ক্ষেত্রে ইক্ষু বসাইবার পূর্ব্বেই সার দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার পর ইহার গোড়া খুঁড়িয়া মাটি দেওয়া, নিড়াইয়া দেওয়া এবং জলের আবশ্যক হইলেই সেচনের কাজ করিতে হয় মাত্র।

ইক্ষুর অনেক বিপদ আছে। ঝড় হইলে ইক্ষু মাটীতে শুইয়া পড়িলে সে ইক্ষুর গুড় কম হয়। তাহা নিবারণ জন্য ২ সারির ইক্ষুর পাতায় পাতায় জোড় বাঁধিয়া দিলে সহজে পড়ে না। কেহ কেহ বলেন যে, আখ ক্ষেতের মধ্যে যে জলের নালা থাকে, তাহার ধারে ধারে রেড়ীর গাছ দিয়া তাহার সহিত বাধিয়া দিলে ইক্ষু পড়িয়া যাইতে পারে না। শামশাড়া প্রভৃতি জাতীয় গাছ ৫।৬ হাত লম্বা হয়। আবার চীনা বোম্বাই, আখ ১২।১৪ হাত লম্বা হইতেও দেখা যায়।

ইক্ষু ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে শক্ত বেড়া দিতে হয়। যেন গরু বাছুরে গাছ নষ্ট না করে। ইক্ষুর গাছ বিলম্বে বড় হয়, সেই জন্য ইক্ষু ক্ষেত্রে আসে পাসে জনার, পুঁই, শসা তরমুজ প্রভৃতির চারাও বসান যাইতে পারে।

ইক্ষুর চাষের পক্ষে শনগাছের কাঁচা সার নাকি ভাল। শন বুনিয়া চারা উঠিলে তাহা লাঙ্গল দিয়া চসিয়া ভাঙ্গাইয়া দিতে হয় এবং মাটীর সহিত মিসাইয়া দিতে হয়। এইসার ইক্ষুর পক্ষে হিতকর। এই উদ্দেশ্যে আখের ক্ষেত্রে কুত্তি বা কুলথী কলাইয়ের চাস করা হইয়া থাকে। ইক্ষুর রোগ সম্বন্ধে আগামী বারে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

এই ইক্ষু চাষ সম্বন্ধে আমরা যতটুকু তথ্য কৃষকদের নিকট সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলাম। যদি এসম্বন্ধে কোন উন্নতপ্রণালী কেহ আমাদিগকে লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমরা সাদরে তাহা "কাজের লোকে" প্রকাশ করিব এবং লেখকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

সম্পাদক।

ঝরা ফুল।

(শ্রীঅমিয় কুমার মিত্র)

(১)

বর্ষা-দিনের সকাল। আকাশ মেঘে ঢাকা, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়্ছে। রাস্তায় হাঁটুভ'র কাদা জমেছে। একাদিক্রমে তিন দিন ধরে সূর্য্য দেবের দর্শন না পাওয়ায় সমস্ত পৃথিবী যেন ব্যথায় ম্লান হ'য়ে কাঁদ্‌ছে।

একখানি আরাম কেদারার ওপর দেহ ভার এলিয়ে প্রকৃতির এই ক্রন্দসী মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে অমল চুপ টি করে বসেছিল। সে প্রকৃতির পূজারী অর্থাৎ সরল ভাষায় আমরা যাকে বলি কবি। কাজেই এহেন দিনে তার মনোরাজ্যে যে ভাবের প্রবাহ প্রবল বেগে বইছে—এ বিষয়ে সন্দেহ কর্‌বার কিছু নেই।

অমলের পিতা কোন পল্লীগ্রামের জমীদার। অমল তাঁর একমাত্র ছেলে। সে কল্‌কাতার কোন এক বেসরকারী কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক। টাকার খাতিরে সে এই কাজ নেয়নি, নিছক কর্ম্মহীন ভাবে বৈচিত্র্যহীন জীবন কাটানো অসহ্য হওয়ায় সে এই কাজটি স্বীকার করে প্রায় এক বছর হ'তে চল্লো, কল্‌কাতায় বাস কর্‌ছে। বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বাড়্‌তে লাগ্‌ল; সঙ্গে সঙ্গে কাজল কালো মেঘে আকাশও ছেয়ে এল। কল্‌কাতার একতলা, দোতলা বাড়ীগুলো আগেই অন্ধকার হ'য়ে এসেছিল, এখন সেই অন্ধকার এত ঘন হ'য়ে এল যে, আলো না জাল্‌লে সেই সব বাড়ীগুলির কাজকর্ম্ম সম্পূর্ণ অচল হ'য়ে উ

রাস্তা সম্পূর্ণ নির্জ্জন—শুধু তার বুকের ওপর মত্ততালে বৃষ্টির রিনি-ঝিনি।

সহসা অমলের চোখ পড়্‌লো, দূরে কালো মতন কি একটা যেন এগিয়ে আস্‌ছে তার উপর। এমন দিনে এম্‌নি সময় মানুষ যে হাজার প্রয়োজনেও ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে পারে—একথা অমলের সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে বোধ হ'ল। কোন একটা জন্তু টন্তু হ'বে এই ভেবে সে আলস্যের হাই তুলে একটা সিগার ধরালে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঘোড়ার গাড়ীর চাকার আওয়াজে চোখ তুলে চেয়ে সে দেখ্‌লে যে যাকে সে জন্তু কিংবা "কিছু একটা যাহোক" বলে ভেবেছিল, সেটা সত্যই একটা থার্ডক্লাস পাল্কী গাড়ী। গাড়ীটা ক্রমেই এগিয়ে আস্‌ছে। অর্দ্ধাশন-পুষ্ট শীর্ণ ঘোড়াটি এমনি ধীর মন্থর গতিতে ধীরে ধীরে চলেছে, যেন আর এক পলের মধ্যেই সে ইহলীলা সাঙ্গ কর্‌বে।

অমলের বাড়ীর ঠিক সাম্‌নে এসেই হঠাৎ গাড়ীটা থেমে গেল এবং পরক্ষণেই দেখা গেল, ঘোড়াটা পা হড়্‌কে মুখ থুব্‌ড়ে রাস্তার ওপর পড়ে গেছে। হঠাৎ গাড়ীর সাম্‌নেটা নীচু হ'য়ে যাওয়ায় কোচ্‌মানও হুমড়ী খেয়ে সেই পড়ন্ত ঘোড়ার পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। আর সেই জান্‌লা বন্ধ গাড়ীর ভিতর থেকে মিশ্রিত আতঙ্কধ্বনি শুনা যাচ্ছে।

বর্ণনা করিতে যতক্ষণ লাগলো, এই ঘটনাটী ঘট্‌তে কিন্তু তার শতাংশের একাংশও লাগল না।

এইরূপ অপ্রত্যাসিত ঘটনায় অভিভূত হ'য়ে অমল মুহূর্ত্তের জন্য কিং-কর্ত্তব্য বিমূঢ় হ'য়ে পড়্‌লো। কিন্তু পরক্ষণেই কোচমানও আরোহী দলের অবস্থা উপলব্ধি করে সে তিন লাফে সিঁড়ি পার হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

বৃষ্টি তখনও প্রবল বেগে ঝর্‌ছে।

(ক্রমশঃ)

আঠার পেন্স টাকার মূল্য নির্দ্ধারণ ফলে চাষীদের মহা অনিষ্ট সম্ভাবনা।

সকলেই জ্ঞাত আছেন, গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত এক সভারেণের (স্বর্ণ মুদ্রার) মূল্য ১৫৲ টাকা আইন অনুসারে ধার্য্য করা ছিল। ২৪০ পেন্সে এক সভারেণ হয়; সুতরাং ১৲ টাকা (২৪০÷১৫) ১৬ পেন্সের সমান ছিল। এই হিসাবে যুদ্ধের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত লণ্ডন নগরের সহিত টাকা পয়সার বিনিময় চলিত। যে সমস্ত কৃষিজাত কাঁচামাল ইউরোপে রপ্তানি হইত, উহার বিক্রয় লব্ধ প্রত্যেক সভারেণ মুল্যের বিনিময়ে ভারতীয় কৃষক ১৫৲ টাকা হিসাবে মূল্য পাইত। অধুনা গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া ১৲ আঠার পেন্সের সমান করিয়াছেন, ফলে ইউরোপে বিক্রীত দ্রব্যের প্রত্যেক সভারেণ মূল্যের বিনিময়ে কৃষক ১৩।৵০ পাইতেছে।

অজ্ঞলোকে মনে করে, ব্যাঙ্কের দোষেই আমরা এইরূপ ঠকিয়া যাই। ১৫৲ টাকার স্থলে ১৩।৵০ পাইতেছি, কারণ ব্যাঙ্কের কারবার হচ্ছে টাকা পয়সার বিনিময় (Exchange) করা। কিন্তু এ ধারণা ভুল। এইরূপ কারবার ব্যাঙ্ক শুধু 'মধ্যস্থ' (middle man) ভিন্ন অপর কিছুই নহে। একটা উদাহরণ দিতেছি। মনে করুণ, রাজারাম ইউরোপে পাট রপ্তানী করিয়াছেন, তন্মূল্য ১০০০ পাউণ্ড তাহার নামে লণ্ডনে জমা রহিয়াছে। জগৎনারায়ণ লণ্ডন হইতে মোটর গাড়ী আনিয়াছিল, তাহার দাম ১০০০ পাউণ্ড বিলাতে (লণ্ডনে) দিতে হইবে।

রাজারাম ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমার প্রাপ্য হাজার পাউণ্ড লণ্ডণ হইতে আনাইয়া দিতে হইবে। জগৎ নারায়ণ তাহার ব্যাঙ্কারকে বলিলেন, 'মোটরের দাম হাজার পাউণ্ড আমি বিলাতে পাঠাইতে চাই।

রাজারাম হাজার পাউণ্ড দেশে আনিতে চান; জগৎ নারায়ণ হাজার পাউণ্ড বিলাতে পাঠাইতে চান।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, জগৎ নারায়ণকে বলিলেন, বেশতো, হাজার পাউণ্ডের মূল্যে যে টাকা হয় (equivatent in Rupees) আমাকে দিন; জগৎ নারায়ণ টাকা দিলে, ঐ টাকাটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সরাসরি বিলাতে না পাঠাইয়া রাজারামকে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজারামের নিকট হইতে বিলাতে তাহার পাটের দাম হাজার পাউণ্ড যাহার হেফাজতে আছে, তাহার নামে লিখাইয়া লইলেন যে, উক্ত হাজার পাঃ ঐ ব্যাঙ্ককে দিন। তদনুসারে ব্যাঙ্কের লণ্ডন আফিস রাজারামের পাটের দাম হাজার পাউণ্ড আদায় করিয়া জগৎ নারায়ণের মোটরের দাম স্বরূপ ঐ হাজার পাউণ্ড দিয়া দিলেন। এই কাজের জন্য রাজারাম ও জগৎ নারায়ণ উভয়ের নিকট হইতেই কিছু কিছু কমিশন পাইল। উভয়েরই কাজ হইয়া গেল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যেখানকার টাকা সে খানেই থাকিল। রাজারামের লণ্ডন এজেণ্টের হাতে যে হাজার পাঃ জমা ছিল, তাহা ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতে জগৎনারায়ণের এজেণ্টের (পাওনা দারের) হাতে গেল। এরূপই কারবারকেই বিনিময় Exchange transactions বলে। এক কথায় রাজারামের পাটের সহিত জগৎ নারায়ণের মোটরের বিনিময় হইল।

এক্ষণে বিবেচ্য বিষয়, জগৎ নারায়ণ মোটরের দাম কত টাকা ব্যাঙ্ককে দিবে? কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যাঙ্ক সেই টাকাটাই পাটের দাম স্বরূপ রাজারামের হাতে দিয়েছে। যুদ্ধের পূর্ব্বেকার গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট হার ১৬ পেন্সে ১৲ টাকার সমান করিলে মোটরের দাম ১৫০০০৲ টাকা হয়। রাজারাম পাটের দাম ১৫০০০৲ টাকা পাইবে। ব্যাঙ্ক উভয়েরই নিকট হইতেই কিঞ্চিৎ কমিসন লইবে। অধুনা গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট হার ১৮ পেন্সে টাকা ধরিলে জগৎ নারায়ণ মোটরের দাম ১৩,৩৩৩৲ টাকা দিবেন, রাজারাম পাটের দাম স্বরূপ এই টাকাটাই পাইবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক্সচেঞ্জ রেটের পরিবর্ত্তনে ব্যাঙ্কের কোন হাত নাই বা ক্ষতি বৃদ্ধিও নাই। রাজারাম পাটের মালিক; এক্ষেত্রে তাঁহার প্রাপ্য প্রতি হাজার পাউণ্ডের দরুণ তিনি ৬১৬৭৲ টাকা কম পাইয়াছেন, জগৎ নারায়ণ মটোরের আমদানি কারক। তাঁহার ১৬৬৭৲ টাকা কম দিতে হইয়াছে। ব্যাঙ্ক ন্যায্য কমিশন উভয় স্থলেই পাইবেই, ইউরোপে বা আমেরিকার মালের রপ্তানীকারক কম টাকা পাইয়াছে; আর এ স্থলে আমদানি কারকের লাভ হইবেক বা টাকা বাঁচিবেই। রপ্তানি বাণিজ্যে কার স্বার্থ? সকলেই জানেন, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। ভারত হইতে বৎসরে ৩৫০ কোটী টাকার মাল রপ্তানি হয়। ইহার অধিকাংশই কৃষিজাত।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

এই সমস্ত মাল বিদেশে বিক্রয় হয়, তন্মুল্য টাকা আনা পাইয়ে পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি ১৬ পেন্সের স্থলে ১৮ পেন্সে টাকা ধরিলে, এই সমস্ত দ্রব্যের মূল্য প্রতি হাজার পাউণ্ডে ১৬৭৭৲ টাকা কম পাওয়া যাইবে সুতরাং ক্ষতি হয়। এ ক্ষতিটা কার? কৃষকের। এই টাকাটা কৃষকই কম পাইবে। ইহাতে লাভ হইবে ধনী ব্যক্তির। যাহাদের বিদেশ হইতে মোটর গাড়ী, ধনি বাবুর মূল্যবান বিলাস দ্রব্য প্রভৃতি আমদানী করিতে হয়। এই লাভ কি উপায়ে হইবে, তাহাও দেখিয়াছেন।

জগৎ নারায়ন মটরগাড়ীর যে দাম দিতেছেন, ব্যাঙ্কারের হাত দিয়া উহাই রাজারাম পাটের দাম বাবদ পাইয়া থাকেন। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্টের এই হার পরিবর্ত্তনের ফলে গরীব কৃষকের মুখের গ্রাস কি ভাবে অপরের হাতে চলিয়া যাইতেছে। ইহাতে লাভ হইবে, যাহারা বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করেন, সাধারণতঃ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি গণ। শোনা যায়, সে কালে ডাকাতেও বড় লোকের বাড়ী ডাকাতী করিত, আর সেই অর্থে গরিবকে সাহায্য করিত। আর এখন দেখিতেছি কি অবস্থা? আমাদের দেশের মত দরিদ্র ঋণগ্রস্থ কৃষক জগতে কোথায় ও নাই। গবর্ণমেণ্টের এই বিনিময়ের হার পরিবর্ত্তন করার ফলে সেই কৃষকেরই ন্যায্য প্রাপ্য মূল্যের কতকটা অংশ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এবং ইহার বেশীর ভাগ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ—যাঁহারা মোটর গাড়ী, হীরা, মূল্যবান রেশমী বস্ত্রাদি বিদেশী দ্রব্য ও বিলাস দ্রব্য ব্যবহার করেন তাহাদের পকেটে যাইতেছে?

কৃষকের সর্ব্বনাশ।

গবর্ণমেণ্ট এই হার পরিবর্ত্তন সমর্থন করিতে যাইয়া বলেন, জিনিস পত্রের দাম অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে। সাধারণ লোকের দিক হইতে দেখিলে এই দাম কমাইবার চেষ্টা হওয়া দরকার। আর এইরূপ হার পরিবর্ত্তন, জিনিষ পত্রের দাম কমাইবার একটা বিশেষ উপায়। গবর্ণমেণ্ট এ ক্ষেত্রে ভুলিয়া যাইতেছেন যে, এই ভাবে মূল্য কমাইতে গেলে লোকসান হয়—জিনিস পত্র উৎপাদন কারী ও কৃষকের। মূল্য কমাইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ধরিয়া লইলেও তাহা অধিকসংখ্যক লোকের অধিকতর সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করাই কর্ত্তব্য নয় কি? এ আমরা কি দেখিতেছি? আদম সুমারীর রিপোর্টে দেখা যায় প্রায় ২২ কোটি লোক এদেশে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অর্থাৎ শতকরা ৭২।৭৩ জন লোকেই কৃষিজীবি। কৃষকেরাই যে এদেশে সর্ব্বাপেক্ষা গরীব তাহাও সর্ব্বজন বিদিত। সুতরাং অবশিষ্ট শতকরা ২৭।২৮ জন লোকের জন্য দাম কমাইতে গিয়া দেশের প্রায় বার আনা লোকের সমূহ অনিষ্ট করা হয় না কি? এই শেষোক্ত শ্রেণীর ২৭।২৮ জনের ভিতর অবস্থাপন্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী গণ্য করা হয়।

লোক জনের মাহিনা পত্রের হার বাড়িয়া গিয়াছে এ কথা সকলেই বলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহারা ১০০৲ টাকা পাইত, তাহারা এখন ১৮০৲ হইতে ২২০৲ টাকা পায়। এই হিসাবে কৃষকের ও যুদ্ধের পূর্ব্বকার ১০০৲ টাকা আয় বর্ত্তমান অন্ততঃ ১৮০৲ টাকা হওয়া উচিত। বিশেষতঃ এই আয় যখন নিতান্ত অনিশ্চিত। বেশী পাওয়া দূরের কথা, ইহাও প্রায়ই পায় না। গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত হিসাব পত্রেই এ কথা জানা যায় যে, যুদ্ধের পূর্ব্বের ১০০৲ টাকা স্থলে বর্ত্তমানে ১৮০৲ টাকা আয় হইবে। কৃষিজাত জিনিষ পত্রের যে মূল্য হওয়া উচিত, কৃষকেরা গড়ে তদপেক্ষা অনেক কম মূল্য পায়। এই আয়েরও নিশ্চয়তা মোটেই নাই। কোন বৎসর হয় ত বন্যায় সমুদয় শস্য নষ্ট হইয়া গেল। তখন মহাজনের দোরে মাথা বাঁধা দেওয়া ছাড়া বাঁচিয়া থাকিবার আর উপায়ান্তর থাকে না। কোন বৎসর হয়ত যোল আনা শস্য পাওয়া গেলেও পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও সুজন্মা হওয়ার ফলে শস্যাদি এত কম দামে বিক্রী হইল, যে খরচা পোষানই দায় হইল—লাভ ত দূরের কথা। বাস্তবিক শত ২।৩ বৎসর যাবত চিনি ও কোন কোন শস্যে এইরূপ হইয়াছে। পাট আর তুলার বাজারেও এই দশা। বাজার অতি মন্দ যাইতেছে। কৃষকের খরচা ত পোষাইবেই না, বরং ঋণ গ্রস্থ হইতে হইবে। (এবার সেরাজগঞ্জ ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে অনেক স্থলে, খরচা পোষায় নাই, সেইজন্য অনেকে জমির পাট কাটে নাই। ১৮ পেন্সে টাকার দাম স্থির করায় কৃষকদের আরও দুর্গতির কারণ হইল। ইহাতে শতকরা ১২½ টাকা শুধু শুধু লোকসান যাইতেছে।

তুলার চাষে অর্থাৎ কাহার ও কাহার ও মতে শতকরা ১২।০ টাকা লোকসান খুব

বেশী নয় এরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু এই শত করা ১২৲ টাকা খরচা বাদে নেট লাভের অংশ হইতে বাদ যাইবে না? বিক্রয় নেট টাকার (gross price) ১২½ অংশ। মনে করুন, তুলার বাজার দর আছে ২৮০৲ টাকা। ১৮ পেন্সে টাকা ধরিলে ইহার দাম ২১ পাউণ্ড হয়। ১৬ পেন্সে টাকা ধরিলে, এই ২১ পাউণ্ডে ৩১৫৲ টাকা পাওয়া যাইত। ইহাতেই কৃষক ৩৫৲ টাকা বেশী পাইত। এই ৩১৫৲ টাকাই কৃষকের লাভ নহে। এই টাকা হইতে সারের দাম, বীজের দাম, চাষের গরুর খোরাকি, গরু মরিয়া গেলে পুনরায় গরু কেনায় খরচা ও যোগাইতে হয়। আগাছা তোলা, তুলা সংগ্রহ করা ইত্যাদির জন্ম মজুর খরচা দিতে হয়। সম্বৎসর পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। এই সমস্ত মিটাইয়া যদি কিছু থাকে, তাহাকে লাভ বলা যায়। প্রতি খাণ্ডি তুলায় এই সমস্ত খরচা একুনে ৩০০৲ টাকা ধরিলে, এবং ৩৫০৲ টাকা তুলায় দাম পাইলে যেমন (১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে ছিল) তাহার প্রতি তুলায় খাণ্ডি ৫০৲ টাকা লাভ হইল বলা যায়। এই লাভ হইতে সরকারের খাজনা, মহাজনের সুদ দিয়া ও সম্ভবতঃ কাপড় চোপড় কিনিবার জন্যও কিছু অবশিষ্ট থাকে। ১৬ পেন্সে টাকায় দাম ধরিলে, আজ কৃষক ৩১৫৲ টাকা পাইতে পারে। ৩০০৲ টাকা আনুমানিক ব্যয় ধরিলে ১৫৲ মাত্র লাভ থাকে। ইহা হইতে সরকারের খাজানা দিয়া মহাজনের সম্পূর্ণ সুদ দিবারও হয় ত সংস্থান থাকে না। এইরূপে দেনা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিবে। কিন্তু এই ৩১৫৲ টাকা ও কৃষক পাইতেছে না। ১৮ পেন্সে টাকা হইলে মাত্র ২৮০৲ টাকা পায়। ফলে কৃষকের মাত্র শতকরা ১২॥০ লোকসান হইল না, তাহার প্রাপ্য লাভের ষোল আনাই লোকসান। উপরন্তু প্রতি খাণ্ডিতে ২০৲ টাকা কম দাম পাইতেছে। সুতরাং এই ২০৲ টাকা ঋণ করিয়া তাহার পরিবার প্রতি পালন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত সরকারের খাজনা বা পুর্ব্বের ঋণের সুদও চাই। মহাজন লোক ভাল হইলে, হয় ত আরও কিছু দিন ধার দিতে পারে। কিন্তু সেই বা কত দিন। তার পরে কৃষকের ধনে প্রাণে বিনষ্ট হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না।

অধিকাংশ কৃষকের জমি ঋণ দায়ে মহাজনের হাতে বাঁধা। জমীর বার্ষিক আয়ের উপর জমির মূল্য নির্ভর করে। সুতরাং শস্যের মূল্য কম হইয়া গেলে, জমির দামও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যাইবে। জমির দাম কম হইলে, মহাজন সাহস করিয়া বেশী দিন টাকা ফেলিয়া রাখিবে না। কিন্তু কৃষকের হাতে টাকা কোথায় হইতে আসিবে? তাহার ন্যায্য খরচই জমির ফসলের দাম হইতে উঠে না। সুতরাং মামলা মকর্দ্দমা অনিবার্য্য। পরিশেষে কৃষক জমি হইতে উচ্ছেদ হইয়া, ঘরবাড়ী জমি জমা শূন্য দিন মজুরে পরিণত হইবে।

এইরূপ হার পরিবর্ত্তনের ফলে যে হাজার হাজার কৃষকের সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা গবর্ণমেণ্ট দেখিয়াও দেখিতেছেন না। যাহাতে এই ধ্বংশ লীলা কার্য্যে পরিণত না হয়, কৃষকের হিতকাঙ্ক্ষী সকল ব্যক্তিরই কি তাহা দেখা উচিত নয়?

৪৫ কোটী টাকা ক্ষতি

ন্যূনাধিক সিকি ভাগ লোকের সুখ সুবিধার জন্য দেশের বার আনা লোককে যে ক্ষতি স্বীকার করিতে বলা হইতেছে, তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়। এক তুলার কথাই ধরা থাক। বৎসরের ৬০ লক্ষ গাঁট তুলা উৎপন্ন হয়। ৩৫ লক্ষ গাঁট বিদেশে রপ্তানি হয়, অবশিষ্ট দেশে ব্যবহৃত হয়। গত বৎসর তুলার বাজার ভাল ছিল, মূল্য ৪০০৲ টাকার কাছাকাছি ছিল। ১৮ পেন্সে টাকা ধরিলে প্রতি খাণ্ডিতে ৫০৲ টাকা এবং প্রতি গাঁটে প্রায় ২৫৵ টাকা লোকসান পড়ে। সুতরাং ৩৫ লক্ষ গাঁট রপ্তানি তুলায় পৌনে নয় কোটী টাকা একমাত্র তুলার চাষীদের লোকসান।

এতদ্ব্যতীত তুলার বাজারও দাম রপ্তানি কারকেরা যাহা দিতে রাজী হয়, দেশে ও সেই দামেই বিক্রী হয়। সুতরাং অবশিষ্ট ২৫ লক্ষ গাঁটে ও আর ও সওয়া ছয় কোটী টাকা চাষীর লোকসান।

১৮ পেন্স টাকার মূল্য নির্দ্দেশ করার ফলে একমাত্র তুলায় চাষীদের এক বৎসরে ১৯২৫।২৬ সালে) ২৫ কোটী টাকা লোকসান বড় গুরুতর কথা।

যে সমস্ত শস্যের কিয়দংশও রপ্তানি হয়, তাহারও দর রপ্তানির দর অনুসারেই নির্দ্ধারিত হয়। বৎসরে প্রায় ৩৬০ কোটী টাকার কৃষিজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হয়। ১৮ পেন্সে টাকা ধরিলে, ইহাতে ৪০।৪৫ কোটী টাকা লোকসান। আর এদেশে যে পরিমাণ জিনিস ব্যবহৃত হয়, তাহা নিশ্চয়ই রপ্তানির পরিমাণ অপেক্ষা অধিক—

অন্ততঃ সমান ধরিলে ও আরও ৪০।৪৫ কোটী চাষীর লোকসান।

ভারতের চাষীর অবস্থা কি এতই ভাল যে তাহারা বৎসরে ৮০।৯০ কোটী টাকা লোকসান দিতে সমর্থ?

এইরূপে কৃষক সম্প্রদায় কি একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িবে না। তাহাদের বর্ত্তমান দুর্ভাগ্য কি আরও ভয়ঙ্কর হইবে না?

কিন্তু এ সমস্ত কিসের জন্য করা হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট বলেন, ইহাতে তাহাদের যে টাকা বিলাতে পাঠাতে হয় তাহাতে ৪।৫ কোটী টাকা সাশ্রয় হইবে। গবর্ণমেণ্টের যদি এই ৪।৫ কোটী টাকা নিতান্তই প্রয়োজন হয়, প্রকাশ্য ট্যাক্স ধরিয়া কেন লওয়া হয় না? এই ভাবে এক্স চেঞ্জরেট (বিনিময়ের হার) পরিবর্ত্তন করিয়া গরীব কৃষকের দশ গুণ ক্ষতি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে এই কৃষিজাত অর্থে যাহাদের কোন দাবী নাই, তাহাদের পেট ভরাইবার কি প্রয়োজন?*

নকল ঘৃত আমদানী—১৯২৫ সালে সমগ্র ভারতে ৩ কোটী ৩ লক্ষ মণ নকল ঘৃত আমদানী হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ মণ কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে।

অদ্ভুত আবিষ্কার—লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কলেজের রাডিওলজিষ্ট মিঃ ফ্রেডারিক মেলভিলী শারীরিক অঙ্গ চঞ্চল অবস্থায় ফটো তুলিবার নিমিত্ত এক আশ্চর্য্যজনক বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এমন কি হৃদয়ের স্পন্দনও তাহাতে প্রতীয়মান হইবে।

পাথুরিয়া কয়লা খোলা জায়গায় পড়িয়া থাকিলে ক্রমেই উহার তাপ প্রদান শক্তি কমিয়া যায়, কিন্তু একমুঠা কাপড় কাচা সোডা ১ গ্যালন জলে মিশাইয়া কয়লায় ছিটাইয়া দিলে বহু দিন উহা তাজা থাকে।

উষ্ণ লবণাক্ত জলে ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন টুথব্রাস ব্যবহার করিলে উহা অনেক দিন টেকে এবং ভাল থাকে।

ভাগ্যফল—বিহার দিগদর্শনে প্রকাশ—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, পাটনা জজকোর্টের সেরেস্তাদার বাবু বলদেবজী বর্ম্মণ ফরাসী দেশের লটারি হইতে ১৫০০০ পাউণ্ড প্রায় একলক্ষ আশি হাজার টাকা পাইয়াছে।

বার কোটি টাকা যৌতুক—সিঙ্গার সেলাই কলের প্রধান অধ্যক্ষের কন্যা কুমারী মার্জ্জোরী বরোনের বিবাহ গত ৪ঠা ডিসেম্বর হইয়াছে। এই বিবাহে কন্যাকে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ১২ কোটী টাকা যৌতুক দেওয়া হইয়াছে।

---

* Indian Currency League Pamphlet No 2 By B. F. Madon.

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর মন্দির।

কলিকাতা, উইলিয়মস্ লেন, ৪ নং দাস প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ২ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক। (Registered No C. 42)

THE BUSINESSMAN.

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৸৹ টাকা

কাজের লোক,

Edited by S. P. Chatterjee.
Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

২১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। | New Series March, 1927. | নূতন সংস্করণ। মার্চ্চ, ১৯২৭। | Vol. 21 No 3.

বার্ষিক মূল্য ২৷৹ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

—:o:—

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২১শ বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. XVII.
৩য় সংখ্যা। MARCH 1927. মার্চ্চ ১৯২৭। No. III.

বিবিধ তথ্য-সংগ্রহ।

—:o:—

মোহিনী মিল

কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলস্ পরলোকগত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কৃতিত্বের জ্বলন্ত নিদর্শন। মোহিনী বাবু রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই মিলের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিলে সূক্ষ্মসূত্রনির্ম্মিতবস্ত্র প্রস্তুত হয়। বাংলার বস্ত্র বিলাসিগণ সাগ্রহে এই সকল বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। গত ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে কোম্পানির ৮২,৫৫১৲ টাকা নিট্ লভ্য হইয়াছে। গত বৎসর বস্ত্র শিল্পকে বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মজুরের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি সূতা ও যন্ত্র পাতির মূল্য এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধি এবং বস্ত্রাদির মূল্য হ্রাস হওয়া সত্বেও কোম্পানির এরূপ সাফল্য-লাভ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। কোম্পানি লভাংশ হইতে রিজার্ভ ফণ্ডে ৪০০০০ টাকা জমা করিয়াছেন। রিজার্ভফণ্ডের উপরই যে কোম্পানির স্থায়িত্ব ও ভবিষ্য উন্নতি নির্ভর করে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অবগত আছেন। এই বৎসর মিলের কার্য্যের প্রসার আরো বৃদ্ধি হইবে বলিয়া অংশীদারগণকে লভ্যাংশ বিতরণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

———

টেলিফোন কর্পোরেশন।

বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশনের বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ, ডাকের সংখ্যা অনুসারে মূল্য নির্দ্ধারণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধি কাজের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে অনেকেই নিষ্প্রয়োজনীয় কথা লইয়াও শুধু শুধু টেলিফোন ব্যবহার করিত। অনেক সময়েই এই সকল বাজে খবর বহনে টেলি-ফোন ব্যাপৃত থাকায় অনেক কাজের খবরও

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

পাইতে বিলম্ব হইত। গত ২০শে জুন কর্পোরেশনের বর্ষ শেষ হইয়াছে। এই বৎসর ৫৭১৬৫১৲ টাকা লাভ হইয়াছে এবং সাধারণ অংশ সমূহের উপর শতকরা ৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইবে, স্থির হইয়াছে। পুলিস কমিশনার এবং ফায়ার ব্রিগেডের প্রধান কার্য্যকারক তাঁহাদের বার্ষিক রিপোর্টে বিগত দাঙ্গাহাঙ্গার সময়ে টেলিফোন কর্পোরেশনের কার্য্যতৎপরতার কথা উল্লেখ করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

জয়েণ্টষ্টক্ কোম্পানী

১৯১৯—২০ সাল হইতে—১৯২৫—২৬ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যে সকল জয়েণ্টষ্টক্ কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	রেজিষ্টারীকৃত কোম্পানির সংখ্যা	মূলধন কোটি টাকা হিসাবে
১৯১৯—২০	৯৪৮	২৮১
১৯২০—২১	১০৩৯	১৪৮
১৯২১—২২	৭১৭	৮১
১৯২২—২৩	৪৯৬	৩৪
১৯২৩—২৫	৪৩২	২৬
১৯২৪—২৫	৪১১	২১
১৯২৫—২৬	৪৭৩	৩০

রোমে নূতন সহর নির্ম্মাণ।

ইতালীর রাষ্ট্রনেতা মুসোলিনি রোমের সর্ব্বত্রই বিচিত্র সংস্কার সাধন পূর্ব্বক মধ্যযুগের রোমকে বর্ত্তমান যুগের অভিনবত্ব প্রদানে প্রয়াসী হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এভেণ্টাইন পাহাড়ে রোমক শিল্পীদিগের বাসের জন্য ২০ হাজার বর্গ মীটার পরিমিত স্থানে একটি আদর্শ সহর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই নূতন সহরে ছোট ছোট মনোরম আবাস ভবন সমূহ নির্ম্মিত হইবে। প্রত্যেক শিল্পীকেই একটী বাড়ী, একটী দোকান দ্রব্যাদির প্রদর্শন স্থান, এবং কারখানা গৃহ দেওয়া হইবে। কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার নির্ম্মাতা, এবং কাঠের আসবাবপত্র ইত্যাদি ও কাচের জিনিস নির্ম্মাতা শিল্পীগণই এই সকল বাড়ীতে বাস করিতে পারিবে। প্রধান মন্ত্রী এই কল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন।

চা

১৯২৫-২৬ সালে ভারতবর্ষে ৩৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭ হাজার পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব বৎসরের শেষে ৪৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড চা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। এতন্মধ্যে ৩৩ কোটি ৮২ লক্ষ ১৫ হাজার পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি হওয়ায় বর্ষশেষে প্রায় ৪ কোটি ৭ লক্ষ পাউণ্ড অবশিষ্ট ছিল। বিদেশে ভারতীয় চায়ের রপ্তানি ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ১৯২৫ সালে ৪৩৩৮ একর ভূমিতে চায়ের চাষ হইয়াছিল। এ দেশে যে সকল চা-বাগান আছে, তাহাদের মূলধন ৪৩ কোটি টাকার কম হইবে না, তন্মধ্যে এই দেশে রেজিষ্টারীকৃত কোম্পানি সমূহের মূলধন মোটামুটি প্রায় ১১ কোটি টাকা। সাধারণতঃ কোম্পানিসমূহ অংশীদিগকে প্রচুর পরিমাণে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়া থাকে। অবশ্য সকল চা কোম্পানিই যে একই হারে লভ্যাংশ দিতে পারে, তাহা নহে। কোন কোন কোম্পানি শতকরা ১৫০৲ টাকা হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত লভ্যাংশ দিয়া থাকে।

ম্যালেরিয়া

বাংলার শ্যামল সমতলক্ষেত্র ম্যালেরিয়ার লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই রাক্ষসীর বিষশ্বাসে বাংলার কত চিরানন্দময় পুণ্যশ্রীমণ্ডিত পল্লীভবন শ্মশানের ন্যায় বিজন ও ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, কে তাহা নির্ণয় করিবে। ম্যালেরিয়ার মহাবিষ জাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে জাতির ধ্বংস সাধন করিতেছে। যদি অচিরে এদেশ হইতে ম্যালেরিয়ার বিষবৃক্ষ উন্মূলিত না হয়, তবে এই দেশে যে কি ভীষণ ধ্বংসলীলার অভিনয় হইবে, তাহা ভাবিতেও হৃদয় কম্পিত হয়। ইহা কল্পনা কিম্বা ভাবুকতা নহে, বাস্তবজগতের বাস্তব চিত্র সম্মুখে রাখিয়াই আমরা এ কথা বলিতেছি। জন্ বিথ্ নামক এক জন লেখক ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে চেম্বার্স জার্ণেলে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন, ম্যালেরিয়া গ্রীক সভ্যতার বিনাশ সাধন করিয়াছে। গ্রীকগণ যখন উন্নতির সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন গ্রীকবীর ও গ্রীক বণিকেরা যুদ্ধ, দেশজয় ও বাণিজ্য ব্যপদেশে এসিয়া ও আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিতেন। তাঁহারা ঐ সকল দেশ হইতে দাস দাসী কিনিয়া আনিতেন এবং নিজেরাও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন

করিতেন। কালক্রমে মশককুল ম্যালেরিয়ার বীজ দেশের সর্ব্বত্র বিস্তার করার ফলে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই ম্যালেরিয়ার কবলে পতিত হইয়াছিল, একটি প্রাণীও ইহার প্রকোপ হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

বর্ত্তমান যুগেও রুশিয়ায় মশক দমন ও ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বনের কথা হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত না হওয়ার রুষ জাতি দিন দিন দুঃখ দুর্দ্দশা ও অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত হইতেছে। ম্যালেরিয়ার ধ্বংস ক্রিয়া এক দিনে সম্পন্ন না হইলেও ইহার ন্যায় দেহ-মন ক্ষয়কারী বিষ আর নাই।"

এই মহাশত্রুকে বিতাড়িত করিবার জন্য আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে কোন ফল হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! জাতীয় চেষ্টার ফলে ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বর ইটালি ও আমেরিকা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত উপায় সমূহের প্রয়োগ দ্বারা পানামা খালের শ্রমিকগণ এই সকল ব্যাধির প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, বাংলার কোটি কোটি দরিদ্র নিরন্ন পল্লীবাসীকে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর ভীষণ কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্যও ঐ সকল উপায় অবলম্বিত হইতে পারে।

সম্প্রতি বঙ্গায় গবর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে পাব্লিক্ হেল্থ বিভাগে ৮০০০৲ টাকা দিয়াছেন। ইউনিয়ন্ বোর্ড সমূহের সহযোগে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু যে সকল স্থানে ইউনিয়ান্ বোর্ড নাই, তথায় তথায় স্বাস্থ্য সমিতি সমূহের নিকটে টাকা অর্পিত হইবে। প্রত্যেক সমিতিকেই গবর্ণমেণ্ট ৩০০৲ টাকা, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ২০০৲ টাকা এবং ইউনিয়ান্ বোর্ড ১০০৲ টাকা হিসাবে দিতেছেন। যেখানে ইউনিয়ান্ বোর্ড নাই, তথায় গবর্ণমেণ্ট ১০০৲ টাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ৫০৲ টাকা ও গ্রাম্য স্বাস্থ্য সমিতি ৫০৲ টাকা দিবেন। পাব্লিক হেলথ্ বিভাগ মিউনির্সিপালিটির অন্তর্ভুক্ত স্থানসমূহে বিশেষ ভাবে প্রচার কার্য্য চালাইবার আয়োজন করিতেছেন। সম্প্রতি ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি সমূহের প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিভাগ হইতে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটির কর্তৃপক্ষের হস্তে ১১০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। শুনা যায়, কোন কোন মিউনিসিপালিটি নিজেই কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়া লইবেন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বজেটে প্রচুর টাকা বরাদ্দ করিবেন। ল্যাণ্টার্ণ সহযোগে প্রদত্ত বক্তৃতা ও পল্লীবাসিগণের চিত্ত আকৃষ্ট করিতেছে। এই সকল বক্তৃতা আরো বিশেষ ভাবে প্রচারের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে নিজব্যয়ে সিনেমা ক্রয় করা হইতেছে। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

চট্টগ্রাম বিভাগের বয়ন শিল্প।

চট্টগ্রাম বিভাগের কোন্ জিলায় তাঁত সহযোগে বস্ত্রবয়নকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা কত, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জিলা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট লোক সংখ্যা
ত্রিপুরা	৩৯০৩১	৩৮৪৭৩	৭৭৫০৪
নোয়াখালি	২৮৬৪৬	২৭২২৪	৫৫৮৬০
চট্টগ্রাম	১১৩৭০	১৮৫৭১	৩৫৯৫১

চট্টগ্রাম বিভাগের কুটীর শিল্প সমূহের মধ্যে বস্ত্রশিল্পই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ত্রিপুরার ময়নামতীর ছিট ও সাড়ি, নোয়াখালীর গামছা, মশারির কাপড় প্রভৃতি এবং চট্টগ্রামের খদ্দর ইত্যাদি সর্ব্বত্রই বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সূত্রকর্ত্তন ও বস্ত্র বয়ন শিল্প বহুল প্রসার লাভ করিয়াছে। অভয় আশ্রম, খাদিপ্রতিষ্ঠান ও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রভৃতির প্রেরণায় সহস্র সহস্র নরনারী সূত্রকর্ত্তন ও বস্ত্রবয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছে এবং প্রতি মাসে সহস্র সহস্র টাকা মূল্যের সূতা ও কাপড় বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু বস্ত্রশিল্পের আরও প্রভূত পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। চট্টগ্রাম বিভাগে বস্ত্রশিল্পের উৎকর্ষ সাধনের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে প্রচুর পরিমাণ কার্পাসতুলা উৎপন্ন হয়। চট্টগ্রাম বিভাগের শিল্পীগণ অনায়াসে ও সুলভমূল্যে তুলা সংগ্রহ করিয়া সূত্রকর্ত্তন ও কর্ত্তিত সূত্র সহযোগে বস্ত্র বয়ন করিয়া বস্ত্রশিল্পের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে।

শিল্পশিক্ষার বৃত্তি।

ইংলণ্ডে কার্পাসবস্ত্ররঞ্জন ও সাবান নির্ম্মাণ বিদ্যা শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট যথাক্রমে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এস, সি এবং শিশির কুমার ঘোষ বি, এস্, সি কে বৃত্তি দান করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেককে বার্ষিক ২০০ পাউণ্ড বৃত্তি ও ৪০ পাউণ্ড বোনাস্ পাইবেন। শিশির কুমারকে

এতদ্ব্যতীত ৫০ পাউণ্ড প্রিমিয়ামও দেওয়া হইবে।

অভয় আশ্রমে খদ্দর।

খদ্দর—কুমিল্লা অভয় আশ্রমের শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী 'ফরওয়ার্ড' পত্রে লিখিয়াছেন যে, গত জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অভয় আশ্রমের অন্তর্গত বয়ন কেন্দ্রসমূহে ১১১৭৭৯ টাকা মূল্যের খদ্দর প্রস্তুত হইয়াছে এবং এই কয় মাসে ৯৪৬১৩ টাকা মূল্যের খদ্দর বিক্রীত হইয়াছে। অভয় আশ্রমের কর্ম্মীগণ ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে ৮টী খাদি নির্ম্মাণ কেন্দ্র এবং বাংলার ১১টী জিলার ২১টী স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কলিকাতাস্থিত আশ্রমের দোকানে মাসে গড়ে ৫০০৲ টাকার খদ্দর বিক্রয় হইয়া থাকে।

সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত দুগ্ধ বিক্রয় সমিতি।

সমবায় সমিতি সমূহের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার মিঃ ডনোভন ও বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রার রায় জে, এম, মিত্র বাহাদুর একদিন বারাসতে গিয়াছিলেন। পথে একগ্রামে তাঁহাদের একজন মুসলমানের সহিত দেখা হইল। মুসলমানটীর মুখে এক ঘোরতর নৈরাশ্য ও নিরুৎসাহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে তাঁহাদিগকে বলিল যে, তাহাদের এক বিবাহ উপলক্ষে গোয়ালারা দই দিতে অস্বীকার করায় তাহারা গোয়ালাদিগকে বর্জ্জন (boycot) করিয়াছে, এবং নিজেরাই দুধের ব্যবসায় করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহারা কিছুতেই গোয়ালাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছে না। তাহাদের কেবল ক্ষতিই হইতেছে, কিন্তু তবু জিদের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা তখনও দুধের কারবার করিতেছে।

মিঃ ডনোভন ও মিত্র মহাশয় ঐ মুসলমানের কথা শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে মাঠের উপর দিয়া দুই মাইল পথ হাঁটিয়া তাহার গ্রামে গেলেন। তাঁহারা ঐ গ্রামে সমবায় পদ্ধতিতে দুগ্ধ বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটি সমবায় সমিতি গঠন করিলেন, সমিতি রেজিষ্টারি হইল, কিন্তু প্রথম অবস্থায় দিনে ১৫ কি ২০ সেরের বেশী দুধ পাওয়া গেল না।

গোয়ালারা ইতিপূর্ব্বে দুধের ব্যবসায়ে খুব লাভ করিত। তাহারা গরুর মালিকের নিকট হইতে প্রতিমণ (৫০ সের) ৬৷৷০ টাকা দরে অর্থাৎ প্রতিসের দুই আনা দরে কিনিত। সমবায় সমিতি প্রতিমণ ৭৷৷০ টাকা কিম্বা আরো বেশী মূল্যে কিনিতে লাগিল। তারপর গোয়ালারা বাঁশের উপর আঁক কাটিয়া যে হিসাব রাখিত, তাহাতেও গরুর মালিকেরা খুবই প্রতারিত হইত। সমবায় সমিতি পাসবহি রাখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিল। এইরূপে গরুর মালিকদের এবং সমিতিরও বেশ লাভ হইতে লাগিল, আর এই লাভ দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। গরুর মালিকেরা বিনা ঝঞ্ঝাটে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইতেছে দেখিয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সমবায় সমিতি গঠন করিল। এইরূপে গোয়ালাদিগকে বর্জ্জন করিবার ফলে সমবায় সমিতির সৃষ্টি হইল।

কালক্রমে অনেকগুলি দুগ্ধবিক্রয় সমিতির সমবায়ে সম্মিলনীর (union) সৃষ্টি হইল। প্রথমে সম্মিলনীর কতকটা ক্ষতি হইতেছিল। কিন্তু সতর্কতা সহকারে কাজ করার ফলে ক্রমে ক্রমে তাহাদের লাভ হইতে লাগিল। ১৯১৯—২০ সালে সম্মিলনীর আয় ২১৭৩৲ টাকা পর্য্যন্ত হইল। ১৯২৪-২৫ সালে লাভের পরিমাণ ২০১৪৬৲ টাকা হইল। ১৯১৭ সালের ৩০শে জুনের পূর্ব্বে মাত্র ৪১০৲ টাকা মূল্যের দুধ বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯২৪-২৫ সালে সম্মিলনীর সভ্য সংখ্যা ২৪৬৮ ছিল এবং প্রতিদিন ৩২মণ দুধের যোগাড় হইত।

সমবায় সমিতির প্রভাবে গোয়ালারা বিতাড়িত হইয়াছে। ফলে গরুর মালিকেরাই সমস্ত লাভ পাইতেছে। চাষাদের এতদিন দুধের ব্যবসায়ের দিকে বড় একটা ঝোঁক ছিল না। এখন তাঁহারা এই ব্যবসায় বেশ লাভজনক দেখিয়া আরো বেশী গরু রাখিতেছে। তাঁহাদের কয়েকজন মিলিয়া পুনা হইতে মণ্টগোমারি ষাঁড় আমদানি করিয়াছে। অভিজ্ঞতার ফলে গরুর মালিকেরা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছে যে, গরুকে ভাল খাওয়াইলে পরিণামে বেশ লাভই হয়। সম্মিলনীর মূলধন ১৯২০—২১ সালে ৫০০৫৪৲ টাকা ছিল। ১৯২৪-২৫ সালে ৭৫৬৩৪৲ টাকা হইয়াছে। পরন্তু ১১৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে সম্মিলনীর যে বাড়ী ও যন্ত্রাদি আছে, তাহার মূল্যও প্রায় ১২০০০০৲ টাকা হইবে।

(২০শে নবেম্বর তারিখের মিউনিসিপাল গেজেটে প্রকাশিত ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের লিখিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।)

ছাত্রের স্বাস্থ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী ছাত্র-মঙ্গল সমিতি আছে। সমিতি এবার ১৯০০ ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন যে, প্রত্যেক ৩ জন ছাত্রের মধ্যে দুই জনের স্বাস্থ্য খারাপ। এই সত্য তথ্যটী আমরা সকলেই জানি ও দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু ইহার প্রতিকারের দিকে আমরা সকলেই উদাসীন। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বুঝি যে ছাত্রগণ অধিক অধ্যয়ন করিয়া বা আহারের অপ্রাচুর্য্যের জন্য যে এইরূপ দুর্ব্বল এবং মুমূর্ষ্যপ্রায় হইতেছে, তাহা নহে। নৈতিক অবনতিই যে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যাবনতির একটী মুখ্য কারণ, তাহা সুনিশ্চিত। ক্রমাগত নাটক নভেল পড়িয়া, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়া অধিকাংশ ছাত্রেরই চিত্ত কলুষিত হইয়াছে, এই শ্রেণীর ছাত্রগণেরই অবস্থা মন্দ। ইহার প্রতিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বা মিউনিসিপালিটীর দ্বারা হইবার সম্ভাবনা কম। কারণ যে রোগে এই শ্রেণীর বালকগণ ভগ্নস্বাস্থ্য হইতেছে, তাহা চরিত্রের উন্নতি দ্বারা—সংযম দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। ছেলে খায় পরে ভাল, আর ক্রমাগত যে শুখাইয়া যায়,ইহার মধ্যে অবশ্যই একটা গুড় কারণ বর্ত্তমান। সেই কারণ বিদূরিত করিবার উপায় আত্মীয় স্বজনের দ্বারাই হইতে পারে। কুৎসিৎ পুস্তকাদি পাঠ, অসৎ সহবাস, উচ্ছিঋলতার পরিনাম এইগুলি অস্থিরমতি—অপরিনামদর্শী বালকগণকে অসঙ্কোচে বুঝাইয়া দিয়া সংযমী হইবার জন্ত শিক্ষা দিতে দিতে তবে তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির আশা করা সম্ভব হইবে, নচেৎ নহে। যে সকল বালক এখনও যৌবনোন্মুখ হয় নাই, তাহাদিগকে এখন হইতে সামলাইয়া বিলাসিতা বৰ্জ্জিত ভাবে শিক্ষা দান এবং লালন পালন করিতে হইবে। যে সকল বালক গুরুগৃহে আধ্যাত্মিক ভাবে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিত, তাহাদের সামান্য আহারে আড়ম্বর শূন্য জীবনে কি সুন্দর স্বাস্থ্যের আদর্শই না দেখা যাইত। তেমন ছেলে এখন শত করা একজনও দেখা যায় না। অথচ সেই সকল বালকের মেধাশক্তি শারিরিক বলবীর্য্য কেমন করিয়া অক্ষুণ্ণ থাকিত? শুদ্ধ সংযমের জন্য।

পাঁচবৎসরের বা তাহাপেক্ষা কম বয়স হইতেই আমরা আহ্লাদ করিয়া ছেলেকে বাবু সাজাইয়া দিই, এসেন্স সাবান মাখাই, সৌখিন জামা জুতা পরাইয়া নবকার্ত্তিক করিয়া তুলি, তাহার পর ছেলে বড় হইয়া যখন বিলাসিতার পরিণাম কার্য্যগুলি আরম্ভ করিয়া দেয়, তখন কি আর সে বাগ মানে? ক্রমেই দেখা যায়, উঠ্‌তি বয়সে দিব্য হৃষ্টপুষ্ট যুবক হইবে,না কোথায় কঠাসার হইয়া যাইতেছে। ছেলের পেটে হজম হয় না, রাত্রে ভাল নিদ্রা হয়না, দশ হাত দৌড়িলে হাঁপ লাগে, চক্ষু কোটর গত, কিছুতে ঠেসান না দিয়া কোমর সোজা করিয়া বসিবার শক্তি হীন, কেহ কেহ দৃষ্টি শক্তিও হীন, পরিশ্রমে কাতর, ছেলে পড়া শুনা করিয়া পিতার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া শেষে অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকে। অনেকেই ত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই প্রায় ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়। এখানকার ছেলেদের অনেকেই ২ মাইল হাঁটিতে পারে না, দশ সের জিনিষ বহিয়া লইয়া যাইবার শক্তি নাই, অধিকাংশ ছেলের স্মৃতিশক্তি এত দুর্ব্বল যে, কেমন করিয়া তাহারা পরীক্ষায় পাশ হইয়া আইসে, ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। সেকালের টোলের ছাত্রগণ মুগ্ধবোধ পানিনীর ন্যায় ব্যাকরণের ন্যায়ের, স্মৃতির সমস্ত শ্লোক ও ব্যাখা অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারে। ইহা শুদ্ধ আড়ম্বরশূন্য জীবন এবং সংযমের ফল বই আর কিছুই নহে। সে কালের ন্যায় এখন আর আমরা ছেলেদের দিকে তেমন দৃষ্টি রাখি না—রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। ছেলেদিগকে বেওয়ারিষের ন্যায় স্বাধিনভাবে যথেচ্ছচারী হইতে আমরা এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মেশে, হোটেলে বোর্ডিংএ ছেলেরা থাকে, যথা ইচ্ছা যায়, যাহা ইচ্ছা তাহা খায়, কে তাহার খপরই বা রাখে?

অতিরিক্ত অধ্যয়ন করিয়া মানুষ এমন ভাবে মরে, এমন কোন প্রমাণ নাই। তাহা হইলে টুলো ছাত্রগণ মহামহোপাধ্যায়াদি হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিতেন না। তবে কেন এখনকার ছেলেদের এমন শোচণীয় অবস্থা হয়? ঐ ব্রহ্মচর্য্য এবং সংযমের অভাবে। কে এমন মহাপুরুষ আছেন, যিনি আমাদের ছেলেদি'কে আবার সেই সেকালের ব্রহ্মচর্য্য এবং সংযম শিক্ষা দিয়া রক্ষা করিয়া ধন্য হইতে পারেন? বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা এবং স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে অনেকটা মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। মিউনিসিপালিটী হইতে কুৎসিৎ

ভোজনাগার সমূহে ছাত্রদের গতিবিধির সংকোচ করিয়া অনেক কিছু করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু আয় কমের ভয়ে হয়তো ইহারা তেমন কিছু করিতে অগ্রসর হইবেন না।

দেশে সভা সমিতি ইত্যাদি অনেক আছে বটে, কিন্তু তাহার ভিতর কর্ম্মী কৈ যে দেশের কাজ হইবে? এদেশের আগাগোড়াই ফাঁকির চাষ আবাদ, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পাশ্চাত্যের অনুকরণে উপরটী ফেফাফা দুরস্ত রাখিলেই দেশের কাজ মিটিয়া গেল, নামও বাহির হইল, সেদিকেও যে কিছু না হইল এমন নয়। ছেলেদের স্বাস্থ্য লইয়া আন্দোলন করিলে কি হইবে? প্রতিকারের বোধ হয় উপায় নাই। যেহেতু এখনকার ছেলেকে উপদেশ দিয়া মানুষ করা একটী অসাধ্য কাজের মধ্যেই গণ্য, এত নৈতিক অবনতিই ঘটিয়াছে। চায়ের আড্ডায় চা খাওয়া, রেঁস্তরে মাংস, চপ্, কাটলেট্ গেলা অতি অনিষ্টকর, ইহা তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষগণ, দেশের ডাক্তার কবিরাজগণ অনেক বুঝাইয়া বলিয়েছেন, ছেলেরা তাহা হাঁসিয়াই উড়াইয় দেয়—দেশ যে মরণের দিকেই ছুটিয়াছে।

[গল্প]

ঝরাফুল।

শ্রীঅমিয়কুমার মিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অমল দৌড়ে গিয়ে প্রথমেই টেনে তুল্‌লে বেচারী কোচম্যানকে। হুমড়ী খেয়ে পড়ায় তার সাম্‌নের দাঁতগুলি ভেঙ্গে গেছে, আর অনর্গল ধারায় তাই থেকে রক্ত ঝর্‌ছে।

তারপরেই গাড়ীর দরজাটা খুলে সে উচ্চৈস্বরে বল্‌লে—গাড়ীতে কে আছেন? চট্ করে নেমে পড়ুন। অন্ধকার—গাড়ীর ভিতরটা ভাল দেখা যাচ্ছে না। সেই অস্পষ্ট আলোয় গাড়ীর ভিতর দৃষ্টি চালিয়ে অমলের মনে হ'ল, এক অভিভূতা নারী-মূর্ত্তিকে কোন রকমে ধরে' এক বৃদ্ধ বসে আছেন। বাইরে দাঁড়িয়েও অমল বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লে ভয়ে সেই বৃদ্ধের দেহ ঝড়ো হাওয়ায় দোলা শুক্‌নো ডাল পাতার মতই কাঁপ্‌ছে।

অমলের সুউচ্চ আহ্বানে বৃদ্ধটি সেই নারী-মূর্ত্তিটিকে ধরে কোনরকমে তাড়াতাড়ি নেমে পড়্‌লেন। অমল আঙুল বাড়িয়ে তার বাড়ীর দরজাটা নির্দ্দেশ করে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে বল্‌লে—আপ্‌নারা ওইখানে দাঁড়ান, আপ্‌নাদের জিনিসগুলো নামিয়ে দি।

গাড়ীর মধ্যে যে জিনীষগুলি ছিল, অমল ক্ষিপ্রহস্তে সেগুলি নামিয়ে নিলে। কোচ-ম্যান ততক্ষণে আপনাকে একটু সাম্‌লে নিয়েছে। সে ঘোড়াটাকে তুল্‌তে লাগ্‌লো।

বৃষ্টি তখনো প্রবল বেগে ঝর্‌ছে।

* * *

পরের দিনের সকাল বেলা।

দীপ্ত সূর্য্যালোকে চারদিক ঝল্‌মল্ কর্‌ছে। আকাশ নির্ম্মেঘ—পশ্চিম দিগন্তের কোলের কাছে শুধু শুভ্র বলাকার মত দু একটা মেঘের টুক্‌রো ছড়ানো। গত তিনদিন ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ফলে রাস্তার ঢালু অংশে যে জল জমেছিল, প্রভাতের দীপ্ত সূর্য্যালোকে সেই জলরাশিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন পাত্রভরা গলানো রূপা টল্‌মল্ কর্‌ছে।

দুগ্ধ শুভ্র পালঙ্কের ওপর দেহভার এলিয়ে নীমিলিত নেত্রা একটী মেয়ে শুয়ে আছেন। মেয়েটি জেগে না নিদ্রা যাচ্ছেন, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পরে সেই ঘরের মোটা ভারী পর্দ্দা সরিয়ে অমল ও আর একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ কর্‌লেন। এই প্রৌঢ়টিই এই মেয়েটির পিতা। হঠাৎ অমলের বাড়ী এঁরা কেমন করে এলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হয়েছে।

প্রৌঢ়টীর নাম সুধীন্ বাবু। ইনি বিপত্নীক। এই কন্যাটি ও একটী পুত্র ব্যতীত ইঁহার আর কেউ নাই। পুত্রটী কি এক কাজ শিখ্‌বার উদ্দেশ্যে বছর পাঁচ পূর্ব্বে জার্ম্মানী রওনা হয়েছিল; সম্প্রতি কিছুদিন হ'ল সংবাদ পাওয়া গেছে, সে নাকি সেখানেই এক ফরাসী মহিলার পাণিগ্রহণ করেছে এবং অতঃপর স্থায়ী ভাবে সেখানেই বাস কর্‌বার সংকল্প করেছে। সুধীন বাবু হুগলীতে থাকেন এবং সেখানকার স্থানীয় উকীল। মেয়েটী কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের বোলপুর-শান্তি নিকেতনে থেকে পড়া শুনা করে।

সম্প্রতি কি একটা ছুটী পাওয়ায় এঁরা কল্‌কাতায় বেড়াতে এসেছিলেন।

সুধীন্ বাবু কন্যার শয্যার ওপর বসে তার মাথায় হাত রেখে মৃদুস্বরে ডাক্‌লেন—বেণু মা! মেয়েটী চোখ মেল্‌লো। অর্থ-হীন দৃষ্টিতে সে পিতার দিকে তাকালো। সে যেন বোধ-শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

কিছুক্ষণ পিতার দিকে তাকিয়ে একে একে সমস্ত কথা বেণুর মনে পড়্‌ল। সে

বিছানা থেকে উঠ্‌তে গেল কিন্তু অত্যধিক দুর্ব্বলতায় সে উঠ্‌তে পার্‌লে না। মাথা ঘুরে বালিশের ওপর পড়েই হটাৎ সে সম্বিৎ হারালো।

সুধীন বাবু ব্যস্ত হয়ে মেয়ের মাথাটি কোলের ওপর তুলে নিয়ে তাঁর চাদর দিয়ে মূর্চ্ছাতুরা মেয়েকে বাতাস কর্‌তে লাগ্‌লেন। অমল একটু অভিভূত হয়ে পড়্‌ল—পরক্ষণেই জলের সন্ধানে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে

(২)

পদ্মনাথ চৌধুরী একজন তরুণ চিত্র-শিল্পী। বালীগঞ্জ অঞ্চলের এক ছবির মত সুন্দর বাগান বাড়ীতে সে বাস করে। ভারী সৌখীন্ ধরণের মানুষ। এখনও সে বিবাহ করেনি। দেশ ভ্রমণ করা তার একটা মস্ত নেশা। তার এই ২৩ বছরের জীবনের অধিকাংশ ভাগই সে ভ্রমণ করে কাটিয়েছে।

এই পদ্মনাথ অমলের বাল্য-বন্ধু।

বিকেলবেলা। অস্ত সূর্য্যের রক্তাভা-মাখানো ড্রয়িং রুমে এক দোলানো চেয়ারে বসে পদ্মনাথ উদাস সুরে বাঁশী বাজাচ্ছে। ঘরের একধারে একটা পিয়ানো। আর একধারে লেখ্‌বার জন্যে ১২টা খোপওয়ালা একটা দামী টেবিল। সাম্‌নে প্রকাণ্ড একটা আয়না। আয়নার ঠিক সাম্‌নেই একটা খুব লম্বা ধরণের ইজি চেয়ার পাতা। ইজি চেয়ারের ডান ধারে একটা ছোট বুক সেল্ফ। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ, শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের রচনা দিয়ে সেল্‌টি ভরা। আয়নার ঠিক সাম্‌নের দেয়ালে মর্ম্মর স্বপ্ন তাজমহলের একটা সুপ্রকাণ্ড চিত্র ঝুল্‌ছে।

পদ্মনাথ আপন মনেই বাঁশী বাজিয়ে চলেছে, এমন সময় অমলের আগমন সংবাদ নিয়ে ভৃত্য এসে ঘরে প্রবেশ কর্‌লে। অমল পদ্মনাথের সর্ব্ব-প্রিয় বন্ধু, সুতরাং অন্তজনের মত তাকে আর বাইরের অন্তজনের মত বাইরের অপেক্ষা-গৃহে অপেক্ষা কর্‌তে হ'ত না। ভৃত্য প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই পর্দ্দার আড়ালে অমলের অমল আনন দেখা গেল।

(ক্রমশ:)

Household Preparation.

গার্হস্থ্য প্রস্তুত প্রণালী।

আদার মোরব্বা।

যে সকল মোরব্বা নিরেট অর্থাৎ Solid জিনিসে প্রস্তুত হয় এবং অনেকদিন শিশি বা বোতলের মধ্যে রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহাকে ইংরাজীতে বলে মার্ম্মেলেড্। আদা, আনারস, আমলকী প্রভৃতির মোরব্বা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আজ আমরা আদার মোরব্বা কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় তাহা বলিতেছি।

কি কি জিনিসের দরকার।

চিনির রস বা সীরাপ।

কাঁচা আদা	⁄১ সের
কালজামের কচিপাতা	১ ছটাক
পাথুরে চুণ	১ ছটাক
গোলাপ জল ওজনে	১ তোলা
ছোট এলাচ চূর্ণ ওজন	১ আনা
কর্পূর ওজনে	আধ আনা
দারুচিনি চূর্ণ ওজনে	আধ আনা

এই গুলি প্রথমে যোগাড় করিয়া লইতে হইবে।

তাহার পর প্রথমে আদাগুলিকে চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া লইবে এবং একটা বাঁশের বাতার ছুঁচলো মুখসরু কাটি প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা ঐ আদার চাকৃতি গুলিকে ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া ,তাহাদের গাত্রে ছিদ্র করিয়া দিবে। উপরে যে পাথুরে চুণের কথা বলিয়াছি, সেই চুণ একটা মৃত্তিকার মালসায় জল দিলে যখন সেই চুণ ফুটিয়া যাইবে, তাহাকে স্থির ভাবে রাখিয়া দিলে জলীয় অংশ উপরে উঠিবে। তাহাতে ফেলিয়া ৩।৪ দিন রাখিয়া দিবে। তাহার পর আদার চাকৃতিগুলি তাহা হইতে তুলিয়া লইয়া বারম্বার শীতল জলে ধৌত করিয়া একেবারে চুণশূন্য করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর কাচ কালজামের পাতা গুলিকে উত্তমরূপে ছেঁচিয়া বা বাঁটিয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত আদার চাকৃতি গুলির সহিত দুই সের জল দিয়া আগুণে চড়াইয়া সিদ্ধ করিবে। উত্তমরূপ সিদ্ধ হইয়া যাইলে আদার কুচিগুলি ছাকিয়া তুলিয়া লইয়া পুনরায় শীতল জলে বারবার ধৌত

করিয়া লইতে হইবে, এবং জল ঝরিয়া যাইবার জন্ম কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে।

তাহার পর ১ তার বন্ধ চিনির রস প্রস্তুত করিয়া লইয়া গরম থাকিতে থাকিতে আদার কুচিগুলি তাহাতে ঢালিয়া দিবে এবং এইরূপ অবস্থায় সেদিন কোন পাত্র ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। পরদিন সেই চিনির রস হইতে আদা গুলি তুলিয়া লইয়া শুদ্ধ রসটাকে পুনরায় আগুনে চড়াইবে এবং যখন ফুটিতে থাকিবে, তখন পুনরায় আদার কুচিগুলি ঐ ফুটন্ত রসে ছাড়িয়া দিবে। ক্রমে যখন দেখিবে যে, রস ঘন হইয়া আসিতেছে, এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে আদার মধ্যে রস প্রবেশ করিয়া মিষ্ট হইয়াছে, তখন আগুন হইতে নামাইয়া একটু সামান্ত ঠাণ্ডা হইলে তাহাতে ছোট এলাচ চূর্ণ, দারুচিনিচূর্ণ এবং কর্পূর দিয়া একবার কাটী দ্বারা নাড়া চাড়া করিয়া দিয়া ঠাণ্ডা হইতে দিবে। বেশ ঠাণ্ডা হইলে তাহার পর বোতলে কর্কবন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। ইহা অতি মুখরোচক, পরিপাক শক্তি বর্দ্ধক, ক্ষুধাকারক।

গরম থাকিতে থাকিতে যদি কোন জিনিসে ঢাকা দেওয়া যায়, তাহা হইলে অল্প দিনেই ভাপ্‌সে যায়, ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

সম্পাদক।

সৎপ্রসঙ্গ।

লেখক—শ্রীপঞ্চানন সিংহ।

সৃষ্টিকর্ত্তা জগদ্‌যন্ত্রকে সর্ব্বাংশে পরিপূর্ণ ও নিত্য গতিশীল রাখিবার জন্ম যাহাকে যে কার্য্যে নিয়োজিত রাখিয়াছেন, সেই কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতর সে অপরের অপেক্ষা কোন মতেই উচ্চ বা নীচ নহে। বিশ্ব-ব্যাপারে বিধি নির্দ্ধারিত কার্য্য সম্পাদনে মানুষও যদ্রূপ উপযোগী, কীট পতঙ্গাদি ক্ষুদ্র প্রাণী নিচয়ও তাহাদের নিজ নিজ সীমানার ভিতর তুল্যরূপেই উপযোগী। মানুষ কিন্তু সকল বস্তু বা প্রাণীকে তাহাদের আপন গণ্ডীর বাহিরে টানিয়া আনিয়া নিজের কৃত্রিম মানদণ্ডের দ্বারা বিচার করিতে অভ্যস্ত; তাই যেখানে সেখানে ছোটয় বড়য় বিষম প্রভেদ বাধাইয়া দেয়।

পিরামিড নিম্নভূমিতে অবস্থিত হইলেও লোকে তাহাকে পিরামিড নামেই আখ্যাত করিয়া থাকে; নিম্নভূমিতে অবস্থান হেতু তাহার গৌরব সূচক নামের কোনই ব্যত্যয় হয় না। বামন যদি হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরেও আরোহণ করে, তথাপি লোকচক্ষে সে যে বামন, সেই বামনই থাকিয়া যায়। বড় হইবার মত গুণ যাহার ভিতর আছে, সে সকল প্রকার অবস্থান্তরের ভিতর চিরকাল বড় থাকিবে কিন্তু যাহার ভিতর সেগুণ নাই কোন প্রকার বাহ্য পরিবর্ত্তনের দ্বারা সে কখন বড়র পদবী লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

শক্রর ছিদ্র অন্বেষণ করিবার সতত প্রয়াস অপেক্ষা বরং তোমার মিত্রকে বিশেষ ভাবে চিনিবার চেষ্টা কর। বহু-ক্ষেত্রে শক্রর দ্বারা অনিষ্ট অপেক্ষা ইষ্টই সাধিত হইয়া থাকে। শক্রর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানব মাত্রেরই একদিকে যেমন শক্তি সঞ্চারের আগ্রহ দেখা যায় অন্তদিকে তেমন আত্মপক্ষে যে সমস্ত ক্রটী বা গলদ থাকে, সর্ব্বদা সাবধানতা হেতু সে সমস্ত সংশোধিত হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং শক্রও প্রকারান্তরে মিত্রতুল্য হিতকারী হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বিষকুম্ভ পয়োমুখ বন্ধুর দ্বারাই লক্ষ লক্ষ নর নারীর সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়া থাকে।

বিশ্রামের সাধারণ অর্থ কর্ম্ম হইতে বিরতি। কিন্তু প্রকৃত কাজেরলোক বিশ্রামের অর্থ ভিন্ন ভাবে বুঝিয়া থাকেন; তাঁহার নিকট এককার্য্য পরিহার পূর্ব্বক তদপেক্ষা লঘুতর কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করার নাম বিশ্রাম। যাঁহাকে বেশীর ভাগ দৈহিক শ্রম করিতে হয়, অবসর সময়ে তিনি মস্তিষ্ক পরিচালনার কার্য্যে চিত্ত নিয়োগ করিবেন। নিত্য কর্ম্ম হইতে বিরাম কালে অভিরুচিমত বিজ্ঞান, সঙ্গীতবিদ্যা, অন্তবিধ শিল্প বা সাহিত্যালোচনায় সময় অতিবাহিত করা মন্দ নহে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বিশ্রাম সময়ের কার্য্য লঘুতর এবং বিশিষ্টরূপে চিত্তাকর্ষক ও আনন্দ দায়ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বহু খ্যাতনামা উচ্চপদস্থ পুরুষসিংহ দায়িত্ব পূর্ণ দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যে অবসর সময়ে কত লোক-হিতকর কর্ম্মের দ্বারা নিজেদের কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

যখন একটা ভারি রকমের বিপদ আপতিত হয়, তখন তাহার কাছে ছোট খাট দুঃখ গুলা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। আমাদের অধিকাংশ দুঃখই একান্ত ভিত্তিহীন এবং বোধ হয় মনের জড়তা বশতই আমরা সেই সকল দুঃখকে হৃদয়ে পোষণ করিতে থাকি। চেষ্টা করিয়া সুখকর চিন্তার দ্বারা কুসংস্কারোৎপন্ন এই সকল দুঃখকে কি অন্তর হইতে দূরীভূত করিতে পারা যায় না?

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট

রুজভেণ্টের একটি বাণী।

মানুষের কোন কার্য্যে উন্নতি লাভ সম্বন্ধে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "Progress is accomphished by the man who does things, not by the man who talks about how things ought to be." উন্নতিকামী হইলে প্রকৃত যে মানুষ কাজ করে অর্থাৎ প্রকৃত কর্ম্মী তাহারই সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। আর যে লোক কেবল কাজ এই রকমে হওয়া উচিত ইত্যাদি বলিয়া কেবল কথার পসরা লইয়া বেসাৎ করিয়া বেড়ায়, তাহার কখনও উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। এই শ্রেনীর লোক অবিলম্বেই লোকসমাজে গরপসার হইয়া পড়ে সুতরাং তেমন লোকের নিজের উন্নতির পথ তো সংকীর্ণ হইয়াই থাকে, অপিচ দেশের বা দশের কাহারও সেই প্রকৃতির লোক দ্বারা হিতসাধন হওয়া সম্ভবও হইয়া উঠে না। কিন্তু পরিতাপ! আমাদের এই দেশে কাজ এইরূপ হওয়া উচিত, এইরূপ সমলোচকের এবং নায়কের সংখ্যাই বিস্তর। প্রকৃত কর্ম্মী সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যয় না। তাই আমরা দেখিতে পাই যে এ দেশের কোন কাজও সুসম্পন্ন হয় না কেবল জল্পনা কল্পনা পরামর্শ প্রস্তাব আর সমর্থনেই সমস্ত অধ্যবসায় ও সময় নষ্ট হইয়া যায়। কাজে কিছু হয় না। এই রোগগুলির প্রতিকার হইলে হয়তো দেশটার ভাল হইতে পারে।

নীতিবাক্য।

কঠিনী পুস্তিকা বালা পরহস্তং গতাং গতা।

ইতি নীতিবাকং কঠিনী (কলম) পুস্তিকা, (পুঁথি পুস্তকাদি) আর বালা (স্ত্রী)

এই তিনটি পরের হাতে গেলেই মাটী সুতরাং এই তিনটি যাতে পরের হাতে না পড়ে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তজ্জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিবেন।

"উদ্বেগ কলহ কণ্ডূ: সেবা মানেচ বর্দ্ধতে।"

চিন্তা, বিবাদ, আর চুলকান যতই করা যায়, ততই বাড়িয়া যায়। চিন্তার অন্ত নাই, বিবাদ যত করা যায় ততই নুতন আকারে বাড়িয়াই যায়, আর চুলকানি হইলে যতই চুলকান যায়, তত চুলকাইতে ইচ্ছা করে। সুতরাং জোর করিয়াই এই তিনটি কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিবার চেষ্টা করিলেই আপদ চুকিয়া যায়।

অপকারেষু মায়ায়ং চিন্তয়েন্ন কদাচন।
স্বয়মেব পরিষ্যন্তি কুল জাতা ইবদ্রুম॥

যে ব্যক্তি পরের অপকার করে, তাহার বিনাশের জন্য কোন উপায় চিন্তার আবশ্যক হয় না। সেই পরাপকারী ব্যক্তি নদী কুল জাত বৃক্ষের ন্যায় আপনিই পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়।

SOUND REASONING.

মূল্যবান যুক্তির

আবশ্যকতা।

ব্যবসার্যের উন্নতি করিবার জন্য অনেক কিছু উপাদানের আবশ্যক, তাহার মধ্যে সারবান যুক্তি একটী আকাঙ্খীয় উপাদান। ভাল ক্যানভাসার বা দালাল এই দেশে তেমন নাই, সকলেই চাকরী চাকরী করিয়াই আকুল, এই স্বাধীন পন্থা অবলম্বনের জন্য কাহাকেও প্রয়াসী দেখা যায় না। এই ক্যানভাষিং শিক্ষা দিবার জন্য আমরা ১৯০৯ এবং ১০ সালে "কাজের লোকে" Art of Canvassing নামক প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা এবং ইহার গূঢ় রহস্যগুলি শিক্ষা দান করিয়াছিলাম। বেকারগণের তাহা পরম বন্ধু এবং সহায়ক। দুঃখের বিষয়, এদেশের শিল্পাভিমানী যুবকগণ চাকরীর অভাবে দারুণ মনোকষ্ট ভোগ করিলেও বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত বলিয়া পাঠও করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

কেনা বেচায় "Sound reasoning সারবান যুক্তিবাদ একটা বড় আবশ্যকীয় উপকরণ।

একজন আমেরিকান ক্যানভাষার আমাকে বলিয়াছিলেন, সারবান যুক্তি দ্বারাই ক্রেতাকে আয়ত্ব করা যায়। জিনিস ভাল, দাম সুলভ সবই ভাল। কিন্তু বিক্রেতা বা Salesman এমন কতকগুলি অসার যুক্তি দেখাইয়া ক্রেতাকে বুঝাইতে লাগিলেন, যাহা দ্বারা ক্রেতা সংশয়াপন্ন হইয়া না ক্রয় করিয়াই প্রস্থান করিল। তিনি বলিয়াছিলেন "All men who are not idiots can be influenced by sound reasoning. Fools have no mind,

therefore there is nothing to be influenced. All others can be influenced by sound reasoning, there is no doubt of it" পাকা সারবান যুক্তি দ্বারা নির্ব্বোধ ব্যতিত সকলকেই আয়ত্বাধীন করা যায়। যাহারা নির্ব্বোধ, তাহাদের মনই নাই, সুতরাং তাহাদিগকে আয়ত্বাধীন করা যায় না। তাহা ব্যতিত আর সকলকেই সারবান যুক্তি দ্বারা ক্রেতা করা যাইতে পারে, তাহাতে কোন সংশয়ই নাই।

আমাদের দেশে ক্যানভাষিং শিক্ষার জন্য কেন বেকার যুবকগণ অগ্রসর হইয়া অনায়াসে স্বাধীন জীবিকার পন্থা অবলম্বন করেন না? ব্যবসায় বাণিজ্যে মূলধনের অভাব বলিয়া অনেকে চাকরীর পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু চাকরীতো দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে, এদিকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াও ব্যবহারজীবিগণ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, অনেক যুবক এই ক্যানভাষিং দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, ইহাতে মূল ধনের আবশ্যক নাই, কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যেখানে সেখানে এই কার্য্য চলিতে পারে। ১৯০৯ এবং ১৯১০ সালের 'কাজেরলোক' হইতে এই কার্য্য শিক্ষা করিতে পারেন। লেখক এই কার্য্যদ্বারা যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। যাক, আমরা বলিতেছিলাম, সারবান যুক্তিবাদ প্রত্যেক ব্যবসায়ের প্রতেক বিজ্ঞাপনের একটা বড় আবশ্যকীয় বিষয়। বিজ্ঞাপনে Sound reasoning না দেখাইতে পারিলে দূরের ক্রেতাগণকে হস্তগত করা যায় না, দোকানের যাহারা "Saleman" বিক্রেতা, তাঁহারাও বিক্রেয় দ্রব্য সম্বন্ধে সারবান যুক্তি দেখাইতে না পারিলে ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারেন। এই যুক্তি দেখাইবার শক্তি বিক্রেয় দ্রব্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ না করিতে পারিলে সম্ভবপর হইতে পারে না। সেইজন্য যে জিনিস বিক্রয় করিতে হইবে, তাহার যতগুলি গুণ, ব্যবহারের আবশ্যকতা এবং সুবিধা সম্বন্ধে যত অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, ততই যুক্তি দেখাইবার সুবিধা হয়। এই যুক্তি দেখাইবার শক্তি যে ক্যানভাষার অর্জ্জন করিতে পারেন, তিনিই অবিলম্বে উন্নতি করিতে পারেন এবং সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকেন। অসার যুক্তি প্রদর্শনে এখন আর লোকে আস্থাস্থাপন করে না, ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

—

টাকার মূল্য

১৮ পেন্সের কথা।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, টাকার মূল্য ১৮ পেন্স যাহাতে না নির্দ্ধারিত হয়, তজ্জন্য অনেক আন্দোলন হইতেছিল এবং এখনও হইতেছে। আমাদের "কাজেরলোকে" ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় টাকার মূল্য ১৬ পেন্সের পরিবর্ত্তে ১৮ পেন্স ধার্য্য হইলে এদেশের কৃষকগণের যে কিরূপ অনিষ্ট হইবে, তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। সে দিন কাউন্সিলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে ভোট অধিক হওয়ায় টাকার মূল্য ১৮ পেন্সই ধার্য্য হইয়া গিয়াছে।

—

হাডুডুডু খেলার

পুণরভ্যুত্থান।

বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বঙ্গ এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষেই এই খেলার প্রচলন ছিল, এবং অনেক স্থলে এখনও আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের অনেক খেলা এদেশে প্রচলন হইয়াছে। যথা ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, প্রভৃতি। এই সকল খেলা ব্যয় সাপেক্ষ, ইহার সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিতে অনেক অর্থের আবশ্যক হয়, কিন্তু আমাদের সেকালের হাডুডুডু খেলায় কোন ব্যয়ই নাই বলিলে হয়। সামান্য একটু সমতল ভূমিখণ্ড পাইলেই হাডুডুডু খেলা চলে এবং আপামর সাধারণে তাহাতে যোগ দিয়া শক্তি চর্চ্চা এবং আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট খেলা অপেক্ষা শারিরীক শক্তি চর্চ্চার উপাদানরূপে কোন অংশেই ইহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর খেলা নহে, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র, বরং ইহাতে খেলোয়াড়ের বিপদ কম। কিন্তু এই

খেলার পল্লীগ্রামে যেরূপ প্রচলন ছিল, সহরে সেরূপ ছিল না। সম্প্রতি ইহা কলিকাতার ন্যায় সহরেও আদৃত হইয়াছে দেখিয়া বাস্তবিক আমরা আনন্দ লাভ করিতেছি। এই বৎসর মার্চ্চ মাসে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রত্যহ ৫টার সময় প্রতিদ্বন্দী খেলা হইতেছে এবং ফুটবল ও ক্রিকেট ইত্যাদি পাশ্চাত্য খেলায় যেরূপ লোক সমাগম ও দর্শকের সমাবেশ হইয়া থাকে, সেইরূপই জনতা হইতেছে। বর্দ্ধমান চন্দননগর, বালী, উত্তরপাড়া চুঁচড়া প্রভৃতি স্থানের খেলোয়াড়েরা এইস্থানে আসিয়া হাডুডুডু খেলিয়া যাইতেছে। আমাদের এই জাতীয় খেলার পুনঃপ্রচলন এবং অভ্যুত্থানের জন্য লোকের উৎসাহ এবং আনন্দ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, সহরবাসীগণ এই খেলার আদর করিতে অভ্যস্ত হইতেছেন। পূর্ব্বে এই হাডুডুডু খেলা বেশ সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না, প্রতিদ্বন্দীগণ নানাপ্রকার অন্যায় করিত, কেহ কেহ তজ্জন্য আহত হইতেন, উভয় পক্ষে বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া যাইত, মধ্যস্থ থাকিত না যে মিটাইয়া দেয়। সুনিয়ন্ত্রিত খেলার প্রচলন জন্য আমরা বহুবাজার বঙ্গবাণী পাঠশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ, বি, এ, মহাশয়কে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। ইনিই এই খেলার উৎসাহদাতা, এবং কলিকাতা সহরে সুনিয়মিত ভাবে প্রচলনের প্রথম প্রবর্ত্তক। বহুবাজারে বহুদিন হইতে বঙ্গবাণী পাঠশালা নামক একটি বিদ্যাপীঠ আছে। স্বর্গীয় চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যাপক ছিলেন।

এই পাঠশালাটী আমাদের ছেলেদিগকে জাতীয়ভাবে ও জাতীয় প্রণালীতে শিক্ষা প্রদানের প্রতিষ্ঠান, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সদাচার, শিল্প এবং কলাবিদ্যা চর্চ্চার উৎসাহ দানই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ইহার সহিত একটী ছাত্রসমিতি আছে, এই ছাত্রসমিতি হইতেই হাডুডুডু খেলার প্রথম প্রচলন এবং উদ্ভাবন আরম্ভ হইয়া এক্ষণে সহরের নানা পল্লীতে ইহার প্রচলন হইয়াছে। নারায়ণ বাবু তাঁহার স্বর্গীয় পিতার স্মৃতি রক্ষার জন্য একখানি মূল্যবান স্মৃতিফলক উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং বঙ্গবাণী পাঠশালা সংশ্লিষ্ট ছাত্রসমিতি হইতে ৮ খানি রৌপ্য পদক দেওয়া হইয়া থাকে। প্রকাশ্য সভায় বহুজনতার সম্মুখে এই গৌরব জনক পুরস্কার বিতরিত হইয়া থাকে। যাহাতে সুনিয়মে পক্ষপাতশূন্য ভাবে খেলা হয় এবং তাহার সুবিধা হয়, তজ্জন্য বঙ্গবাণী পাঠশালার অধ্যক্ষ নারায়ণ বাবু একখানি সচিত্র হাডুডুডু খেলার পুস্তক প্রনয়ণ করিয়াছেন। ছাত্র সমিতির নানা কার্য্যে সাহায্য পরামর্শ এবং উপদেশ প্রদানের জন্য মন্ত্রনাসভা গঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে কলিকাতা সহরের গন্যমান্য ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়া যোগদান করিয়াছেন। এখন হাডুডুডু খেলার জন্য রামগোপাল স্মৃতি ফলক, বটকৃষ্ট পাল স্মৃতি ফলক প্রভৃতি অনেকগুলি স্মৃতি-ফলকের প্রচলন হইয়া খেলোয়াড়গণের উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইতেছে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের প্রত্যেক তিন জনের মধ্যে ২ জনের স্বাস্থ্য ভাল নয়। এই জাতীয় খেলার প্রচলনে ছাত্রগণের এবং দেশের ছেলেদের শারিরীক উন্নতি সাধন হইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়। খেলার নিয়মাবলী সম্বলিত সচিত্র পুস্তক "ছাত্র সমিতির" সভাপতির নিকট ১নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার হইতে পাওয়া যাইবে।

গত বৎসরের চারুচন্দ্র স্মৃতি ফলকের চিত্র।

খড়্গসিং বাহাদুরের উক্তি।

সংবাদপত্র পাঠকগণ বোধ হয় সকলেই কলিকাতার মিশনরোর মাড়ওয়ারী হত্যার বিষয় অবগত আছেন।

গত ২২ শে মার্চ্চ হীরালাল আগরওয়ালার হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত খড়্গসিং বাহাদুর হাইকোর্টের সেসন বিচারপতির সম্মুখে নিম্নলিখিত প্রকার উক্তি করিয়াছে,—

"যুক্তপ্রদেশের দেরাদুন সহরে এক গুর্খা পরিবারে আমার জন্ম হয়। তথায় আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমি ইন্টার মিডিয়েট কমার্স পরীক্ষায় প্রথম হই; গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমি বি, কম্ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছি।

আমি কলিকাতাস্থিত গুর্খা এসোসিয়েশনের অণারারী সেক্রেটারী ছিলাম, এই হত্যা কার্য্য দ্বারা আমি সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে মাতৃজাতির প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য তাহা বলিবার সুযোগ পাইয়াছি।

বীভৎস কাহিনী

রাজকুমারীসম্পর্কিত ঘটনা যখন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল, তখন গুর্খা সমিতির সেক্রেটারী স্বরূপ আমি তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করি। আমি বালিকার নিকট হইতে ক্রমশঃ যে বীভৎস, শোচনীয় লজ্জাজনক ও ভীষণ কাহিনী শুনিলাম, তাহাতে এখনও আমি ঘুমের মধ্যে চমকিয়া উঠি—আত্মসংবরণ করা আমার পক্ষে কঠিন হয়।

ধনী দুর্ব্বৃত্তের দল

সর্ব্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত আমি এই মাত্র প্রকাশ করিতেছি যে, কলিকাতা ও অপরস্থলে একদল ধনী দুর্বৃত্ত লোক আছে। সমাজে তাহারা উচ্চস্থানে, তাহারা সকলের সম্মান পায়; কেহ তাহাদিগকে সন্দেহ করে না,—তাহারা এই হীরালালের সহকারী, আমরা তাহাদিগকে ভালরূপে জানি। শীঘ্রই এমনদিন আসিবে, যখন আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতিহিংসা তাহাদের উপর প্রচণ্ড বেগে পতিত হইবে। তখন তাহাদের নাম সকলে জানিতে পারিবে।

কেন হত্যা করিলাম

(১) বালিকা রাজকুমারীকে বলপূর্ব্বক অপহরণ ও তাহার উপর অত্যাচার (২) বালিকার সহিত আমার দূর ভ্রাতা-ভগ্নী সম্বন্ধ,—বিশেষতঃ নেপালের রাজবংশের সহিত বালিকার সম্বন্ধ—(৩) হীরালালের প্রকাশ্যভাবে নেপালীদিগকে নিন্দাবাদ। প্রধানতঃ এই তিন কারণে আমি হীরালালকে হত্যা করিয়াছি। হীরালাল মনে করিয়াছিল অর্থের প্রভাবে সে রক্ষা পাইবে। কিন্তু তাহা হইল না। অর্থ অনেক পাপ ঢাকিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু জীবন রক্ষা করিতে পারে না।

রাজকুমারীকে রোগশয্যার যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। আমি তাহাকে ঔষধ, পথ্য ও সান্ত্বনা দিয়াছিলাম।

হীরালালের মিথ্যা উক্তি

হীরালাল বলিয়াছে, আমি তাহার নিকট একলাখ টাকা চাহিয়াছিলাম। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার নামে কলঙ্ক প্রচার করিবার জন্যই সে এই মিথ্যা কথা বলিয়াছে আমি হীরালালের বাড়ী জানি না; তাহাকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হত্যা করিবার পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

নৈতিক কর্ত্তব্য

হীরালালকে হত্যা করিয়া আমি নৈতিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি। দুষ্টের দমনই যে রাজবিধির উদ্দেশ্য, আমি তাহার সহায়তা করিয়াছি। নারীর মর্য্যাদা ও সতীত্ব রক্ষা যদি ধর্ম্মানুগত ও বিধিসঙ্গত হয়, তবে আমি অন্যায় কিছুই করি নাই। আমি সমাজকে জানাইয়া দিলাম, এই ন্যায়বান ইংরাজ রাজত্বে, এত বড় সভ্য সমাজ, সুবৃহৎ নগরীর মধ্যে কি ঘৃণিত পাপ অনুষ্ঠিত হইতেছে। যাহারা ন্যায়, ধর্ম্ম, শান্তি ও সুশাসনের গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের চক্ষু উন্মীলিত হউক।

মৃত্যুদণ্ডে ভয় নাই

যদি আপনারা মনে করেন, আমার মাতা ভগ্নীর সম্মান রক্ষা করায় আমার অপরাধ হইয়াছে, যদি আপনারা মনে করেন নারী জাতিকে নিগৃহীতা লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা দেখিয়া আমার নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকাই শ্রেয়ঃ ছিল,—যদি আপনারা মনে করেন, নারীর অবমাননাকারী হীরালাল অপেক্ষা নারীর রক্ষাকারী আমি সমাজে থাকিবার অধিকতর উপযুক্ত নহি—যদি

আপনারা মনে করেন, একটি নারী নিগ্রহ-কারী দুর্ব্বৃত্ত ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিদূরিত করিয়া আমি সমাজের উপকার করি নাই—তবে আমি নির্ভয়ে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি,—যেদিন আমি স্বর্গে যাইয়া প্রার্থনা, করিব, 'হে ভগবান, পৃথিবীতে এমন রাজার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা কর, যেন তাহাতে নারীর সতীত্বধর্ম্ম পুরুষে রক্ষা করে—যেন নারী মহাশক্তির অংশ স্বরূপ দেবীজ্ঞানে পূজিত—আর পাপিষ্ঠ দুর্ব্বৃত্তেরা ভয়ে নিরন্তর কম্পমান হয়।

হাইকোর্টের বিচারে খড়্গ সিংহ বাহাদুরের ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আইনের চক্ষে তাহার দণ্ড হউক, কিন্তু খড়্গ সিংহের শিক্ষা প্রকৃতই তাহাকে মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ করিয়াছে। বাঙ্গলার নানাস্থানে প্রতিদিনই দুবৃত্তগণের হাতে মাতৃস্বরূপিনী নারীগণের লাঞ্ছনা হইতেছে।

বাঙ্গলার গবাদি পশুর দুর্দ্দশা।

বাঙ্গলার গবাদি পশুর অতিশয় দুর্দ্দশা, বাঙ্গলায় গো-চারণের মাঠ নাই—গ্রামে গ্রামে খোঁয়াড়, খোঁয়াড়ের রক্ষকগণ কারণেই হউক বা বিনা কারণেই হউক, গরু ধরিয়া আনিলে এক আনা করিয়া পয়সা দেয়, সেই লোভে নিম্ন শ্রেণীর লোকের গরু ধরিয়া খোঁয়াড়ে আনিয়া দেওয়া একটা ব্যবসার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ফলে প্রত্যেক গরু খোঁয়াড়ে আসিলেই গৃহস্থকে পাঁচ আনা পয়সা লাগে, গরীব গৃহস্থ ভয়ে গরু ছাড়িতে পারে না অথচ গোচারণের মাঠ না থাকায় গরু মাঠেও খাইতে পায় না। এই গ্রীষ্মকালে মাঠের সমস্ত তৃণাদি শুষ্ক হইয়া যায়, খাল, বিল, পুকুর জলশূন্য, খড়ের কাহন ২০।২২্ টাকা, গৃহস্থ ঘরে গরুকে বসাইয়া খাওয়াইতে পারে না। কাজেই গরুগুলি কঙ্কালসার হইয়া যায়। বাঙ্গালায় কৃষির উন্নতি এই গরুর উপর নির্ভর করে, সেই গরু গাভীর এই দুর্দ্দশা নিত্য। মাঠে ফসল বুনিলে গরু তখন মাঠেও যাইতে পায় না। লোকে পতিত ডাঙ্গা ডহর কাটাইয়া জমী করিয়া গো-চারণের মাঠ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে—কিন্তু এত করিয়াও মানুষের পেট ও ধনাকাঙ্খা পরিতৃপ্ত হইতেছে না।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট গরুগুলি এইরূপেই অকালে ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে ওদিকে গো-বধও নিত্য বর্দ্ধিত হইতেছে।

ভারতের নানা স্থানে রাজকীয় কৃষি কমিশন দেশের কৃষি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারা গোচারণের মাঠ এবং গবাদি পশুর দুর্দ্দশা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া কিছু করিয়া যাইলে কমিশনের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া বীরভূম প্রভৃতি জেলার এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে বৎসরের সকল সময়েই গরু বাছুরের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। এই ক্ষীণ দুর্ব্বল অর্দ্ধভুক্ত গরু দ্বারা কৃষির যে কোন উন্নতিই সাধিত হইতে পারে না তাহা প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেক গ্রামে কিছু কিছু পতিত জমী গরু চরাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বন্দোবস্ত করিয়া দিলে কৃষির প্রধান আবশ্যকীয় গরুগুলি রক্ষা পাইতে পারে। দেশের নেতাগণ কাউন্সীলের মেম্বরগণ এই নিরীহ গো জাতীর রক্ষা কল্পে মনোযোগ প্রদান করিলে দেশ ধন্য হয়। কে এমন মহাপুরুষ আছেন যিনি এই মহৎ কার্য্যের জন্য অগ্রণী হইয়া দেশের কল্যান সাধন করিবেন ?

গ্রামের জিনিষ রপ্তানী হইয়া বাহির হইয়া যাইলে তাহা দ্বারা গ্রামের সুখ স্বচ্ছন্দতা নষ্ট হইবারই কথা। গ্রামের যাঁহাদের অবস্থা ভাল, তেমন দশজনের মূলধন একত্র করিয়া সমবায় প্রতিষ্ঠান করিলে গ্রামের অভাবের সময় সঞ্চিত ধান্য বিচালী দ্বারা গ্রামেরই উপকার হইতে পারে, ইহা পল্লীবাসী জানে না—সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ইহার জন্য ছায়াচিত্র প্রদর্শন দ্বারা সমবায়ের হিতকারিতা সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য হইলে সমূহ উপকার সাধিত হইতে পারে। কৃষকগণ তাহা হইলে বুঝিতে পারে। গ্রামে গ্রামে মাড়োয়ারী মহাজনগণের লোকজন আড়তদারগনের দালালগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রামের শস্যাদি আহরণ করিয়া বিদেশে চালান করিয়া দেয়, কোন গ্রামেই পর্য্যাপ্ত কিছু থাকে না। এইরূপে কৃষক এবং তাহার গরু অনাহারে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় আস্তে আস্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। গরুর প্রধান খাদ্য বিচালী—খড়। গ্রামের বিচালী গ্রামে থাকিলে তাহা দ্বারা গরুগুলি কোন প্রকারে বাঁচিতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে পায় না। প্রত্যেক গ্রাম হইতে ধান ঝাড়াইয়ের পর বিচালী খড় রেলযোগে নানাস্থানে রপ্তানী হইয়া চলিয়া যায়। এদেশের কৃষকের মত দুর্দ্দশা অন্য কোন দেশেই নাই।

নূতন হোমিওপ্যাথিক মাসিক।

কলিকাতা বরাহনগর ৮নং ভিক্টোরিয়া রোড, হোমিওপ্যাথিক সার্ভিং সোসাইটী (ইণ্ডিয়া) হইতে "হোমিওপ্যাথি পরিচারক" নামে একখানি সম্পূর্ণ অভিনব প্রকারের হোমিওপ্যাথিক মাসিকপত্র বাহির হইতেছে, আমরা তাহার অনুষ্ঠান পত্র পাইয়াছি। ইহাতে হোমিওপ্যাথির ইতিহাস, সরল অর্গানন্ ব্যাখ্যা, মেটিরিয়া মেটিকা, কেমন করিয়া তাহা পাঠ করিতে হয়, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাচীন পীড়াতত্ত্ব প্রভৃতি অসংখ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ থাকিবে। প্রকাশকগণ, বলিতেছেন, এরূপ হোমিওপ্যাথিক মাসিক পত্র ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। ডাঃ আর, সি, নাগ রেগুলার হোমিওপ্যাথিক কলেজের প্রিন্সিপাল সম্পাদকত্বের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা চৈত্র মাসেই গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা ৩৲ টাকা স্থলে ২।০ টাকায় পাইবেন।

শ্রেষ্ঠ বলশালী।

হারমান কার্ল গর্ণার নামক এক বলশালী যুবক সম্প্রতি লণ্ডনে আসিয়াছেন। তাঁহাকে যিনি পরাভব করিতে পারিবেন, তাহাকে তিনি এক হাজার পাউণ্ড দিবেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রচার করিয়াছেন। তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া একটি পুল (Gangway)কে কাঁধে করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারেন, আবার ঐ পুলের উপর দিয়া ৭ জন লোককে চাপাইয়া একটি মোটরকার (সর্ব্বশুদ্ধ ওজন ২॥ টন বা ৬৭ মণ) চলিয়া যাইবার কালীন তিনি উহা মাথায় ধরিয়া রাখেন। এইরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় এ পর্য্যন্ত আর কেহই দেখায় নাই।

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর মন্দির।

আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ—ইহাতে কেশ কুঞ্চিত, কোমল ও মসৃণ হয়। কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের স্খালিত্য বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকালে চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, "কেশরঞ্জন" ব্যবহারে এ সব দুর্লক্ষণ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ব্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘূর্ণন, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ সুগন্ধে চিত্তের প্রফুল্লতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাশুল সাত আনা।

উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গায়ে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দ্দোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিকৃতিতে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে।

প্রতি শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৷৶০ তের আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

কিটিংস পাউডারে
মসা মাছি ছারপোকা মরে।
দিলে বিছানায়
মূহুর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয়॥

লণ্ডনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ড্ লেন, কলিকাতা।

কুম্ভার, কলিকাতা, উইলিয়মস্ লেন ৪ নং দাস প্রেসে শ্রী সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং [illegible] হইতে প্রকাশিত।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক।

(Registered No C. 481.

THE BUSINESSMAN.

বার্ষিক মূল্য সডাক
২৷৷০ টাকা

হজার লোক?

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

২১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। | New Series. April, 1927. | নূতন সংস্করণ। এপ্রিল, ১৯২৭। | Vol. [illegible] No 4,

বার্ষিক মূল্য ২৷৷• টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২১শ বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. XVII.

৪র্থ সংখ্যা। APRIL, 1927. এপ্রিল, ১৯২৭। NO. IV.

বর্ষ শেষ।

দেখিতে দেখিতে জীবনের আবার একটী বর্ষ শেষ হইল, ১৩৩৩ সাল কালের অনন্ত গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। কেবল রাখিয়া গেল দুঃখ, লাঞ্ছনা গঞ্জনার স্মৃতিটুকু। ১৩৩৩ সাল অনেক কিছু দুর্ঘটনার স্মৃতিই হিন্দুর হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছে। সমগ্র ভারত জুড়িয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদ, হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে পদে পদে বাধা, অসহায়া নারীর উপর পাষণ্ডদের অত্যাচার, কত শত নিরীহ ব্যক্তির শোণিতধারা ভারতের বক্ষস্থল কলঙ্কিত করিয়াছে। বিনা বিচারে দেশের বহু সন্তান কারাবদ্ধ, কেহ বলিতে পারে না যে, ১৩৩৩ সালে শান্তিতে অতিবাহিত করিয়াছেন। ১৩৩৩ সালে ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা বরাবরই খারাপ গিয়াছে, চুরি ডাকাতি বাড়িয়াছে, অপঘাত মৃত্যু অনেক ঘটিয়াছে, হিন্দু মুসলমানের মনান্তর চরম সীমায় উঠিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট শান্তি সংস্থাপনে সক্ষম হইতে পারেন নাই। বর্ষ চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার স্মৃতি মুছিয়া গেল না। আর গেল জীবনের একটী বৎসর, এই বর্ষ আসে, সময় হইলেই চলিয়া যায়, কিন্তু শুধু যায় না—মানব জীবনের কিছু কিছু অপহরণ করিয়া চলিয়া যায়।

Years following years
Steal something every day,
At last they steal us
From ourselves away.

—Pope

বর্ষের পর বর্ষ আসে এবং আমাদের কিছু কিছু অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে শেষে আমাদিগকেও অপহরণ করিয়া কোন অজানা দেশে চলিয়া যায়। জীবন ফুরাইয়া যায়।

বর্ষ শেষে আমরা কাজ কারবারের হিসাব নিকাশ করি, লাভ লোকসান খতাইয়া দেখি, কিন্তু জীবনের লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিতে অভ্যস্ত নই। এই একবর্ষ আমরা কি করিলাম? জীবনের লাভ—মহৎ কার্য্য; কেননা সৎ এবং মহৎ কার্য্য দ্বারায় জীবন অমর স্মৃতি রক্ষা করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু এই মরজগতে তাহার কীর্ত্তি তাহাকে অমর করিয়া রাখে। আমরা কয়জনে জীবনের সেইরূপ কর্ম্ম দ্বারা বর্ষের স্মৃতিরক্ষা করিতে পারিয়াছি? বৎসরের এক একটী দিন জীবন-ইতিহাসের এক একটী পৃষ্ঠা, সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এমন কিছু করিয়া স্মৃতি

রক্ষা করিয়া যাইতে পারিয়াছি, যাহা দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে বলা যায়? যদি তাহা না পারিয়া থাকি, তাহা হইলে জীবনের একটী বর্ষ ব্যর্থ গিয়াছে, এই জীবন ইতিহাসের একটী পৃষ্ঠা অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে, এ জন্য ভাবি কৈ?

এই একবর্ষ যদি আমরা শুদ্ধ অসার আত্মসুখে জীবনের গনা দিন না কাটাইতাম, যদি দেশের, দশের কথা চিন্তা করিয়া যথাসাধ্য উন্নতির চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলেই জীবন ধন্য এবং সার্থক হইত। যাহারা কেবল আপনারই সুখ দুঃখের জন্য চিত্তনিয়োজিত করিয়া রাখিতে সততই যত্নবান, তাহারা কখনও দেশের বা দশের কাজ করিতে পারে না। তাহারা কোন অমর স্মৃতিও রাখিয়া যাইতে পারে না। জীবন শেষ হইলেই দুদিনে তাহাদের স্মৃতি মানব হৃদয় হইতে মুছিয়া যায়। জীবন ব্যর্থ হয়। সেইজন্য মানব জীবনকে অমরত্ব দিতে হইলে প্রতিদিন এমন কিছু করা উচিত, যাহা দেশের এবং দশের স্মৃতি পটে চির অঙ্কিত থাকিয়া যায়। এই যে "এমন কিছু করা" ইহা পরার্থে করিলেই স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারে।

এস প্রিয় পাঠক পাঠিকা! আমরা নববর্ষকে অভিনন্দিত করি, আমাদের এই নববর্ষ শুভ হউক, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, দেশে শান্তি স্থাপিত হোক, আমাদের নৈতিক উন্নতি হউক, আমাদের দেশ ধনধান্য পূর্ণ হোক।

বর্ষ বিদায়।

হে বর্ষ! যাও তবে—
সময় নাহিক যদি আর।
শান্ত তুমি শ্রেষ্ঠ সবাকার
লহ সখা লহ নমস্কার।
নাহিক তুলনা পীড়ন যাতনা
অভাব অশান্তি নীরবে;—
রোগ শোক তাপ কত যে সহেছ
এখনও কত সহিবে!
কত হাসি কান্না কত সুখ দুঃখ
সকলই বক্ষে করিয়া;—
চলেছ পুলকে কোথা কোন লোকে
সংসারে স্মৃতি রাখিয়া।
অনেক সহেছ এখনও সহিবে
এমন সহিষ্ণু কে আছে আর!
জীবের কষ্ট সকল যন্ত্রণা
নিয়ে যাও সখা সঙ্গেতে তোমার॥
হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়ে যাও শান্তি
চির মধুময়-হর্ষ!
স্বাস্থ্য শক্তি ভক্তি মুক্তি
প্রীতি-সুখ-সুধা-স্পর্শ!!
অকাল মৃত্যু নিয়ে যাও সাথে
দিয়ে যাও দীর্ঘ আয়ু।
মলিন চিত্ত কর পবিত্র
জাগিয়ে অলস স্নায়ু॥
দুর্ব্বল প্রাণে উৎসাহ দাও
সবে দাও সম দৃষ্টি!
কর শস্য পূর্ণ সকল ক্ষেত্র
সময়ে দাওহে বৃষ্টি।
তবে যাও সখা শত অনুরোধে
রবে না ত তুমি আর!
কি বা আছে বল কি দিব হে তোমা
লহ সখা নমস্কার।

শ্রীইন্দুপতি মুখোপাধ্যায়

অর্থ এবং অর্থের ব্যবহার।

মানুষ মাত্রেই উপার্জ্জনের প্রয়াসী। অর্থই তাহার প্রাণ, অর্থই তাহার শক্তি, অর্থই তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্ত। অর্থ ব্যতীত তাহার কিছু চলে না। এইটীই হইল ধ্রুব সত্য।

কিন্তু এই অর্থের দ্বারা ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয়, এমন বিরোধী মতও যে না শুনা যায় এমন নয়। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন,

অর্থনামর্জ্জনে দুঃখ মর্জ্জিতানাশ্চ রক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং
দুঃখ ভাজনম্॥

অর্থাৎ অর্থ অর্জ্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ, নাশে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ, এমন দুঃখ ভাজন অর্থকে ধিক। অর্থ সম্বন্ধে কোন কোন পণ্ডিতের এই মত। কামিনী কাঞ্চন যে ধর্ম্মের অন্তরায়, একথা অনেক মহাত্মাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

শুদ্ধ তাহাই নহে, অনেকের অভিমত যে অর্থ মনুষ্যত্ব নাশের একটী নিকৃষ্ট উপাদান। কথাটা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন অসার, তাহাও বলা যায় না, কারণ অর্থ মানুষকে মদগর্ব্বী, পরস্বাপহারী, নিষ্ঠুর করিয়া তুলে। আবার এই অর্থ দ্বারা কত শত সৎকার্য্য, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান, কত মনুষ্যত্বজনক কার্য্যও সমাধা হয়, ইহা কে না জানে। একজন ইয়োরোপীয়ান পণ্ডিত বলিয়াছেন, "Money is a good servant but a bad master" অর্থ একটী ভাল ভৃত্য বটে কিন্তু যদি সেই অর্থ প্রভুত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে যত প্রকার ঘৃণ্য মনুষ্যত্বহীন কার্য্য সে করাইয়া লইয়া লোক ও সমাজ

চক্ষে হেয় করিয়া তুলিতে পারে—অর্থ তখন সয়তান। অপর পক্ষে আমাদের ত্যাগী ঋষিগণও বলেন, অর্থ না থাকিলে ধর্ম্ম রক্ষা করা কঠিন। মনুষ্যত্ব এবং যাবতীয় সদগুণ বিকাশের মূলই হইল অর্থ। অর্থই মানব জীবনের শক্তি—এই অর্থের জন্যই জগতের সজীবত্ব বর্ত্তমান থাকে। অর্থ না থাকিলে এই সংসারটা একেবারে অসার হইয়া দাঁড়াইত, এমন কি অচল হইত। কেননা এই অর্থোপার্জ্জন জন্য মানুষ কর্ম্ম করিতে, পরিশ্রম করিতে বাধ্য, এই অর্থের দ্বারা জগতের যাবতীয় ব্যবসায় বাণিজ্য চলিয়া থাকে, জগত সজীব থাকে। অর্থের আবশ্যকতা পদে পদে, অর্থ ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারে না।

বাল্মীকি বলিয়াছেন :—

অর্থেভ্যোঽথ প্রবৃদ্ধেভ্যঃ
সংবৃত্তেভ্যস্ততস্ততঃ।
ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ প্রবর্ত্তন্তে
পর্ব্বতেভ্য ইবা পগাঃ॥

অর্থাৎ যেমন পর্ব্বত হইতে নদী সমূহ বহির্গত হইয়া সমতল ভূখণ্ডের অশেষ হিত-সাধন করে, সেইরূপ দিকদিগন্তের অর্থ উপার্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।

মহর্ষি বাল্মিকী আরও বলিয়াছেন;—

যস্যার্থা ধর্ম্ম কামার্থা স্তস্য
সর্ব্ব প্রদক্ষিণম্।
অধনে নার্থ কামেন নার্থ শক্যং
বিচিন্বতা॥

অর্থাৎ যাহার অর্থ আছে, তাহারই ধর্ম্ম এবং কামনার প্রয়োজন; এবং সমস্তই তাহার কামনার অনুকূল, অর্থাভিলাষী নির্ধন ব্যক্তি পুরুষকার ব্যতীত অর্থ লাভ করিতে কখনই সমর্থ হয় না।

যে ব্যক্তি নির্ধন, তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম, কামনা কোনটাই সুসিদ্ধ হইতে পারে না।

বেকন একজন জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত, তিনি বলিয়াছেন, যাহারা অর্থের নিন্দা করে, তাহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিও না, কারণ যাহারা অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম, এই শ্রেণীর লোকেই অর্থের নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারাই আবার যদি কোন উপায়ে বা দৈবক্রমে প্রচুর অর্থ লাভে সমর্থ হয়, তখন অর্থের উপাসক হইয়া ভূয়োসী প্রশংসা করিয়া আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিয়া থাকে। অর্থ ব্যতীত সংসার চলে না, মনুষ্যত্ব বিকাশের অবসরও পাওয়া যায় না।

টাকা জিনিসটায় কাহারও অরুচা নাই। টাকা সংসার সমূদ্রের ধ্রুবতারা, জীবন যুদ্ধের প্রধান উপকরণ, বিপদের বন্ধু, ধর্ম্মের প্রধান সহায়ক। যাহার টাকা নাই, তাহার কিছুই নাই। এই টাকার জন্য লোকে কালান্তক যম সদৃশ কামানের মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়ায়, উত্তাল তরঙ্গায়িত মহাসাগরের বক্ষে ভাষিয়া বেড়ায়, দুর্গম খনিগর্ভে প্রবেশ করে, টাকার জন্য লোকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলে, মরুভূমিতে পণ্যসম্ভার লইয়া বিচরণ করে। টাকার অভাবে লোকে আরও কত কি করে। টাকার অভাবেই মানুষ ভীষণ ভীষণ কাণ্ড করিয়া বসে। অর্থের অভাবে লোকে অকালে জীবন বিসর্জ্জন করে, প্রাণসম প্রিয় আত্মীয় স্বজনকে কালগ্রাসে পতিত হইতে দেখিয়াও কোন প্রতিকার করিতে পারে না। এই অর্থের অভাবে মানুষের যাবতীয় সদগুণাবলী নিস্প্রভ হইয়া জনসমাজের হেয় হইয়া দাড়ায়। তাহা হইলে দেখ দেখি, অর্থশালী ব্যক্তি ঘৃণার পাত্র কি দারিদ্র-পীড়িত তথা কথিত ধার্ম্মিক অধিক দয়ার পাত্র?

জগতের তাবৎ বস্তুই হিতকর এবং অহিতকর—কেবল ব্যবহারের দোষে। ভেষজ মাত্রই বিষ, এই বিষের প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হইয়া জীবন রক্ষা হয়, আবার অপব্যবহারে জীবন নষ্টও হইয়া থাকে। অর্থের যখন আমরা সদ্ব্যবহার করি, তখন আমরা অর্থের প্রভু, তাহা দ্বারা যাহা ইচ্ছা করাইয়া লইয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকি, কিন্তু যখন অর্থ মানুষের প্রভু হইয়া দাড়ায় এবং অর্থ পিপাসা মিটাইবার জন্য যাহা তাহা অপকর্ম্ম করাইয়া লয়, তখনই ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া মানুষকে রাক্ষস করিয়া তুলে।

অর্থ ভগবানের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের একটী অপরিহার্য্য উপদান। এই সংসারে মানবগণ একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিয়া সুখে বসবাস করিবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থ অতি আবশ্যকীয় সামগ্রী। অর্থের অভাবে যখন মানুষ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তখন স্রষ্টার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে, তখন সৃষ্টিরও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

সেই জন্য ধনকুবের বার্ণম বলিয়া-ছিলেন—সাবধান, অর্থ বিশ্বাসী ভৃত্য বটে,

কিন্তু অর্থ যদি তোমার প্রভু হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে এমন ভয়ানক প্রভু আর নাই জানিবে।

মানুষ মাত্রেই অভাবের দাসত্ব করিতে চায় না—তাই সে অর্থ উপার্জ্জনের প্রয়াসী। এই উপার্জ্জিত অর্থ যখন পরার্থ ভুলিয়া স্বার্থের লক্ষ্যে প্রধাবিত হইবার চেষ্টা করে, তখনই অর্থের অসদ্ব্যবহার হয়, এবং অর্থ সেই দুর্ব্বলতার জন্যই মানুষের ঘাড়ে চাপিয়া বসে এবং প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু উপার্জ্জিত অর্থের নিতান্ত অনুরক্ত ভক্তের ন্যায় না হইয়া তাহা দ্বারা জনহিতকর পরার্থ রক্ষায় যত্নবান হইলে তখন অর্থ প্রকৃতই বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায়ই কার্য্য করিয়া যায়।

অর্থের আর একটা ভয়ানক গুণ আছে—সেটা ঐ অর্থেরই দুর্দ্দম পিপাসা, এটি যে মহান হৃদয় সংবরণ করিতে সমর্থ হয়, তিনিই ধন্য, নচেৎ এই অর্থের পিপাসা মিটাইতে যাইয়া কতলোক অপরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, কখনও কখনও নিজেরও সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ভিক্ষারী হইয়া দাঁড়ায় এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

আর একটা কথা, প্রচুর অর্থশালী ব্যক্তিই যে সুখ শান্তি ভোগ করিতে পায়, তাহাও ঠিক নহে।

অর্থের সদ্ব্যয় হইলে আত্মার তৃপ্তি হয়। সে তৃপ্তি অনির্ব্বচনীয় শান্তি। এই শান্তি উপভোগের জন্য অর্থ উপার্জ্জন করা বাঞ্ছনীয়। কেননা তাহাতে ইহলৌকিক সুখ তো হয়ই, পারলৌকিক সুখের পথও প্রশস্ত থাকে।

জন অ্যাষ্টর, একজন আমেরিকার ধন কুবের। তিনি একদিন রেলওয়ের থার্ড ক্লাস গাড়ীতে যাইতে ছিলেন, তিনি ধনকুবের হইলেও বিলাসিতার বা বহ্বাড়ম্বড়ের পক্ষপাতী ছিলেন না, সেইজন্য তিনি রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে সাধারণ লোকের ন্যায়ই যাতায়াত করিতেন। একদিন তিনি এইরূপে গাড়ীতে যাইতেছেন, একটা ষ্টেশনে দুইজন শ্রমজীবি সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল এবং উভয়ে কথোপকথন করিয়া যাইতে লাগিল। কথা প্রসঙ্গে একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ভাই, জন্ জেকব আষ্টরের সমস্ত সম্পত্তির কাজের তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য যদি তোমাকে মাসিক ২৫ কি ২০ ডলার দিতে চায়, তাহা হইলে তুমি তাহা করিতে স্বীকার কর কিনা?

অপর ব্যক্তি একটু হাঁসিয়া বলিল "কখনই না"

১ম ব্যক্তি। কেন? আষ্টর নিজের সমস্ত কার্য্যই নিজে দেখেন এবং বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, তিনি নিজের জন্য ঐ টাকাটা পাইয়া থাকেন।

২য় ব্যক্তি। তা হৌক, আষ্টরের মত দয়ার পাত্র—এত অসুখী বোধ হয় জগতে কেহ নাই।

১ম। কেন—কেন?

২য় ব্যক্তি। দ্যাখ, মানুষের যত অর্থই উপার্জ্জন করুক, তাহার আবশ্যক মিটিয়া গেলে বাকী সমস্তই পরের জন্য। সে অর্থ যত কঠোর ব্যবস্থায় রক্ষা করা হউক না কেন, একদিন তাহা সাধারণের কার্য্যে লাগিবেই। আষ্টর কেবল সাধারণের ধন-রক্ষক মাত্র। আষ্টর যাহা খায়, যাহা পরে তাহার বেশী সে কিছু করিতে পারে না তাহারপর তাহার সম্পত্তি অপরের উপভোগ্য হইবেই। আষ্টর তাহার কঠোর পরিশ্রমের জন্য ভগ্নস্বাস্থ্য, এক মুহূর্ত্তও সে শান্তিতে নাই, এই যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনের পিপাসা ইহা মিটিবার নয়, কখনও মিটে না। বন্ধু! আষ্টর ধনী বলিয়া কি তুমি তাহাকে সুখী মনে কর?

পার্শ্বেই আষ্টর বসিয়া ছিলেন, সমস্ত শুনিলেন। একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাস্তবিকই তাই—প্রচুর অর্থ মানুষকে সুখ শান্তি দিতে পারে না। আমার মনে হয়, আমাপেক্ষা এই শ্রমজীবি দিন মজুরগণ সুখী, কারণ ইহাদের আকাঙ্খার একটা সীমা আছে, হৃদয়ে সন্তোষ আছে, আমার বিষয় পিপাসার শান্তি নাই, আমি কোথায় চলিয়াছি?

উপসংহারে একটী কথা বলা আবশ্যক, অর্থ অবশ্য উপার্জ্জন করিতে হইবে—যথেষ্ট উপার্জ্জন করিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহা সৎকার্য্যে—পরার্থে—দেশের হিতে ব্যয় করিলেই হৃদয়ের তৃপ্তি, শান্তি সুখ পাওয়া যায় এবং এই মর জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি ও স্মৃতি রাখিয়া অমর নাম রক্ষা করা যদি যায়, তবেই অর্থের সার্থকতা হয়! এদেশেরও বহু অর্থশালী ব্যক্তি এইরূপেও অর্থের সার্থকতা এবং অমর নাম রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

সম্পাদক

Mail Order Business
OR
Shopping by post.
ডাকে কেনা বেচা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইতিপূর্ব্বে আমি নাম সংগ্রহের কথা, সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপনের কয়েকটা নমুনা দিয়ে ছিলাম, পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ থাকতে পারে। এই বারে কেমন করে কাজ আরম্ভ করতে হবে, তারি একটা আভাস দিতে চাই। মেল অর্ডার কাজের অনেক রহস্যই বল্‌বার আছে, সেগুলি ক্রমে ক্রমে না বল্লে গোলমাল হয়ে যেতে পারে, সেইজন্য অনুরোধ,ভাল করে বোঝবার জন্যে পাঠককে ধৈর্য্যের সহিত পাঠ করে বিষয়টা পরিস্কার রকম বুঝ্‌তে হবে।

HOW TO START.

কেমন করে আরম্ভ কর্ত্তে হবে।

মনে করা গেল, আপনি লেটার হেড, পোষ্টকার্ড, এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সমস্ত ঠিক ঠাক্ করে কাজে লাগবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। আপনি ২।৪ খানা মাসিক পত্রে, সাপ্তাহিক পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। ২।৪ দিনের মধ্যে আপনি কিছু অর্ডারও পেলেন। আপনি সার্কুলার বা পোষ্ট কার্ডও কিছু কিছু পাঠিয়েছেন এবং যা' দিকে পাঠিয়েছেন, তাদের নামের একটা তালিকাও রেখেছেন। সেই সকল সার্কুলার এবং পোষ্টকার্ড হতেও ২.৪ টা অর্ডার পেলেন। আমরা ধরে নিলাম, আপনার ষ্টকে ঘড়ি, হিষ্টিরিয়ার ঔষধ, পুস্তক, রবারষ্টাম্প ইত্যাদি রেখেছেন এবং তার সার্কুলারও প্রস্তুত করেছেন।

আপনার ঘড়ির বিজ্ঞাপন হতে অর্ডার এল। সেই অর্ডার গুলির মাল পাঠাতে হবে। আপনি ঘড়িটী সুন্দররূপে প্যাক করে পাঠাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এই মাল পাঠাবার সঙ্গে একখানি পত্র লিখ্‌তে হয়, সেটীর নাম ইন্‌ভয়েস Invoice বা চালান। অল্প মাল বা কেবল একটী ঘড়ীই যদি যায়, তাহলে বড় ইন্‌ভয়েস দেবার আবশ্যক নাই, একখানা ছাপান পোষ্টকার্ড দিলেই চলবে। একটা নমুনা নীচে দিলাম যথা।—

To

....

....

Dear Sir.

Your Valued letter of——1927 ordering for a watch is just received with thanks. We have despatched to-day per V. P. (জিনিসের নাম) which we hope will reach you safely and give you satisfaction in every respect. We know it will, because we have confidence on all our arbicles which we select very carefully for our customers.

Please pay the amount of V. P. to your local Post office and take delivery of the Parcel,

MEMO.

1.	Nickelled Ry. watch	—4--8--0
	Postage and V. P.	—0--8--0
	Registration Fee.	—0 -2--0
	Rs.	5--2--0

V. P. Form পোষ্ট আফিস হইতে বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। কেমন করে সেই ফরম পুরণ কর্ত্তে হয়, তা একজন অভিজ্ঞ লোকের নিকট জেনে নিতে হয়। এই ফরম পূর্ণ করে ঐ পার্শ্বেলের বাক্‌সের সঙ্গে বেন্ধে দিতে হয়। পোষ্টাফিসে যেখানে পার্শ্বেল করা হয়, সেই জানালার নিকট দিলেই সেই window বা জানালার বাবু ওজন করে বলে দেন, কত টিকিট লাগবে। তারপর টিকিট এঁটে আবার সেই জানালায় দিলেই তিনি পার্শ্বেল টিকিট দেন বা নিজেই লাগিয়ে দিয়ে পার্শ্বেল করে একটা রসিদ আপনাকে দেবেন। সেই রসিদখানি অর্ডার বা ফাইলে অর্ডারের চিঠির সঙ্গে এঁটে রেখে দিতে হয়। তাহার কারণ, যদি পোষ্টে পার্শ্বেল খোওয়া যায় বা হারিয়ে যায়,তাহলে পার্শ্বেলটার জন্যে পোষ্টাফিসের সঙ্গে লেখালেখি করে তা উদ্ধার কর্ত্তে হলে ঐ রসিদও তার নম্বরের দরকার হবে। এইজন্যে রসিদ যত্ন করে রাখতে হবে। পূর্ব্বে বলেছি, প্রত্যেক চিঠির Invoice বা চালানের নকল বা copy রাখ্‌তে হয়। একখানা চালান বই order book রাখ্‌তে হয়। ভাল কাজ চলে সেই বইয়ের পাতা গুলি ছাপিয়ে নিয়ে বই বান্ধিয়ে নিতে হয়, তাহলে কাজের সুবিধা হয়। সেই খাতা

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

খানার নিম্নলিখিত হেডিং গুলি অতি অবশ্য থাকা চাই। যথা—

হেডিংগুলি বাঙ্গলাতেই হউক বা ইংরাজীতে হউক তাতে ক্ষতি নাই। যথা:—

১। অর্ডারের ক্রমিক নম্বর।
২। অর্ডার পাইবার তারিখ।
৩। অর্ডার কারীর নাম ও ঠিকানা।
৪। জিনিসের তালিকা।
৫। জিনিসগুলির কেনা দাম।
৬। ফারমের লাভ।
৭। ভিপি, প্যাকিং খরচা।
৮। মোট ভিপি কত।
৯। নেট্ লাভ।
১০। নেট ক্ষতি।
১১। মন্তব্য (এই ঘরে ফেরৎ হইলে লিখিতে হইবে (refused) টাকা নিরাপদে পৌঁছছিলে লিখিতে হইবে recived.

এক শীট কাগজে উপরোক্ত হেডিংগুলি দিয়া ছাপাইয়া খাতা বাঁধিয়ে নিতে হয়। এই খাতা খুল্লেই লাভ, লোকসান, কেনা দাম, খরচ সব চক্ষু দিলেই দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য ও চরিত্র।

সকল কাগজেই আজ কাল স্বাস্থ্যের, বিশেষ ছেলেদের স্বাস্থ্যের কথা আলোচিত হচ্চে, কারণ—

বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ও চরিত্রের [প্রতি দৃষ্টি] রাখা সকলেরই উচিত। যাতে স্বাস্থ্য বজায় থাকে, চরিত্র ভাল থাকে, সেই সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি স্বাস্থ্য ভাল না থাকে, শরীরে রোগ প্রবেশ ক'রে, শক্তি, শান্তি, আয়ু দিন দিন হ্রাস করে, তাহলে কেউ কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ ক'রতে পা'রবে না। উন্নতি লাভ ক'রতে হ'লে, জা'নতে হবে,—শি'খতে হবে,—"কি ক'রলে শরীর নিরোগ সুস্থ সবল হয়।" এই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই আহারে বিহারে শয়নে সকল কার্য্যে শাস্ত্রে নিষেধের বিধি ব্যবস্থা আছে। স্বাস্থ্যের জন্যই আচার, নিষ্ঠা, সদনুষ্ঠান। যিনি এই সমস্ত না মেনে স্বেচ্ছাচার নিয়ে চলেন, তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল অকর্ম্মন্য হয়ে পড়ে, পরমায়ু হ্রাস হয়। অতএব সর্ব্বাগ্রে জানা দরকার, "কোথায় কি নিষেধ আছে। তারপর সেই সমস্ত নিষেধ বাক্য প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে পালন করা উচিত।

আজ যে বাঙ্গলার বিরাট বুকে কালা-জ্বর, বসন্ত, কলেরা, অজীর্ণ, অম্ল, রক্তদুষ্টি, দৃষ্টিহীনত', অকাল বার্দ্ধক্য প্রভৃতি কঠিন রোগ দিন দিন আধিপত্য বিস্তার করছে— অকাল মৃত্যুমুখে টেনে নিয়ে যাচ্চে, সেটা রোগের গুণ না মানবের দোষ অথবা দুর্ব্বলতা? মানুষ যদি স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন ক'রে শক্তিশালী হয়, রোগ প্রবেশের ছিদ্র—অবসর না দেয়, তা'হলে কি রোগ এত পশার বৃদ্ধি ক'রতে পারে? তখনও এই সমস্ত রোগ ছিল, এই দেশ, এই জল, এই বায়ু ছিল। কিন্তু তুলনায় রোগ হীনবীর্য্য ছিল। ছিল কি না তাই একবার ভেবে দেখার দরকার। অপবিত্র পাত্রে দোকানে পথে ঘাটে চা সরবত প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণ, হোটেলে, মেসে রোগীর হস্তের অন্ন গ্রহণ, যেখানে সেখানে যার তার হাতের পান জল খাওয়া, উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ, অজানিত কলুষিত ঝি চাকরের দ্বারায় বাসন মাজান, কাপড় কাচান প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন, বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতের পরিবর্ত্তে ভেজিটেরল প্রোডাক্ট, খাঁটী দুধের পরিবর্ত্তে গুড়জল অথবা হর্‌লিক্ প্রভৃতি ছিল কি? ছিল কি কলের চাল, কলের তেল, কলের নুন, কয়লার আঁচে রান্না ইত্যাদি। যা ছিল না তা তফাৎ করা দরকার। এ সমস্তর ভেতরেও যদি কোন দোষ না থাকে, ত'হলে আরও ভেবে দেখ, কেন স্বাস্থ্য ভগ্ন হচ্চে— অকালে মৃত্যু বা'ড়ছে? অবিলম্বে সেই সমস্ত কারণ দূর করা দরকার। আজ শুধু স্বাস্থ্যের শত্রু ম্যালেরিয়া নয় এবং ম্যালেরিয়ার হেতু মশা নয়; আরও অনেক আছে। আর যদি মশাই একমাত্র হেতু হয়, তবে কেন এত মশা হয়, তা' নির্দ্দেশ কর এবং তা' দূর কর। এইরূপে কেন দিয়ে স্বাস্থ্যের শত্রু আবিষ্কার কর এবং তাকে ধ্বংশ কর।

যাঁহারা বিবাহিত, তাঁদের আরও বেশী সাবধানে ও সংযমে থা'কতে হবে। সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি পিতা মাতাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রা'খতে হবে। যাহাতে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ও নীরোগ সন্তান লাভ করেন, সেই সমস্ত নিয়ম পালন করতে হবে। আজ যে বাঙ্গলায় ঘরে ঘরে অকাল মৃত্যু দেখা যাচ্ছে, তার জন্য পিতা মাতাও অনেকটা দায়ী। শরীরের রক্ত যা'তে বিশুদ্ধ ও পবিত্র থাকে এবং সেই রক্ত যা'তে শক্তিশালী হয়, তা'ই সাধন ক'রতে হবে। স্ত্রী পুরুষ সকলকেই কঠোর নিয়ম

পালন ক'রতে হবে। স্বাস্থ্যের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী নিয়ম পালন ক'রতে হবে। সকল কর্ম্মের পূর্ব্বেই ঈশ্বর চিন্তা ও কর্ম্মফল ঈশ্বর চরণে অর্পণ করতে হবে। অরুণোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান ও মুক্তবায়ু সেবন, ব্যায়াম, শৌচাদি ক্রিয়া, বকুল, বেল, নিম, যে কোন একটীর দ্বারা দন্ত ধাবন অথবা আয়ুর্ব্বেদোক্ত চূর্ণ ব্যবহার কর্ত্তে হবে। নখে ও সর্ব্বগাত্রে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করতঃ অবগাহন স্নান, ত্রিসন্ধ্যা ঈশ্বরোপাসনা, নানাবিধ ফল জলখাবার, ঢেঁকির চালের সুসিদ্ধ অন্ন ও শাক, সুক্তনি, ডাল ডাল্‌না সকল রকম তরকারি নিত্য ভক্ষণ। কারণ তরকারি আহার ও ঔষধ দুইই। মাছ ও মাংসের সঙ্গে দুধ খাওয়া উচিত নয় বরং বৈকালে দুধ খাওয়া ভাল। প্রত্যেকের অন্ততঃ আধসের খাঁটী দুধ খাওয়া উচিত। ভাতের সঙ্গে নিত্য খাঁটী গব্যঘৃত খাওয়া উচিত। শাস্ত্রে আছে ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। কারণ গব্যঘৃত মহোপকারী ও দারিদ্র নাশক। ঘরের তৈরী পবিত্র খাদ্য পবিত্রভাবে খাওয়া উচিত। দোকানের কিছু খাওয়া উচিত নয়। রাত্রে লুচি পরটা, যাহার যা' অভিরুচি। লোভে গুরুপাক দ্রব্য খাওয়া উচিত নয়। নিত্য সুপক্ক কাঁটালি কলা ২টী ও আমলকী ১টী ও হরিতকী ১টী খাওয়া উচিত। হরিতকী ঋতু অনুসারে ও অনুপান বিশেষে বারমাস সেবন করিলে স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়। কারণ কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, সহসা কোনও রোগ আক্রমণ করিতে পারে না।

খাদ্য দ্রব্য খাইবার সময় বামদিকের অংসে চিবাইয়া খাইতে হয়। শয়নের নিয়ম প্রথমে চিৎ হইয়া কিছুক্ষণ পরে বামপার্শ্বে ফিরিয়া ঘুমাইতে হয়। ইহাতে শীঘ্র হজম হয়। এই সমস্ত কার্য্য প্রতিদিন একই সময়ে করা উচিত;—অনিয়মে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা করা এবং পাঁজীতে নিত্য যা নিষেধ ক'রছে তা' বর্জ্জন করা খুবই উচিত। নিত্য কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা দরকার। যাহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, হজম শক্তি বৃদ্ধি হয় সেরূপ দ্রব্য খাওয়া উচিত। ক্ষুধা পিপাসার সময়ে চা খাওয়া উচিত নয়। যে যেমন খায়, তার সেইরূপ পরিশ্রম করা উচিত। শরীরের শক্তি কোন রকমে নষ্ট না হয়, সেইরূপভাবে থাকা দরকার। স্বাস্থ্য ভাল রা'খতে হলে ঐ সমস্ত নিয়ম পালন করা খুবই উচিত অধিকন্তু চরিত্র ভাল রা'খতে হবে। তা' না হলে সব ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। কাজেই চরিত্রের জন্য ত্যাগ নিষ্ঠা, ধর্ম্ম, সত্য ও সংযম পালন ক'রতে হবে। পাপ, অন্যায়, অধর্ম্ম অবিচার দূর ক'রতে হবে। চরিত্রের জন্য কোন রকম নেশা করা উচিত নয়। অসন, বিলাস, কুচিন্তা ত্যাগ করা উচিত। চরিত্রের বন্ধু—সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, সদালোচনা ও সদুপদেশ গ্রহণ। আত্মীয় হোক, আর পর হোক, স্ত্রীলোকের মুখের দিকে তাকান উচিত নয়। অশ্লীল ছবি দেখা উচিত নয়। অশ্লীল প্রসঙ্গ ঘৃণার্হ অসৎ যা' কিছু চরিত্রের জন্য ত্যাগ ক'রতে হবে। মনে রা'খতে হবে চরিত্র ভাল না থাকলে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। স্বাস্থ্য ও চরিত্রের জন্য সংযম ও নিয়ম পালন ক'রতেই হবে। অন্যথায় শরীর নষ্ট হবে, কোনও প্রকার উন্নতি হবে না।

আজ সকলে উন্নতিলাভ ক'রতে চায়, শান্তি চায়, কিন্তু তার আগে লাভ ক'রতে হবে স্বাস্থ্য ও চরিত্র। স্বাস্থ্য ও চরিত্র যে বজায় রা'খতে পারে, সেই জগতে শ্রেষ্ঠ ও ধন্য; তার অসাধ্য কিছু থাকে না।

শ্রীইন্দুপতি মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবহার।

স্বর্গীয় নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি এল, প্রণীত অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবহার নামক পুস্তকখানির নূতন প্রণালী অনুসারে পরিবর্ত্তিত ও সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত সংস্করণ বাহির হইয়াছে, দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। এইরূপ ভীষণ অর্থ-সমস্যার দিনে এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় দেশের যে এক মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে, সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, দুরূহ অর্থনীতি শাস্ত্রে এরূপ সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত, অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় পুস্তক বাজারে আর নাই। আশা করি পুস্তকখানি সর্ব্বত্র সমভাবে আদৃত ও অবশ্য পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগণিত হইবে। উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

Home Industries.

গার্হস্থ-শিল্পশিক্ষা।

LIQUID DENTIFRICE.

দাঁতের মঞ্জন প্রস্তুতের অনেক ফরমূলা "কাজের লোকে" প্রকাশিত হ'য়েছে কেমন করে, তরল দন্ত-ধাবন প্রস্তুত কর্ত্তে হয়, আজ তাই বল্‌ছি।

প্রস্তুত প্রণালী।

White Castile Soap	2	oz.
Rectified Spirit	8	oz.
Distilled Water	8	oz.
Lemon Oil	10	Drops.
Cinamon Oil	10	,,
Liquid Cochinil perfume	যতটুকু আবশ্যক।	

প্রথমে ক্যাষ্টাইল সাবানটাকে ছুরি দ্বারা চাঁচিয়া ডিস্‌টিল্ড বা পরিশ্রুত জলে মৃদু উত্তাপে গলাইয়া ফেলিয়া একটী পরিস্কার কাচ পাত্রে রাখিয়া দাও, তাহার পর অন্য ১টী কাচপাত্রে সুগন্ধ তৈলগুলি রেকটিফায়েড্ স্পিরিট দ্বারা গলাইয়া ফেলিয়া সাবানের সহিত মিশাইয়া দিয়া অনেকক্ষণ ঝাঁকরাইয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া ফেল। তাহার পর উহার রং করবার জন্য কোচিনীল লিকুইড্ যতটুকু দিলে মনোমত রং হতে পারে, তাহা দিয়া পুনরায় ঝাঁক্‌রাইয়া ঝাঁক্‌রাইয়া তাহার পর শিশিতে পুরে লেবেলাদি দিয়া বাজারে বিক্রয়ের জন্য দেওয়া যেতে পারে। পড়তা অনুসারে মূল্য স্থির করে নিতে হবে। উপরোক্ত সমস্ত জিনিষ বাজারে ডাক্তার খানায় পাওয়া যেতে পারে।

"এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে না'ক তুমি।"

—:০:—

সারা ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লাভের জন্য আন্দোলন চলিতেছে, অথচ ভারত যে অর্থনৈতিক হিসাবেও কিরূপ পরাধীন, সে বিষয়ে আমাদের নেতাদিগের বিশেষ লক্ষ্য নাই। আজ যদি আমরা স্বাধীনতা লাভ করি, তাহা হইলেও যে আমরা সামান্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য কিরূপ বিদেশীদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব এবং নিয়ত আমরা যে কত অপ্রয়োজনীয় অভাবের সৃষ্টি করিতেছি, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। আজ ভারতবাসীর গৃহে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই; গৃহে আনন্দ নাই, প্রত্যেক জিনিষটীর জন্য তাহাকে বিদেশীর দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, অথচ দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতের বস্ত্রশিল্প ছিল পৃথিবীর সম্পদ, ভারতবাসীর গৃহে ছিল প্রচুর অন্ন, ভারত ছিল স্বাবলম্বী—স্বাতন্ত্র্য—সুখী।

১৮১৪ সালের স্বাবলম্বী ভারত।

১৮১৪ সাল ও তাহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ তাহার নিজের সকল প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইয়াও বহু জিনিষ বিদেশে রপ্তানী করিয়া বিদেশ হইতে স্বর্ণ ইত্যাদি লইয়া আসিত। তৎসময়ে ভারতের রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্র, চিনি ও মশলাদি ছিল প্রধান। ১৮১৪ সালে ভারতবর্ষ ১৬ কোটী টাকার বস্ত্র ও ১৫৷৷৹ লক্ষ টাকার চিনি, ১২ কোটী টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানী করিয়াছিল।

একশত বৎসর পরে

আর ১৯১৪ সালে এই ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে ৬৬ কোটী টাকার কাপড়, ৪ কোটী টাঁকার চিনি, ৩ কোটী টাকার রেশমী বস্ত্র ও ১৷৹ কোটী টাকার দেশী মশলা আমদানী করিয়াছে। আজ গৃহের প্রদীপ জ্বালাইবার জন্যও ভারতবর্ষ পরমুখাপেক্ষী। স্বাবলম্বী ভারতকে ভিখারী করিল কে?

পরাধীন ভারত।

কোন্ কোন্ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভারত বিদেশ হইতে আমদানী করে ও ১৯২৫।২৬ সালে ভারত ঐ দ্রব্যের জন্য কত টাকা দিয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

বস্ত্র	৬৫ কোটী	৬৭ লক্ষ	টাকা
চিনি	১৫ ,,	৮৩ ,,	,,
কেরোসিন তৈল	৫ ,,	১৭ ,,	,,
লবণ	১ ,,	৪ ,,	,,
দেশলাই		১৩৷৷৹ ,,	,,
মশলা	৩ ,,	২৮ ,,	,,

আজ যদি হঠাৎ কোন কারণে ঐ সকল দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবাসীর উপায় হইবে কি?

এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষ যে বিদেশ হইতে কত অপ্রয়োজনীয় জিনিষ আমদানী করিয়া ঘরের লক্ষী বিদেশীয়ের হস্তে তুলিয়া দিতেছে ও ঐ সকল দ্রব্যের আমদানী যে দিন দিন কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা ১৮১৪ ও ১৯২৫-২৬ সালের তালিকা দৃষ্টে দেখা যাইবে।

১৯১৪ সালের তালিকা ও মূল্য।

মোটর গাড়ী	১কোটী	১৩ লক্ষ	টাকা
মটর সাইকেল		১০ ,,	,,
মোটর বাস		৬ ,,	,,
মদ্য ইত্যাদি	২ ,,	২ ,,	,,

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কাচের চুড়ি	৯১	,,	,,
কৃত্রিম মুক্তা ইত্যাদি	২৪	,,	,,
সিগারেট	৫০	,,	,,
তামাক	৮	,,	,,
সাবান	৬১	,,	,,
বাদ্যযন্ত্র	৪	,,	,,
বিস্কুট	৩৭	,,	,,
পেটেণ্ট ফুড	৩৮	,,	,,
জমাট দুধ	৩২	,,	,,
মনোহারী দ্রব্য	৫১	,,	,,
কাঠের খেলনা	৪০	,,	,,
অঙ্গরাগ (এসেন্স, পেমেটম প্রভৃতি)	২০	লক্ষ	টাকা
টীনে রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য	৫০	,,	,,

১৯২৫—২৬ সালের তালিকা

মোটর গাড়ী	২	কোটী	৮২	লক্ষ	টাকা
মোটর সাইকেল			১০	,,	,,
মোটর বাস			৮৮	,,	,,
মদ্য ইত্যাদি	৩	,,	৩৩	,,	,,
কাঁচের চুড়ি	১	,,	১	,,	,,
কৃত্রিম মুক্তা			৩৬	,,	,,
সিগারেট	১	,,	৫৮	,,	,,
তামাক			৫৪	,,	,,
সাবান	১	,,	৪৮	,,	,,
বাদ্যযন্ত্র			২৩	,,	,,
বিস্কুট			৪১	,,	,,
পেটেণ্ট ফুড			৮৮	,,	,,
জমাট দুধ			৬৫	,,	,,
মনোহারী দ্রব্য			৮৮	,,	,,
কাঠের খেলনা			৫৪	,,	,,
অঙ্গরাগ			৫০	,,	,,
টীনে রক্ষিত দ্রব্য	১	,,	৯৩	,,	,,

উপরোক্ত দুইটী তালিকা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, উল্লিখিত দ্রব্যাদির আমদানী বৃদ্ধি করিয়া এই পরাধীন ভারতবাসী কিরূপে অপ্রয়োজনীয় অভাব বৃদ্ধি করিতেছে। যে দেশের লোকের দৈনিক আয় ছয় পয়সা মাত্র, যে দেশে প্রতি মিনিটে ২টি নরনারী ও ৪টী শিশু সুচিকিৎসার অভাবে মারা যায়, যে দেশে অর্থের অভাবে শিক্ষিতের সংখ্যা মাত্র শতকরা ৫ জন, যে দেশে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে গড় আয়ু মাত্র ২৪ বৎসর,—সেই দেশের কি ঐ প্রকারে বিনা প্রয়োজনে অর্থনষ্ট হওয়া উচিত?—উদ্ধৃত

Household Informations

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

এক সের কেরোসিন তৈলের সহিত অর্দ্ধ ছটাক লবণ মিশ্রিত করিলে তাহার আলোক অতি উজ্জ্বল হয় এবং তাহা হইতে ধুম নির্গত হয় না।

রন্ধনের মসলা বায়ুরোধক Airtight টীনের কৌটায় রাখিলে ভাল থাকে এবং ইহাদের গন্ধ অবিকৃত থাকে।

রেশমের কাপড় কাচিবার সময় জলের সহিত সামান্য লবণ মিশাইলে সাদা এবং রঙ্গীন রেশমের রংও উজ্জ্বলতা অবিকৃত থাকে।

স্মেলিং সল্ট. নিজে করিয়া লইতে হইলে একটা গ্লাসষ্টপার্ড শিশিতে কয়েক টুকরা আমোনিয়া দিয়া তাহাতে কয়েক ফোঁটা বা এক ড্রাম আন্দাজ অডিকলম ঢালিয়া দিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেই হইল। স্মেলিং সল্ট (Smelling salt) মাথা ধরিলে হিষ্টিরিয়ার ফিট্ হইলে শিশির ছিপিটা একটু আল্‌গা করিয়া আঘ্রাণ লইলে উপকার হয়।

তুঁতের জলে কিছুকাল পরিষ্কৃত লৌহ ফেলিয়া রাখিলে লৌহটা তামার মত হইয়া যায়।

মার্ব্বেল প্রস্তর আসিডে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

গ্লিসারিন এবং কর্পূর একত্র মিশাইয়া গাত্রে মাখিলে মশা ধরে না।

মাজেণ্টারে শংখ্যবিষ থাকে, সুতরাং ইহা বিষাক্ত পদার্থ।

ক্রাইসোফেনিক আসিড দাদে দিলে কাপড়ে লাগিলে দাগ হয়, কিন্তু কলোডিয়ান দিলে সে রং উঠিয়া যায়।

ফটকিরি দিয়া জল পরিষ্কার করিলে যদি জল খাইতে বিস্বাদ বোধ হয়, তাহা হইলে জলে একটু সোডা দিলে সে দোষ কাটিয়া যায়।

রৌপ্য সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যুৎ এবং উত্তাপ পরিচালক।

যক্ষ্মা রোগের শ্লেষ্মা শুষ্ক হইয়া ধুলিসাৎ হইলেও ইহা হইতে ইহার বিষ নষ্ট হয় না।

ফুলের সৌরভেও বায়ু পরিষ্কৃত হয়। কিন্তু শয়নকক্ষে কদাচ রাখিতে নাই, তাহা স্বাস্থ্য হানিকর।

গটা পার্চ্চা ক্লোরোফরমে সম্পূর্ণ দ্রব হইয়া যায়।

কার্ব্বনেট অফ মেগনেসিয়া বালকগণের দন্ত মার্জ্জনের জন্য বেশ উপযোগী।

পোড়া ঘায়ের চিকিৎসা—কাম্থ্যারিস কিম্বা আর্টিকা ইউরেন্স ১ ড্রাম ৪ আউন্স গরম জলের সহিত মিশাইয়া কিংবা ক্রিয়ো–

জোট ১ ড্রাম এক পাইণ্ট জলের সহিত মিশাইয়া পীড়িত স্থান ধৌত করিলে বিশেষ উপকার হয়। তুলা দিয়া পীড়িত স্থান সর্ব্বদা আবৃত রাখা উচিত যেন বাতাস না লাগিতে পারে। এ্যাল্‌কোহল ফোস্কা উঠিবার পুর্ব্বে ব্যবহার করিলে শীঘ্রই উপশম হয়। বাই-কার্ব্বনেট অব সোডা পুড়িবামাত্র পীড়িত স্থানে বাঁধিয়া রাখিলে শীঘ্রই জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া ক্ষত আরোগ্য হয়।

মুষ্টিযোগ সংগ্রহ।

সর্পদংশনের ঔষধ।

১। সর্প অথবা ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুকুরে দংশন করিলে দষ্ট ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত খাওয়াইবে, ঘৃতে বিষের ক্রিয়া নষ্ট করে। ২। আফুলা বেলের শিকড় ২৫টী গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া খাওয়াইবে। ৩। দ্রোণপুষ্প অর্থাৎ দণ্ডকলসের শিকড় ২৪টী গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে ৪। মনসা শিজের অর্থাৎ পাতা শিজের পাতা ছেঁচিয়া উহার রস সেবন করাইবে। সেবনে অশক্ত হইলে উক্ত পাতার রস রোগীর নাক অথবা কাণ দ্বারা শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিবে। ৫। আস্ত মুরগীর ডিম সর্পাদিদষ্ট স্থানে স্পর্শ করাইলে দেখিবে যে, ঐ ডিম বিষ টানিয়া কাল রং হইয়াছে। পুনরায় ঐ ডিমটী ছাড়িয়া আর একটী ডিম ধরিলে ঐটিও যদি কাল হয়, তবে যে পর্য্যন্ত ডিমের কোন ব্যত্যয় না ঘটে, সে পর্য্যন্ত উক্ত ডিম পুনঃ পুনঃ এক একটী করিয়া ধরিবে। এইটী বিশেষ পরীক্ষিত এবং আশ্চর্য্যফলপ্রদ মহৌষধ। বলা বাহুল্য যে সর্পাদিতে দংশন করিলেই দষ্ট স্থানের উপর তাগা দিয়া বাঁধিতে হইবে। (হিতবাদী)

বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ।

১৯২৫-২৬ সালের বিবরণ।

বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের ১৯২৫-২৬ সালের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, এই বিভাগের আর্থিক অবস্থা গত কয়েক বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে সন্তোষজনক। কয়েকটী সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহার্য্য দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মঞ্জুরীর টাকা অর্দ্ধলক্ষ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলোচ্যবর্ষে বিশেষ কিছু করা হয় নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয় সংস্কার এবং সেকেণ্ডারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালনর উন্নতিবিধান করার কথা ছিল, অর্থাভাবে তাহা হইয়া উঠে নাই।

এই বৎসরে কোন শিক্ষামন্ত্রী ছিল না। কাজেই সমগ্র বৎসর এই বিভাগ গবর্ণরের শাসন পরিষদের একজন সদস্যের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করার উদ্দেশ্যে একটি "এডুকেশন সেস" বসাইবার কথা উঠে। পাঁচটি কেন্দ্রে সমবেত হইয়া সরকারী প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞগণ এই বিষয় আলেচনা করেন। প্রচারিত "সেস" সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা হইলেও সকলে তাহার প্রতিবাদ করেন নাই, এই বিষয়ে ব্যাপক উপায় অবলম্বনের কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।

আলোচ্যবর্ষে প্রদেশের সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত পাঠ্য পদ্ধতি মক্তবসমূহে প্রবর্ত্তন করা হয়। সরকারী সাহায্যকৃত হাইস্কুল সমূহের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উন্নতির জন্য প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ২০০০০ টাকা প্রদান করা হইয়াছে। অর্থাভাবের জন্য গত কয়েকবৎসর কাল পাঠশালার শিক্ষকদের শিক্ষা বৃত্তি বন্ধ ছিল। এই বৎসর কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত মাত্রায় তাহা প্রদান করা হইয়াছে। ফলে অনেক শিক্ষক শিক্ষাগ্রহণের জন্য গমন করিয়াছেন।

বে-সরকারী স্কুল ও কলেজসমূহে এবৎসর একটু বর্দ্ধিত হারে ছাত্রবেতন আদায় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সরকার হইতেও একটু বেশী মাত্রায় সাহায্য দান করা হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে বর্ণিত বে-সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক অবস্থা এই বৎসর একটু ভাল। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়কে বার্ষিক ব্যায়ের জন্য সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও এই ভাবেই দেওয়া হইবে। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অনাটন আর থাকিবে না। শারীরিক ব্যায়ামচর্চ্চার উপকারিতা ক্রমেই স্কুলকলেজের ছাত্রগণ উপলব্ধি করিতেছেন। ফলে ব্যায়াম এবং ব্রতীবালক আন্দোলনের উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক স্বদেশী যুগের প্রতিষ্ঠিত একটী গৌরবজনক প্রতিষ্ঠান ছিল সেটি আজ কয়েকদিন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বাঙ্গলার মাথা হেঁট হইয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া ব্যাঙ্কটী ফেল হইল, ডিরেক্টরবোর্ডের বিবরণ পাঠ করিলেই পাঠকগণ অবগত হইতে পারিবেন। সেইজন্য নিম্নে বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।

ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে

ডিরেক্টার বোর্ডের বিবরণ

বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক গত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; তন্মধ্যে ১৫ লক্ষ ২ হাজার ৩ শত টাকার সেয়ার গৃহীত ও ৮ লক্ষ ৫ হাজার ৪ শত ৮৭ টাকা আদায় হয়। প্রায় ৭ বৎসর কাল ব্যাঙ্কের কাজ চলিবার পর গোলযোগ আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে ডিরেক্টার বোর্ডের পরিবর্ত্তন হয় ও শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের স্থায়ী ও চল্‌তী আমানতের পরিমাণ প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা হইয়াছিল, কিন্তু ঐ সকল গোলযোগ ও মামলা মোকদ্দমার ফলে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উহার পরিমাণ কমিয়া মাত্র ২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। তাহার পর গোলযোগ মিটিয়া গেলে ব্যাঙ্কের কাজ যথারীতি চলিতে থাকে এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আমানতের পরিমাণ বাড়িয়া প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা হয়।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মালে এলায়েন্স ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইলে ব্যাঙ্কের কারবারে লোকের মনে শঙ্কার উদ্ভব হয় এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল হইতে ৪ দিন যাবৎ আমানতকারীরা টাকা উঠাইয়া লইতে থাকেন, সেই সময় আমানতকারীদিগকে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে হইয়াছিল। ইহার জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে ১০ লক্ষ টাকা ধার করিতে হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট টাকা ব্যাঙ্কের নিজ তহবিল হইতে দেওয়া হইয়াছিল।

আমানতকারীগণ কর্ত্তৃক এই টাকা তুলিয়া লইবার পর কয়েক মাস যাবৎ ব্যাঙ্কে টাকা জমা খুব মন্দ গতিকে চলে। টাকার অভাবে ডিরেক্টারগণ নানা অসুবিধায় পতিত হয়েন এবং সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্যের বাজার পড়িয়া যাওয়ার আগাম টাকা আদায়ও শক্ত হইয়া পড়ে। ফলে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ডিরেক্টারগণ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে আরও ১০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। তাহার পর ব্যাঙ্কের অবস্থা উন্নত হইতে আরম্ভ হয় এবং আমানতকারীগণ আসিতে থাকেন, কিন্তু ব্যাঙ্কের পূর্ব্ব আর্থিক অবস্থা ফিরিয়া আইসে নাই। ফলে গত এপ্রিল মাসে আমানতকারীগণ বহু টাকা এককালে তুলিয়া লইতে আসিলে ব্যাঙ্ক তাহা দিতে অসমর্থ হয়।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমানতের পরিমাণ টাকা তুলার পরিমাণ হইতে প্রায় ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা বেশী ছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে আমানতের পরিমাণ টাকা উঠাইয়া লওয়ার পরিমাণ হইতে ৮৩ হাজার টাকা বেশী ছিল। মার্চ্চ মাসে টাকা উঠানর পরিমাণ আমানত অপেক্ষা ১৪ হাজার টাকা বেশী হয় এবং এপ্রিল মাসে টাকা উঠানর পরিমাণ আমানত অপেক্ষা ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা বেশী হয়। ইহা ব্যতীত আরও ৪ লক্ষ টাকা উঠাইয়া লইবার জন্য দাবী পাওয়া যায়।

গত ২০শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হয়, সেই সপ্তাহে ব্যাঙ্কে খুব বেশী টাকা দিতে হইয়াছিল, ইহার ফলে ব্যাঙ্কের নগদ টাকা ফুরাইয়া যায়। ডিরেক্টারগণ টাকা সংস্থানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু খুব কম টাকাই পাওয়া যায় এবং ২৭শে এপ্রিল সন্ধ্যার সময় দেখা যায় যে, বেশী টাকা পাওয়া না গেলে ব্যাঙ্কের কার্য্য চালান অসম্ভব হইবে। টাকা জোগাড়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল এবং ২৮শে এপ্রিল প্রাতে ডিরেক্টারগণ টাকা দেওয়া স্থগিত করিতে বাধ্য হইলেন।

১০ লক্ষ করিয়া ২ বারের ২০ লক্ষ টাকার জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট ২টি মটগেজ রাখা হয়। ঋণ পরিশোধের জন্য কতকগুলি সম্পত্তি জামীনস্বরূপ রাখা হইলেও বর্ত্তমান ব্যাঙ্কের সমুদায় কারবার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রাখা হয়। শেষোক্ত দলিলের সর্ত্ত এই যে, ব্যাঙ্ক টাকা প্রদান স্থগিত করিলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক রিসিভার নিয়োগ দ্বারা ব্যাঙ্কের কারবার গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন। উক্ত সর্ত্ত অনুসারে ২৭শে এপ্রেল অপরাহ্নে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক মেসার্স লাভলক এণ্ড লিউস নামক ফারমের ৩ জন সদস্যকে রিসিভার নিযুক্ত করিয়া ব্যাঙ্কের দখল গ্রহণ করেন। নগদ টাকা এবং সহজে আদায় করা যায় এমন "সিকিউরিটির"

অভাব ব্যাঙ্কের কাজ স্থগিতের কারণ। ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা নিম্নলিখিতরূপ—

স্থায়ী আমানত ৪৪ লক্ষ ৭ হাজার ২ শত ৯ টাকা ১২ আনা, চলতী হিসাব ৩০ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭ শত ১০ টাকা ১ আনা ৩ পাই; সেভিং ব্যাঙ্ক ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫ শত ৮৪ টাকা ৯ আনা ৩ পাই এবং গৃহীত ঋণ ২৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৬ শত ৮২ টাকা ১২ আনা ২ পাই; মোট ১ কোটি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ১ শত ৮৭ টাকা ⁄২ আনা ১০ পাই।

ব্যাঙ্ক মোট ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯ শত ৮০ টাকা ১৩ আনা কয় পাই নানা কাজে খাটাইতেছেন। ইহার মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা সম্পত্তি প্রভৃতি সহজ আদায়যোগ্য সিকিউরিটিতে ফেলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রায় ২৫ হাজার টাকা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান-সমূহকে ধার দেওয়া আছে। বাকী প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বিনা জামীনে ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাঙ্কের আয় দেনা অপেক্ষা প্রায় ১২॥০ লক্ষ বেশী। ইহা ব্যতীত প্রয়োজন হইলে অংশীদারদের নিকট প্রাপ্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা উহার সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

বন্ধক রাখিয়া যে সকল মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাঁহাদের টাকা দিয়াও সহজ আদায়যোগ্য "সিকিউরিটি" হইতে প্রায় ১৪।০ লক্ষ টাকা অন্ত মহাজনদের ঋণ পরিশোধার্থ থাকে। ইহার সহিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে যে ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বিনা জামীনে যে ৫০ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে, তাহা এবং অংশীদারদের নিকট হইতে প্রাপ্য অনাদায়ী ৭ লক্ষ টাকা সংযুক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ এই সব বাবদে ব্যাঙ্কের প্রাপ্য প্রায় ৯৭ লক্ষ টাকা। বিনা জামীনে ব্যাঙ্ক যে সকল মহাজনের নিকট টাকা ধার লইয়াছেন, তাহার পরিমাণ প্রায় ৭৬ লক্ষ টাকা, সুতরাং জামীন বিহীন মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করিয়াও ব্যাঙ্কের প্রায় ২১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও জামীনবিহিন খাতকদিগকে যে টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে কত টাকা আদায় হইবে, তাহা বলা সম্ভবপর নহে, তবে ডিরেক্টারগণের বিশ্বাস, অধিকাংশ টাকাই আদায় হইবে। বিশেষ সতর্কতার সহিত হিসাব করিলেও জামীনবিহীন মহাজন ও আমানতকারীগণ তাঁহাদের প্রাপ্যে অন্ততঃ শতকরা ৫০ টাকা হিসাবেও পাইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ব্যাঙ্কটিকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য স্কীম রচিত হইতেছে এবং আশা করা যায় যে, মহাজন ও অংশীদারের বিবেচনার জন্ত উহা শীঘ্রই তাঁহাদের নিকট উপস্থাপিত করা যাইতে পারিবে।"

আমরা আশা করি, ব্যাঙ্কটী পুনপ্রতিষ্ঠিত হইয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। তজ্জন্ত চেষ্টাও হইতেছে।

আহার।

বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল দত্ত মহাশয় পত্রান্তরে এই প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলেন, সে প্রায়ও বিশ বৎসরের অধিক দিনের কথা। কিন্তু বর্ত্তমান সময়েও কথা-গুলি ভাবিবার বিষয়।

আমাদের দেশের লোকের আহার এক্ষণে যতদূর নিকৃষ্ট হইতে পারে তাহা হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির আহারের সহিত তুলনা করিতে গেলে লজ্জা পাইতে হয়। আমাদের আহার এক্ষণে কেবল নুন আর ভাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে আমরা শুধু ভাত খাই না; ডাল, ঘি, দুধ, তরকারি, মাংস এবং মাছও খাইয়া থাকি। এ কথা সত্য, কিন্তু আমরা যে ডাইল খাই, তাহা ডাইলের জলমাত্র। সাহেব একজন আধসের ডাইল ঘন করিয়া খাইবে! আমরা আধসের ডাইলে জল মিশাইয়া ৮।১০ জনে খাই। ঘৃত যাঁহারা খান, তাঁহারা এত অল্প খান যে, গরীব লোকে যেরূপ ঘৃতের ছিটা দিয়া হবিষ্যান্ন শুদ্ধ করিয়া লয়, তাহা অপেক্ষা বড় বেশী নহে। দুধ যাহা খাই, তাহার পরিমাণ অতি অল্প এবং সাদা জল বলিলেও চলে। এই দুধে ও ঘৃতে এখন পুর্ব্বের ন্যায় আস্বাদ কি সুগন্ধ নাই। ইহার কারণ গোরুগুলি স্বল্পাহার ও কদাকারের জন্য খারাপ হইয়া যাইতেছে। যে দেশে মানুষে খাইতে পায় না, সে দেশে গোরুতে ভাল খাইতে পাইবে, কি পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে এরূপ আশা করা অন্যায়।

এই গেল ডাল, ঘি, দুধের কথা। ভাল তরকারী, আলু, কচু, ওল, কপি ইত্যাদি মহার্ঘ হওয়াতে বেশী পরিমাণে খাইতে পাই না। মাংস বৎসরের মধ্যে দুই চারি দিন খাই কিনা সন্দেহ; যখন খাই তখনও অনেকটা জল ও তরকারীর সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প একটু মাংস পাই মাত্র।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

মাছ আমরা যে পরিমাণে খাই, তাহাকে মাছ খাওয়া না বলিলেও চলে। দুই এক টুকরা মাছ ও খানিকটা হলুদগোলা জল। অন্য দেশের লোক আমাদের মাছ খাওয়া দেখিলে হাসে।

একজন সাহেবকে কোন বাঙ্গালী ডাক্তার চিকিৎসা করিতেন। ডাক্তার তাঁহাকে মাছ খাইতে বারণ করিয়াছিলেন। সাহেবের ব্যারাম কমিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন আমি মাছ খাইতে পারি? ডাক্তার বলিলেন—হাঁ, পারেন, একটু হিসাব করিয়া খাইবেন। পরদিন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—সাহেব আপনি কি খাইয়াছেন? সাহেব বলিলেন, আমি দুইটা ইলিশ মাছ খাইয়াছি! ডাক্তার বলিলেন, আমি আপনাকে হিসাব করিয়া খাইতে বলিলাম, আপনি কিনা দুইটা ইলিশ মাছ খাইয়া বসিলেন; আপনার ত আজই ব্যারাম বৃদ্ধি হইবে।

কদাহারের কুফল।

দেশের লোকের আহার খারাপ ও কম হওয়ায় অনেক অনিষ্ট হইতেছে।

১। দেশের প্রায় সমুদায় লোক রুগ্ন। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই কোন না কোন রোগ আছে। দেশে ক্রমশঃ ডাক্তার কবিরাজ ও ঔষধালয়ের বৃদ্ধি হইতেছে এবং রোগ ও রোগচিকিৎসার খরচ বাড়িয়া যাইতেছে। এই সমুদয় রোগ অনেক স্থলে অনাহার, স্বল্পাহার, ও কদাহারজনিত। আহারে বেশী ব্যয় করিলে ঔষধে ব্যয় করিতে হইত না। আমি যত রুগ্ন লোক দেখিয়াছি, তাহাদের অনেকেরই উত্তমরূপ আহার পাইলে ব্যারাম সারিত।

২। লোকে ক্রমশঃ অল্পায়ুঃ হইতেছে। একথা সকলেই স্বীকার করেন যে এ দেশে পিতামহ হইতে পিতার আয়ুঃ কম এবং পিতার হইতে নিজের ও নিজের হইতে পুত্রের আয়ুঃ কম হইবে।

৩। আহার পরিশ্রম ও শারীরিক বল সম্বন্ধে এইরূপ—পিতা দুই বেলা এক সের চাউলের ভাত খাইতেন; নিজে আধ সেরের বেশী খাইতে পারি না; পুত্রের আহার আরও কম।

পিতা, পিতামহ ১৪ ক্রোশ চলিতে পারিতেন; নিজে ২।৩ ক্রোশের বেশী চলিতে পারেন না; ছেলে মোটেই হাঁটিতে চাহে না, এমন কি, পড়িবার সময় শুইয়া শুইয়া পড়ে, বসিয়া পড়িতে কষ্টবোধ করে! এই সকল দেখিয়া, স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আমরা অধোগতির পথে অগ্রসর হইতেছি, অথচ বাবুদের অনেকের এখনও বিশ্বাস যে তাঁহাদের ক্রমে উন্নতি হইতেছে।

৪। লোকে ক্রমে খর্ব্বকায় হইতেছে এবং এ সম্বন্ধে লোকের রুচি অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্ত্রীলোক এক্ষণে আজানুলম্বিতবাহু দীর্ঘকায় পুরুষদিগকে পছন্দ করে না। আমি, একজন গিন্নীকে তাঁহার তালগাছের মত লম্বা জামাই হইয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি। একজন মুনসেফকে আমি বলিলাম, এ রকম বেঁটে জামাইকে মেয়ে দিলেন কেন? তিনি উত্তর করিলেন—বেঁটে মানুষই ভাল।

অনেকে বলেন স্ত্রীলোক বেঁটে হওয়া ভাল; কিন্তু উন্নতিশীল ইংরাজজাতির স্ত্রীলোকেরা লম্বা দেখাইবে বলিয়া উঁচু জুতা পায়ে দেয়।

একজন ইংরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, গত ২৫ বৎসর মধ্যে ইংলণ্ডের বালক বালিকাগণ গড়ে পুর্ব্বাপেক্ষা ২ ইঞ্চ বেশী লম্বা হইয়াছে। আর একজন ইংরাজ মাপিয়া দেখিয়াছেন যে রাজপুতেরা পুর্ব্বাপেক্ষা ২ ইঞ্চ খাট হইয়া গিয়াছে। নদীর এক কূল ভাঙ্গে, আর এককূল গড়ে।

এদেশের লোক খর্ব্ব হইতে খর্ব্বতর হইয়া যাইতেছে দেখিয়া এক ব্যক্তি মনের ক্ষোভে বলিয়াছিলেন যে, এদেশে ভবিষ্যতে বেগুণ তলায় হাট বসিবে।

৫। এই আতিথ্যপ্রধান ভারতভূমিতে আতিথেয়তার লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। গৃহস্থ নিজে যেরূপ জঘন্য আহার করেন, তাহা অন্যকে দিতে লজ্জা বোধ হয় সুতরাং অতিথি এড়াইবার চেষ্টা করেন।

ইংরেজ বাঙ্গালী এত বৎসর এক সঙ্গে রহিল, অথচ তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব হইল না এই বলিয়া কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়া থাকেন। আমি যেরূপ জঘন্য আহার করি তাহাতে একজন সাহেব আমার বাড়ীতে আসিলে তাহাকে আহার করিতে কি জল খাইতে অনুরোধ করিতে পারি না; সদ্ভাব হইবে কিসে?

৬। আহারে বেশী ব্যয় না করাতে সামান্য দুর্ভিক্ষ হইলেই পালে পালে লোক মরিতে থাকে। একখানি ইংরাজী গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে, ইংলণ্ডে জিনিষপত্র মহার্ঘ হইলেও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অনাহারে মারা যাইবে না। জিনিস আক্রা হইলে যাহারা ভাল মদ খাইত, তাহারা খারাপ মদ খাইবে এবং দ্রবাদি আরও আক্রা হইলে মদ

খাওয়া একে বারে বন্ধ করিবে। দ্রব্যাদি আরও দুর্মূল্য হইলে চা খাওয়া ছাড়িয়া দিবে, পরে দুধ মাখন খাওয়া ছাড়িয়া দিবে, তাহার পর মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া কেবল রুটি আলু খাইয়া জীবনধারণ করিবে—অর্থাৎ ইংলণ্ডের মজুরদিগের যে আয় আছে, তাহাতে খুব দুর্দ্দিনেও তাহাদের রুটির অভাব হয় না। আর এ দেশের মজুরেরা যে মজুরী পায়, তাহাতে তাহাদের নূন আর ভাত ভিন্ন আর কিছুই জোটে না, সুতরাং যখন চাউল দুর্মূল্য হয়, তখন পালে পালে মরিতে থাকে। ডাল, রুটী, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি ভাল খাওয়া অভ্যাস থাকিলে তাহারা কম মজুরীতে কাজ করিতে স্বীকার পাইত না, এবং বেশী পয়সা হাতে হইলে তাহা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ভাল কাপড়, ছাতা ইত্যাদি অনাবশ্যক বিষয়ে ব্যয় করিতে পারিত না।

অনেকের বিশ্বাস যে, আহারে যে খরচ করা যায় তাহা বৃথা যায়, পোষাকে খরচ করিলে তাহা কিছু দিন থাকে। কিন্তু এটি ভুল। পোষাক বেশী দিন থাকে না, কিন্তু পুষ্টিকর আহারে শরীরে যে রক্ত হয় তাহা পুত্র পৌত্রাদির শরীরে বর্ত্তমান থাকে, বংশলোপ না হইলে যায় না। একটী ছেলেকে ৩০।৪০ বৎসর পর্য্যন্ত পুষ্টিকর আহার না দিলে তাহার ঔরসে যে সন্তান জন্মে, সে সন্তান দুর্ব্বল হয়। আহারের দিকে দৃষ্টি নাই বলিয়া বাঙ্গালীর ঘরে এখন এত রুগ্ন ও দুর্ব্বল সন্তান জন্মিতেছে।

এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে খাওয়া ত বাহিরের লোকে দেখিতে আইসে না, সুতরাং তাহাতে বেশী খরচ না করিয়া বাহিরের চাকচিক্যে বেশী খরচ করা উচিত। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, লোকের আয় অপেক্ষা বাহিরের ভড়ং বেশী করা এবং মিথ্যাকথা বলা উভয়ই তুল্য, এবং ছেলেপিলেকে খারাপ খাইতে দিয়া পোষাক গহনা ইত্যাদিতে খরচ করা অতিশয় অদূরদর্শীতার কাজ।

৭। খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক ডাঃ পি, সি, মজুমদারের নিকট, তাঁহার আমেরিকায় অবস্থিতি কালে, একজন মার্কিণ মজুর, পোর্টম্যান্ট মেরামতের মজুরী ২॥০ টাকা কি ৩৲ টাকা চায়। মজুমদার মহাশয় যে ভদ্রলোকটীর বাড়ীতে ছিলেন, তাঁহাকে মজুর বেশী চাহিতেছে বলাতে তিনি মজুর যাহা চাহিতেছে, তাহাই দিতে বলিলেন এবং মজুর চলিয়া গেলে কহিলেন, আমরা ইহাদের সঙ্গে দর দস্তুর করি না, যাহা চায় দিই। ইহারা ভাল খাইয়া বলিষ্ঠ না থাকিলে দেশ রক্ষা করিবে কাহারা? জনসাধারণের আহার নিকৃষ্ট করিবার হেতু হওয়া অপেক্ষা মহত্তর দোষ বাহ্য জগতে নাই। চীনদেশের মজুরেরা কম মজুরী লয় ও খারাপ খায় বলিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটের গভর্ণমেণ্ট তাহাদের আমেরিকায় থাকার বিরোধী। তাহারা আমেরিকায় থাকিলে আমেরিকার মজুরদিগের মজুরী ও আহার খারাপ হইয়া যাইবে এবং দেশ অন্য কোন পরাক্রান্ত জাতির পদানত হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতবর্ষের লোকেরা তথাকার ইংরাজ অধিবাসীর নিকট অতিশয় ঘৃণিত। ফুটপাথে চলিতে গেলে তাহাদিগকে ধাক্কা দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেয়, তাহাদিগের গায়ে থুথু দেয়, গাড়ীর ভিতরে বসিতে দেয় না, হোটেলে ঢুকিতে দেয় না। অবশ্য পরাজিত জাতি বলিয়া তাহারা ঘৃণিত কিন্তু তাহাদের আহার জঘন্য বলিয়া এই ঘৃণার বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

একজন বাঙ্গালীর চারিটী সরু চাউলের ভাত, একটু ঘৃত কি মাখন, একটু ডালের জল, দুই এক টুক্‌রা ভাজি, একটু মাছ ও ঝোল, একটু টক্ একটু দুধ ও চিনি হইলে অতি উৎকৃষ্ট আহার হইল; অথচ অন্য দেশের লোকে দুই তিন গ্রাসে যাহা যায়, তাহাতে যে সার আছে, ইহাতে তাহা নাই।

শুধু আহার বিষয়ে আমাদের ছোট নজর হইয়াছে এমন নহে; অন্যান্য বিষয়েও এইরূপ। একজন বাঙ্গালী একবেলা চারিটী ভাত, অপরবেলা একটু সাগু খান, জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন, আমি আজ কালি ভাল আছি। বোধ হয় গভর্ণমেণ্ট তাহাকে দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলে তাহার পথে কষ্টেই মৃত্যু হয়।—এই গেল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। বুদ্ধি বিদ্যা সম্বন্ধেও তাই। একটী লোক বি, এ, এম,এ, পাশ করিয়াছে; বাপরে এমন বুদ্ধিমান্ বিদ্বান ছেলে দেখি নাই—অথচ সে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে নাই, কোন নূতন যন্ত্র তৈয়ার করে নাই, টেলিগ্রাফের যন্ত্রও তৈয়ার করিতে পারে না। অর্থাৎ সে কিছুই জানে না।

২০০।৩০০ টাকা মাইনের চাকরী হইলে কি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলে সে বড় লোক—তাহার দিকে তাকাইতে ভয় হয়। গোলামের দেশে এই সকল লোককেই বড় লোক বলে।

দেশ হিতৈষিতা—বক্তৃতায় দেশের কোন উপকার হইবে না জানেন, অথচ

বক্তৃতা করেন, দরখাস্ত কেহ শুনিবে না জানেন, অথচ তাহাতে সই করাইয়া বেড়ান; ইনি ভয়ানক দেশহিতৈষী, নিশান ধরিয়া ষ্টেশন হইতে লইয়া আইসে।

৮। ছেলেদের স্ফূর্ত্তি নাই। কোন স্কুলের ছেলেরা ফুটবল খেলে দেখিয়া একজন নবাগত মাজিষ্ট্রেট সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নূতন বল কিনিতে টাকা দেন এবং তাহাদের সঙ্গে খেলিবেন বলেন; অনেক দিন হইয়া গেল, সাহেব খেলিতে আসেন না। স্কুলের হেডমাষ্টার কারণ জানিতে গেলেন। সাহেব বলিলেন—ইহারা স্ফূর্ত্তির সহিত খেলে না। মাংসরুটী আহারী সাহেবের ছেলেদের সঙ্গে, নূন ভাত খেগো বাঙ্গালীর ছেলের স্ফূর্ত্তি একরূপ হইবে, সাহেবের এরূপ আশা করা উচিত হয় নাই। খেলিবার ছুটীর সময় অনেক ছেলে খেলে না। যে দুটী নূনভাত খাইয়া স্কুলে যায়, ২।৩ ঘণ্টা পরে তাহা হজম হইয়া যায় এবং তাহার পর ক্ষুধায়, ঈশ্বর তাহাকে যে ভাষা শিখিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই, সেই বিজাতীয় ভাষা শিখিবার বিজাতীয় পরিশ্রমে, শিক্ষকদিগের বিজাতীয় গালিতে, বিজাতীয় ধুলা ও দুর্গন্ধের মধ্যে বসিয়া থাকিয়া ছেলেদের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে—খেলিবে কি? কেবল বাল্য-সুলভ চপলতার জন্য একটু আধটু দৌড়া-দৌড়ি করে।

কেহ কেহ বলেন, ছেলেরা মাংস রুটি খাইলে হজম করিতে পারে না। একজন দুর্ব্বল লোক সাগু ভিন্ন আর কিছু জীর্ণ করিতে পারে না, তাহাকে কি চিরকাল সাগুই খাওয়ান হইবে, না ক্রমে ক্রমে ভাত সহাইতে হইবে? কেহ কেহ ছেলেদের ভাল খাইতে দেন না। তাঁহাদের নিম্নলিখিত গল্পটী মনে রাখা উচিত।

ঘোড়া সহিস।

একজন সহিস ঘোড়ার দানা চুরি করিত, কিন্তু পাছে ঘোড়াটিকে খারাপ দেখায়, এই ভয়ে তাহাকে খুব মলিত ডলিত। একদিন ঘোড়াটি বলিল "ভাই হে, তোমার যদি প্রকৃত এই ইচ্ছাই হয় যে আমার চেহারা সুন্দর হউক, তাহা হইলে মলন ডলন কমাইয়া আমার দানা চুরি না করিয়া আমাকে বেশী করিয়া দানা খাইতে দিও।"

ফলতঃ এ বিষয়ে লোকের সংস্কার পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত। অনেকে ছেলেদের এখন কেবল "পড় পড়" বলেন। তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে 'খা, খা; হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম কর; হাওয়ায় শুয়ে থাক্; রৌদ্র বৃষ্টি শীত সহ্য করিতে অভ্যাস কর"। ছেলে পিলে শক্ত বলিষ্ঠ না হইলে বংশ থাকে না।—শ্রীশ্যামলাল দত্ত।

শিশু ভূগোল।

পণ্ডিত শ্রীযামিনী রঞ্জন দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং উত্তর ভূর্ষি পঞ্চানন যোগাশ্রম হইতে শ্রীপরেশনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।১০। এই ভূগোলখানির একটু বিশেষত্ব আছে। ইহাতে অতি সরল ভাষায় ভৌগোলিক সজ্ঞাদি তো আছেই, ইহা ব্যতিত, চট্টগ্রাম রাজসাহী, বর্দ্ধমান, আসাম ও মনিপুর রাজ্যের অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। দেশের ছেলেরা দেশের তত্ত্ব জানেনা এ বড় দুঃখের কথা। পণ্ডিত মহাশয় এই ভূগোল খানিতে দেশের বহু তথ্য শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সে প্রয়াস সফল হইয়াছে। শিশু ভূগোলের এই খানি পঞ্চম সংস্করণ, সুতরাং ইহার সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা ভূগোলখানিকে প্রত্যেক স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা আদৃত হইতে দেখিলে সুখী হইব। পণ্ডিত মহাশয় শিশু ভূগোলের সমস্ত আয় উত্তর ভূর্ষি—পঞ্চানন যোগাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতি কল্পে ব্যয় করিয়া থাকেন।

কাজের লোক আফিস।
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

দেখুন!

অতি সুলভে আমরা যাত্রা ও থিয়েটারের পরচুলা ঠাকুরদের চামর এবং অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিষ যাহা আপনার আবশ্যক জানাইলে পাঠাইয়া দিতে পারি অনুসন্ধান করুন।

এস পি চাট্টার্জ্জী এণ্ড সন্স,
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
C/o Manager,
"Businessman."

প্রত্যেক দূরশীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ; জে, এন, ঘোষ এম ডি, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটীই দুঃখ আমাদের মাদারটিংচার ।৵০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৵০। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,
৮০ নং হ্যারিশন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৫৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

FREE! BEST TABLE TIMEPIECE.

Your gift is here Don't turn elsewhere

YOU HAVE A JEWEL IN YOUR POCKET.

The famous "Wembly" Fountain Pen fitted with gold nib, British make, its handsome appearance pleases and its perfect balance gives real writing comfort, much patronized and spoken of by the WHITE HALL EXIBITION presided by H. M. KING GRORGE V. We import large stock specially for the season.

Hence we dispose it of in cheapness with a prize too.

Get this for Rs. 3 (three only) withe a free table Time Piece.

PLEASE NOTE We present a Table Time Piece free to the purchaser of Wembley Fountain Pen; the Time Piece has a fine deal. Best Lever Make, highly nickle plated; accurate Time Keeper and warranteed for three years. Obtainable from:—

The MADRAS MAIL ORDER SUPPLY CO.
Mint Buileing's, Madras.

The Wonder Camera.
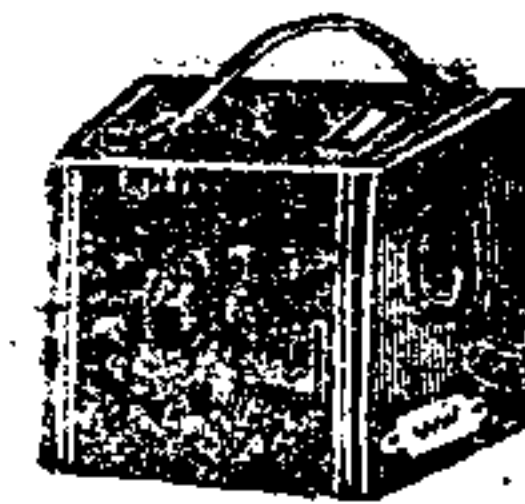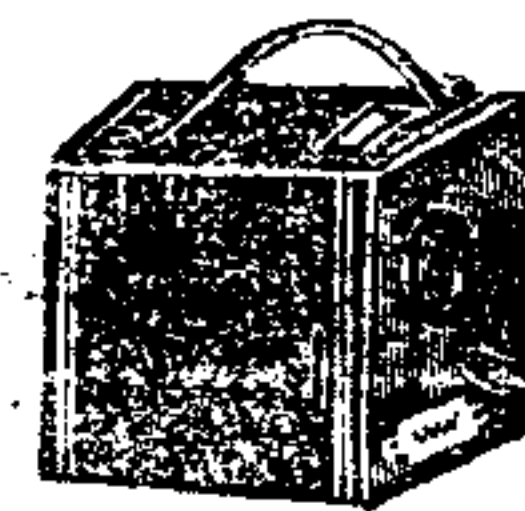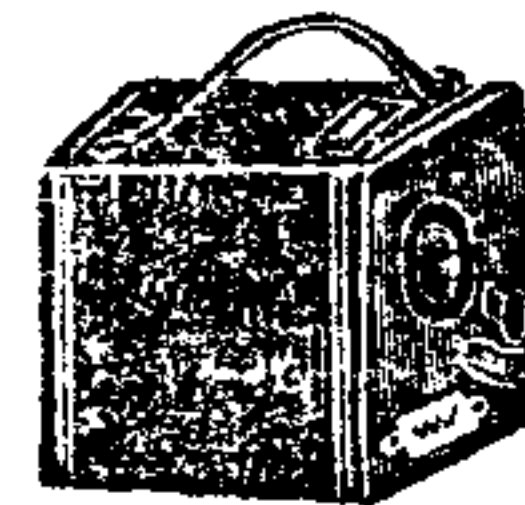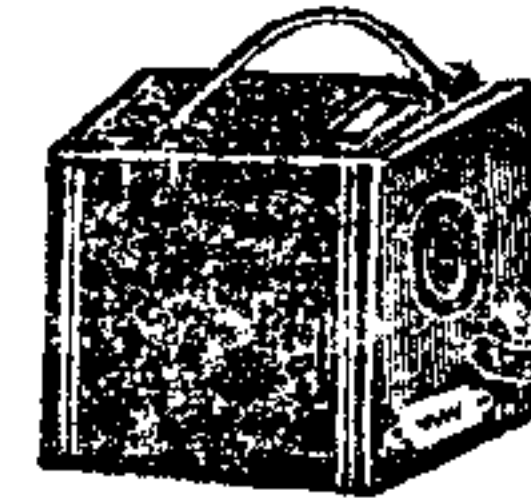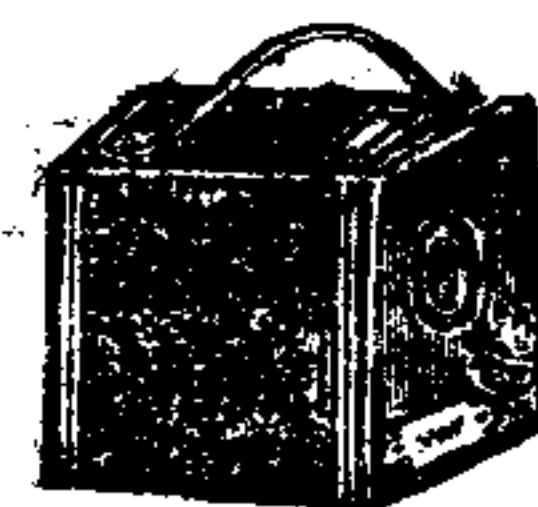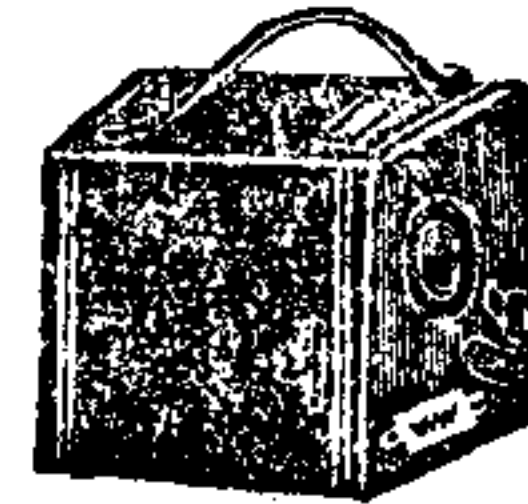
New English discovery. Takes real Photograph. This is the best of its kind, covered with Black Leath-erette, fitted with Meniscus lens. Time and instant, anious shutter, guarauteed to take good pictures $3\frac{1}{2}$x$2\frac{1}{2}$ ins, simple to work. You do ALL yourself, Any one can operate complete camera with dry plates. Cemical Instruction; everything ready for immediate use size $4\frac{1}{2}$ ins. long. Original price Rs. 6. Sale price Rs. 3-8-0

Developing Chemical per Phial Rs. 2-4-0

1 dozen Dry Plates Packet Rs. 2-4-0

P. O. P. Printing Paper one Dozen Packet Rs. 0-12-0

Apply to—
The O. M. C. Cpmpany.
(Photo Sec. 1st.)
G. T. Madras.

... চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ২ নং রামেন্দ্র ... লেন হইতে প্রকাশিত।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক। বার্ষিক মূল্য সডাক ২॥৹ টাকা। (Registered No C. 421.

THE BUSINESSMAN
কাজেরলোক

২১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। New Series May, 1927. নূতন সংস্করণ। মে, ১৯২৭। Vol. 21 No 5,

স্বদেশ-সেবক

শ্রীমান সুভাষচন্দ্র বসু।

গত ১৬ই মে সোমবার মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

(ফরওয়ার্ডের সৌজন্যে)

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২১শ বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. XXI.
৫ম সংখ্যা। MAY, 1927. মে, ১৯২৭। NO. V.

জগতে ভারতের স্থান

একবার চোখ খুলে—দেখ—বোঝ—দেশবিদেশের তুলনায়

আমাদের কি দুর্দ্দশা!

		ইংলণ্ড	আমেরিকা	জাপান	ভারতবর্ষ
শিক্ষিতের হার	শতকরা	৯৩'০	৯৫'৪	৯৭'৮	*৫'২
জন্মহার	হাজারকরা	২০'২	২২'৪	২৪'১	+২৭'২
মৃত্যুহার	,,	১০'৮	৯'৮	১৫'৩	৩২'৫
শিশু মৃত্যু	,,	৬৯'২	৬৪'০	১০৫'০	ꙮ১৭৫'০
গড় আয়ু	বৎসর	৫০	৫৬	৪৭	২২'৯
জনাপ্রতি ধন	(Wealth)	৩৫০০৲	৭৬৪০৲	২৮৬০৲	২৭৮৲
গড়ে জনাপ্রতি আয়		৬।৵০	১৪॥/০	৪॥৶০	মাত্র /১০

গত বৎসর ভারতবর্ষে প্রতি মিনিট ২৩ জন মারা গিয়াছে

প্রতি মিনিটে ৪টী শিশু মারা গিয়াছে।

কি ভীষণ অবস্থা!

"The world owes a living only to him who earn it and gives it only "for value received"—System.

এই জগত—যাহারা জীবিকা অর্জ্জনে প্রকৃতই যত্নবান, কেবল তাহাদিগকেই আহার্য্য দিতে বাধ্য হয় এবং তাহাদের পরিশ্রম এবং চেষ্টার মূল্য অনুসারেই তাহা দিয়া থাকে। কিন্তু কয়জন লোকেরই বা সেরূপ ঐকান্তিকতা আছে?—বিশেষ বাঙ্গালায়? তবে বেকারের সংখ্যা না বাড়িবে কেন?

"Every man is the architect of his own fortune. A good voice and plausible manner his useful tools. প্রত্যেক লোকই তাহার অদৃষ্টরূপ সৌধ

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

নির্ম্মাণের রাজমিস্ত্রির, সুমিষ্ট স্বর এবং লোক রঞ্জক সংব্যবহার এই গুলি তাহার আবশ্যকীয় যন্ত্র স্বরূপ। একজন পাশ্চত্য কর্ম্মবীর এবং ধনপতি উপরোক্ত কয়েকটী মাত্র কথা বলিয়া ছিলেন। এ কথা খুবই সত্য যে লোকের কথা বার্ত্তার শ্রী এবং ভদ্রজনোচিত নম্র স্বভাব থাকিলে বহু লোকেরই হৃদয় জয় করিতে পারে। যে লোক বহু লোকের প্রিয় হইতে পারে, সেই লোক সৌভাগ্য গড়িয়াও তুলিতে পারে ইহা অসম্ভব নয়।

"Charm strikes the sight but merit wins the heart" মানুষের সৌন্দর্য্য ক্ষনেকের জন্য চক্ষুকে ধরিতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের গুণ হৃদয় জয় করিয়া থাকে এ কথা ভুল্‌লে চলবে না। অহরহ বেশ বিন্যাস এবং সৌন্দর্য্যের আবাদ করা অপেক্ষা চরিত্রের উৎকর্ষতা সম্পাদনে সময় নিয়োজিত করিলে লোক রঞ্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় ইহা সুনিশ্চিত। পুজ্যপাদ বিদ্যা-সাগর মহাশয় সুপুরুষ হইলেও এত লোক প্রিয় এবং শ্রদ্ধাভাজন হইতে নাও পারিতেন, যদি তাহার সৎ গুণাবলী না থাকিত। সুতরাং শুদ্ধ বিলাস বিভ্রমে বিলাসিতায় আপনার এবং দেশের অপকর্ষতা সাধনের প্রয়াস পাইও না, নিজের চরিত্র এবং মেধা শক্তির উৎকর্ষতা সম্পাদন করিয়া নিজের, দেশের এবং দশের কল্যাণ কর।

শ্রীমান সুভাষ চন্দ্র বসুর মুক্তি।

১৬ই মে সোমবার বেলা ১১টার পর বাঙ্গালার বড় আদরের সুভাষ চন্দ্র বসু বিনা সর্ত্তে মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা বারিষ্টার শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু মহাশয়ের ভবানীপুরের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে অব্যা-হতি দিয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য এবং শরীর এতদুর ভগ্ন হইয়াছে যে, ডাক্তারগণ লোককে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই মুক্তিতে বাঙ্গালায় হর্ষে বিষাদ ঘটিয়াছে, কারণ তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যেক লোকই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। ভগবান তাঁহাকে নিরাময় করুন এবং তাঁহাকে তাঁহার পুর্ব্ব কর্ম্মশক্তি প্রদান করুন। আর কিছু দিন আগে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলে গবর্ণমেণ্ট সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতেন। আমরা বাঙ্গালায় নূতন শাসনকর্ত্তা স্যার ষ্টান্‌লী জ্যাকসন, মহোদয়ের এই সৎ কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এবং সমগ্র দেশ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা এবং ভক্তি জ্ঞাপন করিতেছে। বাঙ্গালী জাতি অল্প অনুগ্রহেই গলিয়া যায়, শত ব্যথা সে ভুলিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া উঠে। এখন আমরা আশা করিতেছি, অপরাপর রাজ বন্দী দিগের মুক্তির দিকে তিনি মনোযোগী হইয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জনে সক্ষম হইবেন।

পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কটকের ভুতপুর্ব্ব উকীল সরকার রায় বাহাদুর শ্রীযুত জানকী-নাথ বসুর ৬ষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন—তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ৩৩ বৎসর। তিনি কটকের সরকারী স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাহার পর তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্কটীশ চার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হইয়া তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দর্শনশাস্ত্রে অনার্শ লইয়া বি, এ, পাশ করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া আই, সি, এস, হয়েন। তিনি ঐ পরীক্ষায় ইংরাজী রচনায় প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। সে সময় ভারতে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় ও সুভাষচন্দ্র সিভি-লিয়ানী চাকরী গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ইংলণ্ড ত্যাগের পুর্ব্বে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি কেম্‌ব্রিজ হইতে দর্শনে ট্রাইপস্ ডিগ্রি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের সম্পাদক ও জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মুক্তি-লাভ করিয়া সুভাষচন্দ্র আবার কংগ্রেসের কার্য্য আরম্ভ করেন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক হয়েন। মিউনিসি-প্যাল নির্ব্বাচনে তিনি বিনা বাধায় কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল সর্ব্বসম্মতিক্রমে কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

স্যার ষ্টান্‌লি জাক্‌সন বাঙ্গলার বর্ত্তমান গবর্ণর বাহাদুর স্বয়ং সুভাষ বাবুর মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ছিলেন।

সুভাষ বাবু খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, একটু একটু জ্বরও হয়, এক স্থানে তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন না

বঙ্গের সুচিকিৎসকগণই তাঁহার জীবন রক্ষার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

তাঁহার মুক্তির দিন ষ্টিমার ঘাটে বহু জনতা হইয়াছিল, দোকান পাট বন্ধ হইয়াছিল এবং এখনও দেশের সর্ব্ব স্থানেই তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্ম মঙ্গল কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা এবং সভা সমিতি হইতেছে।

সুভাষ চন্দ্রের মুক্তিতে

বিলাতের "ম্যাঞ্চেষ্টার" গার্ডিয়েন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে,বিনা বিচারে বাঙ্গালার যুবকদের এইরূপ ভাবে বন্দী করায় কোন ইংরাজই সুখী নহে। সরকারের এই পদ্ধতি অবলম্বন করায় স্পষ্টই প্রতীয় মান হয় যে ইংরাজ শাসন ভারতে ব্যর্থ হইয়াছে! যে রাজ্যে শাসন পদ্ধতির প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি থাকে, সেখানে এ কঠোর নিষ্পেশনের কোন প্রয়োজনই হয় না। ভারত সরকারের এখন প্রধান কর্ত্তব্য, ভারত বাসীর সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করা। বৈদেশীক শাসন প্রণালীতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। তাই ইহাই আমাদের একমাত্র পন্থা বলিয়া মনে হয়, যে ভারত যতদিন না স্বায়ত্ত শাসন পাইতেছে, ততদিন তাহার শান্তি নাই।

Useful Informations.

অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য।

বঙ্গীয় শিল্পবিভাগ।

সরকারী ইস্তাহার।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, বঙ্গীয় শিল্পবিভাগে একজন শিল্পজ্ঞ ইন্‌জিনিয়র নিযুক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় শিল্পীগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ লইতে পারিবেন তজ্জন্য কোনরূপ ফি দিতে হইবে না:—

(ক) ছোটখাট ফ্যাক্টরীর কল ও কারখানা বাড়ীর নক্সা তৈয়ারী।

(খ) আধুনিক কল-কব্জা ও তাহা চালাইবার উপযোগী মোটর, এঞ্জিন, বয়লার প্রভৃতি নির্ব্বাচন ও ক্রয় করা।

(গ) আধুনিক উন্নত প্রণালী অবলম্বনে কিরূপে ফ্যাক্টরী উদ্‌ভূত পণ্য দ্রব্যাদির মূল্য কমান যায়।

(ঘ) চল্‌তি কল-কব্জার যদি কিছু দোষ থাকে তাহা নির্ণয় ও সংশোধন।

(ঙ কাঁচা মাল বা যন্ত্রের দোষে শিল্পকার্য্য-প্রণালীর যে সমস্ত অসুবিধা বা সমস্যা উপস্থিত হয়, তাহার সমাধান করা।

২। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে দ্রব্যোৎপন্নের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া যাহাতে বিদেশীয় ও অন্য প্রদেশ হইতে আনীত মালের প্রতিযোগীতায় উহা বাজারে অবাধে বিক্রয় করা যাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে উপরোক্ত বিনামূল্যে পরামর্শের ব্যবস্থা করা হইল।

৩। সাহায্যপ্রার্থীকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে:—

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইন্‌জিনিয়র,
বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ,
৪০।১।এ, ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

চরকা ও হ্যামিল্‌টন—

স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের পল্লী জীবন হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতায় আমি এই টুকুই বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান রাজস্ব ভাণ্ডার হইতে যথোপযুক্ত সাহায্য দেওয়া হইলে শুধু চরকাই নহে, তাঁতও বাস্পীয় শক্তির সহিত অনায়াসে প্রতিযোগীতা করিতে পারে। বৎসরের ৪মাস কৃষিকর্ম্ম বন্ধ থাকায় ভারতীয় কৃষকগণ ঐ ৪মাস যদি চরকা ও তাঁতের কাজ করে, তাহা হইলে তাহারা বাজারের বস্ত্র অপেক্ষা সস্তাতেই বস্ত্র সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে।"

বিদেশিনীর চরকানুরক্তি

মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার জনৈক ইংরাজ বন্ধু লিখিয়াছেন, সুইজারলাণ্ড দেশীয়া ৭০ বর্ষ বয়স্কা কোন বৃদ্ধা রমণী এবয়সেও সুতা কাটেন। বার্দ্ধক্য বশতঃ কর্ম্মে অক্ষম হইয়াও তিনি সমস্ত শীতকাল তাঁত বুনেন ও চরকা কাটেন। অন্যান্য ঋতুতে ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়া যে টুকু সময় পান্, তাহা চরকাতেই নিযুক্ত করেন। এই চরকাই তাঁহার সমস্ত জীবনকে শান্তিময় করিয়া রাখিয়াছে।

বাঙ্গালী বীরাঙ্গণা

কলিকাতা চিৎপুর অঞ্চলের ১০ নং শ্রীনাথ মুখার্জ্জীর লেনে ডাকাইতদের উদ্ধত অস্ত্রের মুখ হইতে ডাকাইতদের হাত হইতেই ছোরা কাড়িয়া লইয়া এবং সেই ছোরার আঘাতে ডাকাইতকে আঘাত করিয়া শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ নন্দীর স্ত্রী স্বীয় স্বামীর জীবন রক্ষা করিয়াছেন। আজ প্রতি সংসারে এইরূপ বীরাঙ্গনার প্রয়োজন হইয়াছে। শক্তি স্বরূপিনী জননীগণ কি আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল।—এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫৬২৬ জন পরীক্ষার্থী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ৮৫৮৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। এ বৎসর শতকরা প্রায় ৫৪ জন ছাত্র পাশ করিয়াছে, গত বৎসর পাশ করিয়াছিল শতকরা ৫৮ জন। বাতাসের গতি কোন্ দিকে পাঠক তাহা বুঝিয়া লউন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক ফল সাধারণতঃ জুন মাসের পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় না। এ বৎসর পরীক্ষার ফল কিছু পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইল, এজন্য কর্ত্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

বন্ধকী পুত্র।

(প্রকৃত ঘটনা)

অনেক দিনের কথা বলিতেছি, জেলা মেদিনীপুরে, নিশ্চিন্তপুর মহকুমায় ধর্ম্মদাস বাবু মুনসেফী করিতেন। মৌলিক কায়স্থ, পিতার একমাত্র পুত্র। পিতা বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র পিতৃভক্ত পুত্রের উপার্জ্জনে সংসারক্ষেত্রে সম্ভ্রান্তভাবে দিনপাত করেন। প্রতি মাসে বেতনের সমস্ত টাকা ধর্ম্মদাস পিতার নিকটে পাঠাইয়া দেন, পিতাও মাসে মাসে পুত্রের আবশ্যক মত সমস্ত খরচ পত্র দেন। ২ মাস হইল, পুত্র আর পিতাকে টাকাও পাঠান না, পত্রও লিখেন না; অবশ্য বধুমাতা পুত্রের নিকটেই ছিলেন। বৃদ্ধ পিতা মনক্ষোভে, অভিমানে আজ তিন দিনের পথ অতিক্রম করিয়া পুত্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত। পরস্পর প্রণামালিঙ্গনের ও কুশলপ্রসঙ্গের পর টাকা না পাঠাইবার কারণ পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন।

পুত্র কহিল—বাবা বন্ধকী সম্পত্তি যত দিন দায় মুক্ত না হয়, ততদিন তাহাতে স্বত্বাধিকারীর ত কোন অধিকার থাকে না।

পিতা উত্তর করিলেন,—বাপু! বন্ধকী সম্পত্তি কি?—আমি ত বুঝিলাম না।

পুত্র। পিতা, বুঝিলে বোধ হয় এ সর্ব্বনাশ ঘটিত না। স্মরণ আছে কি আমাকে বন্ধক দিয়া আপনি এক দিন ৩০০০ টাকা লইয়াছিলেন। যতদিন সুদসমেত সেই ৩০০০৲ টাকা পরিশোধ না করিতে পারি, ততদিন আমার অর্থ আপনার নহে। ততদিন আমি আপনার পুত্রও নহি।

পিতা। স্থির হও ধর্ম্মদাস, স্থির হও। তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। ছুটী লইয়া বাটী চল; আমি তথায় বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করাইব।

পুত্র। চিকিৎসা পরে করাইবেন। আপাততঃ যাহা করিয়াছি শুনুন্:—স্মরণ আছে কি, ১১ বৎসর পূর্ব্বে এই নিশ্চিন্তপুরে এক নিরীহ ভদ্রলোকের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। কালমাহাত্ম্যে আপনার ন্যায় সদাশয়েরও মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইয়াছিল। নগদ ৩০০০৲ টাকা লইয়া আপনার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। আপনি জানিলেন—বিবাহ দিলেন, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই জানিল—বিবাহ দিলেন, আমিও তখন তাহাই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িয়াছে। শ্বশুর মহাশয় তাঁহার ভদ্রাসন জমাজমী প্রভৃতি সমস্ত বন্ধক দিয়া সেই ৩০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঋণ পরিশোধের উপায় কিছুই না পাইয়া, উত্তমর্ণের কটূক্তি অসহ্য বোধে, উদ্বন্ধনে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। বিধবা অল্প দিন পরে উত্তমর্ণের তাড়নায় সামান্য কুটীর আশ্রয় করিয়া, কোন দিন অনশনে, কোন অর্দ্ধাসনে দিনপাত করিতেছিলেন। আমি সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে তাঁহার ভদ্রাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। স্বয়ং সেই উত্তমর্ণদিগের নিকটে গিয়া বন্দোবস্ত করিয়া ভদ্রাসন তাঁহার নামে করিয়া দিয়াছি। আমার সামান্য খরচ ও সপুত্র বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় করিয়া আমার বেতনের যাহা অবশিষ্ট থাকে, গত দুই মাস সেই সমস্ত উত্তমর্ণকে দিয়াছি। ভবিষ্যতে যত দিন ঋণ পরিশোধ না হইবে, এই নিয়মে টাকা পরিশোধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি।

পিতা। আঃ! আবাগের বেটা! বলিস্ কি?

পুত্র। আর বলাবলি কি? প্রথমেইত বলিয়াছি যে, আমি আপনার বন্ধকী সম্পত্তি। যতদিন ঋণ পরিশোধ না হয়, এবং বিধবার সেই অপগণ্ড সন্তানের কোন একটা বন্দোবস্ত করিতে না পারি, ততদিন আমি আপনার পুত্র নহি, এবং আপনি আমার পিতা নহেন? নির্দ্দিষ্ট কালাবসানে আপনার পুত্র আপনারই থাকিবে।

পিতা অধোমুখে নিরুত্তরে, ভগ্নহৃদয়ে, মন্দগমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বলা বাহুল্য, ধর্ম্মদাস প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ হন নাই।

বঙ্গীয় যুবকগণ! আর উন্মত্ত ধনলিপ্সু পিতার লোভে বশীভূত হইয়া চিরজীবন ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইও না। পিতার পুত্র হইয়া থাক। দশের মধ্যে গণ্য মান্য হইয়া নিজে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পিতা মাতাকে বঞ্চিত করিও না। এই ঘোর দুঃসময়ে তোমরাই একমাত্র আশা। পিতা মহাশয়েরা আজ কন্যাদায়ে জড়িত হইয়া সভা করিতে যান, পুত্রের বিবাহ কালে কিন্তু সে কথা ভুলিয়া বসেন! আমরা ৮০০ শত বৎসর পরের জুতা মাথায় করিয়া বহিতেছি,—যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন আমাদের এই অবস্থাই থাকিবে। কেন আর আপনাআপনি ঝগড়া করিয়া মর।

আর কেন? পুরাতন “কাজের লোক” শেষ ...

আত্মবিরোধের প্রথম সোপান বিবাহে পণ প্রথা।

বাঙ্গলার যুবকগণ! ধনলোভী পিতার এই অপকর্ম্মের জন্য বাঙ্গালায় কত সংসার শ্মশানে পরিণত হইতেছে জান কি? কত কুমারী স্নেহলতার ন্যায় জলন্ত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে? ধিক তোমাদের শিক্ষা গৌরবে! ধর্ম্মদাসের ন্যায় পিতার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে পার না? উপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই, শ্বশুরের সর্ব্বশান্ত করিয়া নবাবী করিতে লজ্জাও হয় না?

গভর্ণমেণ্টের সাহায্য—বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের "কমিউনিকে প্রকাশ যে,—গোয়েন্দা বিভাগের অস্থায়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বিগত ১৯২৬ সালের ২৮শে মে তারিখে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে ঘাতক হস্তে নিহত হইয়াছেন। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট তাঁহার বিধবা পত্নী ও পুত্র কন্যাকে নিম্নলিখিত সাহায্য করিবেন—

(১) বিধবা পত্নী জীবিত থাকা পর্য্যন্ত মাসিক ১৩০৲ টাকা সাহায্য পাইবেন।

(২) ৫টী পুত্রের প্রত্যেকের ২৪ বৎসর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত মাসিক ৮০৲ টাকা করিয়া সাহায্য প্রদত্ত হইবে।

(৩) ১৯২৬ সালের ২৮শে জুন তারিখে দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হইয়াছে, ঐ তারিখ পর্য্যন্ত তাঁহাকে মাসিক ৭০৲ টাকা সাহায্য এবং ৩৫০০৲ টাকা বিবাহ ব্যয় প্রদত্ত হইবে।

(৪) তৃতীয় কন্যার বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত মাসিক ৭০৲ টাকা সাহায্য ও ৩৫০০৲ টাকা বিবাহ ব্যয় প্রদত্ত হইবে।

(৫) ভূপেন্দ্র বাবুর শব সৎকার ও শ্রাদ্ধাদির ব্যয় ১১২০৲ টাকা গভর্ণমেণ্ট প্রদান করিবেন।

গৃহ-শিল্প।

দীপ-শলাকা।

Specially written for Businessman.

আজ আমরা এই ঐশ্বর্য্যহীন হতভাগ্য দেশকে ঐশ্বর্য্যে, সম্পদে গৌরবে জাগ্রত কর্‌তে চাচ্ছি, কিন্তু সে প্রয়াসকে সফল করে তুল্‌তে চাইলে—সে প্রয়াসকে সত্য করে তুল্‌তে হ'লে, আমাদের নিত্য অতি প্রয়োজনীয় জিনিস গুলি গৃহে গৃহে হাতে হাতে তৈরি করে—বাজার হ'তে না কিনে ব্যবহার কর্‌তে হবে। একটা পরিবারে দশজন লোক থাক্‌লে তাদের কুড়ি খানা হাত যদি প্রতি রোজ দুঘণ্টা কাজ করে তা হ'লে হাতিয়ার অপেক্ষা হাতে বড় কম জিনিস উৎপন্ন হয় না। এবং তাতে সে পরিবারের ত বটেই, তা ছাড়া আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবাসীদেরও কিছু উপকার হ'তে পারে, এবং তাহাতে যে নির্ম্মল আনন্দ পাওয়া যায়, এবং তাহাতে যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তাহা বহুমূল্য দিয়াও পাওয়া যেতে পারে না।

দিয়েশালাই, সাবান, কালী, সুতা, জুতার কালী, ঔষধ, ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও বিলাসিতার জন্য তৈল, এসেন্স, আলতা, ইত্যাদি বহু জিনিসই ঘরে তৈরী করে বিমল আনন্দ উপভোগ করা যেতে পারে। তাতে অনেক পয়সা বেঁচে যাবে। কিন্তু বাজারে যেমন চক্‌চকা ঝক্‌ঝকা নয়ন তৃপ্তিকর লেবেল আঁটা জিনিসটী পাবে, এতে তা হবে না। সেজন্য মনকে একটু ঠাওরে নিতে হবে।

আজ দেশলাইএর কথাটা বলবো। প্রত্যেক গরীব পরিবারে মাসে অন্ততঃ এক ডজন দেশালাই খরচ হয়ে থাকে। তার দাম মাসে কমপক্ষে তিন আনা ধর্‌লেও বৎসরে সোয়া দুই টাকা লাগে, আর যদি বাজারে দেশলাই না কিনে আমরা প্রত্যেকে ঘরে ঘরে নিজ নিজ আবশ্যকানুযায়ী দেশলাই তৈরি করে লই, তা হ'লে বছরে আট আনার বেশী খরচ হয় না। আমি তাই করি। কিরূপে প্রস্তুত ক'রে তা আমি ব্যবহার করি, তাই বলে দিচ্ছি।

দেশলাই প্রস্তুত কর্‌তে প্রথমেই তার শলার কথাটাই মনে জেগে উঠে। সকলেই সেই কথাটাই বার বার জিজ্ঞেস করে থাকে। এই সমস্যাটা সমাধান হলেই দেশলাই তৈরী সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে ধানের ক্ষেতের ধারে বর্ষার জলের স্রোত নিবারণের জন্যে ও ক্ষেতে পলি পড়ার জন্য ধন্‌চে নামক একপ্রকার গাছের বীজ ধান বোনার সময় রোপন করে, কোন কোন স্থলে বা এইগাছ পূর্ব্ব বৎসরের বীজ পড়ার জন্যও আপনি জন্মে থাকে। গাছগুলি প্রথমে পাটের গাছের ন্যায় লম্বা হয়, ওপরে ইহাতে শাখা প্রশাখাও হয়ে থাকে। গাছগুলি পাটের গাছের মতই বড় হয়, কোন কোন স্থানে তদপেক্ষা বড় ও মোটা হয়। কৃষকগণ অগ্রহায়ণ মাসে ইহা দ্বারা জ্বালানি কাষ্ঠ প্রস্তুত করে ও বীজগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখে। এই গাছের কাষ্ঠ দ্বারা বিদেশী দেশলাইএর ন্যায় বেশ কাঠি হাতে তৈরী করা যায়। এগুলি বেশ সরল এবং নরম।

এই ধন্‌চে-গাছের কাঠ তিন কি চারি আঙ্গুল লম্বা করে কেটে অনেকক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখ্‌বে। অথবা গরম জলে সিদ্ধ করে লইবে। তারপর সেগুলি ধারাল দা দিয়ে ফেড়ে তক্তার মত করবে। সেই তক্তা-গুলি ধারাল-সুপারী কাটা জাঁতিতে শলার আকারে ফেড়ে নিবে। কাটতে

কাটুতে অনেক নষ্ট হবে, তার জন্ত ভাবনা নেই। কারণ এ কাঠ যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং একটী পরিবারের এক বৎসরের জন্ত ২টী মোটা কাঠ হলেই যথেষ্ট কাঠি তৈরী হ'তে পারে।

একটু বড় রকম ধারাল দশখানা জাঁতি যদি তৈরী করা যায় এবং দশজনে যদি ঐ জাঁতিতে এই কাঠি তৈরী করে, অথবা গ্রামের নিঃস্ব মহিলারা যদি এইরূপে কাঠি তৈরী ক'রে কোন একজনের নিকট বিক্রয় করে, তা হ'লে বোধ হয় একটা পল্লীতে যত কাঠির প্রয়োজন হ'তে পারে, তা যোগান যায়। এতে তাদেরও কিছু অর্থাগম হতে পারে। কলে তৈরী কাঠি অপেক্ষা ইহা অনেক সুলভে হতে পারে বলিয়া মনে হয়।

তারপর সপট্-প্যারাফিন গরম ক'রে তেলের মত হ'লে তাতে ঐ কাঠিগুলি ডুবাইয়া লইবে, তার মুখে নিম্নলিখিত মস্লা লাগাবে।

ক্লোরেট অব পটাশ	৩২ ভাগ।
বাই ক্রোমেট অব পটাস	১২ ভাগ।
অক্সাইড অব লেড্	৩২ ভাগ।
সালফেট্ অব এন্টিমণি	২৪ ভাগ।

সবগুলি মস্লার গুঁড়া আলাদা আলাদা রেখে ক্রমে, শিরিষ আঠা, গঁদের আঠা বা গাবের আঠার সহিত মিশাইয়া কাদার মত করবে এবং কাঠির মুখে লাগাইয়া শুকাইয়া লইবে।

ঐ আঠা গুলির মধ্যে গাবের আঠা দ্বারাই আমরা ভাল ফল পেয়েছি। কারণ, গাবের আটা বর্ষায় ঘামে না এবং কাঠির মুখ হ'তে সহজে খ'সে পড়ে না। বেশ শক্ত থাকে। তা ছাড়া পূর্ববঙ্গে গাব ফলের অভাব নেই। বিনে পয়সায় বনে জঙ্গলে যথেষ্ট পাওয়া যায়, একটু কষ্ট করে পেড়ে আনা যা পরিশ্রম।

এই গাব, গাছ থেকে কাঁচা পেড়ে তার বোঁটা গুলি বেশ করে ফেলে দিবে। পরে কতকগুলি গাব ঢেঁকিতে কুটে—ও টিপে রস্ বেড় করে লইবে। এই রসে মস্লা গুলি এমন ভাবে মিলাবে, যেন কাঠির মাথা ডুবালেই কাঠিতে বেশ লেগে যেতে পারে। বেশী পাতলা বা বেশী ঘন না হয়।

যদি এক সময়ে বেশী কাঠি তৈরী করা আবশ্যক হয়, তবে এই মসলাযুক্ত রস বেশী করে তৈরী করে একখানা থালা বা টিন দ্বারা প্রস্তত কোন প্রশস্ত পাত্রে ঢাকিয়া রাখিবে।

দুখানা ৩।৪ অঙ্গুলী প্রস্থ ও এক হাত লম্বা তক্তার একখানিতে কাঠিগুলি ডুবে থাকতে পারে এমন ভাবে অল্প ফাঁকে ফাঁকে খাঁচ কাটবে এবং এক মুঠা কাঠি নিয়ে ঐ তক্তার উপর হাতের তালু দিয়ে ঘসে দিলেই কাঠি গুলি খাঁচে খাঁচে বসে যাবে, যেন সবগুলি কাঠিরই এক মুখ কিছু বাহির হইয়া থাকে। তারপর দ্বিতীয় তক্তাখানা ঐ কাঠি যুক্ত তক্তার উপরে দিয়ে দুদিকে বল্টু যুক্ত স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিবে। তা হলে আর কাঠিগুলি পড়ে যাবে না এবং দেখতে ঠিক চিরুণীর মত হবে। তখন ঐ মসলাযুক্ত থালে বা পাত্রে ডুবালেই সবগুলি কাঠির মুখে একবারে মস্লা লেগে যাবে। তার পর স্ক্রু খুলে কাঠিগুলি রৌদ্রে শুকাতে দিবে। এইরূপে এক একবারে একশ দেড়শ কাঠিতে মস্লা লাগান হ'তে পারে।

এই তৈরী কাঠিগুলি মেটে ভাঁড়ে বা বাঁশের চোঙায় মসলাযুক্ত মুখ নিচে রেখে ভাল করে ঢেকে রাখ্বে। এই হলো শলাই বা দেশালাই।

তারপর এমরফস্ ফস্ফরাস বা রেড ফস্ফরাস ও সালফেট্ অব এন্টিমণি সমান ভাগে কিছু বালি সহ গাবের আঠার সহিত কাদার মত ক'রে একখানা মোটা পিস্বোর্ড বা তক্তার উপর লাগাইয়া লইবে। এই কাগজ বা তক্তা একস্থানে ঝুলায়ে বা দেয়ালে এঁটে রাখ্বে।

ঐ শলা এই বোর্ডে ঘর্ষণ করলেই জ্বল্বে।

বাড়ীর নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্য এতে বেশ চলে যাবে। বর্ষায় সেঁতসেঁতে হবে না ও কাঠি খরচও কম হবে।

মসলাগুলি সবই কলিকাতা বটকৃষ্ণ পাল অথবা ঐরূপ কোন বড় ঔষধের দোকানে কিন্তে পাওয়া যায়, দামও বেশী নয়।

কিন্তু এতে বাক্স তৈরী হলো না বলে পকেটে রাখা বা রেল ষ্টিমারে লওয়ার সুবিধা হলো না। সুতরাং সে সুবিধে দূর করার জন্য পিচ্‌বোর্ড দিয়ে কিছু বাক্সও তৈরী করা যেতে পারে। এবং সেই বাক্সের ধারে ঘর্ষণের মস্লা লাগায়ে রাখ্লেই কাজ চল্তে পারে।

বিদেশী দেশলাই বাক্সে ৮০ হইতে ৯০টী করে কাঠী থাকে। এইরূপ কাঠাযুক্ত বাক্সের একশ বাক্স তৈরী করতে আমার মাত্র ।৹ আট আনা খরচ হয়েছে।

ইহা তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে লাভ করবার আশা দুরাশামাত্র, প্রতি-যোগীতায়, চাকচিক্যে, বাক্সে ও প্যাকিং এ ও দোকানদারকে লাভ দিয়ে বিক্রি করতে ও যোগান দিতে পারা যাবে না। সুতরাং সে চেষ্টা না ক'রে বরং দরিদ্রদিগকে ও গ্রামের প্রতিবাসীদিগকে দিলে যথেষ্ট লাভ হবে ও মন বেশ খুসী হবে।

ঘরে ঘরে যদি সকলেই এইরূপে ইহা তৈরী করে ব্যবহার করতে আরম্ভ করে তবে বিদেশী বর্জ্জনের সার্থকতা হয়।

ডাঃ শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী।
হিমাইতপুর, (পাবনা)।

মহত্বের ছবি।

গ্যালী-স্লেভ।

ফ্রান্সে আগে এইরূপ একটা আইন ছিল, যে কোন যুবাপুরুষ কোন অপরাধে অপরাধী হইলে তাহাকে ফ্রান্সের কোন একটা সমুদ্র বন্দরে পাঠাইয়া দেওয়া হইত, সে সেখানে গভর্ণমেণ্টের কোন বোটে দাঁড় টানিবার কার্য্যে নিয়োজিত থাকিত। এইরূপে যাহারা দণ্ডিত হইত, তাহাদিগকে বলিত "Gally-Slave."

একবার এক সুশ্রী সবলকায় যুবক সামান্য অপরাধের জন্য এক বৎসরের জন্য গ্যালী-স্লেভ হইয়া এক সমুদ্র বন্দরে প্রেরিত হইয়া ছিল।

যুবক একদিন সুযোগ পাইয়া সমুদ্র-বন্দর হইতে পলায়ন করিল। শরীরের সামর্থ ছিল, রক্ষীগণ তাহার পশ্চাদানুসরণের পূর্ব্বে সে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল। যুবক ক্রমাগত অনাহারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে—তিনদিন তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই।

একদিন রাস্তায় আসিতে আসিতে দেখিতে পাইল, একস্থানে গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহার টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে—

"যে কেহ পলাতক "গ্যালিস্লেভ" কে ধরিয়া মেয়রের নিকট উপস্থিত করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে ৫০ ফ্রাঙ্ক (ফ্রান্সের চলিত মুদ্রা) পুরস্কার প্রদত্ত হইবে"

যুবক তাহা পাঠ করিয়া বুঝিল এ আমাকেই ধরিবার আয়োজন।

মধ্যাহ্ন তপন আকাশের মধ্যস্থলে প্রখর কিরণ বিতরণ করিতেছেন, ক্ষুৎ পিপাসাতুর যুবক পুনরায় মাঠের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিল, বহু দূর অগ্রসর হইয়া সে একখানি জীর্ণ কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এক কৃষক তাহার ৩।৪টী শিশুকে লইয়া নিকটস্থ এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া বসিয়া আছে, অনতিদূরে কৃষকপত্নী তৃণাস্থাদিত ক্ষেত্রে ভূমির উপর নিদ্রা যাইতেছে। যুবক যাইয়া ভদ্রতা ব্যঞ্জক অভিবাদন করিয়া বলিল, মহাশয়! আজ তিন দিন আমি অনাহারী, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক প্রায়—যদি কিছু খাদ্য এবং একটু শীতল জল পান করিতে দেন, তাহা হইলে আমার জীবন রক্ষা হয়।

কৃষক যুবকের মুখ পানে তাকাইয়া বলিলেন, আমাদের অবস্থাও তোমা চেয়েও শোচনীয়। এই বলিয়া যুবককে ইঙ্গিত করিয়া বসিতে বলিবেন এবং ত্রস্ত ভাবে উঠিয়া অদূরে একটী ছোট স্রোতস্বিনী হইতে এক গ্লাস জল আনিয়া, নিজেদের কৌটা হইতে ১ খণ্ড রুটী বাহির করিয়া যুবককে দিলেন, আর বলিলেন, এমনি আমার দুর্দ্দিন যে একজন ক্ষুৎ পিপাসাতুর পথিককে আতিথ্য সৎকার করিবারও আজ আমার শক্তি নাই।

যুবক সেই রুটী টুকু খাইয়া এবং জল পান করিয়া একটু সুস্থ হইল শিশু গুলি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

একটু পরে কৃষক বলিতে লাগিল; আমাদের আজ বড় দুর্দ্দিন, ঐ যে কুটীর খানি দেখিতেছ, উহাতে আমরা প্রায় পাঁচ বৎসর ছিলাম। আর সামান্য কিছু জমী জমা করিয়া লইয়া আমি এবং আমার স্ত্রী আবাদ করিয়া এক রকমে দিনাতিপাত করিতেছিলাম। অবসর সময়ে আমরা দিন মজুরীও করিতাম। আজ প্রায় ২ বৎসর হইল, এক স্থানে কাজ করিতে করিতে আমার পায়ের হাটুর উপর একটা ভারি জিনিস পড়ায় আমি প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়াছি। আমরা গরীব লোক, না খাটিলে দিন যাওয়া ভার, আমার স্ত্রী পরিশ্রম করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিয়া কোনরূপে সংসার চালাইয়াছে বটে, কিন্তু গুরু পরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে—সেইজন্য আমরা ঐ কুটীর খানির ভাড়া অনেক দিনই দিতে পারি নাই, বাকী পড়িয়াছে। সেইজন্য আজ ২ দিন বাড়ীর জমীদার আমা-দিগকে আমাদের কুটীর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে এবং ভাড়ার জন্য আমাদের যৎ সামান্য যাহা গৃহ সামগ্রী ছিল। তাহা আটকাইয়া রাখিয়াছে, আমার স্ত্রী প্রায় ১ সপ্তাহ পীড়িতা, এমন কিছু নাই যে তাহা দ্বারা শিশু গুলির জীবন রক্ষা করি। যদি আমরা কোনরূপে ২০ ফ্রাঙ্ক সংগ্রহ করিয়া বাড়ীর মালিককে দিয়া শান্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে একটা উপায় হইতে পারিত কিন্তু তাহার কোন আশাই তো দেখিতে পাইতেছি না। কৃষকের চক্ষু দিয়া ২।৩ ফোটা উত্তপ্ত অশ্রু তাহার গণ্ড দেশ বহিয়া ভূতলে পতিত হইল। অশ্রু মুছিয়া কৃষক যুবককে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? যুবক ইতস্ততঃ না করিয়াই বলিল, আমি একজন পলাতক আসামী, কোন অপরাধের জন্য আমি দণ্ডিত, গেলিস্লেভ হইয়া—গবর্ণমেণ্টের এক

খানা বোটে কাজ করিতেছিলাম একদিন সুযোগ পাইয়া আমি পলাইয়া আসিয়াছি।

কৃষক যেন একটু শঙ্কিত এবং উৎকণ্ঠিত হইল। পলাতক কয়েদী?—

আজ্ঞা হা মহাশয়, আমার জন্ম আপনার কোন চিন্তা বা ভয়ের কারণ নাই কিন্তু আপনার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আমি অতিশয় কাতর হইলাম। আর আমার বোধ হয়, আপনি আমার একটা প্রস্তাবে সম্মত হইলে আপনার একটা প্রতিকারও হতে পারে? কৃষক বলিল, কি বলুন, আমি হয়তো চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারি।

যুবক বলিল, কাজ খুব শক্ত নয়, শুনুন। আমি পলাতক কয়েদী, রাস্তায় আসিতে আসিতে দেখিলাম, গবর্ণমেণ্ট ইস্তাহার দিয়ে ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে কেহ আমাকে ধরাইয়া দিতে পারিবে সে ৫০ ফ্রাঙ্ক পুরস্কার পাইবে। আপনি যদি আমার কোমরে দড়ী বান্ধিয়া নিকটের কোন থানায় অথবা মেয়রের নিকট দিতে পারেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আপনি ৫০ ফ্রাঙ্ক পুরস্কার পাইবেন। এই অর্থে আপনি আপনার কুটীর খানি খালাস করিয়া লইয়া নিরাশ্রয় শিশুগুলিকে রক্ষা করিতে পারেন। "আর না"—কৃষক বাধা দিয়া বলিল—আর আপনাকে বলিতে হইবে না, আমি দীন হীন বলিয়া কি এতদুর আমাকে নীচাশয় মনে কর যে, একজন অতিথিকে এইরূপে ধরাইয়া দিয়া আমার নিজের স্বার্থের জন্য এতদুর করিতে পারি? আমরা অনাহারেই মরিব।

যুবক বলিল, আমার পরিত্রাণের কোন উপায় নাই, আমি একদিন ধরা পড়িবই। অথবা কোন দিন নিজেই ধরা দিব। কিন্তু আজ যদি আপনি উপলক্ষ মাত্র হইয়া ধরাইয়া দেন, তাহা হইলে ঐ বিশুষ্ক ম্লান মুখ শিশুগুলির জীবন রক্ষা হয়—তাহার পর যখন আমি মুক্তি লাভ করিব, তখন আপনার নিকট আসিয়া যাহাতে আপনার এই দুর্দ্দশা মোচন হয়—তাহা করিয়া ধন্য হইব। সুতরাং এতে আপনার কোন দোষ হইবে না।

যুবকের অনেক যুক্তি তর্কে অবশেষে কৃষক তাহারই কথায় স্বীকৃতও হইল। সে দিন কোনরূপে যৎ কিঞ্চিৎ আহারাদি করিয়া সেই বৃক্ষতলেই সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

* * *

পরদিন প্রাতঃকাল। প্রাতঃ সূর্য্য ধীরে ধীরে পূর্ব্ব দিক লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া উদিত হইতেছেন, পাখীর কলরবে ইতিমধ্যেই প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

যুবক গাত্রোত্থান করিয়া কৃষককে জাগাইয়া বলিল মহাশয়! চলুন আমাকে থানায় লইয়া চলুন, আপনি চলিতে অক্ষম আমি আপনাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইব এবং থানার নিকটে আপনি আমার কোমরের দড়ী ধরিয়া কোনরূপে মেয়রের নিকট দিলেই কাজ শেষ হইবে।

কৃষক ও পত্নী কান্দিয়া ফেলিল—বলিল যুবক আমাদিগকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। এ কার্য্য আমাদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব। যুবক বলিল, আপনি এ জন্য ব্যাকুল হইবেন না, ফ্রান্সের সুদক্ষ ডিটেক্‌টীবের চক্ষু এড়াইয়া আমি নিশ্চয়ই অধিক দিন মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিতে পারিব না। অথচ আমার এই নশ্বর দেহ দ্বারা যদি কাহারও এতটুকু উপকার করা যায়, তাহাতে বাধা দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য হইবে না। চলুন চলুন— সময় নষ্ট করিয়া কোন ফল নাই।

যুবকের এই সকল যুক্তি দ্বারা কৃষক নিতান্ত অনিচ্ছায় যেন মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় তাহার দ্বারা চালিত হইতে লাগিল। যুবক স্বয়ং তাহার কোমরে একটা রজ্জু বান্ধিয়া কৃষকের হস্তে দিল। কৃষক পত্নী সাশ্রু লোচনে এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় যুবকের মুখের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কৃষক বলিল, এই শিশুগুলি এবং আমার স্ত্রীকে কোথায় রাখিয়া যাই—ইহাদের খাইবার সংস্থান নাই, আশ্রয় নাই, ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইলে হয় না। যুবক বলিল খুবই ভাল হবে।

* * *

সকলে প্রস্তুত হইয়া ধীরে ধীরে মাঠের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। যুবক বলিষ্ঠ, কৃষককে স্কন্ধে লইয়া অগ্রগামী হইল। মাঠ অতিক্রম করিয়া তাহারা রাজপথে উঠিল। যুবক সেই স্থানে কৃষককে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া কৃষক পত্নীর এবং ছেলে গুলির দিকে দেখিলেন, তাহারা এখনও দূরে ধীরে

ধীরে অগ্রসর হইতেছে। ক্ষুধায় রোগে কাতরা রমণী ছেলেগুলিকে লইয়া যেন আর হাঁটিতে পারিতেছে না। যুবক অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অদূরে একখানা গাড়ী দেখা যাইতে লাগিল—গাড়ী খানা নিকটে আসিতেই যুবক জিজ্ঞাসা করিল, আমাদিগকে মেয়রের আদালতে লইয়া চল।

গাড়োয়ান বলিল, আপত্তি নাই, তবে ভাড়া দিতে পারিবে তো?

ভাড়া গবর্ণমেণ্ট দিবে, আমি পলাতক আসামী—আমাকে লইয়া যাইলে তোমার ভাড়ার ভাবনা নাই।

ইতিমধ্যে কৃষক পত্নী অতি কষ্টে তাহার শিশু গুলিকে লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল এবং সকলে গাড়ীতে উঠিয়া মেয়রের বিচারালয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

* * *

মেয়রের বিচারালয়। জীর্ণ শীর্ণ কৃষক যুবকের কটীবদ্ধ রজ্জু ধরিয়া কম্পিত চরণে মেয়রের সম্মুখীন হইল। যুবক নত মস্তকে দণ্ডায়মান।

মেয়র। তুমি এই পলাতক কয়েদীকে গ্রেপ্তার করিয়াছ?

কৃষক নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, একটী কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারিল না। যুবক বলিল "হাঁ মহাশয় ইনিই আমাকে বন্দী করিয়াছেন। মেয়র বিস্মিত নয়নে একবার কৃষকের মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন ইহা কি সম্ভব? এই বলবান যুবককে তোমার ন্যায় বৃদ্ধ জীর্ণ শীর্ণ লোকের বন্দী করা কি সম্ভব? মেয়র বন্দীর ফটোগ্রাফ আনাইয়া দেখিলেন, এই সেই পলাতক বন্দী বটে। মেয়র বলিলেন, কৃষক সত্য ঘটনা তুমি নিশ্চয়ই গোপন করিতেছ বোধ হইতেছে?

কৃষক। হুজুর সত্যই তাই, আমার দ্বারা যুবককে বন্দী করা বাস্তবিকই অসম্ভব। এই বলিয়া সে নত জানু হইয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার বর্ণন করিয়া সাশ্রুলোচনে যুবকের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিল।

মেয়র চঞ্চল হইলেন, যুবকের মহত্ব ও স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন—যুবক তুমি কেন পলাইয়া ছিলে?

যুবক নির্ভীক ভাবে বলিল, আমার ন্যায় বলিষ্ঠ যুবককে গেলিসেভ করিয়া রাখিলে আমার জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যায়, অবশ্য আমি অপরাধী, বন্দী অবস্থায় পলাইয়া যাইলে যে কঠোর দণ্ড হয়, তাহাও জানি। কিন্তু ক্ষণিকের উত্তেজনায় আমি এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

মেয়র তাহার অপরাধ পুস্তক আনাইয়া দেখিলেন, যুবকের দণ্ডকাল প্রায় অর্দ্ধেকপূর্ণ হইয়াছিল। তাহার এই মহৎ স্বার্থ ত্যাগের জন্য তাহাকে মুক্তিদান করিলেন।

কৃষককে ৫০ ফ্রাঙ্ক পুরস্কার প্রদত্ত হইল।

মুক্ত বায়ুতে উভয়ে বাহির হইয়া আসিয়া পরস্পরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। যুবকের মুক্তিতে কৃষক পত্নীর হর্ষের সীমা রহিল না যুবকের নাম ছিল রিকস্। রিকসের আর কেহ ছিল না সুতরাং সে কৃষকের সহিত তাহার কুটীরে যাইয়া জমীদারের নিকট কুটীর খানি খালাস করিয়া লইয়া তাহাদিগকে সেইস্থানে স্থায়ী করিয়া নিজের কাজ কর্ম্মের চেষ্টায় চলিয়া গেল। কি কার্য্যে সে নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহা জানি না, কিন্তু তাহার পরিশ্রম লব্ধ অর্থ সে সপ্তাহে সপ্তাহে কৃষককে পাঠাইয়া দেওয়ায় কৃষকের দৈন্য দশা দূর হইয়াছিল। এই ঘটনা বহু দিনের কিন্তু যুবকের মনুষ্যত্বের এই অমর কাহিনী আজও Goden deeds নামক পুস্তকে এবং জগতের সমস্ত মহত্বের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া রহিয়া গিয়াছে। কত যুগযুগান্তরও হয় তো চলিয়া যাইবে, এই কাহিনী তখনও অমর অক্ষয় থাকিবে।

সম্পাদক

আগে অর্জ্জন তবে তর্জ্জন গর্জ্জন।

এবারকার জেলে পাড়ার সংওয়ালারা উপরের ঐ কথাটী বলেছিল। কথাটা খুবই মূল্যবান। আমরা গঠন করিব, আমলা-তন্ত্রকে অচল করিয়া তুলিব, এ সব শুনতে বেশ। কিন্তু হাতে এমন সঙ্গতি নাই যে তার দ্বারা একটা ডালির দোকানও কর্ত্তে শতকরা ৮০ জনেরও সাহস হয়—এ দিকে হু হু করে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্চে—হুজুগে মেতে আকাশ কুসুমের কল্পনা নিয়ে ঘরে হাড়ি ঢন্ ঢন্—কেঁড়ে ঠন্ ঠন্ করে উঠ্‌চে, অথচ স্বরাজ স্বরাজ করে বহু ছেলে—বহু লোক রাজ-রোষে জেলে পচে মলো, কিন্তু স্বরাজ বা গঠন এ সকলের একটিও দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। অর্থাভাব হলে—দারিদ্র বৃদ্ধি হলে কোন কিছু হবার নয়—এটাও মাথায় ঢুক্‌লোনা। সেই জন্য আগে অর্জ্জন—সঞ্চয় করে তারপর তর্জ্জন গর্জ্জন কল্লে সেটা মানায়ও ভাল—হয়ও ভাল। দেশের যাঁরা নেতা তাঁদের উপর ক্রমে যেন দেশের আস্থা

কমে যাচ্ছে, উপকথা শুনিয়ে আর কতদিন চলে? বাস্তব কিছু না হলে লোকের আস্থা থাকবে কেন? তাই যেমন করেই হউক. হুজুগ ছেড়ে দিয়ে আসলে কিছু করা দরকার হয়ে পড়েছে। আসল হচ্ছে সকলেরই কিছু অর্জ্জনের পন্থা দেখা, তারপর গর্জ্জন না কল্লেই যদি না থাকা একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে, তা শেষে কল্লেও চল্‌বে।

দেশের যে এত কাপুরুষত্ব—এত নিশ্চেষ্টতা, এর মূলে আছে আমাদের ভীষণ অর্থ কষ্ট, গড়ে সমুদয় সাধারণ লোকেই প্রায় ঐ দশা। অথচ কোন বিষয়ে সকলে সংঘবদ্ধ না হলেও কিছু হয়ে ওঠে না। দেশকে সকলেই ভালবাসে, কিন্তু পয়সার অভাবে অন্তরের সেই দেশপ্রেমটুকু তথাকথিত মুখের স্বদেশ প্রেমে দাঁড়িয়ে যায়। কোমরের বল নাই, অর্থ নাই, দরিদ্র হলে সকল সৎগুণই নষ্ট হয়ে যায়—হৃদয় দুর্ব্বল হয়, সাহস আসে কেমন করে? সুতরাং সে লোক কাপুরুষ হতে বাধ্য হয়। তাই প্রতিদিন কিছু অর্জ্জন কর্ত্তে হবে, অর্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় করে বুকের কলিজাটা দৃঢ় কর্ত্তে পাল্লে তবে সে সাধারণ কাজে নাম্‌তে সাহসও কর্ব্বে। অর্জ্জন এক পয়সাও নাই, আর ফাঁকা তর্জ্জন গর্জ্জন নেহাৎ বে-মানান। রাজার রাজকর সকলে দিতে পারে না, আর অসংখ্য কল্পিত খেয়ালের জন্য লোকে চাঁদা দিতে চাইবে কেন? তাই দেশের বেকার গুলোকে আগে অর্জ্জন কর্ত্তে শিক্ষা দেওয়াটাই এখন মস্ত বড় কাজ, আর পুণ্যের কাজ। বনেদ আল্‌গা থাকলে ইমারৎ টেকে না; দুদিনের হুজুগ পেটের জ্বালায় ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তার মানে পয়সা নাই লোকে ক্রমে বুঝতে পারে, এ বাজে ধান্দায় কোন ফল নাই—পেছিয়ে পড়ে। তাই আগে অর্জ্জন- তারপর তর্জ্জন গর্জ্জন। এই সারবান কথাটা বুকের উপর রক্তাক্ষরে লিখে রেখে দিতে হবে। অর্থের অভাব হলে মানুষ কাপুরুষ তো হয়ে যাবেই। হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, উৎকলবাসী বাঙ্গলায় পয়সা লুটে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা বাঙ্গালী লম্বা কোঁচা দুলিয়ে বাবু সেজে থিয়েটার বায়স্কোপ দেখে আর্টের তারিপ করে বেড়াচ্ছি, অথচ অধিকাংশ বাঙ্গালীর ঘরে দুটী শাক অন্নের সংস্থানও নাই। সে ফাঁকা মান নিয়ে উপবাস দিয়ে মচ্ছে—আর ফুটবল খেলা নাচ গানের সমালোচনায় কি করেই জীবনের গোনা দিন কটা কাটিয়ে দিচ্ছে? এ মোহান্ধতা কতদিনে কাট্‌বে? যাদের ঘরের পেছটান ঘুচাবার সামর্থ নাই, তারা আবার অগ্রসর হয়ে দেশের কাজ কর্ব্বে এ কেমন করেই বা কল্পনায় আসে? এই মুহূর্ত্ত হতে আগে প্রতিজ্ঞা করে মান অভিমান ভুলে লম্বা কোঁচা গুড়িয়ে মালকোচা মেরে যেমন করে হউক, প্রতিদিন কিছু কিছু উপার্জ্জন করে দেখ দেখি, তোমার সাহস উৎসাহ পুরুষত্ব সব ফিরে আস্‌বে—আবার তুমি মানুষ হবে তখন নিশ্চয়ই তুমি দেশের দশের কাজকর্ম্ম করবে এবং করতে পারবে।

কুটীর শিল্প।

কুটীর শিল্প অনেক, এই "কাজের লোকে" উপায়ও দেখিয়ে দিয়েছি অনেক। কেহ তার একটা নিয়েও কাজ কল্লে তার সৌভাগ্য ফিরতে পারতো। দেশের অভাব অনেক, কিন্তু তা ঘুচাবার আসল প্রচেষ্টা খুব কম লোকের—নাকে কান্দলে দুঃখ দৈন্য ঘুচ্‌বে না, কর্ম্মক্ষেত্রে ক্ষুদ্র একটা কিছু নিয়েই তাকেই ইষ্ট মন্ত্রের ন্যায় বোধ করে যে সাধনায় লাগে, তারই কিছু হয়। তেমন ঐকান্তিকতা কয় জনের আছে? চরকা তাঁত কত কুটীর শিল্পের কত প্রচেষ্টাই দেখ্‌লাম, দুদিন করেই চরকার সরঞ্জাম ছেলেদের খেলনা হলো, তাঁত জ্বালানী কাষ্ঠ হয়ে উনুন পূজায় লেগে গেল। এইতো দেখে আস্‌ছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প দ্বারা দেশের অভাব মিটান যায়, এ একেবারে খুবই সত্য। কিন্তু সে একাগ্রতা, পরিশ্রমশীলতা, ধৈর্য্য এ সব বাঙ্গালীর বুক থেকে অনেক কাল কোথায় চলে গেছে। অনায়াসে যা পেতে পারে, তা যত অল্পই হউক, তাতেই সে তৃপ্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার নাই। কানা বেরাল আর-সুলা ধরে খেতে পারেলেই সন্তুষ্ট। এ জাত কি আর ওঠে? একেবারেই অধঃপাতে গিয়েছি তো। যার যেমন অবস্থা, তার তেমনি কিছু করবার কুটীর শিল্পও আছে, কিন্তু বাবু মেরে যেয়ে সে ক্ষুদ্র কাজ চখে ধরে না—পছন্দ হয় না। বড় বড় কারবারের বুলি কপ্‌চে বেড়াই—এ দিকে ঢোঁড়া ধরবার শক্তি নাই, কেউটে ধরবার সাধ। যারা বেকার—মূলধন নাই, তাদের দুর্দ্দশা ভোগ করা অপেক্ষা নিজেদের কিছু কিছু কুটীর শিল্প নিজেরা মাথায় করে বিক্রি করে অবশ্যই

বেড়াতে হবে। এমন যে কেউ কচ্চে না তা নয়। ট্রেণে দেখ্‌তে পাবে, অনেক যুবক নিজেদের ৪।৫টা জিনিস করে মাসিক টিকিট নিয়ে পাসেঞ্জারদিকে বেচে বেড়াচ্চে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষ গুলি তাদের কুটীর শিল্প তারা বলে—আমাদের এ কাজ ৫০।৬০৲ মাহিনার চাকরী অপেক্ষা ভাল, তারা ১০।১১টার সময় হতে প্রত্যেক ট্রেণে যাওয়া আশা করে, সকালে জিনিসগুলি প্রস্তুত করে মেয়ে ছেলে দিকে দিয়ে আসে। তারা লেবেল আঁটে, ঠিকঠাক করে রেখে দেয়, বাড়ীর সকলেই বিশ্রাম সময়ে এই কাজে লেগে যায়। পয়সা আসে, সকলেরই উৎসাহ বাড়ে। এদের একটা গুণ, এরা ফাঁকা মান বিসর্জ্জন দিতে পেরেছে। এরা সব ভাল ক্যানভাসার, লম্বা বক্তৃতা মুখস্থ করে রেল যাত্রীদিগকে বেচে। শ্রমশীল হলে দারিদ্র ঘুচুতে বেশী সময় লাগে না। চাকরীর কথা ভুলে যেয়ে একরূপ কাজ কল্লে অনেক বেকারের সংস্থান হতে পারে। "কাজের লোকের" প্রত্যেক খণ্ডেই এইরূপই কুটীর শিল্পের কথাই বলা হয়েছে। আমাদের মূলধন নাই, বড় বড় কাজের কল্পনাও করা উচিত নয়। ছোট ছোট কাজ কর, প্রতি সংসারেই কুটীর শিল্প চল্‌বে। মুসলমান মহিলাগণ এইরূপ অনেক কাজ করে। মেটে বুরুজ অঞ্চলে তা স্বচক্ষে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। সেমিজ, ব্লাউচ প্রভৃতি মেয়েছেলের পোষাক গুলি পুরুষরা কেটে ছেটে দিয়ে আসে মেয়েরা জোড়ে তাড়ে, কল চালায়, পুরুষরা প্রতিদিন কলকাতার বাড়ী বাড়ী বেচে বেড়ায়—এ কি কুটীর শিল্প নয়? এতেই তাদের খরচ খরচা বাদ দৈনিক ৮।১০ টাকা কখন কখনও আরো বেশী উপার্জ্জন হয়।

এখন মাছ ধরার মরস্থম সেদিন দেখ্‌লাম একটী যুবক—ভদ্র সন্তান বাঁশের বাখাড়ীর ছিপ প্রস্তুত করে ঘাটে ঘাটে বেচে বেড়াচ্চে ১০।১২ গাছা ছিপ সে দিন বেচে যায়, দৈনিক ২৲ টাকা সে লাভ করে।

বেকার যে—তাকে এমনী সব কাজ করে মূল ধনের যোগাড় করে নিতে হ'বে। ভদ্রলোক সেজে অনাহারে মরা অপেক্ষা এ ভাল। পয়সা হলে—অবস্থা ভাল হবে সকলেই সম্মান করবে। এটা বোঝনা?

Household Industries

Candles.

বাতি প্রস্তুত প্রণালী।

চর্ব্বির বাতি। (Lard Candles)

Alum (ফটকিরি) চূর্ণ ১ পাউণ্ড Saltpeter (সোরাচূর্ণ) ১ পাউণ্ড, জল—১ কোয়ার্ট, আন্দাজ ৩ পুয়া, মৃদু অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ফেলিয়া ইহাতে ১২ পাউণ্ড চর্ব্বি (Lard) দিয়া নাড়িতে থাকিবে, অধিকক্ষণ আগুনের উত্তাপে রাখা উচিত নয়, তাহা হইলে বাতির রং খারাপ হইয়া যাইবে। It is Said that these Candles are Superior than that made of Tallow." কথিত আছে, যে ইহা টালো বা চর্ব্বির বাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। Lard এবং Tallow পৃথক জিনিস, সেটা বুঝা উচিত। সাধারণ লোকে ২টাকেই চর্ব্বি নামেই বলে।

অর্দ্ধ ইঞ্চি ব্যাসের কতকগুলি Tube বা নল ধাতু নির্ম্মিত বা বাঁশের হইলেও বোধ হয় হইতে পারে, তাহার মধ্যস্থল ঈষৎ তেলাক্ত করিয়া লইয়া মধ্যস্থলে উইক বা পল্‌তে ঠিক খাড়া ভাবে থাকিতে পারে, এইরূপ উপায় করিয়া উপরোক্ত গলিত মিশ্রণটা ঢালিয়া দিলেই একটু পরে জমিয়া যায়। তাহার পর উইকের মাথায় যে সূতার পল্‌তেটা একটু বাহির হইয়া থাকে, তাহাতে আস্তে আস্তে টান দিলে বাতিটা বাহির হইয়া আসে। বাতির মধ্যে পল্‌তেটাকে স্পিরিট টারপেনটাইনে ডুবাইয়া লইয়া সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে ব্যবহার করা হয়। তাহা হইলে আলোর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়। উপরোক্ত গলিত দ্রব্যের সহিত কিছু ক্যাম্ফর বা কর্পূর মিশাইয়া দিলে আলো বেশ সাদা এবং পরিষ্কার হইয়া থাকে। বাতি প্রস্তুতের বহু ফরমূলা আছে, সর্ব্বাপেক্ষা সহজ সাধ্য একটা দেওয়া হইল।

SUBSTITUTE for BLOTTERS

নকল ব্লটার।

ব্লটীং কাগজ ছাড়া আর এক রকম জিনিস প্রস্তুত করিয়া ব্লটিং কাগজের কাজ করা যাইতে পারে, ইহা বহুকালস্থায়ী হয়।

Gypsum (জিপ্‌সম) ১৪ ভাগ (ওজন করিয়া) তাহার সহিত ভাল আলুর ময়দা চূর্ণ মিশাইয়া একটা চৌকা ছাঁচে দিয়া জমাইয়া লইবে, শুষ্ক হইলেই ব্লটিং কাগজের কাজ হইবে, কালী চুষিতে পারিবে।

যখন ময়লা হইবে, ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ফেলিলেই আবার নূতন হইবে। এইরূপে বহুকাল যাইবে।

Sun-burn Lotion

সূর্য্যদগ্ধ বা মেছেতার আরক।

সূর্য্য কিরণে মহিলা এবং পুরুষের মুখশ্রী নষ্ট হইয়া যায়, এদেশে যাহাকে মেছাতা ধরা বলে, নিম্নলিখিত আরক দ্বারা তাহা বিদূরিত হয়।

Tinct. Benjoin—2 Dram, good Rose water 2 oz. Mix and Stain well. This is an excellent recipe for sun-burn.

টিংচার বেন্‌জ্জইন—২ ড্রাম

ভাল গোলাপ জল—২ আউন্স।

উত্তমরূপে ঝাঁকরাইয়া মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া বিশ্রাম সময়ে মুখে মাখিলে মুখের সূর্য্যদগ্ধ দাগ উঠিয়া গিয়া মুখশ্রী বর্দ্ধিত হয় ইহা উৎকৃষ্ট জিনিস।

FACE LOTION.

মুখের আরক।

মুখে চির যৌবনের সৌন্দর্য্য রাখিতে নিম্নলিখিত দ্রব্যটী চির প্রসিদ্ধ। Oatmeal চূর্ণ জলে গুলিয়া আটা আটা করিয়া লইয়া তাহার সহিত গ্লিসীরিন ২ ভাগ ও জল একভাগ একত্রে মিশাইয়া রাত্রে মুখে মাখিয়া তাহার উপর একখণ্ড সূক্ষ্ম বস্ত্র দিয়া গাল ঢাকিয়া শয়ন করিতে হয়, এইরূপ মধ্যে মধ্যে করিলে মুখের যাবতীয় ভাঁজ নষ্ট হয়, মুখশ্রী অতি সুন্দর হইয়া দাড়ায়।

"সায়েন্টিকিক্‌ আমেরিকান" পত্রিকা বলিয়াছেন, এই মত ঠিক কাজ করিলে যৌবনের মুখশ্রী চিরদিনই থাকিয়া যাইতে পারে।

"Will give in a Short time, if faithfuly pursued a youthful appearance of the Skin".

S. A.

প্রাপ্তি স্বীকার এবং সমালোচনা।

হোমিওপ্যাথিক পরিচারক—১ম বর্ষ ১ম এবং ২য় সংখ্যা—সম্পাদক ডাক্তার কে, কে রায় এম্, ডি, পরিচালক ডাঃ অজিত শঙ্কর দে এইচ, এম, বি। প্রকাশক হোমিওপ্যাথিক সার্ভিং সোসাইটী (ইণ্ডিয়া) আফিস ৮নং ভিক্টোরিয়া রোড, বরানগর কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩্ তিন টাকা মাত্র। এখানি হোমিওপ্যাথিক মাসিক পত্রিকা, যে দুইখানি সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, যদি এইরূপই কাগজ খানি পরিচালিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালায় হোমিওপ্যাথিক প্রচারের একটা অভাব পূর্ণ হইবে। ভৈষজ্যতত্ত্ব, চিকিৎসা প্রদর্শিকা, এবং বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই ইহাতে আলোচিত হইতেছে। আমরা এই নব সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

গৃহস্থ মঙ্গল—১মবর্ষ ১ম সংখ্যা, সম্পাদক শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়। বার্ষিক মূল্য ৩।॰ টাকা প্রতি সংখ্যা ।/॰। গৃহস্থ-মঙ্গল আফিস ৬১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। গৃহস্থ লোকের আবশ্যকীয় তথ্য—যথা মানুষ এবং গবাদির টোট্‌কা চিকিৎসা, কৃষি, দেশ বিদেশের কথা, সাহিত্য, কিছু কিছু হোমিওপ্যাথিক তথ্য, আইন কানুন গৃহস্থ-মঙ্গলে আলোচিত হইতেছে। ছাপা কাগজ লেখার ভাব ভঙ্গী বেশ। সহযোগীর উন্নতি হউক। এইরূপ মাসিকই বর্ত্তমান যুগে আবশ্যক।

সাহিত্য সংবাদ।

হাডু-ডুডু।

এখানি হাডু-ডু-ডু খেলার পুস্তক।

বহুবাজার ছাত্রসমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি ছাত্রাচার্য্য শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত এবং চারুচন্দ্র স্মৃতি ফলকের সভা-সম্পাদক শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ বি, এল্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৲ মাত্র। হাডু-ডু-ডু খেলা আমাদের অতি প্রাচীন জাতীয় খেলা, দেশভেদে ইহা ভেল-ডিগ্ ডিগ্, হাডু ডুডু, কপাটি প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হইলেও হাডু-ডুডু নামেই অধিক পরিচিত। আমাদের এটা গরীবের দেশ, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি প্রভৃতি অপেক্ষা এই হাডু ডুডু খেলাই যে এদেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। নারায়ণ বাবু এই পুরাতন খেলাকে কেমন করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া উপভোগ্য করিতে হয়, বহু হাফটোন্ ছবি দ্বারা এই পুস্তকে তাহাই শিক্ষা দিবার জন্ম প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং বলা বাহুল্য, তাঁহার সে প্রয়াস সফলতামণ্ডিত হইয়াছে। অল্পব্যয়-সাধ্য জাতীয় খেলা দেশে এবং প্রধানতঃ ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রচার করিয়া স্বাস্থ্য এবং আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য "ছাত্র সমিতির" এই চেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

গত বৎসরে ২৪শে ফাল্গুণ হইতে ২ মাস যাবৎ কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নারায়ণবাবুর প্রতিষ্ঠিত চারুচন্দ্র-স্মৃতি-ফলকের খেলা মহাসমারোহে চলিয়াছিল এবং দেশ বিদেশের বহু দল এই খেলায় প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। তখন আমরা প্রায় সকল খেলাতেই উপস্থিত থাকিয়া আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করিয়া ছিলাম। গত ১১ই বৈশাখ চারুচন্দ্র স্মৃতি ফলকের উৎসবের সময় পদক ও পুস্তকাদি খেলোয়াড়দের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কলিকাতা কর-পোরেশনের সুযোগ্য চিফ্ একজিকিউটীভ অফিসার জে, সি, মুখার্জ্জী মহোদয়, কাপ্তেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার দেব প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, কাউন্সিলার শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল, এডুকেশন অফিসার শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং দেশের বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া ফলক পরিচালনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। আলোচ্য পুস্তক খানিতে খেলার নিয়মাবলী, নানাপ্রকার কৌশলাদি বহু চিত্র দ্বারা এমন সরল ভাষায় বুঝান হইয়াছে যে, সকলেই এই পুস্তক সাহায্যে খেলিতে সক্ষম হইবেন। প্রতি পল্লীতে, গ্রামে, নগরে এই পুস্তকের আদর হইবে, আমরা এমন আশা করিতে পারি। প্রাপ্তিস্থান, ১নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

Agricutural Notes.

কৃষি-কথা।

তরল সার।

উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী অনেক প্রকার সার আছে, তাহার মধ্যে তরল সারও অন্যতম। শুষ্ক সার অপেক্ষা তরল সার দ্রুত কার্য্যকারী। শুষ্ক সার মাটীর সহিত অনেকদিনে মিশ্রিত হইয়া তবে উদ্ভিদের পোষনোপযোগী হয়, কিন্তু তরল সার অতি শীঘ্রই মূল দ্বারা শোষিত হয় এবং ৬ হইতে ৮ দিনের মধ্যেই গাছের উন্নতি হইতেছে, বুঝিতে পারা যায়। এইজন্য অনেক শাকে সব্ জীগাছে, ফুলের গাছে, পেঁপে গাছ প্রভৃতিতে তরল সার দিলে গাছের উন্নতি হয়, এবং ফলও হৃষ্টপুষ্ট হইতে দেখা যায়।

গোবর, খোল প্রভৃতিকে জলে গুলিয়া গাছের গোঁড়ায় দেওয়াকে তরল সার প্রয়োগ বলে। কেহ কেহ বলেন, একটু পচাইয়া দিলে ভাল হয়।

গমের চাষের কয়েকটী কথা।

গমের চাষে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে প্রচুর গম উৎপন্ন করিতে পারা যায়।

(১) উৎকৃষ্ট জাতীয় বীজ সংগ্রহ করা।

(২) মাটী ধুলার ন্যায় চূর্ণ করা।

(৩) নাইট্রোজেন সংযুক্ত সার (যথা গোময় প্রভৃতি)।

(৪) ক্ষেত্রে একটীও আগাছা জন্মিতে না দেওয়া।

(৫) জমীতে জল জমিতে না পারে, এমন বন্দোবস্ত করা।

(৬) বীজ যেন গভীর মাটীতে না পড়ে, সেইরূপে বীজ বপন করা।

আনারসের পাতা—ইহা হইতে এক্ষণে পাটের ন্যায় আঁশা বাহির করা হইতেছে, তাহা বিলাতের বাজারে ১৮৲ টাকা মন বিক্রয় হয়। সুতরাং আনারসের পাতা উপেক্ষার জিনিস নয়, এদেশে আনারসের চাসে প্রথমতঃ ফলের দ্বারা যথেষ্ট লাভ হয়, পাতার দ্বারা দড়াদড়ী প্রস্তুত করা যাইতে

পারে, ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলে পাটের মত সাদা আঁশ হয়।

রেড়ীর খইল এবং উই—ইক্ষু, গোলাপ, গোলআলু প্রভৃতিতে রেড়ীর শুষ্ক খোল সাররূপে ব্যবহৃত হয়, ইহার একটা বিশেষ গুণ, রেড়ীর খোল গাছের গোড়ায় দিলে গাছের তেজ হয় কিন্তু উই লাগিতে পারে না।

লেবুর একটা গুণের কথা:—লেবুর রসে হাত এবং আঙ্গুলের নখ ধুইলে তাহার সমস্ত ময়লা দূর হয় এবং সমস্ত রোগ বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। ইহা সকল রোগের জীবাণু নষ্ট করিতে সক্ষম। লেবুর সব কয়েক ফোঁটা জলে দিলে জল নির্দ্দোষ হইয়া যায়। প্রত্যেক সংসারেই এক একটী কাগজী লেবু গাছ থাকা উচিত। লেবুর গুণের সীমা নাই। “কাজের লোকের” পুরাতন ভলিউম গুলিতে তাহা বহুবার আলোচিত হইয়াছে।

সংগ্রহ।

ঢ্যাঁড়সের পাট।

এদেশে ঢ্যাঁড়স সাধারণতঃ তরকারি রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ও উহার শুকাইয়া লোকে জ্বালানী কার্য্যে ব্যবহার করে। ইহা হইতে যে উৎকৃষ্ট রকমের পাট প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা হয় ত অনেকে অবগত নহেন। চারাগুলির শিরে শিরে যখন সুন্দর ফুলগুলি ফুটিয়া উঠে, তখন যদি সেগুলি গাছ হইতে তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ গাছগুলি হইতে সহজেই পাট পাওয়া যাইতে পারে।

ভাদ্র আশ্বিন মাসে ঢ্যাঁড়শের গাছ গুলি কাটিয়া গ্রামের বাহিরে কোনও অব্যবহৃত পুষ্করিণীতে ১০।১২ দিন পচাইয়া রাখিতে হয়। ঐ ১০।১২ দিন পরে দেখা যাইবে, ঠিক পাটের মত উহার ত্বক ছাড়িয়া যাইতেছে। তারপর যে ভাবে কৃষকেরা পাট গাছ হইতে পাট কাচিয়া থাকে, ঢ্যাঁড়সের পাটও সেই ভাবেই পাওয়া যাইতে পারে।

ঢ্যাঁড়সের চাষ বেশ লাভজনক। ১৵০ এক মণ ঢ্যাঁড়সের পাট বিক্রয় করিয়া ৪০৲ টাকা পাওয়া যায়। এক বিঘা জমিতে ঢাঁড়সের চাষ করিলে ১০৵০ পাট উৎপন্ন হইতে পারে। উহার মূল্য ৪০০৲ টাকা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টিতে উচ্চ নির্জ্জলা ভাঙ্গা জমিতে ইহার চাষ করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৵২॥০ সের লাগে। সার না দিলেও ইহার চাষ চলিতে পারে, তবে হাড়ের গুঁড়া সার দিলে আশাতিরিক্ত ফললাভ হইয়া থাকে। এই সার বিঘা প্রতি ২৵০ মণ লাগে।

যে কাশীসিল্কের প্রশংসাবাদ আমরা লোকমুখে শুনিয়া থাকি, যাহার প্রচলন দেশ বিদেশে প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে, সেই কাশীসিল্ক এই ঢ্যাঁড়সের পাটেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। একটু চেষ্টা করিলেই এই প্রকার সিল্ক প্রস্তুতে বঙ্গদেশের লোক হাজার হাজার টাকা উপায় করিতে পারে।

কানপুর এলগিন মিলস প্রভৃতি নানা মিলে ঢ্যাড়সের পাট বিক্রয় হইতে পারে। দেশ ভেদে ইহার নানা নাম, ঢেড়স, রামঝিঙ্গে ইত্যাদি। (সঞ্জী:)

গো-জাতীর অবনতির কারণ ও তাহার উপায়।

বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব এবং চাষ বাসের প্রধান সহায় গো-জাতির অবনতি হচ্ছে। ক্রমে আর দুগ্ধ পাওয়া যাবেনা, চাষও অচল হবে। গো-ঘাতকদের দ্বারা গো বধই এই গো বংশ ধ্বংশের কারণ হলেও আরও একটা বিশেষ কারণ কারও চোখে পড়চে না বোধ হয়। কারণ, সহরের লোক এ সকল ব্যাপারের খোঁজও রাখেন না। ক্রমে ষাড়ের অভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বৃষোৎসর্গাদি প্রায় লোপ হয়ে এল, ষাড় আর কেউ রাখে না। পুং-বৎসগুলিকে লোক আর পালে না, বিক্রি করে দেয়। সেই সকল পুংবৎসগুলিকে মুসলমান চাষীগণ মুষ্ক ছেদন করিয়া দামড়া করে, এই রূপে ক্রমাগত পুংবৎসগুলি সব নপুংশক হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং গাভী আবাদ হতে পাচ্ছে না। এইরূপেই অলক্ষিত ভাবে মহিষবংশও লোপ হয়ে যাবার যোগাড় হচ্ছে। যে সকল দুর্ব্বল গো এবং মহিষের পুংবৎসগুলি অচল, তাহারাই গাভীর আবাদে নিয়োজিত হচ্ছে, ফলে তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন বাছুরগুলি দুর্ব্বল হচ্ছে এবং দু চার মাসের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হচ্ছে, আর যদি কোন রকমে তারা টিকে যায়, তাহলে তারা চাষের পক্ষেও কোন কাজের হয় না। এই গো জাতিকে রক্ষা কর্ত্তে হলে ভাল বলিষ্ঠ ষাড় রক্ষা কর্ত্তে হবে। নইলে অদূর ভবিষ্যতে গাভী আর, আবাদও হবে না, চাষও অচল হবে। আর একটা উপায় আমাদের মনে হয়। যদি প্রত্যেক জেলা বোর্ড বৎসরে এক একটী গো-প্রদর্শনী করেন, এবং ভাল ষাড় এবং

পুরাতন “কাজের লোক” [illegible]

গাভীর প্রতিপালক বা মালিককে প্রতিদন্দ্বিতায় পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেন, তা হ'লে ঐ পুরস্কারের লোভে অনেকে ষাড় রাখ্‌বে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে গো-জাতীর উন্নতি হ'তে পারে। জেলা বোর্ডের পক্ষে একাজটা অসাধ্য নয়। আমরা মনে করি, এতে হস্তক্ষেপ করা বরং সমীচীন। দেশের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণও সকলে মিলে একাজ কর্ত্তে পারেন। এতে দুধের অভাব ঘুচ্‌বে, আর চাষের হেলেও বৃদ্ধি হবে। যারা গো-মাংস খায়, তারা তো খাবেই, কিন্তু কদাচিত তারা নিজের চাষের গরু বা ঘরের পালিত গাভী বধ করে। হিন্দুরা যদি কসাইদের হাতে গরু না দেয়, তা হলে গো-বধ অনেক কমে যায়। গো বধের সুবিধা না পেলেই তারা অন্য মাংস খেতেই বাধ্য হয়। জেলাবোর্ডের এ দিকে নজর পড়্‌বে কি?

শ্রী ফেলারাম মণ্ডল
আড়ৎদার—গলসী, বৰ্দ্ধমান।

ঘরকন্নার খুটিনাটী।

সেলায়ের কলের সুঁচ হঠাৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলে কয়েক ইঞ্চি নূতন সিরিশ কাগজের উপর দিয়া ছুঁচ চালাইয়া দেয়াশালাই কাঠি জ্বালাইয়া ঐ আগুনে দুই মিনিট কাল ছুঁচটি ধরিলে আবার উহা নূতন হইয়া উঠে।

রান্না চাপাইবার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে এনামেলের পাত্রে ঠাণ্ডা জল রাখিতে নাই। উহার কোন রান্নার পাত্র পরিষ্কার করিতে হইলে ঠাণ্ডা করিয়া পরে পরিষ্কার করিবে।

লিনেন্‌ বস্ত্রে চা বা কালির দাগ লাগিলে গ্লিসিরিণ দিয়া ঐ দাগ ভিজাইয়া পরে জলে ধুইয়া ফেলিলে উহার চিহ্নও থাকে না।

গ্লাস ষ্টপার সহজে না খুলিলে ছিপির উপর কয়েক ফোটা সুইট অয়েল দিয়া উহা আগুনের উত্তাপে দুচার মিনিট রাখিলে সহজে ছিপি খুলিয়া যায়।

মাছ রান্নার পর কড়ার গন্ধ শীঘ্র দূর করিয়া অন্য কিছু রাঁধিবার আবশ্যক হইলে কড়াটী পূর্ণ করিয়া জল চাপাইয়া উহাতে টেবল চামচের দু চামচ শির্কা মিশাইয়া জলটা একটু ফুটাইয়া লইলেই কড়াটি অতি সুন্দররূপে পরিষ্কার হয় অর্থাৎ কোন দাগ বা গন্ধ কিছুই থাকে না।

তাপিণ তৈল কয়েক ফোটা বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া উহাতে কাপড় চোপড় রাখিলে তাহা কখন পোকায় কাটে না।

কাপড় কাঁচা সোডা জলে বেশী পরিমাণ মিশাইয়া ঐ জলে নূতন আইহুক্‌ সিদ্ধ করিয়া পরে জামায় লাগাইলে তাহাতে কখন মরিচা পড়ে না; বং বরাবরই ঠিক থাকে।

জলে কতকটুকু শির্কা মিশাইয়া চিনা মাটির বাসন ধুইলে শীঘ্র অতি সুন্দর রূপে পরিষ্কার হয়।

কাঠের সৌখিন আসবাবে আঁচড়্‌ লাগিয়া পালিশ বিশ্রী হইয়া গেলে স্যালাড্‌ অয়েল ও শির্কা সম পরিমান মিশাইয়া খুব নরম কাপড়ের একটা প্যাড করিয়া তাহাতে উহা লইয়া আঁচড়ের উপর উপর কিছুক্ষণ ঘসিয়া পরে পালিস করিলে আঁচড়ের আর কোন চিহ্ন থাকে না।

সাদা রেশমী কাপড়ে ঝলসান দাগ, ঘামের দাগ অথবা যে কোন দাগ লাগিলে বাইকার্ব্বোনেট অব সোডায় একটু জল মিশাইয়া কাদার মত করিয়া উহা দাগে লাগাইয়া দিবে, শুকাইয়া গেলে স্থানটি জলে ধুইয়া লইলে আর দাগ থাকে না।

খাট পালঙ্ক মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণ শির্কা মিশান জলে ধুইয়া ফেলিলে কাঠে কখন পোকা ধরে না।

তাম্র পাত্র পরিষ্কার করিবার পূর্ব্বে ফুটন্ত গরম জলে ডুবাইয়া লইলেই শীঘ্র পরিষ্কার হইয়া পাত্রের বর্ণ খুব উজ্জ্বল হয়।

গরম জলের বোতল দিয়া শীতকালে কোন ঘর গরম করিতে হইলে বোতল গুলি ঘরের কোন কোণায় দাঁড় করিয়া রাখিতে হয়।

মুষ্টিযোগ।

স্নানের পূর্ব্বে নাভির গর্ত্তে সর্ষপ তৈল দিলে ঠোঁট ফাটা আরোগ্য হয়।

ভেড়ার দুধের ঘি অথবা ভেড়ার দুধ কাঁচা অবস্থায় লাগাইলে অথবা ঐ দুধের সহিত অনন্তমূল ঘসিয়া লাগাইলে জিহ্বা ও মুখের ঘা আরোগ্য হয়।

তৈল অথবা কাঁজির দ্বারা গণ্ডুষ ধারণ করিলে চুণ ভক্ষণ জনিত মুখদাহ বিনষ্ট হয়।

শেফালিকার মূলের কল্ক জলে গুলিয়া তাহার কুল্লি করিলে জিহ্বারোগ আরোগ্য হয়।

শ্বেত সর্ষপ ও সৈন্ধব লবণের চূর্ণ একত্র জলে গুলিয়া তাহার কুল্লি করিলে জিহ্বার কণ্টক সমূহ নষ্ট হয়।

ধূনা, উৎকৃষ্ট গিরীমাটী, ধনে, তৈল, ঘৃত, সৈন্ধব, মোম একত্র পাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ওষ্ঠক্ষত নিবারিত হয়।

কিস্‌মিস ও মরিচ একত্র চর্ব্বণ করিলে সকল প্রকার মুখরোগের উপশম হয়।

লাক্ষার কাথে কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরি চূর্ণ মিশাইয়া তাহার কুল্লি করিলে মুখের ঘা বিনষ্ট হয়।

তুঁতে পোড়াইয়া সাদা ছাই হইলে, সেই ছাই অথবা সোহাগার খৈ (সোহাগার আগুন দিলে খৈ হয়) ইহার যে কোনটির সহিত ঘৃত বা মধু মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে সকল প্রকার মুখের ঘা শীঘ্র ভাল হইয়া যায়।

আমরুল শাকের রস গায়ে মাখিলে এবং উহা আহার করিলে ছুঁচার বিষ নষ্ট হয়।

দংষ্ট স্থানে আদারবাগের মূল বাটিয়া দিলে ছুঁচার কামড়ের বিষ নষ্ট ও যন্ত্রণা নিবারণ হয়। মেঃ হিঃ

নানা তথ্য সংগ্রহ।

মোগলের মণি।—লর্ড ডালহৌসী সিপাহী যুদ্ধে পূর্ব্বে ভারতের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। তিনি মোগলদের দুইটী মণি ক্রয় করেন। গত মহাযুদ্ধের পর লর্ড ডালহৌসীর জামাতা উক্ত মণিদ্বয় বিক্রয় করিতে চান। লর্ড কর্জ্জন ইহা জানিতে পারিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টকে উহা ক্রয় করিতে বলেন। কারণ ভারতের ঐতিহাসিক গৌরব অন্যের হস্তগত হওয়া দুঃখের বিষয়। তদনুসারে যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই প্রায় ৫০ হাজার টাকা দিয়া উক্ত মণিদ্বয় ভারত গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করেন। এতদিন উহা ইম্পীরিয়েল ব্যাঙ্কের কোষাগারে ছিল। সম্প্রতি লর্ড আরউইন এই মণিদুইটীকে কলিকাতাস্থিত ভারতীয় মিউজিয়মে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কাবুলী পোষাক।—কাবুলীরা যে পোষাক পরিধান করে, তাহা কাজ কর্ম্মের পক্ষে অনুপযুক্ত। কাবুলের সংবাদ পত্র সমূহ সম্প্রতি এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন যে, কাবুলীদের মস্তপাগড়ী ও ঢিলা জবর জঙ্গ পাজামা পরিত্যাগ করিয়া বেশ চট্‌পটে ও চোস্ত দুরস্ত পোষাক পরিধান করা উচিত। এজন্য কাবুল মিউনিসিপালিটিকে অনুরোধ জানান হইতেছে। স্বাধীন জাতির লক্ষণই এই যে, তাহারা নিজের প্রয়োজন মাফিক পরিবর্ত্তন করিতে কিছুমাত্র দেরী করে না। তুরস্ক চীন, আফ্‌গান পারস্য তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

অন্নাভাবের কারণ—ভারতের কৃষক ধানের চাষ করে, তাহারই পরিশ্রমে চাউল উৎপন্ন হয়। সেই চাউল বিদেশে যায় কেন? প্রতি বৎসর কি পরিমাণ চাউল বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহার হিসাব দেখুন,—১৯২৩ সালে ৫৪০,০১৮৩০ মণ, ১৯২৪ সালে ৬,১০,৮৪,৯৮৯ মণ, ১৯২৫ সালে ৬,৫৮,৯৮,৯২৬ মণ চাউল বিদেশে গিয়াছে। এই চাউল রপ্তানীর টাকাও এদেশের লোকেরা বিশেষ কিছু পায় না। চাউলের দ্বারা মদ্য, ষ্টার্চ্চ প্রভৃতি যাহা কিছু জিনিস তৈয়ারী হয়, তাহাও ভারতবাসীর ভোগে লাগে না। দেশের অন্নকষ্ট দূর করিতে হইলে এই চাউল রপ্তানী বন্ধ করা দরকার। যাঁহারা পল্লী সংগঠন কার্য্যে উদ্যোগী, তাঁহাদের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। সাড়ে ছয় কোটী মণ চাউল, ১৭ কোটী লোকের এক মাসের খাদ্য; অর্থাৎ যে পরিমাণ চাউল ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর বিদেশে যায়; তদ্দ্বারা ভারতের অর্দ্ধেক লোককে এক মাস খাওয়ান যায়।—সঞ্জীবনী।

ব্যবসায় সংবাদ।

নং Q31—কলিকাতার কোনও কারবার সাবান, মেসিনারী সাবান, বার সাবান, মৎস্য তৈলের সাবান এবং ধুপি সাবান ও ওয়াশিং ক্রষ্টাল সোডা বিক্রয় করিতে চাহে।

নং Q 32—লণ্ডনের কোনও পত্র প্রেরক অমৃতসরের ছাগলের চামড়া রপ্তানিকারকের সহিত পরিচিত হইতে চাহেন।

নং Q 33—কালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত সান ফ্রানসিসকো সহরের কোন ব্যবসায়ী চটের থলিয়া ও চট রপ্তানিকারকের এজেণ্ট হইতে চাহেন।

উপরোক্ত জিনিষ সকলের যাঁহারা ব্যবসায় করিতে চাহেন, তাঁহারা আপনার ব্যাঙ্কের নামসহ উপরোক্ত নম্বর উল্লেখ করিয়া 'কাজের লোকের' ম্যানেজারের নিকট ইংরাজী ভাষায় পত্র লিখুন।

পেটেণ্ট।

গত ২রা হইতে ৭ই মে পর্য্যন্ত কলিকাতার পেটেণ্ট রেজিষ্টরী করিবার জন্য আবেদন আসিয়াছে, তন্মধ্যে একটি ভারতবাসীর পেটেণ্ট।

বঙ্গে যৌথ কারবার।

গত এপ্রিল মাসে বঙ্গদেশে ২৫টা নূতন যৌথ কারবার স্থাপিত হইয়াছে, উহার সম্মিলিত মূলধন ১০৬২৫০০০৲ টাকা; তাহা দ্বারা ৪টা ব্যাঙ্ক, ২টা ঋণদান, ২ টাকা লগ্নী কারবার ১ জীবন ও অগ্নিবীমা, ১টা মোটরযান, ১টা অন্যান্য যান ও বাহন, ২টা রাসায়নিক ও আনুসঙ্গিক ব্যবসায়, ১ গ্যাস, জল, বৈদ্যুতিক আলোক, টেলিফোন প্রভৃতি, ১টা মাটি, প্রস্তর, সিমেণ্ট, চুণ ও ও অন্যান্য ইমারতের দ্রব্য ব্যবসায়, ১টা পাটের কল, ২টা চা বাগিচা, ২টা অন্যান্য চাষ এবং ৫টা অন্যান্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিবে। (সঞ্জীবনী)।

পল্লী মঙ্গল সমিতির

মাসিক পত্র

১৩৩৪ সাল বৈশাখ হইতে বাহির হইল।

গৃহস্থ-মঙ্গল

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে কথা অপেক্ষা কাজের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। দেশের ঔষধ, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের অবস্থাই অত্যন্ত শোচনীয়। কিন্তু বৃথা বাগাড়ম্বরে সময় নষ্ট না করিয়া একটু কার্য্যকরী (practic') চেষ্টা করিলেই আমরা অনেক বিষয়েরই প্রতিকার করিতে পারি।

ঔষধ সম্বন্ধেই দেখুননা, আমরা বিদেশী ঔষধ ক্রয় করিয়া কত টাকা ব্যয় করিতেছি, কিন্তু আমাদের দেশের অমূল্য ঔষধগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। একটু চেষ্টা করিলেই আমরা এই ঔষধগুলি রক্ষা করিতে পারি। দেশে এখনও বহুতর দুঃসাধ্য ব্যাধির টোটকা ঔষধ রহিয়াছে, সেগুলি রক্ষা করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেগুলি এখনও আছে, সেগুলি যাতে আর লুপ্ত হইয়া না যায় এ বিষয়ে পরস্পরে সকলেই চেষ্টা করুন—ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

আবার দেখুন, আমাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই কৃষিজীবি, কিন্তু কৃষি সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা অতি অল্প। কি করিয়া অল্প ব্যয়ে লাভজনক ফসল উৎপন্ন করিতে পারা যায়, জমির মাটী কিরূপে পরীক্ষা করিতে পারা যায় ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান থাকা অত্যন্ত দরকার।

শিল্পের অবস্থা আরও শোচনীয়। কিন্তু গৃহ-শিল্পের দ্বারা ঘরে বসিয়া সহজেই আমাদের মোটাভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান হইতে পারে, উদারান্নের জন্য চাকরী চাকরী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের সর্ব্বপ্রকার গৃহশিল্পই নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

বাণিজ্য বিষয়েও আমাদের অবস্থা তথৈবচ। বাজার দর, ফসলের অবস্থা, মোকামের বাণিজ্যতথ্য কোন জিনিষ কোথায় বিক্রয় হয় প্রভৃতি বিষয় সকলেরই জানা দরকার—এ সকল বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকায় অনেকে সাহস করিয়া ব্যবসা ক্ষেত্রে নামিতেই পারেন না।

এই সকল বিষয়ের অবগতির জন্য ১৩৩৪ সাল বৈশাখ মাস হইতে সমিতি কর্ত্তৃক এক খানি মাসিক পত্র বাহির করা হইল। মাসিক পত্রিকা খানি যে কিরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা যাহারা পল্লীমঙ্গল গ্রন্থাবলীর পল্লীমঙ্গল টোট্‌কা চিকিৎসা, লতাপাতায় গুণাগুণ, শুশ্রূষা শিক্ষা, বিপদাপদ চিকিৎসা, গো-মহিষ চিকিৎসা, প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন।

ইহাতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবে :

(১) চিকিৎসা বিভাগ—

(ক) টোটকা চিকিৎসার নূতন সংগ্রহ। (খ) আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা। (গ) হোমিওপ্যাথি

(চ) বাইওকেমি চিকিৎসা। (ছ) হেকেমি চিকিৎসা। (জ) যৌগিক চিকিৎসা।

(২) স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্যায়ামচর্চ্চা বিভাগ—

(ক) আয়ুর্ব্বেদ (দেশীয়) ও বিলাতি মতে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়। (খ) দেশীয় ও বিলাতী ব্যায়াম (গ) ডাম্বল, মুগুর প্রভৃতি ব্যায়ামের সরঞ্জাম না লইয়াও সহজসাধ্য পরীক্ষিত নানারূপ সুন্দর ব্যায়াম।

(৩) গৃহস্থ ঘরে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত।

(৪) লতাপাতা ও গাছ গাছড়ার গুণাগুণ।

(৫) গো-পালন ও গো-চিকিৎসা।

(৬) খাদ্য নির্দ্দেশ ও খাদ্যের গুণাগুণ।

(৭) কৃষি বিভাগ—

(ক) লাভজনক কৃষি ও সার। (খ) গৃহস্থের পক্ষে যাহা সম্ভব সেইরূপ কৃষি—(যাহার দ্বারা অল্প ব্যয়ে সংসার স্বচ্ছল হইতে পারে তাহার বিবরণ।) (গ) দেশ বিদেশের কৃষি সম্বন্ধীয় নানারূপ প্রবন্ধ ও সংবাদ। (ঘ) কোন মাসে কোন কৃষি আরম্ভ করিতে হইবে তাহার স্মারকলিপি।

(৮) ব্যবসা-বাণিজ্য বিভাগ।

(ক) কারবার সম্বন্ধীয় নানারূপ প্রবন্ধ। (খ) গৃহশিল্প ও বেকারের অন্ন সংস্থানের উপায়। (গ) খাদ্যাদিতে কিরূপ ভেজাল চলিতেছে তাহার বিবরণ। (ঘ) সোনা, রূপা, লোহা, রাঙ্গ কাপড়, চাল, ধান, ভুষিমালের বাজার দর। (ঙ) কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে কোথায় কি কি, জিনিষ বেচা কেনা হয় তাহার বিবরণ—মোকামের সন্ধান—কোথায় কোন জিনিষ উৎপন্ন হয় তাহার নির্দ্দেশ। (চ) ২০০।৩০০ টাকা মূলধনে যে সকল ছোট ছোট কল লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায় তাহার বিবরণ।

(৯) পল্লীগঠন ও পল্লীসংস্কার বিভাগ—

(১০) আইন বিভাগ—

জমিদার মহাজন ও মামলাবাজের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ও নিরাপদে ঘর সংসার করিতে হইলে আইনের যেটুকু জ্ঞান থাকা আবশ্যক সেইটুকু সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

(১১) জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিভাগ—

নানারূপ সমালোচনা, বিজ্ঞানের কথা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিবরণ। কিরূপ ভাবে পুস্তক পড়িতে হয়—কিরূপ ভাবে সমালোচনা করিতে হয় তাহা নির্দ্দেশ। শিক্ষা কি—বর্ত্তমান শিক্ষার দোষগুণ। Art কাহাকে বলে—৬৪ কলার বিবরণ ও নানারূপ প্রবন্ধাদি এই বিভাগে স্থান পাইবে।

(১২) দেশ-বিদেশের খবরাখবর—

বাঙ্গালাদেশের, ভারতবর্ষের, ইংলণ্ডের ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাগুলি এই বিভাগে স্থান পাইবে।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি আর্থিক উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যেকটীর জন্য এক এক খানি মাসিক পত্র আছে। আবার রাজনৈতিক সংবাদের জন্য সাপ্তাহিক পত্রিকাদি আছে কিন্তু এই সকল বিষয়ের একাধারে সমাবেশ করিয়া কোনও পত্র আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। গৃহস্থ মঙ্গলই বাঙলা ভাষায় এই ভাবের প্রথম মাসিক পত্রিকা। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে এই মাসিক পত্রিকাখানি নিয়মিত পাঠ করিলে আর কোন মাসিক বা সাপ্তাহিক পড়িবার আবশ্যক হইবে না। সাধারণ গৃহস্থের প্রতি বিষয়ের এক এক খানি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ক্রয় করিয়া পাঠ করিবার সঙ্গতি নাই বলিয়াই আমরা এই পত্রিকা খানির প্রবর্ত্তন করিলাম।

পত্রিকা খানির সম্পাদক—পল্লী মঙ্গল, টোটকা চিকিৎসা প্রভৃতি পল্লী-মঙ্গল গ্রন্থাবলীর ও স্ত্রী শিক্ষা গ্রন্থাবলীর সম্পাদক, বৃত্রসংহার পরিচয় প্রণেতা, তীক্ষ্ণদর্শী সমালোচক ও বঙ্গের একমাত্র গৃহস্থের পক্ষে কার্য্যকারী (practical) বিষয় সমূহের লেখক— শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

লেখকগণ

যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহার দ্বারা পত্রিকা খানির সেই সেই বিষয় পূর্ণ করা হইবে।

পল্লী-গঠন ও পল্লী-সংস্কার—

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (Sir P. C. Roy)
বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সম্পাদক—
ডাঃ দ্বিজেন্দ্র নাথ মৈত্র এম, বি।
বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহকারী সম্পাদক—
শ্রীনিশিকান্ত বসু।

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ও ব্যায়াম চর্চ্চা—

Capt. ব্যোমকেশ চাটার্জ্জি এম, বি,
স্বাস্থ্য-সমাচার ও স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ পত্রিকার
সহকারী সম্পাদক—
শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু।

কৃষি—

কৃষক সম্পাদক—
ডাঃ যামিনী রঞ্জন মজুমদার।
কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক
সুবিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞাবিদ—
ডাঃ সহায়রাম বোস এম, এ. ডি, এস, সি।
ইঙ্গিত লেখক—
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ।
রঙ্গপুর দর্পণের সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত কেশ লাল বসু।

চিকিৎসা—

সুবিখ্যাত ধাত্রী বিজ্ঞাবিৎ চিকিৎসক—
ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়।
Union হোমিও কলেজের Vice principal
ডাঃ এস, এন, মুখোপাধ্যায় এম, বি।
Capt. বি, চাটার্জ্জি এম, বি আই, এম, এস।
কবিরাজ রাখালদাস সেন গুপ্ত।
কবিরাজ শচীন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

গৃহ শিল্প—

কাজের লোক সম্পাদক—
শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
গৃহ শিল্পের শ্রেষ্ঠ লেখক—
ব্যবসা সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ প্রণেতা—
শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ।

ব্যবসা বাণিজ্য—

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ।
যশোহরের চিরুণী ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার—
এম, এন, ঘোষ এম, সি, ই।
স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত কয়েকটী সোপ ফ্যাক্টরীর
কেমিষ্ট—উপেন্দ্র চন্দ্র নাগ এম, সি এস।

বর্ত্তমান জগৎ।

শ্রীঅসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্ন।
শ্রীহরিদাস বিজ্ঞাবিনোদ সাহিত্য রঞ্জন।

পরামর্শ সভা।

পত্রিকাখানি যাহাতে সুচারুরূপে পরিচিত হয়—এই জন্য দেশে গণ্যমান্য কৃতি সন্তান গণের উপদেশ লওয়া আবশ্যক। এই পরামর্শ সভার মতামত লইয়া ও ইঁহাদের উপদেশ অনুসারে পত্রিকা পরিচালিত ও প্রবন্ধাদি লিখিত হইলে (কেবলমাত্র একজন সম্পাদকের পর নির্ভর না করিয়া পরামর্শ সভার উপদেশ লইয়া পত্রিকা পরিচালিত হইলে) যে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইবে তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙলা দেশে এরূপ উদ্যমও এই প্রথম।

পরামর্শ সভা—

সুপ্রসিদ্ধ স্ত্রীরোগ চিকিৎসক ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়। ডাঃ সহায়রাম, বোস এম, এ, ডি, এস, সি, এফ, এল, এস,। ডাঃ দ্বিজেন্দ্র নাথ মৈত্র এম, বি। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার সেন এম, এ, পি, আর, এস, পি, এইচ, ডি (লণ্ডন)। কবিরাজ শ্রীশচন্দ্র বিজ্ঞাবিনোদ। প্রফেসর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র মিত্র এম, এ।

মোট কথা মাসিক পত্রিকাখানি যাহাতে পল্লীবাসী, সহরবাসী, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, কবিরাজ, উকিল, মোক্তার, গ্রাম্য মোড়ল, ব্যবসাদার, মহাজন, ইংরাজী জানা ও ইংরাজী না জানা সকল প্রকার লোকেরই "কাজের জিনিষ" হয় তাহারই চেষ্টা করা হইতেছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বঙ্গীয় হিত সাধান মণ্ডলীর কেন্দ্র সমূহে (এ্যান্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটীতে ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রবর্ত্তিত কংগ্রেসের গ্রাম গঠন কেন্দ্রে (Village organisation centre) ও সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতিতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক এই পত্রিকা নিয়মিত দান করা হইবে।

প্রথম সংখ্যার (বৈশাখ সংখ্যার) সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী উদ্ধৃত করা হইল। জ্যৈষ্ঠের শেষে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বাহির হইবে।

বিষয়-সূচী।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৹ টাকা। (Registered No C. 421.

THE BUSINESSMAN
কাজেরলোক

২১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। New Series, June, 1927. নূতন সংস্করণ। জুন, ১৯২৭। Vol. 21 No 6,

বার্ষিক মূল্য ২৷৹ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২১শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. XXI.
৬ষ্ঠ সংখ্যা।	JUNE, 1927.	জুন, ১৯২৭।	NO. VI.

Industrial Success of India.

ভারতের শিল্প বাণিজ্যের কৃতকার্য্যতা।

অনেক দিন আগেকার কথাই বলিতেছি, কলিকাতায় একটা (Industrial Conference) ব্যবসায় এবং শিল্প সম্বন্ধীয় বৈঠক বসিয়াছিল। সেই বৈঠকের সভাপতি ছিলেন মিঃ দাদাভাই নরৌজী। তিনি বলিয়াছিলেন" ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ৪টী অতি আবশ্যকীয় উপাদানের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। সেই চারিটী উপাদান কি কি? কাপিটাল, অর্থাৎ মূলধন, কার্য্যকুশলতা, ভাল মজুর আর বিক্রয়ের বাজার।"

উপযুক্ত মূলধনের অভাবে এদেশবাসী অনেক যোগ্য পরিশ্রমী বুদ্ধিমান, কার্য্যকুশল লোককেও হাত পা গুটাইয়া বসিয়া হা হুতাশ করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতে হয়, এইরূপ লোকের সংখ্যাই ভারতবর্ষে অত্যন্ত অধিক তাহা প্রত্যেক লোকই দেখিতেছেন।

এদেশবাসীর সঞ্চিত অর্থ অতি অল্প লোকেরই আছে। পাশ্চাত্য দেশবাসীর অনেকেরই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ভারতের লোকের অনেক গুপ্তধন আছে, অর্থাৎ ইহারা পুতিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে। কোন কাজ কর্ম্মে টাকা খাটাইয়া বৃদ্ধি করিতে তাহারা জানে না। এইটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। ভারতের হিন্দু মুসলমানগণের ধন সঞ্চয় করিবার উপায় নাই। ইহারা একান্নবর্ত্তী, বহু পরিবার লইয়া একের উপার্জ্জিত অর্থে সকলে খাইয়া পরিয়া থাকে। উপার্জ্জিত অর্থের উদ্বৃত্ত হওয়াতো দূরের কথা, বরং অভাব হইয়া প্রত্যেক সংসার অন্তঃসার-শূন্য দেনদার হইয়া যায়। দ্বিতীয় কারণ, সম্পত্তির বহু অংশীদার, কোন পরিবারের একজন যদিও প্রচুর ধন এবং ভূসম্পত্তি করিয়া যায়, পরবর্ত্তী বংশধরগণের বহু জনের মধ্যে তাহা বণ্টিত হইয়া প্রত্যেকে অতি সামান্যই পাইয়া থাকে, এইরূপেই ভারতবাসীর মূলধন লইয়া কোন কার্য্যে অগ্রসর হইবার মত কিছু থাকে না। বরং দুদশ বৎসরেই লোকে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে, কোন ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান করে কেমন করিয়া?

জর্ম্মানী এবং ইউরোপের বহু দেশে গভর্ণমেণ্ট শিল্পী এবং ব্যবসায়ীগণকে অতি অল্প সুদে টাকা সরবরাহ করিয়া উৎসাহিত করেন—প্রজাগণ অবিলম্বে নিজেদের দেশের শিল্পের এবং ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের জাতীয় ধন সেইজন্য এত বৃদ্ধি পায়। লোকে, ভাল খাইতে পরিতে পায়, শ্রমশীল, শক্তিমান হয়। দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ভারতের তেমন সুবিধা কিছু আছে কি? গভর্ণমেণ্ট হইতেও সাহায্য পাওয়া যায় না, দেশের যাহারা ধনী, তাঁহারাও কোন কার্য্যে দেশীয় মূলধন দিয়া কিছু করিতে অগ্রসর হন না, কাজেই কাহারও প্রতিভা, উদ্ভাবন করিবার শক্তি থাকিলেও তাহা দেখাইবার ক্ষেত্রও পায় না সুতরাং ক্যাপিটাল বা মূলধনের অভাবে এদেশবাসী

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

লোককে কেমন করিয়া হাতকড়ি লাগান অবস্থায় জীবনের গণা দিন কয়টাকে কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া কাটাইতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। এ জাতীর উন্নতি করিতে হইলে এই মূলধনের আবশ্যকতাই অত্যন্ত অধিক। তাহার উপর এদেশবাসী বিলাসী, অলস, অপব্যয়ী। তাহারও উপর আরও ফাংড়া আছে যথা—আত্মবিচ্ছেদ, সাম্প্রদায়িক বিবাদ, তজ্জনিত মামলা মোকর্দ্দমা, অনাহার জনিত রোগ শোক, চিকিৎসার ব্যয়—আরও কত কি?

তারপর পরিশ্রমের কথা। এ দেশের মজুরী জগতের সমস্ত দেশ অপেক্ষা সুলভ্ বলিয়াও পাশ্চাত্য দেশের একটা ধারণা আছে। সেটাও একেবারে নির্জ্জলা ভুল। যে দেশের লোকের দৈনিক আয় গড়ে ⁄১০ পয়সা, সে কি খাইতে পায়? তাহার কি শক্তি থাকিতে পারে?—সে প্রত্যেক রোগেরই উপভোগ্য জীব। সারাদিন মজুরী করিয়া সে আট আনা পয়সা পায়, তাহার ছেলে মেয়ে পরিবার তাহাতে ভাগ বসায়—সে দুটী ভাত পেট ভরিয়া খাইতেও পায় না। একটু লবণ আর সামান্য একটু ভাতের ফেন মাত্র যাহার সম্বল—সে খাটীতে যাইলে তাহার অবসাদ আসে, সে একদিনের কাজে ৫ দিন লাগায়, তাহাতেও মনের মত কাজ হয় না। অনাহারে না খাইয়া তাহার মস্তিষ্কে জং ধরিয়া সে একটা কিম্ভুত কিম্ভাকার জীব হয়। তাহার Skill বা কার্য্য কুশলতাও সেইজন্য কম—নাই বলিলেও চলে। যাহারা তাহাদিগকে খাটায়, তাহারা যতদূর কম মজুরী তাহাদিগকে দিয়া খাটাইয়া লইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকে। কাজেই তাহার শারিরীক এবং মানসিক উন্নতি হইতে পায় না। তাহার নৈতিক অবনতি হওয়াও বিচিত্র কথা নয়। এই তো ভারতের Labour বা মজুরীর অবস্থা। সুতরাং মিঃ দাদাভাই নরৌজীর নির্দ্দেশ মত জাতীয় শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির উপাদানের একটীরও অবস্থা ভাল নয়।

মূলধনের অবস্থা, কলাকৌশলের অবস্থা, মজুরীর অবস্থার দশা তো এই। বাকী Market বা দেশীয় শিল্পের বাজার। ইহা তো নাই বলিলেও চলে। লোকে স্বদেশ-জাত দ্রব্যের উপর শ্রদ্ধাবান নয়, বিদেশী চাকচিক্য বিশিষ্ট দ্রব্যই সে পছন্দ করে। সুতরাং দেশীয় দ্রব্য বিকায় না। ধর, কুটীর শিল্প, খাদী বা খদ্দর, দেশী জোলাদের তাঁতের কাপড়, দেশী কামারের হাতের জিনিস, দেশী সূত্রধরগণের জিনিস, আরও অসংখ্য জিনিস দেশে এখনও কিছু কিছু যে না হয়, এমন নয়, তাহা দেশের লোকের দ্বারা তো ব্যবহৃত হওয়া উচিত কিন্তু তাহা কয়টা লোক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে বা ব্যবহার করে? সুতরাং দেশী দ্রব্যের মার্কেট বা বাজার নাই। ইহা হইতে হইয়াছে কি? যাহারা দেশী শিল্পী, তাহারা বাপ পিতামহের জাত ব্যবসা ছাড়িয়া বিদেশী মূলধনে পরিচালিত কলকারখানায় দিন মজুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে—দেশীয় শিল্প লোপ পাইয়াছে। প্রত্যেক লোকেরই অভাব, সস্তায় যাহা পায়, তাহাই সে ক্রয় করে—এই জন্যই ভারতে বিদেশীয় বাণিজ্যের এবং শিল্পের উন্নতি, দেশীয় শিল্প এবং ব্যবসায় লুপ্ত প্রায়।

দেশের এই অবস্থা এবং দুর্দ্দশা মোচনের জন্য আবশ্যক গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতি এবং সাহায্য, দেশীয় মূলধনে দেশীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা এবং মজুরের অবস্থার উন্নতি সাধন। আর স্বদেশী দ্রব্যে দেশের ভক্তি এবং অনুরাগ। এইগুলি মুক্তির উপায় বটে, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়—এগুলি সবই দুরাশা। ক্যাপিটাল বা মূলধনের অবস্থার উন্নতি হইলে বাকী উপদান গুলির উন্নতি হয়—আপনা হইতেই হয়। কেননা অর্থের অভাবেই সর্ব্ব বিষয়েই জড়তা উপস্থিত হইয়াছে। অর্থ স্বাচ্ছল্য হইলে মানুষ বুদ্ধিমান শ্রমশীল হয়, তাহার নৈতিক উন্নতি হয়, তাহার দেশ প্রেম হয়, তাহার কি না হয়?

এ বড় বিষম যুগ—কেহ কাহারও মুখ পানে তাকায় না। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ভাবে মিতব্যয়িতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া সঞ্চয় করিতে হইবে, মূলধনের যোগাড় করিয়া লইয়া, হোক ছোট খাট কুটীর শিল্প, তাহার দ্বারায় ক্রমে ক্রমে উন্নতি মার্গে উড্ডীয়মান হইতে হইবে। তবেই মুক্তির উপায় হইবে? আমাদিগকে গৃহবিবাদ, সাম্প্রাদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া মামলা মোকর্দ্দমার দায় হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকিতে হইবে। গোড়ামী পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিসে অর্থ বাঁচে, কিসে অপব্যয় কমে, কিসে মূলধনের জোগাড় হয়, অহরহ এই চিন্তা করিতে হইবে। ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতেই উচ্চ গিরিশিখর গঠিত হয়। মুক্তির পন্থা এই দিকে।

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষকের সৌভাগ্য।

স্ফূর্ত্তি খেলায় অর্থ প্রাপ্তি।

শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দে স্থানীয় পাঠশালার একজন দরিদ্র গুরুমশাই, গত পূর্ব্ব বৎসর স্ফূর্ত্তি খেলায় ইনি ১০ হাজার টাকা পান। এ বারও ইনি ডার্ব্বির স্ফূর্ত্তিতে দ্বিতীয় বাজি জিতিয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। এ বার প্রায় লক্ষ টাকা তাঁহার লাভ হইবে।

কেমন করে সোণার বাঙ্গলা শ্মশান হলো ?

একদিন সোণার বাঙ্গলা ছিল, লোকে সুখে দিন কাটিয়ে ছিল, বাঙ্গালা সম্পদশালী ছিল—বাঙ্গালার গ্রাম সকল সুখের আকর ছিল। সেই বাঙ্গলা আজ শ্মশানে পরিণত হয়েছে—বাঙ্গালায় গ্রামের সে সৌন্দর্য্য নাই—যে দিকে তাকাও দেখবে—কেবল নিরাশার মূর্ত্তিমান ছবি। এমন কেন হলো? তা জানতে হলে বাঙ্গলায় সে কালের কথা মনে কর্ত্তে হয়।

সে কালের বাঙ্গলার গ্রাম সকলে অনেক জাতি ছিল, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, কামার, কোমর, স্বর্ণকার, নাপিত, ধোবা, বাগ্দী ডুলে, পোদ, হাঁড়ী ডোম ইত্যাদি। এরা যে যার আপনাদের জাত ব্যবসা নিয়ে তারই উন্নতি কর্ত্তে লেগে থাকতো। ব্রাহ্মণ শাস্ত্র আলোচনা কর্ত্তো, গ্রামের অন্য জাতিকে শিক্ষা দিতো, সমাজের পরিচালক রূপে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করে উচ্চাশনে বসে থাকতো। কায়স্থগণ চিরকালই বৈষয়িক কার্য্যে আত্মনিয়োগ কর্ত্তো, এদের মধ্যে রাজা, জমিদার, নায়েব, গমস্তাই ছিল বেশী।

বৈদ্যরা চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে দেশজাত গাছ গাছড়া হতে সামান্য ব্যয়ে রোগ আরোগ্য করে দিত। এইরূপ কামার, কোমর, তেলী, মালী, কলু, চামার যে যার আপনাদের জাত ব্যবসার গণ্ডীর মধ্যেই থেকে সুখে দিন কাটাতো। কেউ কারো জাত ব্যবসায় হাত দিতো না—এমনি সুশৃঙ্খলায় তখনকার সমাজ গঠিত ছিল। ছেলেরা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাত ব্যবসায়ে সুশিক্ষিত হতো, তারা সংযমী পরিশ্রমী ছিল, শিক্ষা সমাপন করেই আপনাদের ব্যবসায়েই তার পিতৃ পিতামহের কাজেই লেগে যেতো। শিক্ষার তখন ব্যয় ছিল না, অল্পব্যয়ে তারা পণ্ডিত হতো। স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান থাকতো।

দেশে ছিল পঞ্চায়তী বিচার। কোন প্রকার মনান্তর বা বিবাদের সূত্রপাত হলেই পাঁচজন গ্রামের মাতব্বর লোক তা মিটিয়ে মিমাংসা করে দিত, তার জন্য একটী পয়সা ও খরচ হতো না—ন্যায় বিচার হতো।

দেশে তখন বিলাসিতা ছিল না, বিলাসিতার বহ্বাড়ম্বড়কে লোকে ঘৃণা কর্ত্তো। অল্প আয়েই তারা সঞ্চয়ী হতো—ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধারণ হিতকর কার্য্য করেই তারা কৃতার্থ হতো।

ধর্ম্মই পরকালের গতি, এইটা ছিল বদ্ধমূল সংস্কার। কাজেই চুরি, চামারী অধর্ম্ম অন্যায়ে লোকে যেতে চাইতো না জীবন নিরাপদেই কেটে যেতো। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষ্য করে লোকে টাকা ধার দিত, কখন কেহ টাকা মারতো না।

মুসলমানগণের ভারতে আগমনের পর ও লোকে সুখে ছিল, ধর্ম্মের গোঁড়ামী ছিল না, সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ ছিল না। হিন্দু মুসলমানে এক মায়ের দুই ছেলের মতনই শান্তিতে থাকতো। সকলেই শ্রমশীল, স্বাস্থ্যবান, সংযমী, বিলাসবর্জ্জিত, কাজেই অভাবও হতো না। তারপর ইংরাজ এদেশে এলেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের ব্যপদেশে এদেশে এসে ক্রমে ক্রমে দেশের রাজা হলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা আস্তে আস্তে দেশে প্রবেশ কর্ত্তে লাগলো। বিদ্যালয় হলো, বিচারালয় হলো, চাকুরী জুটতে লাগলো শান্তি-রক্ষার জন্যে পুলিশ হ'লো। গ্রামের যারা পঞ্চায়েৎ ছিল, তাদের আর কাজ রইল না, পঞ্চায়তী উঠে গেল। খোলা বিচারালয়ে লোকে বিচার পাবার জন্য এলো। জমীদারগণ তখন গ্রামের হিতের জন্য অনেক কাজ কর্ত্তেন, তাদের আর কাজ রইল না প্রজাস্বত্ব আইনাদি নানান্ ব্যাপার হ'য়ে তাঁদেরও আধিপত্য ঘুচে গেল। কাজেই তাঁরা এলেন সহরে—সুখের আশায়। কতকগুলো অক্ষম, অশিক্ষিত লোক নিয়ে পড়ে রইল গ্রামগুলি। চাকুরীর লোভে গ্রামের ভাল লোক সব সহরেই চলে এলো। সোণার বাঙ্গলার গ্রামগুলি শ্মশানে পরিণত হতে লাগল। জাত ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেল, শিল্প কৃষি মাটি হলো। এদিকে পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ নানান বিলাসিতার সামগ্রী চোখের সামনে ধরে দিলেন—দেশের লোক পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে নিজেদের বৈশিষ্টতা একেবারে হারিয়ে ফেল্লে—হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হয়ে ধর্ম্মে কর্ম্মে পোষাক পরিচ্ছদে, সামাজিকতায় বিদেশীগণের অনুকরণ কর্ত্তে লাগলো। বাঙ্গলার লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান হ'লেন—বাঙ্গলায় অন্নকষ্ট হলো, বাঙ্গলা অনাহারে অর্দ্ধাসনে নানান্ রোগের সামনে আত্মসমর্পণ কর্ত্তে লাগ্‌লো, বাঙ্গলার গ্রামগুলি এইরূপেই শ্মশানে পরিণত হ'লো।

এই বাঙ্গালাকে উন্নত কর্ত্তে হ'লে বাঙ্গালার গ্রামগুলির উন্নতি সাধন কর্ত্তে হয়। আবার কতকটা সেকালের চাল চলনে চল্‌তে হয়। অনেকে পল্লী সংগঠনের কথা আলোচনা কচ্ছেন বটে, কিন্তু সে সব কবি-কল্পনা উপকথারই রূপান্তর মাত্র। পল্লী সংগঠনের আশা দুরাশাই বটে।

বর্ত্তমান বাঙ্গালার বাঙ্গালী মরেছে নিজের জাতীয় বৈশিষ্টতা হারিয়ে। ভারতে অন্যান্য প্রদেশের অনেক জাতিই আছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর মত এমন করে কেউ আপনাদের বিশেষত্ব হারায় নাই।

শুধু যে ম্যালেরিয়া কালাজ্বরেই—নানা রোগেই দেশটা এমন শ্মশান হ'য়েছে তা নয়, দেশের চারিদিকেই ধ্বংসকারী আগুণ জ্বলে উঠেছে—সে আগুণ নিব্‌বে কি করে? বাঙ্গালী প্রকৃতিস্থ হতে পারবে না। আর সব জাতি হতে পারে বটে, কেবল বাঙ্গালী নয়। বাঙ্গলাকে শ্মশানে পরিণত করেছি আমরাই। ঘরে ঘরে গৃহ বিবাদ, মামলা মোকর্দ্দমা, তথা কথিত স্বাধীনতা লাভের জঘন্য প্রয়াস, ঘৃণিত স্বার্থপরতা, ধর্ম্মের গোঁড়ামী, তজ্জনিত বিবাদ বিসম্বাদ এত আগুণ ঘরের মধ্যে জ্বলে উঠে সবই ভস্মসাৎ করে ফেল্‌লে। এ কি ফাঁকা বক্তৃতায় নিববে? কেমন করে পল্লী সংগঠন করবে? আমরা কি প্রকৃতিস্থ হ'য়ে নিজেদের অবস্থা একবার চক্ষু মিলে দেখতে পারবো? নিজেকে নিজে জান্‌লেইতো মোহনিদ্রা কেটে যায়।

পুরী মন্দিরে বজ্রাঘাত।

৩০শে জুন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বজ্রপাত হইয়াছিল। মন্দিরের চুড়ার কতকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে সময়ে মন্দিরমধ্যে যে ৮ জন লোক ছিল, তাহারা সকলেই অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। বহুসংখ্যক পায়রা মারা গিয়াছে।

Business talk.

ব্যবসায় বাণিজ্যের কথা।

Mailing circulars.

হ্যাণ্ড বিল।

সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন ব্যতিত হ্যাণ্ড বিল্, পোষ্টকার্ড, সারকুলার ইত্যাদি নানাপ্রকারের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। আজ কাল ডাক বিভাগের কল্যানে এইরূপ ধরণের এত বিজ্ঞাপন লোকের হাতে আসিয়া পড়ে যে, ইহা আর লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেই পারে না, পাইবামাত্রই লোকে ফেলিয়া দেয়। একবার পড়িয়াও দেখে না, অথচ কত সহস্র সহস্র রীম কাগজ, তাহার ছাপাই খরচ, ডাক টিকিট, বিলি করায় লোক জনের বেতনাদিতে লক্ষ লক্ষ টাকা কোথায় চলিয়া যায় তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু কাজ তেমন হয় না। এগুলিও প্রচারের উপাদান বটে, কিন্তু এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপন কদাচিত কার্য্যকারী হয়। কেননা সহরের লোকে এত এই সকল জিনিস পাইয়া থাকে যে তাহারা ধৈর্য্য সহকারে তাহা পড়িতেও চায় না।

আমেরিকান অভিজ্ঞ বিজ্ঞাপনবিদগণ বলেন, এইরূপ ধরণের বিজ্ঞাপন বরং মফঃস্বলে কার্য্যকরী হইলেও হইতে পারে কিন্তু সহরের লোকের কৌতুহল ইহা দ্বারা উদ্দিপ্ত হয় না। মফঃস্বলের লোকের হাতে পড়িলে তাহাদের সময় আছে, ধৈর্য্যের সহিত পড়িলেও পড়িতে পারে।

এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপনের কিছু উন্নতি করিলে বোধ হয় সহরেও কাজ হইতে পারে।

(১) উৎকৃষ্ট ছাপা।
(২) চিত্তাকর্ষক হেডিং।
(৩) বিজ্ঞাপনে কতকগুলো বাজে না বকা।

সারকুলার ডাকে পাঠাইলে তাকে টাইপ, রাইটীংয়ের টাইপে ছাপিয়ে নিয়ে নাম, ঠিকানা গুলো টাইপ করে করে পাঠালে চিত্তাকর্ষক হ'তে পারে। আজ কালকের দিনে ভাল ছাপা, ভাল কাগজ না হ'লে কেউ স্পর্শ কর্ত্তে চায় না।

একই রকম সারকুলার, বিজ্ঞাপন বারম্বার দেওয়া ভাল নয়। বিজ্ঞাপনের হেডিং ভিন্ন ভিন্ন করে দিতে হয়। প্রত্যেক বার নূতন বিজ্ঞাপন হ'লে তবু আশা থাকে।

চিকিৎসা বিষয়ক।

হোমিওপ্যাথিক।

জেলসিমিয়ম।

(Dr. K. C. Das).

পীত জেসামাইন্ দক্ষিণ আমেরিকায় উৎপন্ন হয়, গাছের রং হরিদ্বর্ণ। বসন্তের প্রারম্ভে মুকুলিত হয়। ফুলের রং পীত বর্ণ সুগন্ধ কিন্তু বিষাক্ত। মূলত্বক্ হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

অকর্ম্মণ্যতা উৎপাদন ইহার প্রধান ক্রিয়া। ইহাকে অবশকারী বা paralyzer বলা যাইতে পারে। জেলসিমিয়মের এই গুণটী সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। ইহা গত্যুৎপাদিকা স্নায়ু মণ্ডলীকে (motor nerves) অবশ করিয়া ফেলে।

মানসিক ক্রিয়া প্রথমে বেশ পরিষ্কার থাকে, পরে মাদক সেবনের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। মাদকতার প্রথমাবস্থার ন্যায় উন্মত্ততা ইহাতে হয় না, ইহার গভীর বিষক্রিয়া, মলদ্বারের ও মুত্র যন্ত্রের Sphincter মাংসপেশী সমূহের অবশতা ও শৈথিল্য আনয়ন করে; তজ্জন্য অজ্ঞাতসারে মল ও মূত্র ত্যাগ হয়। ক্রমশঃ পঞ্জরাভ্যন্তরের ও হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী আক্রান্ত হইয়া শ্বাসকষ্ট হয়, কারণ মাংসপেশী গুলি বক্ষঃ উত্তোলন করিতে অক্ষম হয়, এবং অবশেষে হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত অবশ হইয়া পড়ে।

শক্তিহ্রাস ও অবশতা এই দুইটি সাধারণ লক্ষণ—সর্ব্বদা মনে রাখিলে ইহার বিশেষ লক্ষণাবলী সহজেই আলোচনা করিতে পারা যায়। একজন ভেষজ-গুণ পরীক্ষকের চক্ষের ঊর্দ্ধপক্ষদ্বয় স্থায়ীভাবে নিমীলিত থাকিত; অপর একজনের মলদ্বারের Sphincter মাংসপেশী সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত; আবার একজন কিছুকালের জন্য বক্রদৃষ্টি বা টেরা হইয়াছিল, ইহাও চক্ষের recti মাংসপেশীর অবশতা বশতঃ, এই কারণে দৃষ্টি দ্বৈগুণ্য জন্মিতে পারে। অন্যান্য ঔষধেও এইরূপ দৃষ্টি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, যেমন কষ্টিকম্। কিন্তু কষ্টিকমে খুকখুকে কাশি থাকে, কিম্বা নেত্র পক্ষদ্বয়ের নিমীলনের সঙ্গে বাত থাকে। ক্যালমিয়ার নেত্র নিমীলনও বাতের ধাতের দরুণ, এবং সিপিয়ার নেত্র জরায়ুর কোন পীড়া বর্ত্তমান থাকে, এবং জলে ভিজিয়া বা সূক্ষ্ম বস্তু দেখিবার জন্য নেত্র সংকোচ দ্বারা, বা উভয় কারণে নেত্র নিমীলন রসটক্সের লক্ষণ।

জেল্‌সিমিয়মে মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হয়, মুখাকৃতির ভার,কথা ভারি ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক লক্ষণাবলী থাকে। গলাভ্যন্তরের মাংসপেশীর উপর ইহার ক্রিয়া দ্বারা শব্দযন্ত্রের মাংসপেশী অবশ হয়, সেই কারণে স্বর ভঙ্গ হয়, এবং এইরূপ কারণেই গলাধঃকরণে কষ্ট হয়। ভয়, আকস্মিক দুর্ঘটনা, বা দুঃসম্বাদ শ্রবণেও বায়ুরোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকদেরও স্বরভঙ্গ হইতে পারে।

জেলসিমিয়ম রোগী হৃৎপিণ্ডের মাংস পেশীর দৌর্ব্বল্যবশতঃ বাধ্য হইয়া জাগিয়া থাকে এবং পাছে হৃদস্পন্দন থামিয়া যায়, তাহাই লক্ষ্য করিতে থাকে, এমন কি যত ক্ষণ জাগিয়া থাকে, তখনও হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত রাখিবার জন্য অনবরত নড়িতে চড়িতে থাকে। ডিজিটালিসে ইহার ঠিক বিপরীত, একটু নড়িলে চড়িলে ভয় হয়, মনে হয় পাছে হৃদস্পন্দন থামিয়া যায়।

জেল্‌সিমিয়মের শিরঃপীড়া গ্রীবামূল হইতে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে ও সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া চক্ষুদ্বয়ের উপর অবস্থিত হয়, এবং ঊর্দ্ধপক্ষদ্বয় ভারি হয় ও নিমীলিত থাকে। অস্পষ্টদৃষ্টি ও মস্তকের দোদুল্যভাব, গ্রীবাদেশ শক্ত এবং প্রাতে বৃদ্ধি হয়, জেল্‌সিমিয়মের অধিকাংশ লক্ষণ বিকালে ৪টার সময় বৃদ্ধি, মাথাভারি ও মনের আলস্যভাব। পরিষ্কার, স্বচ্ছ ও প্রচুর প্রস্রাব হইয়া সকল লক্ষণাবলী উপশম হইতে পারে। শিরঃপীড়ার সহিত মস্তকের চতুর্দ্দিকে বা সমগ্র ললাটদেশে একটা বাঁধন রহিয়াছে মনে হয়। আর্জেন্টম্ নাইট্রিকমেও উক্ত লক্ষণ আছে, চাপ প্রয়োগে উপশম হয়,এবং গুড় বা শর্করা খাইবার অদম্য স্পৃহা থাকে।

সবিরাম, স্বল্পবিরাম ও পৈত্তিকজ্বরে এবং এবং বিষম জ্বরের প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণাবলী থাকিলে জেল্‌সিমিয়ম ব্যবহৃত হইতে পারে।—আবল্য ভাব, নিদ্রালুতা, মুখমণ্ডলের রক্তিমাভা (গাঢ় কৃষ্ণাভ রক্তিম, উজ্জ্বল লাল নহে) বিরক্ত করিলে অস্থির হয় ও এ পাশ ও পাস করে,স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। রোগী শিশু হইলে একটু খিট্‌খিটে হয়, কতকটা আর্সেনিকের মত, কিন্তু মানসিক উদ্বেগ থাকে না, এবং কতকটা একোনাইটের মত কিন্তু মৃত্যুর ভয় থাকে না।

শিশুদের সময়ে সময়ে মাংসপেশীর আকস্মিক স্পন্দন হয় এবং আক্ষেপের উপক্রম হয়। রোগের বৃদ্ধি বিকালে হয়, উপশম প্রাতে হয়, সেই সময় অল্প অল্প ঘর্ম্ম হইতে থাকে, কিন্তু শীত, উত্তাপ বা ঘর্ম্ম, কোন অবস্থাতেই পিপাসা থাকে না। জেলসিমেয়মের সবিরাম জ্বরের শীত নিম্নাঙ্গ হইতে আরম্ভ হয় ও উর্দ্ধাঙ্গে বিস্তৃত হয়। শিরঃপীড়া গ্রীবামূল হইতে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে ব্যাপ্ত হয়।

পৈত্তিক জ্বরে জেল্‌সিমিয়ম বিশেষ উপকারী। কখন কখন আবল্য ও আচ্ছন্ন ভাবের সঙ্গে খিট্‌খিটে ভাবও থাকে এবং আলোক ও শব্দ দ্বারা বৃদ্ধি হয়। খুব গা, হাত কামড়ায়, কম্পের সময় রোগী তাহাকে ধরিয়া থাকিতে বলে যাহাতে না কাঁপে। কম্পের সময় ধরিতে বলা জেল্‌সিমিয়মের একটা জ্ঞাপক লক্ষণ। টাইফায়েডের প্রথম কয়েক দিন গায়ে ব্যথা ও কামড়ানি জেল্‌সিময়মের জ্ঞাপক, রোগী বলে যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ পেষন করিতেছে।

এইরূপ ব্যথার দরুণ রোগীর নড়িতে চড়িতে ভয় হয়, এতদ্ব্যতীত মাংসপেশী সমূহের দৌর্ব্বল্য, শক্তিহীনতা ও আংশিক অবশতা বশতঃ রোগী মনে করে, সে নড়িতে চড়িতে পারিবে না। ইহার সঙ্গে আচ্ছন্নভাব, তৃষ্ণাহীনতা, রক্তিম মুখাকৃতি ও বিশিষ্ট শিরঃপীড়া থাকিলে, প্রথমাবস্থাতে জেলসিমিয়ম এরূপ রোগোপশম করিতে সক্ষম, যাহা

ভবিষ্যতে উহা অতি কঠিন পীড়ায় পরিণত হইতে পারিত।

ক্যাপ্সিকমের মত জেলসিমিয়মের সর্দ্দি উষ্ণ অথচ আর্দ্র ঋতুতে হয় (একোনাইটের বিপরীত, একোনাইটের সর্দ্দি শুষ্ক অথচ শীত ঋতুতে হয়)। সর্দ্দির স্রাব কতকটা তীব্র ও উষ্ণ, হাঁচি হয়, নাসারন্ধ্রে ক্ষতভাব এবং নাসাপুটে ব্যথা (এ সব এলিয়ম সিপার মত) বেলেডোনার মত গলায় ব্যথা ও গলাধঃকরণে কষ্ট হয়, বেলেডোনার গলাধঃকরণ কষ্ট স্থানীয় স্নায়বিক উত্তেজনা বৃদ্ধি জনিত, এবং জেল্‌সিমিয়মের কষ্ট গলাভ্যন্তরস্থ মাংসপেশীর অবশতা জনিত। আনুসঙ্গিক সাধারণ দৌর্ব্বল্য জেলসিমিয়মের জ্ঞাপক। সর্দ্দির সহিত প্রায় মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল ব্যথা থাকে, এই ব্যথা প্রায় একদিকে হয় ও সবিরাম হয়।

চর্ম্মের উপর জেল্‌সিমিয়মের ক্রিয়া সামান্য ভেষজগুণপরীক্ষকদের গাত্রে হামের মত এক প্রকার কণ্ডু উঠিতে দেখা যায়, সুতরাং যদি অন্যান্য লক্ষণাবলী মিলিয়া যায়, তাহা হইলে হাম জ্বরেও ইহার ব্যবহার হইতে পারে। একোনাইটে হামের চিত্র বিশিষ্টভাবে পাওয়া যায়, সুতরাং কণ্ডু নির্গমনের পূর্ব্বে এবং সন্দেহ হইলে একোনাইটের কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। জ্বর, পিপাসা, অস্থিরতা, ভয়, চক্ষুর আরক্তিমা, আলোতে ভয়, হাঁচি, সর্দ্দি, নাসাপুট লাল ও শুষ্ক যাহা প্রায় হামজ্বরে থাকে, এগুলি একোনাইটের জ্ঞাপক। জেলসিমিয়মে পিপাসা থাকে না বা সামান্য পিপাসা, পলসেটিলায় পিপাসা ও উত্তাপ উভয়েরই অভাব। এইরূপ অবস্থায় বেলেডোনাও মনে হইতে পারে, কিন্তু বেলেডোনায় গাত্রত্বক্‌ আর্দ্র থাকে।

প্রসব বেদনাতেও জেলসিমিয়মের ব্যবহার হয়। যখন জরায়ুর মুখ শক্ত থাকে, মোটা থাকে, ও প্রসারিত হয় না, অথচ অনেকক্ষণ ধরিয়া ব্যথা হইতেছে, সে অবস্থায় ইহার নিম্নক্রম বিশেষ কার্য্যকারী। আবার কখনও জরায়ুর মুখ ও গ্রীবা কোমল,প্রসারিত হইয়াছে, কিন্তু সংকোচন নাই, জরায়ুর অবশতা, এবং ব্যথা বিপরীত দিকে হইতে থাকে অর্থাৎ জরায়ুর গ্রীবা হইতে আরম্ভ হইয়া উপর দিকে যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইহা জেলসিমিয়মের একটী বিশেষ লক্ষণ। প্রসবান্তিক আক্ষেপের ভয় থাকিলে, এবং উপরোক্ত লক্ষণাবলীর সঙ্গে আচ্ছন্নভাব ও মাংসপেশীর স্পন্দন থাকিলে, জেল্‌সিমিয়ম একটী অমোঘ ঔষধ।

ইহা স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষেরও সখা। যৎকালে লিঙ্গোত্থান একেবারে অসম্ভব এবং জননেন্দ্রিয় সমূহ অর্থাৎ অণ্ডকোষ ও লিঙ্গ উভয়ই শিথিল হয়, নিশাকালে অজ্ঞাতসারে ও বিনা স্বপ্নে পুনঃ পুনঃ রেতঃপাত হয়, বিশেষতঃ যদি হস্তমৈথুন জনিত এই অবস্থা হয়, তখন জেল্‌সিমিয়ম বাস্তবিকই পুরুষের বন্ধু।

Homœopathic Treatment of Kala-Azar.

কালাজ্বর-চিকিৎসা।

কালাজ্বরের একটি বিশেষঃ সন্তোষ জনক চিকিৎসা হইতেছে ১ ফোঁটা মাত্র **Natrum muriaticum C. M. Dr. B B. Gupta, L. M. S. D. P. H., D. T. M. (cal)** ডাঃ বিপিন বিহারী গুপ্ত মহাশয় বলেন, ইহা দ্বারাই সুনিশ্চিত ভাবে কালাজ্বরাক্রান্ত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, ইহা তিনি তাহার "Curopathist"নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে প্রকাশ করিয়াছেন। বহুক্ষেত্রে তিনি পরীক্ষা করিয়াই এবং নিজে ব্যবহার করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহাই ইহার আরোগ্যকারী ঔষধ। ঔষধ সেবনের মধ্যে ঐ নেট্রাম মিউর সি, এম পোটেন্‌সির মাত্র এক ফোটা অবশ্য সামান্য জলের সহিত বা সুগার অফ মিলকের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, আর নহে।

আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।

খাটী সর্ষপ্‌ তৈল এবং টার্পিন তৈল সম পরিমানে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্লীহার দিক হইতে যকৃতের দিক পর্য্যন্ত খুব হালকা ভাবে পেটের উপর মালিশ করিতে হইবে। এই মালিশ করাটা পুর্ণ এক ঘণ্টা করা চাই। প্রত্যেক ১৫ মিনিট অন্তর হাতের তালুতে যতটুকু ধরে, জল লইয়া পেটে দিতে হইবে এবং পুনরায় আস্তে আস্তে খুবই হালকাভাবে মালিস করিতে হইবে। যদি এইরূপে মালিস করা রোগীর সহ্য হয়, তাহা হইলে বৈকালেও মালিস করা বিধেয়। এইরূপ করিলেই দেখিতে পাইবেন প্রায় একপক্ষ মধ্যে প্লীহার ও যকৃতের অবস্থা ভাল হইতেছে। ডাক্তার বলেন, "The hard enlarged spleen will melt away within the course of a couple of weeks. The liver also shrink away."

এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করিলে রোগী এবং চিকিৎসক উভয়েই সন্তুষ্ট হইবেন।

পথ্যাপথ্য।

(১) রোগী প্রতিদিন ২ ড্রাম দধিকে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতে তালের

মিশ্রী সহ প্রাতঃকালে খাইবেন। কেবল অর্দ্ধছটাক সন্দেশ জলযোগের জন্য ব্যবহার করিতে পারে।

(২) বেলা ১০টার সময় দুগ্ধ ভাত খাইবে। ডাল এবং তরিতরকারী নিষিদ্ধ। কাচকলা, ওল, মানকচু ভাতে দিয়া খাইতে পারে। খালি দুগ্ধ খাওয়া নিষিদ্ধ। ভাতের সহিত দুগ্ধ খাইবে।

৩। বেলা ৩টার সময় ১টা কমলা লেবু সৈন্ধব লবণ সংযোগে খাইতে পাইবে। কোয়া না ছাড়াইয়া লবণ সংযোগে খাইবার বিধি। এই সময়ে উৎকৃষ্ট বটকৃষ্ণ পালের চা খাইবার চাম্‌চের ২ চামচ সাগু ২৸০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া যখন সীরপের মত হইয়া যাইবে, তাহাই তালের মিছরী চূর্ণ দিয়া খাইতে পারিবে।

সন্ধ্যা ৭টার সময় উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃতে ভাজা লুচী কেবল লবণ দিয়া খাইবে।

রাত্রি ১০টা পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রস্তুত সাগুর সহিত দুগ্ধ এবং তাল মিছরী দিয়া খাইবে।

জলের সহিত লবণ মিশাইয়া সেই জলে স্নান করিবে অথবা গাত্র মুছিবে। এইরূপ স্নানে রক্তাল্পতা, কালাজ্বর, এবং হৃদ-যন্ত্রের উপকার হইবে। নেট্রাম মিউর আমাদের নিত্য খাদ্য লবণ বাতিত আর অন্য কিছু নহে ঔষধরূপে প্রস্তুত হওয়ায় ইহার ক্রিয়া অতি আশ্চর্য্য জনক।

নেট্রাম মিউর সি, এম, এক ফোঁটা ব্যবহারের পরই জ্বর কমিতে আরম্ভ হইয়া একবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে ইহা সুনিশ্চিত। নেট্রাম প্রয়োগের কয়েকটী বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) কোষ্ঠ বদ্ধতা।

(২) মাথা ধরায় যেন অসংখ্য হাতুড়ির দ্বারা মাথার খুলিতে আঘাত করিতেছে এইরূপ বোধ হওয়া।

(৩) গলা সরু কণ্ঠা বাহির হওয়া ইহার বিশেষঃ লক্ষণ।

(৪) নিম্ন ওষ্ঠে এবং মুখের কোণে কাল বা বেগনী রংঙ্গের বা মুক্তার ন্যায় ফোসকা বা জ্বর ঠুটী।

(৫) অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন হইয়া থাকিলে

(৬) ঠিক বেলা ১২ টার মধ্যে বা ১০টার সময় জ্বর আসা।

(৭) নেটারের রোগীর পিপাসা থাকে। অতি খারাপ রোগীর উপরও এই প্রণালীতে ঔষধ ও পথ্যাদি দিয়া দেখিবেন, ইহা কখনও নিস্ফল হইবেনা।

কোনস্থলে কদাচিত যদি নিস্ফল হয়, দয়া করিয়া "কাজের লোকে," তাহা প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইবেন।

সম্পাদক।

Art of Preservation.

সংরক্ষণ প্রণালী।

অনেক জিনিসকে রক্ষা করিতে না পারিলে পচিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেই গুলি রক্ষা করার যে কৌশল, তাহারই নাম Art of preservation বা দ্রব্য সংরক্ষণ প্রণালী। আজ আমরা কয়েকটী সংরক্ষণ প্রণালী আমাদের পাঠকগণকে উপহার দিব।

ডিম্ব সংরক্ষণ প্রণালী।

ডিম্বের ব্যবসায় একটা বড় ব্যবসায়। এই ডিম্ব পচিয়া যাইলে ব্যবসায়ের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। ডিম্ব পচিয়া যায় কেন, তাহা রক্ষা করিবার আগে জানা আবশ্যক, তবে পচন নিবারণের উপায় বুঝিতে পারা সহজ হইবে। ডিম্বের উপর যে খোসা থাকে তাহাতে অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টির অগোচর ছিদ্র থাকে, তাহা দ্বারা বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন বায়ু অনায়াসে ডিম্বের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। এই বায়ু ডিম্বের মধ্যস্থ অণ্ডলাল যাহাকে ইংরাজীতে বলে albumen (অ্যালবুমেন) তাহাতে লাগিয়া দুষিত করিয়া দেয় এবং অবিলম্বে ডিম্ব মধ্যস্থ পদার্থ সমূহ পচিয়া যায়। ইহাই ডিম্বের পচনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু যদি ডিম্বের খোলার উপর এমন কিছু একটা করা যায়, যাহাদ্বারা বায়ুমণ্ডলস্থ অক্সিজেন ভিতরে প্রবেশ না করিতে পায়, তাহা হইলে অবশ্যই ডিম্ব টাটকা থাকিতে বাধ্য। কেমন করিয়া ডিম্বের উপর এমন কিছু করা যায়, তাহাই বলা হইতেছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়:—সদ্যপ্রসূত ডিম্ব গুলিকে ২৪০ ফারন হিটের তাপাংশ পর্য্যন্ত গরম জলে মাত্র ৩ মিনিট ডুবাইয়া রাখিয়া তাহার পর তুলিয়া কোমল শুষ্ক ন্যাকড়া দ্বারা মুছিয়া ইহার উপর ঘৃত মাখন বা চর্ব্বি ঘন করিয়া মাখাইয়া রাখিয়া দিবে। তাহার পর একটা চিনা মাটির বাসনের ভিতরের তলদেশে খানিকটা লবণ দিয়া এমন ভাবে পাত্রের মধ্যে তাহা বিস্তীর্ণ করিয়া দিবে, যেন সেই লবণস্তরের উপর ডিম্বের সরুমুখটার কিয়দংশ ঢুকিয়া গিয়া ডিম্বটা খাড়া হইয়া থাকিতে পারে এবং ডিম্বগুলি পরস্পরের গাত্রে না ঠেকিতে পায়।

অথচ ডিম্বের যে সরু অংশ লবণের উপর প্রোথিত হইয়াছে, তাহাও যেন পাত্রের তলদেশ স্পর্শ করিতে না পারে। এইরূপে ডিম্বগুলি সাজাইয়া তাহার উপর আর একস্তর লবন বিছাইয়া দিয়া পুনরায় পুর্ব্বোক্ত উপায়ে আবার একস্তর সাজাইয়া যাইবে। এইরূপে স্তরে স্তরে ডিম্ব সাজাইয়া শেষস্তরে কেবল একস্তর লবণ দিয়া পাত্রের মুখ তৈল সিক্ত বস্ত্র বা অয়েল ক্লথ দ্বারা টাইট করিয়া বান্ধিয়া রাখিয়া দিবে এই প্রক্রিয়ায় ডিম্ব বহু দিন অবিকৃত থাকে। খাইবার সময়ও আস্বাদের কোন বিকৃতি হয় না। লবণের পরিবর্ত্তে গমের ভূঁষি, করাত গুড়া দ্বারাও এরূপে স্তরে স্তরে সাজান যাইতে পারে কিন্তু লবণই হউক বা ভুষি, করাৎ গুড়াই হউক, তাহা সম্পূর্ণ শুষ্ক হওয়া আবশ্যক, নচেৎ একটু জলীয় অংশ ইহাদের মধ্যে থাকিলে পাত্রের মুখবন্ধ করিলেই তাহা উত্তপ্ত হইয়া ভাপিয়া উঠিয়া ডিম্বের অবস্থা নষ্ট করিয়া দিতে পারে। ডিম্ব সংরক্ষণের সর্ব্বাপেক্ষা এইটী সহজ উপায়। অন্যান্য বৈজ্ঞানিক রাসায়নিক দ্রব্যাদি দ্বারা সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে বটে, তবে তাহার যন্ত্র এবং অনেক ভজকট ব্যাপার। সাধারণ লোকের তাহা মনঃপুত হইবে না।

ডিম্ব পরীক্ষার একটা সহজ উপায়:—

২০ আউন্স জলে ২ আউন্স লবণ দ্রব করিয়া সেইজলে ডিম দিলে যে গুলি ভাল ডিম, সে গুলি সেই জলে ডুবিয়া যাইবে, আর যেগুলি নষ্ট, তাহারা ভাসিয়া থাকে, যেগুলি অর্দ্ধনষ্ট সেগুলি অর্দ্ধ নিমগ্ন অবস্থায় ভাসে। আগামী বারে মৎস্য সংরক্ষণের কথা বলিব। মৎস্য সংরক্ষণের অন্যান্য উপায় কাজের লোকের পুরাতন ভলিউম গুলিতে দেখিতে পাইবেন। "কাজের লোক" আবশ্যকীয় কোন বিষয়েরই আজ ২১ বৎসর আলোচনা করিতে ত্রুটী করে নাই। কিন্তু শিল্প বানিজ্যে বাস্তব অনুরাগ এ দেশের লোকের না থাকায় আজ আমরা ব্যর্থ প্রয়াস ভাবিয়া অনুতপ্ত হইতেছি! বুঝিতেছি, লোকে কেবল গল্প গুজবে মজগুল হইয়া থাকিতেই চায়, তাহাতেই তাহাদের রুচি, সুতরাং শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায়ের কাগজ পত্র চালান বিড়ম্বনা মাত্র। নিশ্চিতই ইহা পরিতাপের কথা।

S. P. C.

কুসুম ফুল এবং তাহার রং।

আমাদের দেশে আগে কুসুমের চাষ হইত এবং প্রচুরপরিমানে তাহা ইয়োরোপের নানাদেশে রপ্তানী হইয়া যাইত। এই কুসুমের ফুল হইতে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ মনোরম রং প্রস্তুত হইয়া সেই রঙ্গে কাপড় রেশম রঞ্জিত হইত। যদিও কুসুম ফুলের রং চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু রেশম প্রভৃতি কুসুম ফুলে রং করিলে তাহা চিরস্থায়ীই থাকে, কারণ এই সকল কাপড় বড় সহজে কাচা হয় না। এখন আর সেদিন নাই। জর্ম্মানী পাথুরে কয়লা হইতে নানাপ্রকার রং প্রস্তুত করায় এখন আর কুসুম ফুলের রং বড় ব্যবহার হয় না। এইজন্য ইহার চাষও আর কেহ করিতে চায় না। কিন্তু ইহার ব্যবহার কমিয়া যাইলেও এখনও ইহার ফুলের পাপড়ী বিদেশে কিছু কিছু চলিত আছে। আর লোকে ইহার বীজকে ভাজিয়া চাল কড়াই ভাজার সহিত খাইয়া থাকে, ভাজিলে ইহার একটী বেশ সুগন্ধ পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান বীরভূম বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে আলু যব গম চাষের সঙ্গে সঙ্গে লোকে সামান্য সামান্য ইহার চাষ করিয়া থাকে।

কুসুম গাছ গুল্ম বিশেষঃ, বড় বড় বৃক্ষ নয়। পাতায় এবং ফুলে ধারাল কাঁটা আছে, হাতে লাগিলে রক্তপাত হয়। ইহার বীজগুলি সাদা গমের মত, কঠিন আবরণের দ্বারা বীজগুলির আভ্যন্তরিক পদার্থ সুরক্ষিত থাকে। কুসুম ফুলের পাবড়ী গুলিই রঞ্জন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা বর্ষজীবি গাছ এক বৎসরেই ফল ফুল হইয়া শুকাইয়া যায়। তাহার পর লোকে ঘরে আনিয়া গম প্রভৃতি ঝাড়াইয়ের মত লাঠির আঘাৎ করিয়া বীজগুলি ছাড়াইয়া লওয়া হয়। এবং সেই বীজগুলি শুষ্ক করিয়া ঘরে ঘরে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। প্রতিসের ৵০ আনা সময়সময় ⁄০ আনাতেও বিক্রয় হয়। এই কুসুম বীজ হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়, তাহার ব্যবহার অন্য কোন কাজে দেখা যায় না। প্রদীপে পোড়াইয়া থাকে।

কুসুম গাছে লাল লাল কণ্টকযুক্ত ফুল হয়, সেই ফুলের পাবড়ী গুলি হইতে—রং বাহির করিয়া, তাহাতে কাপড় ছোপান হয়।

কেমন করিয়া এই কুসুম ফুল হইতে সহজে রং প্রস্তুত হয়, আমরা আজ তাহারই আলোচনা করিব। কুসুমফুল যখন রপ্তানী হইয়া বিদেশে যাইত, তখন কৃষকেরা পাবড়ী গুলি লইয়া জলে ভিজাইয়া উত্তমরূপে একবার ধৌত করিয়া লইয়া ইহার জল চাপিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া ছোট ছোট চাকতি করিয়া শুষ্ক করিয়া লইত। এইরূপ চাকৃতির আকারেই বিদেশে রপ্তানি হইয়া যাইত। কুসুম ফুলের দুইপ্রকার রং আছে। এক হলদে রং আর এক লাল রং। এই হলদে

রং জল লাগিলেই উঠিয়া যায় বলিয়া ইহা কোন কাজেই লাগেনা। লাল রং স্থায়ী হয়, এইজন্য এই শেষোক্ত প্রকার রংই বস্ত্র রঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা রেশমের কাপড়েই ইহার রং খুলে ভাল, এইজন্য রেশমের কাপড়ই কুসুম ফুলে অধিক রং করা হয়।

রং বাহির করিবার প্রথা।

পাব্‌ড়ীগুলি তুলিয়া ধৌত করিয়া চাক্‌তি করা হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই চাক্‌তিগুলি কিছুক্ষণ জলে ভিজাইলেই নরম হইয়া যায়, তখন বারম্বার ধৌত করিতে করিতে ইহার হল্‌দে রংটা ইহা হইতে বাহির হইয়া যায়। তাহার পর ইহার সহিত সাজী মাটী বা সোডা মিশাইয়া খুব দলাই মলাই করিতে হয়। এক মন আন্দাজ কুসুম ফুলে ৶৩ সের সোডাই পর্য্যাপ্ত। অনেকে এক ভাগ মাত্র কুসুম ফুলে ৬ভাগ সোডা মিলাইয়া রং বাহির করিয়া থাকে। দেশীয় রংওয়ালারা প্রথমে কুসুম ফুলের পাব্‌ড়ীগুলিকে ঢেকিতে কুটিয়া লইয়া সুক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করে, তাহার পর কয়েক ঘণ্টা শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পুনরায় অধিক পরিমাণ জলে পুনঃপুনঃ ধৌত করে। যখন এইরূপে কাচিতে কাচিতে আর রং বাহির হয় না তখনই ধৌত কার্য্য শেষ করিয়া উহার সহিত অল্প অল্প সোডা মিশাইয়া দলাই মলাই করিতে থাকে, এইরূপ করিতে করিতে যখন কুসুমফুলের মর্দ্দিত পাব্‌ড়ীগুলি ঘোর লাল হইয়া উঠে, তখনও আস্তে আস্তে সোডা মিশাইতে মিশাইতে যখন সেই ঘোর রংটা কাটিয়া ফিকে হইতে থাকে, তখনই সোডা মিশান বন্ধ করিয়া দেয়। খুব বেশী সোডা বা সাজী দিলেও রং খারাপ হইতে পারে তাহাও মনে রাখা উচিত। দেশী রঞ্জকগণ সোডার বিশেষ কোন ধরা কাটা মাপ রাখে না বটে, কিন্তু কাজ করিতে করিতে তাহাদের একটা পরিমাণ ধারণা হইয়া উঠে।

এই অবস্থায় সোডা মিশ্রিত কুসুম ফুলটাকে একটা গামছা বা কাপড়ের থলিয়ায় মধ্যে দিয়া ঝুলাইয়া রাখে এবং আস্তে আস্তে মধ্যে মধ্যে জল দিতে থাকে। এই থলিয়া যেখানে ঝুলান থাকে, তাহার নীচেই একটা পাত্র রাখিয়া দেয়, সেই পাত্রে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া রং পড়িতে থাকে। এই রং তখন ময়লা দেখায়। কিন্তু এই রংএ কাপড় ভিজাইয়া লেবুর রস মিশ্রিত জলে কাপড় খানি ডুবাইলেই ঘোর লাল রং হইয়া যায়।

তাহার পর কাপড় খানিকে নিংড়াইয়া ঠাণ্ডা জায়গায় শুষ্ক করিয়া লইতে হয়, কারণ কুসুমফুলে রঞ্জিত কাপড় রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে ইহার রঙ্গের উজ্জ্বলতা কমিয়া যায়।

ঝুলির ফুলে আবার সোডা মিশাইয়া পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিলে আরও ২।৩বার রং করা চলে।

ইহার বীজ হইতে তৈল বাহির করা হয়। তাহার প্রক্রিয়া, বীজ গুলিকে ঢেঁকিতে কুটিয়া লইয়া একটা পাত্র জল পূর্ণ করিয়া আগুণে চড়াইতে হয়। ফুটিতে ফুটিতে উপরে ইহার তৈল ভাসিয়া উঠে, সেই তৈল সাবধানে বাটী বা হাতা দ্বারা তুলিয়া লইতে হয়। ইহা অন্য কোন বিশেষঃ কাজে লাগে না, কেবল জ্বালানই চলে।

বীজকে ভাজিয়া চাল কলাই ভাজার সহিত খাইতে বেশ মুখপ্রিয় বটে, কিন্তু অধিক খাইলে উদরাময় হয়।

কার্পাস চাষের ন্যায় কুসুমের চাষও লুপ্ত প্রায় হইতেছে। পুনরায় ইহার চাষ করিলে ভাল হয়। কচি বেলায় ইহার কোমল ডগী গুলি শাকরূপেও লোকে খাইয়া থাকে।

কুসুম বীজকে কলে পেশাই করিয়া যে তৈল বাহির করা হয়, তাহা পরিষ্কার ঘৃতের মত রঙ্গের, সেইজন্য ঘৃতের সহিত দুষ্ট ব্যবসায়ীগণ মিশাইয়া থাকে। অথবা তিল তৈলের সহিত মিশাইয়া দেয়। ইহাকে বলে কোল্ড্রন তৈল। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে গরম করিয়া যে তৈল বাহির হয়, তাহার অধিকাংশ পোড়ান হয়, এখন চামড়ায় ব্যবহার করা হয় সেই জন্য সহজে চামড়ায় ঠাণ্ডা লাগিতে পায় না। গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে দেখা যায়, ইহার বীজে শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র তৈল পাওয়া যায়। এখনও যে কিছু কিছু কুসুম ফুল রপ্তানী হইয়া যায়, তাহা আমেরিকানগণই লইয়া থাকে।

(সম্পাদক)।

আকন্দ।

(কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন)

আকন্দের গাছ বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো গৃহস্থের বাড়ীতেও ইহা যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের বাটীতে এই গাছটী নাই, তাঁহারা যেন প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে এই বনৌষধিকে একটু স্থান প্রদান করেন। সহস্র হাসনা হেনা অপেক্ষা একটা আকন্দের গাছে মহৎ উপকার সাধিত করিয়া থাকে।

এই আকন্দের সংস্কৃত নাম অর্ক—আকন্দ, অলর্ক, শ্বেতপুষ্প, রক্তপুষ্প ইত্যাদি।

এইবার আমরা ইহার গুণ-পরিচয় প্রদান করিব।

আকন্দের পত্র, মূল, আঠা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্বেত ও রক্ত ভেদে দুইপ্রকার আকন্দ। উভয়েরই গুণ প্রায় তুল্য।

শ্লেষ্মাধিক্য রোগে—অর্কপত্র।

বুকে সর্দ্দি বসিলে আকন্দের পাতার উপর দিকে পুরাতন ঘৃত মাখাইয়া, ঈষদুষ্ণ করতঃ বুকে বসাইয়া দিবে, তদুপরি পোট্টলী-বদ্ধ নেকড়া উত্তপ্ত করিয়া স্বেদ দিবে, ইহাতে বুকে শ্লেষ্মা সরল হইয়া উঠিয়া যাইবে। নিউ:মানিয়া রোগে এই স্বেদ বিশেষ ফল-প্রদ। স্বেদ অন্তে তূলা দ্বারা বুক বাঁধিয়া রাখিবে। যে কোন রোগে বুকে সর্দ্দি (কফ) বসিয়া যায়, তাহাতেই এই স্বেদে উপকার দর্শে।

বাতজ অর্শে—অর্কপত্র।

আকন্দের কোমল পত্র যে পরিমাণ লইবে, মিলিত পঞ্চলবণ তাহার এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে, পরে কিঞ্চিৎ তিল, তৈল ও আমরুলের শাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে, এই ক্ষার সিকি পরিমাণে উষ্ণোদকের সহিত পান করিলে বাতজ অর্শ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্লীহা রোগে—অর্কপত্র।

আকন্দের পত্র যে পরিমাণ গ্রহণ করিবে সৈন্ধব লবণ তাহার এক চতুর্থাংশ লইবে। একটী মাটির হাঁড়ীর মধ্যে একটি একটি করিয়া আকন্দের পাতা বিছাইয়া দিবে, তাহার উপর সৈন্ধব চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। পুনরায় আর এক প্রস্থ পাতা পাতাইবে, তদুপরি পুনরায় সৈন্ধব চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে, এইরূপে পত্রগুলি ও সৈন্ধব চূর্ণ উপর্য্যুপরি রাখিয়া একখানি সরা দ্বারা হাঁড়ীটার মুখ কর্দ্দমাক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা লেপন করিয়া সরা ও হাঁড়ীর সংযোগস্থান বন্ধ করা দিবে, এক ঘণ্টা পরিমাণ সময় ব্যাপিয়া ঐ হাঁড়ীটী জ্বলন্ত অগ্নির উপরে রাখিয়া নামাইবে, এইরূপে অন্তর্ধূমে ক্ষার প্রস্তুত হইবে, শীতল হইলে হাঁড়ীর সরা খুলিয়া ক্ষার গ্রহণ করিবে। এই ক্ষার সিকি পরিমাণ প্রত্যহ দধির মাতের সহিত সেবন করিলে অতি প্রবৃদ্ধ প্লীহা নষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে অর্ক লবণ বলে।

উরুস্তম্ভে—অর্কপত্র।

উরুস্তম্ভ রোগীকে লবণ বর্জ্জিত তৈলাক্ত অর্কপত্র জলে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করাইবে।

শ্বাস রোগে—অর্কপত্র ও পুষ্প।

আকন্দের পত্র ও পুষ্প সমানভাগে গ্রহণ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, ঐ ক্বাথে যবের চাউল ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণিত যবতণ্ডুল দুই আনা মাত্রায় লইয়া মধুর সহিত সেবন করাইলে শ্বাস রোগ উপশমিত হয়।

আকন্দের মূলের ছাল চূর্ণ আকন্দের আঠায় ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, ঐ চূর্ণ দ্বারা তামাকের পাতা বেষ্টন করিয়া চুরুট প্রস্তুত করিয়া অগ্নি সংযোগে ধূম পান করিলে শ্বাস রোগ নিবৃত্তি হয়।

উদরাধ্মানে—অর্কপত্র।

উদরাধ্মান হইলে আকন্দের পত্রে তৈল মাখাইয়া উদর বেষ্টনপূর্ব্বক বাঁধিয়া রাখিলে পেট ফাঁপার উপশম হয়।

আকন্দ পাতার প্রলেপ বেদনা ও ফুলার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ।

কোষবৃদ্ধি বা কুরণ্ড রোগ।

আকন্দ মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে অতি বড় কুরণ্ডও বিনষ্ট হয়। উক্ত প্রলেপ গোদে ব্যবহার করিলে গোদ নষ্ট হয়। একশিরা রোগে আকন্দের পত্র দ্বারা কোষ বেষ্টন করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিলে একশিরা আরোগ্য হয়।

মুখে মেচেতা (কালো কালো দাগ) পড়িলে আকন্দের আঠার সহিত হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে মেচেতা আরোগ্য হয়।

চোক উঠায়—আকন্দমূলের ছাল।

আকন্দমূলের ছাল ১ তোলা কুট্টিত করিয়া এক পোয়া জলে সিদ্ধ করিবে, ১৫ মিনিট সিদ্ধ হইলে উহা শীতল করিয়া দিবসে ২।৩ বার ৪।৫ ফোঁটা করিয়া চক্ষে প্রদান করিবে। চক্ষু চুলকানি, লাল হওয়া বেদনা ও ভার বোধ ও চক্ষুর পিচুটীর ন্যায় হইয়া চোক ওঠা আরোগ্য হয়।

কর্ণশূলে—আকন্দ।

আকন্দ পত্র উত্তপ্ত করিয়া নিষ্পীড়ন করতঃ রস বাহির করিবে, ঐ ঈষদুষ্ণ রস কর্ণাভ্যন্তরে ২।১ ফোঁটা নিক্ষেপ করিলে কর্ণ-শূল (কাণের মধ্যে বেদনা) নিবৃত্তি হয়।

কুকুর দংশন বিষে—আকন্দ।

উত্তমরূপে কুট্টিত তিল ২ তোলা, ইক্ষু গুড় ২ তোলা, এবং কিছু শুষ্ক আকন্দের আঠা (এক সিকি) একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে কুকুর দংশিত বিষ নষ্ট হয়।

কুষ্ঠ রোগে—আকন্দ।

যে কুষ্ঠ রোগীর ক্ষতে পোকা জন্মিয়াছে, তাহাতে শ্বেত ও রক্ত আকন্দের মূল, পত্র ও ডাঁটার সহিত সম পরিমাণ ছাতিমছাল লইয়া কাথ করিয়া ঐ ক্বাথ পান করাইলে কুষ্ঠের কৃমি নষ্ট হয়।

বাত বেদনায়—আকন্দ।

কোন স্থানে বাত জনিত বেদনা কিম্বা আঘাত জনিত ফুলিলে আকন্দের পত্র গরম করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বেদনা ও ফুলার উপশম হয়।

বৃশ্চিক দংশনে—আকন্দ ।

বিছা, ভিমরুল বা বেলতা দংশিত স্থানে আকন্দের আঠা লাগাইলে জ্বালা নিবৃত্তি হয়।

বেদনা ও স্ফীতিযুক্ত সন্ধিস্থানে আকন্দের আঠার প্রলেপ বিশেষ উপকারী।

জানিয়া রাখা উচিত, আকন্দের আঠা বিষাক্ত, উহা উদরস্থ হইলে অতি বিরেচন ও অতি বমন হয়। চোখে লাগিলে চক্ষুর হানি করে। এজন্য আকন্দের আঠার ব্যবহার অতি সাবধানে করা উচিত।

(আয়ুর্ব্বেদ)

সুভাষ বাবুর স্বাস্থ্য ।

আমরা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম যে, শিলং শৈলে গমনের ফলে, শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু মহাশয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহার সহোদয় ডাক্তার সুনীল চন্দ্র বসু শিলং হইতে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, তথায় ১৫ দিন অবস্থানের ফলে সুভাষ বাবুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে, তাঁহার শরীরের উত্তাপ ৯৯ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিতেছে, তাঁহার নিদ্রাও পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইতেছে। এখন তাহাকে বাটীর মধ্যে একটু পাদচারণা করিতে দেওয়া হইতেছে। যদি এই ভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, তবে তাঁহাকে এক সপ্তাহের মধ্যে মোটার গাড়ীতে করিয়া সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ করিতে দেওয়া হইবে। ভারতের কোটী কোটী লোক আন্তরিকতা সহকারে যাঁহার আরোগ্য কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে, ভগবান তাঁহাকে অচিরে নিরাময় করিবেন, এ বিশ্বাস আমরা হারাই নাই।

বাঙ্গালার বয়ন-শিল্প ।

—:০:—

বার্ষিক সরকারী বিবরণ ।

(ফ্রী প্রেস)

কলিকাতা, ১৬ই জুলাই।

বাঙ্গালার শিল্প বিভাগের ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণে বলা হইয়াছে, "ভারতের উটজশিল্পের মধ্যে বয়ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" নিম্নলিখিত হিসাব বিবরণ হইতেই বয়নশিল্পের আর্থিক উপযোগিতা প্রতীয়মান হইবে :—

১৯২১ অব্দের হিসাবে প্রকাশ, উক্ত বর্ষে তাঁত বোনা কার্য্যে ২ লক্ষ ১০ হাজার লোক সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত ছিল এবং অন্ততঃ ৫ লক্ষ লোক জীবিকার জন্য তাঁতের উপর আংশিক ভাবে নির্ভর করিত। বাঙ্গালায় প্রায় ১ লক্ষ ৫৩ হাজার হাত তাঁত ছিল, তন্মধ্যে মাত্র ৫২ হাজার তাঁত অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩৪টি মাত্র তাঁতে ঠকঠকি সংযুক্ত ছিল। ঐ সকল তাঁত হইতে অন্ততঃ ১ কোটি ৩৪ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল, উহার দাম প্রায় সাড়ে ৬ কোটি টাকা। ভারতবর্ষে বৎসরে যে কাপড় ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে বোম্বাই হইতে ১৭৫ কোটি গজ; বিদেশ হইতে ১৭৫ কোটি গজ এবং হাত তাঁত হইতে ১২০ কোটি গজ বস্ত্র সরবরাহ হয়।

বৎসর বৎসর এই হিসাবের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু হাত তাঁতের আর্থিক উপযোগিতা সম্বন্ধে উহা হইতে যথেষ্ট ধারণা জন্মিবে।

প্রাচীন কালের হাত মাকু ব্যবহার জন্য বয়ন-শিল্প বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। বয়নকারিগণ যদি ঠকঠকি মাকু ব্যবহার করে, তাহা হইলে এক সময়ের মধ্যে একই পরিশ্রমে দ্বিগুণ বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারিবে।

সেটেলমেণ্ট আদালত।

বর্দ্ধমান জেলার সদর, কালনা ও কাটোয়া মহকুমার সেটেলমেণ্ট আসন্নপ্রায়। এই সেটেলমেণ্টের মধ্যে জমির অধিকারিদের বাধ্য হইয়া বহুবার ঘর আর আদালত করিতে হইবে, অথচ শুনা যাইতেছে যে, গভর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমানের সেটেলমেণ্ট আদালত বর্দ্ধমানে স্থাপিত না করিয়া তাহা চুঁচুড়ায় লইয়া যাইতেই কৃতসঙ্কল্প। অজুহাত, নাকি উপযুক্ত আদালত গৃহের অভাব। সরকারের শাসন পদ্ধতির "আঁতের কথা" জানিবার মত ধৃষ্টতা আমাদের নাই, তবে আদালত গৃহের অভাবই যদি সত্যকার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে প্রতিবন্ধক যে মনগড়া, একথা বলিবার যথেষ্টই হেতু আছে। যেহেতু বর্দ্ধমানে সেরূপ আদালত গৃহের অভাব সত্য নাইই, বরং প্রাচুর্য্যই আছে।

সব চেয়ে বড় কথা এই যে, দরিদ্র প্রজারা বর্দ্ধমান জেলার এক প্রান্ত হইতে জেলার অন্য প্রান্ত অতিক্রম করিয়া চুঁচুড়ায় যাইবে, তাহাদের ক্ষুদ্র অধিকারটুকু রক্ষা করিতে এবং তাতে তাহাদের যে হায়রাণী, যে অর্থনাশ হইবে, তাহা উপলব্ধি করিবার মত দরদ শুধু সরকারের নয়, কোন বেসরকারীরও নাই। আর একবার গিয়াও নিশ্চিন্তি নাই, কেননা,—

বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইনের ১০৩, ১০৫ এবং, ১০৬ ধারার ধারাই এইরূপ যে, দলিল পত্র, সাক্ষী সাবুদ্ লইয়া প্রজাকে অন্ততঃ ৮।১০ বার আদালতের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। তারপর, আপিল হইলে কিন্তু সেই প্রজাকে আবার বর্দ্ধমানেই মকর্দ্দমা চালাইতে হইবে।

আসানসোল মহকুমায় যখন সেটেলমেন্ট হয়, তখন মকর্দ্দমার অধিকাংশ পুরুলিয়ায় মীমাংসিত হওয়ায় এতদঞ্চলের প্রজার যে কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল, সে সংবাদ অবশ্যই সরকারের কিছু কিছু জানা আছে; জানা অন্ততঃ উচিত। যাহাই হউক, দরিদ্র পল্লীবাসী প্রজার পক্ষ হইতে আমরা বর্দ্ধমানের বিভাগীয় কমিশনার, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং সর্ব্বোপরি সেটেলমেন্টের উপরওয়ালা নদীয়াধিপতি মহারাজ ক্ষৌনীশচন্দ্রের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহাদের ইচ্ছার উপরই ব্যাপারটী নির্ভর করিতেছে। প্রজার এই ন্যায্য আবেদনটীকে গ্রাহ্য করিয়া আশা করি, তাঁহারা শাসকোচিত সহৃদয়তার পরিচয় দিয়া জেলাবাসীর ধন্যবাদার্হ হইবেন। শক্তি—বর্দ্ধমান।

খুচ্‌রা কথা।

নরদেহে ২৪ খানা অস্থি আছে।

গড়ে প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন ৩॥ পাউণ্ড, প্রত্যেক স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক ২ পাউণ্ড ১১ আউন্স। মানুষের হৃদযন্ত্র সারা দিনে ৯২১৬০ বার স্পন্দিত হয়। ভয়পেলে ইহাপেক্ষাও স্পন্দন বৃদ্ধি হয়ে যায়।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের লোক কপি, ফুলকপি যে খাদ্য, তা জান্‌তো না। কাফি ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম আনিত হয়।

মৌ-চাকের প্রত্যেক স্কোয়ার ইঞ্চিতে ৯০০০ কোষ থাকে।

একটা গাভী সারা দিবারাত্রে ১০০পাউণ্ড কাঁচা ঘাস উদরস্থ করে।

২৩০০ গুটি পোকা ১ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন করে।

মৌ মাছিদের রাণী Queen Bee ১০০০০০০ ডিম্ব একটা ঋতুতে প্রসব করে থাকে।

১ পাউণ্ড—মাকর্ষসার জাল উৎপন্ন কর্‌তে ২৭৬০০ মাকর্ষা আবশ্যক।

১৩০৮ খৃঃ ইংলণ্ডে প্রথম চা ব্যবহৃত হয়েছিল।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম নিলাম করিয়া বিক্রি পরিচিত হয়, তার আগে এরা নিলামে বিক্রি কত্তে জান্‌তো না।

২১ খৃঃ ভারত হ'তে ইংলণ্ডে প্রথম রেশম নিয়ে যাওয়া হ'য়ে ছিল। ভারতের রেশমের বস্ত্র ত্রেতাযুগের আগে পরিচিত ছিল। এই সুসভ্য ভারতবাসীকে ইয়োরোপের অনেক দেশেই অসভ্য জাতি বলে ধারণা আছে।

কলোঙ্গ নামক স্থানে একজন সন্যাসি দ্বারা সর্ব্ব প্রথম ১২খৃঃ বারুদ আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু আমাদের শুক্রনীতিতে বারুদ এবং নালিক অস্ত্রের উল্লেখ দেখে বোধ হয় ভারত ইয়োরোপ অপেক্ষা বহু পূর্ব্বে বারুদের ব্যবহার জান্‌তো।

১৪৭১ খৃঃ কাক্‌সটন্ ইংলণ্ডে প্রথম ছাপাখানা আনিয়া ছিলেন।

১৫৯০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানীতে প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল।

মহাজন বাক্য।

কথা অপেক্ষা কাজই ভাল, এইটী সর্ব্বদাই স্মরণ রাখবে।

সুনিশ্চিত ছাড়িয়া কদাচ অনিশ্চিতের পিছনে ছুটিও না, এতে উৎসাহ, এবং আশা নষ্ট হ'য়ে যাবে।

ক্রমাগত দুঃখ দুর্দ্দশার কথা ভাবিলে দুঃখ দুর্দ্দশাতো কমেই না, বরং দ্বিগুণ বৃদ্ধি হ'য়ে যায়। আলোকের পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলো, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ এ ঘটবেই। ধৈর্য্য ধারণ কল্লে এর প্রতিকার হয়।

অভিজ্ঞগণ বলে থাকেন, "মিতব্যয়িতা নিজের টাক্‌শাল" মিতব্যয়ীর অর্থাভাব হয় না। Economy is the household mint.

যা তোমার অনাবশ্যক, তা' সস্তা হলেও কিনো না। অনেক লোক সস্তা বলে অনেক অনাবশ্যকীয় জিনিষ কিনে শেষে অভাবে পড়ে।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কৃষিকথা।

আম ও কাঁঠাল গাছ এবং তাহা রোপনের দূরত্ব।

কোন বাগানে ঘন ঘন আম গাছ বসাইলে তাহার ফল ভাল হয় না। গাছ কৃশ এবং ফল ছোট হয়। কৃষিতত্ত্বে পারদর্শিনী বিদুষী খনার উপদেশ :—

হাত বিশ করি ফাঁক,
আম কাঁটাল পুতে রাখ।
গাছ গাছালি ঘন সবে না।
গাছ হবে তার ফল হবে না॥

আম কাঁঠাল গাছ অন্ততঃ কুড়ি হাত অন্তর না বসাইলে তাহার ফল হয় না, হলেও ভাল হয় না। কিন্তু এদেশের অনেকে ঘন গাছ বসাইয়া বিষম ভুল করিয়া থাকেন। বরং কাঁঠাল গাছ ১০।১৫ হাত দুরে বসাইলে তত অনিষ্ট হয় না, কিন্তু আম গাছ অন্ততঃ ২০ হাত দূরে নিশ্চয়ই বসাইতে হয়, তাহার ফল ভাল হয়, গাছও বাড়ে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন যে, প্রত্যেক গাছ অন্ততঃ ৬০ ফুট অর্থাৎ ৪০ হাত দূরে বসান উচিত। এক বিঘা জমীতে এই প্রণালীতে গাছ রোপন করিলে ৯।১০টীর অধিক গাছ থাকিতে পারে না, কিন্তু ঘন সন্নিবিষ্ট ১০০ গাছের যে প্রকার ফল জন্মে, এই নয়টী গাছেই সেই পরিমাণ অথচ পুষ্টল সুমিষ্ট ফল জন্মিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের বাঙ্গলা দেশের বাগানে দেখা যায়, ঘন সন্নিবিষ্ট বহু গাছ আছে কিন্তু গাছগুলি সতেজও নহে, সকল গাছে আদৌ ফল হয় না। কিন্তু মাঠের মধ্যে যেখানে মাত্র একটী গাছ আছে, সেই এখানে গাছের প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় এত আম ধরে যে সমস্ত বাগানের আম তাহার এক চতুর্থাংশেরও সমান হয় না অথচ ফল ছোট কদাকার এবং অতিশয় টক হয়। স্বাধীন ভাবে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে না পারাই ইহার কারণ। বর্ষার সময় আমাদের অনেক গ্রাহক পাঠক হয় ত আম্র বৃক্ষ রোপনের যত্নবান হইতে পারেন, সেইজন্য এই সময় এই কথাটি উত্থাপন করিলাম। অন্ততঃ তাঁহারা খণার বচন অনুসারেও বৃক্ষ রোপণ করিবেন। তাহাতে আশাতীত সুফল ফলিবে।

সেকালের চলিত প্রথা।

আমাদের দেশে স্বাস্থ্য এবং খাদ্য সম্বন্ধে অনেকগুলি চলিত কথা আছে। সেই সকল চলিত কথা অসার নয়, উদ্দেশ্য বিহীন নয়।

প্রবাদ আছে :—

ভাদ্র মাসে তালের পিঠা
আশ্বিনে শশা মিঠা
কার্ত্তিকে ওল অঘ্রাণে থলসের ঝোল
পৌষে কাঁজি মাঘে তৈল (সর্পতৈল)
ফাগুনে গুড় আদা বেল। চৈতে গীমা তিতা, বৈশাখে ঘী নাল্‌তা। জৈষ্ঠে খই আষাড়ে দৈ। শ্রাবণে ঘোল পান্তা তবে হয়, শরীরের কান্তা।

ভাদ্র মাসে চালগুড়ি, তালের মাড়ী, গুড় দিয়া তালের পিঠে হয়, ইহা সুস্বাদু গুরুপাক হইলে পিত্ত্য নাশক।

আশ্বিনের শশা সুমিষ্ট হয় এবং স্নিগ্ধ কারক।

এখানে শ্রাবণ মাস হইতে লোকে ওল খাইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত চালাইয়া থাকে। এই ওল বৈদ্যমতে সারক কফ অর্শ প্লীহা এবং গুল্মরোগ নাশক। অর্শরোগে ইহা অতি প্রয়োজনীয় সুপথ্য। ডাক্তারী মতে ইহা সারক, অর্শ, গৃহিণী এবং দৌর্ব্বল্যনাশক। অগ্রহায়নে থল্‌সে মাছের ঝোল এবং পৌষ মাসে কাঞ্জী (আমানী) হিত কর এবং মুখরোচক। মাঘমাসে তৈল মর্দ্দন, ফাগুণে ইক্ষু ও ইক্ষুগুড় আদা বেল ভাল। চৈত্রমাসে গীমে নামক একপ্রকার তিক্ত শাক খাইতেও ভাল এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও হিতজনক। বৈশাখ মাসে ঘৃত নাল্‌তে (তিক্ত) ভাল। জ্যৈষ্ঠমাসে খই, আর আষাঢ় মাসে দধি ভক্ষণ প্রশস্ত। শ্রাবণ মাসে ঘোল এবং পান্তা ভাত স্নিগ্ধকর। এইরূপ বারমাসে আমাদের স্বাস্থ্যের এবং রুচীর জন্য হিতকর ব্যবস্থা ছিল, আমরা এখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সে কালের বিধি বিহিত ব্যবস্থা অবজ্ঞা করিয়া চা, ডিম্ব, কট্‌লেট্ অখাদ্য মাংসাদিতে রুচি করিয়া লইয়াছি। ইহার ফল অকাল মৃত্যু।

Home Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্প।

TO GILD WITHOUT GOLD.

স্বর্ণ-ব্যতিরেকে গিল্‌টী করিবার উপায়।

শুষ্ক জাফ্‌রাণকে উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ মিহি এবং মোলায়েম করিয়া লইয়া তাহার সহিত বিশুদ্ধ হরিদ্রা বর্ণের orpin অরুপিন সমভাবে মিশাইয়া লইয়া মাড়িয়া ফেল। এইরূপ অবস্থায় একটা জারের মধ্যে পুরিয়া সেই জারটাকে আস্তবলের সার দ্বারা ঢাকিয়া ৩ সপ্তাহ কাল রাখিয়া দাও, তাহার পর যে জিনিসটা হইবে, তাহা দ্বারা সোণালী পেণ্ট বা সোণার পাত (Gold leaf) দ্বারা যে কার্য্য হইত সেই কাজই হইবে।

চীনামাটীর জিনিস জুড়িবার সিমেণ্ট।

অর্দ্ধ আউন্স ওজনের গম আকাসিয়া চূর্ণ —লইয়া এইটী ছোট মদের গ্লাসের অর্থাৎ ১ আউন্স ফুটন্ত জলে ফেলিয়া উত্তমরূপে গলাইয়া ফেল, তাহার পর ইহার সহিত প্যারিস্ প্লাষ্টার মিশাইয়া যতটুকু গাঢ় করিয়া লওয়া আবশ্যক, ততটকু গাঢ় করিয়া লইয়া ভাঙ্গা বাসন, পুতুল বা খেলনার ভাঙ্গা মুখ দুটীতে লাগাইয়া জুড়িয়া দিয়া বান্ধিয়া রাখিবে এবং অতিরিক্ত সীমেণ্ট গুলি যাহা জোড়া লাগাইবার পর বাহির হইয়া পড়িবে, তাহা চাঁচিয়া ফেলিয়া দিবে। এই জোড়া বেমালুম জুড়িয়া যাইবে, সহজে খুলিবে না।

Oil of Flowers.

কেমন করিয়া ফুল হইতে সুগন্ধ তৈল প্রস্তুত করা যায়।

খুব উৎকৃষ্ট ফ্লোরেন্স বা সুইট অয়েলে তুলা ভিজাইয়া একটা চীনা মাটীর ডিস্ বা পাত্রে বিছাইয়া দাও। সেই তৈলাক্ত তুলায় উপর খুব সৌরভময় যথা গোলাপ বেল, জুই চাঁপা বকুল যে ফুল তোমার পছন্দ, তাহার একটা স্তর সাজাইয়া আবার তাহার উপর এক স্তর তৈলাক্ত তুলা বিছাইয়া দাও। এইরূপে স্তরে স্তরে ফুল ও তুলা সাজাইয়া পাত্রটী পূর্ণ করিয়া প্রায় এক সপ্তাহ কাল রৌদ্রে রাখিয়া দাও। তাহার পর ফুল গুলি ফেলিয়া দিয়া সৌরভময় তুলা গুলিকে নিংড়াইয়া একটী পরিষ্কার কাচের শিশিতে বা জারে তৈলটুকু রক্ষা কর। এই তৈল পুষ্পগন্ধ প্রাপ্ত হইবে এবং যে তুলা নিংড়াইয়া রাখিয়াছ, তাহাও এত সুগন্ধ ময় হইবে যে তোমায় পোষাক পরিচ্ছদের সহিত এক কোণে রাখিয়া দিলে সমস্ত কাপড় চোপড় পুষ্পগন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিবে।"

পাগল দা।

আমাদের বাড়ীর কাছে সেকেলে একটা বুড়ো পাগলদা থাকে। তাঁকে পাড়া প্রতিবাসী পাগলদা বলেই ডাকে। চিরকালের দেওয়া সেই পাগলদা নামটি আমাদের কচিকাচাদের মধ্যে শীঘ্রই প্রভাব বিস্তার করে ফেল্‌লে। পাগলদা গান গাহিত, আমরা অবাক হয়ে শুন্‌তুম, পাগলদা নাচত, আমরা হাঁ করে দেখতুম, দেখতে দেখতে পাগলদা আমাদের মনটা চুরি করে নিলে— মস্ত একটা ডাকাতের মত। আমরা সব কাঁদ্‌তে সুরু করে দিলুম, আর সকলে এক সঙ্গে বল্‌লুম, "তোমার সঙ্গে আড়ি ভাই, আর কথা কইব না।" পাগলদার মুখ শুকিয়ে গেল, চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল। আমরা হাততালি দিয়ে কলা দেখিয়ে চলে যাচ্ছি, এমন সময় পাগলদা ছুটে এসে বল্‌লে, "হ্যাঁ ভাই! তোরা আমায় সব একা ফেলে চলে যাচ্ছিস—তোরা এত নিষ্ঠুর কেন ভাই?" আমরা সব বল্‌তে আরম্ভ করলুম, "না ভাই তোমার সঙ্গে খেলা কর্‌লে বাবা দাদারা বলেন, তোরাও সব ওর মত পাগল হয়ে যাবি।" আমরা যখন সব দল বেঁধে বাড়ী যাচ্ছি, এমন সময় বীণা বলে উঠল, "আমি কিন্তু তাই পাগলদার সঙ্গে না কথা কয়ে থাকৃতে পারব না। পাগলদার বাঁশী, পাগলদার গান, আমার প্রাণে কেমন একটা সুর বাজিয়ে দিয়েছে, তাই আমার হৃদয়ে আশা আকাঙ্খার সুরধনী! দেখ ভাই, পাগলদার জন্যে আমার বুকটা কি রকম ধড়াস ধড়াস করুচে, আমার প্রাণটা কি রকম গুমরে কেঁদে উঠছে, না ভাই তোরা সব বাড়ী যা, আমি পাগলদার কাছে গিয়ে বাঁশী বাজাইগে।" পাগলদা বাস্তবিক তুমি একটা মস্ত বড় পাগল, সৃষ্টির

চির নিয়ম গণ্ডীর বাইরে তোমার খেইহারা আবোল তাবোল বকুনি এক নূতন সুরে বিশ্ব-ভুবন প্লাবিত করেছে। পাগলদা! তুমি পাগল না প্রতিভাবান্? কিন্তু পাগলামি ও প্রতিভার মধ্যে তফাৎ কি? দুই আসে, দুই চলে যায়। পাগলা নিমাইকে আমরা পাগল হলেও তো ভক্তি করি, ভোলানাথ যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে খাপছাড়া—পাগল! সৃষ্টির ব্যতিক্রম করাই পাগলামি।

তখন সন্ধ্যা হয়েছে, আকাশটা তখনও একটু একটু ফরসা দেখাচ্ছে, পাগলদা সেই সময়ে বাঁশী নিয়ে একটা মস্ত মাঠের উপর বসে প্রাণভরে বাজাচ্ছিল, আর চোখ দিয়ে জলের ফোঁটা টস্ টস্ করে পড়্‌ছিল, বীণা পিছন থেকে এসেই তার চোখ টিপে ধরেই তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিয়ে কত আদর করে বলে উঠ্‌ল" পাগলদা তুমি কাঁদছ কেঁন ভাই, তোমায় কি কেউ মেরেছে?

না বীণু, আমায় কেউ মারেনি, কিন্তু বীণু তোরা যে ভাই সকলে মিলে আমায় ফেলে চলে গেলি, ভাই আমি একা...।

কেন, কেন পাগলদা, আমি যে ভাই তোমার জন্যে তাদের কাছ থেকে চলে এসেছি, পাগলদা তুমি আমায় ভালবাস?

বাসি বীণু......।

তুমি আমায় নূতন নূতন খেলা কিনে দেবে, আমি সব গুছিয়ে গাছিয়ে একটা নূতন খেলাঘর তৈরী করব। আর তোমার মত যারা পাগল, তাদের ভাত খাওয়াবো', কত গান গেয়ে শোনাব। কেমন পাগলদা, আমায় নূতন খেলা কিনে দেবে ত, যদি না দাও, তোমার সঙ্গে আমিও আড়ি করে দোব।

আমার চিরদুঃখী পাগলদার বুকে একটা প্রাণের সাড়া জেগে উঠ্‌ল, একটা খাপছাড়া অনিয়মের ঘর সৃষ্টি করবে এই চিরকালের অন্তঃসারশূন্য নিয়মের স্বর্ণ মন্দির ভেঙ্গে। পাগলদা পাগলামির সুর খুব পুরদমে চালিয়ে দিলে, কিন্তু হায়, জানি না বিধাতার কোন নিষ্ঠুর সঙ্কেতে সে সুর চোখের জলে পরিণত হলো। পাগলদা সাঁঝের বেলা বসে আপন মনে বাঁশী বাজাচ্ছিল, বীণা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, পাগলদা আমায় একটু তোমার কোলে শুতে দাওনা ভাই। তুমি বাঁশী বাজাও আমি তোমার কোলে শুয়ে শুনি। এই বলিয়া সে পাগলদার কোলে চিরদিনের জন্য শুইয়া পড়িল,– তার রোগক্লিষ্ট, ব্যথাভরা করুণব্যস্ত, হৃদয়খানি নিয়ে। আশার প্রদীপ চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হলো। সেই সাঁঝের মধুর ক্ষণে পাগলদার হৃদয়যন্ত্রের সকল তারগুলি একসঙ্গে বেজে উঠিল—বীণার ফাঁকি দিয়ে গমনের জন্য। হায়, যারা বিশ্বদরবারে নূতন সুর বাজাতে চায়, তাদের সাথী খুব কমই। হায়! বিশ্বের নিয়ম কি নিষ্ঠুর।

শ্রীবৈদ্যনাথ দে।

কৌতুক কণা।

অতিশয় নীচাশয় লোক।

একজন লেখক বলিয়াছেন যে, জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নীচাশয় লোক চিকাগো নগরে বাস করে। সেখানকার একটা লোক তাহার স্ত্রীর বাঁধান দাঁত একটী চুরি করিয়া লইয়া আদালতে তাহার স্ত্রীর সহিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য মোকর্দ্দমা আনিয়া ছিল। অজুহাত—এমন অঙ্গহীন স্ত্রীর সহিত সে সংসার করিতে পারে না।

বারুদের কারখানাতে নূতন একজন ডাক্তারকে পরীক্ষার সময় প্রশ্ন করা হইয়াছিল, আচ্ছা ডাক্তার, যদি কেহ বারুদের কারখানায় কাজ করিতে করিতে দৈব-দুর্ব্বিপাকে আগুণ লাগিয়া উড়িয়া যায়, তখন তোমার কি করা উচিত?

ডাক্তার—সে কথা মানুষটা জমীতে না ফিরে এসে পড়লে কি করা উচিত না উচিত বলা যায় না।

একটা লোক একটা পোষাকের দোকান হতে একটা টুপি নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে রাস্তায় আস্‌তেই একজন জিজ্ঞাসা কল্লে "কত দাম দিয়ে কিন্‌লেন?"

লোকটা থত মত খেয়ে বলে ফেল্‌লে, দাম জানি না, আমি যখন টুপিটা নিয়ে ছিলাম, তখন দোকানদার সেখানে ছিল না।

এক ষোড়শী শিক্ষিতা কন্যা তার মাকে জিজ্ঞেস কচ্চে "মা আমার শীগ্‌গির শিগ্‌গির বিয়ে দিয়ে দিতে পার?

মা। (অবাক হইয়া) বিয়ে,—কেন বল্‌ দেখি?

মেয়ে। আমার কিছু দরকার নাই, তবে আমাদের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলো বিয়ে কেমন দেখে নাই, তা হ'লে তাদের খুব আমোদ হবে অ'খন।

মা। বটে? কেবল সেইজন্যে?

একখানা ডাক্তারী কাগজে পড়েছিলেম, একটা ছোঁড়া খুব তোত্‌লা ছিল, ক্লাসের ছেলেরা সে কথা কয়বার চেষ্টা কর্‌লেই হেঁসে উঠতো। তাই তাকে তার বাবা একটা মেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলেন। ৬ মাসের মধ্যে তার তোত্‌লাটী সেরে গেছ্‌লো। সেখানে বোবারও বোল ফোটে।

এক মহাজনকে দালালকে বল্‌চেন :—

মশায়! আপনি আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন, আপনার সঙ্গে—

দালাল মশায় বাধা দিয়ে বল্‌লেন, তাতে কি আসে যায়, যে অঙ্গীকার ভাঙ্‌তে জানে সে অমন কত শত অঙ্গীকার প্রতি মুহূর্ত্তে গড়তেও পারে।

মহাজন তো শুনেই অবাক।

এক ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করে বল্‌চেন, আপনার বুকের মধ্যে জল জমেছে অসুখ শক্ত।

রোগী—মিথ্যে কথা—এ হতেই পারে না, আজ ১৫ বৎসর আমি জলের কাছ দিয়েই যাইনি, আর বুকে জল জমে গেল?

ডাক্তার :—কেন ১৫ বৎসর জল ছোন্‌নি কেন?

রোগী—ডাক্তার সে তুমি বুঝতে পার্‌বে না, যদি কখন কালা চাঁদের প্রেমে পড়তে, তবে বুঝতে, কেন তারা জল ছুঁতে চায় না।

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৸০ টাকা। (Registered No. C. 421)

THE BUSINESSMAN

কাজেরলোক

২১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। | New Series. July, 1927. | নূতন সংস্করণ। জুলাই, ১৯২৭। | Vol. 21 No 7.

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২১শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. XXI.
৭ম সংখ্যা।	JULY, 1927.	জুলাই, ১৯২৭।	NO. VII.

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্য-সংগ্রহ।

নূতন আইন।

ভারতগবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই লিমিটেড কোম্পানী ও জীবন বীমা সম্বন্ধীয় আইন সংশোধন করিবেন। আমানতকারীদের অর্থ যাহাতে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় আইনের আরও কড়াকড়ি হওয়া দরকার।

বাঙ্গলাদেশে উড়িয়ার উপার্জ্জন।

গতবৎসর কটক পোষ্টাফিসে এক বাংলাদেশ হইতে চারিলক্ষ টাকার মণিঅর্ডার গিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই টাকা মুটে, মজুর, পাচক, চাকর কর্ত্তৃক প্রেরিত। কত উড়িয়া বাংলাদেশে কাজ করে, এবং তাহাদের আয়ের পরিমাণ কত, ইহা হইতে খানিকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

দাড়ির মধ্যে হারান মুক্তা।

বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় মিঃ এ, ই, গিলিগান 'পপুলার পিক্টরিয়েল' পত্রে তাঁহার ভারত-ভ্রমণের একটী কৌতুকপ্রদ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—

"আমরা যখন কলিকাতায় খেলিতে-ছিলাম, সে সময় একটী কৌতুকপ্রদ ব্যাপার ঘটে। পাতিয়ালার মহারাজা আমাদের বিপক্ষে খেলিতেছিলেন। খেলিতে খেলিতে তিনি অকস্মাৎ টের পাইলেন যে, তাঁহার কুণ্ডল হইতে একটি বহুমূল্য মুক্তা খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ক্রিকেটের মাঠে একটি ক্ষুদ্র মুক্তা খুঁজিয়া বাহির করা আর একগাদা খড়ের মধ্য হইতে একটা সূচ খুঁজিয়া বাহির করা একই কথা। কিন্তু শত ধনী হইলেও একটী মূল্যবান্ মুক্তা খোয়া যায় ইহা কেহ চাহে না। কাজেই আমরা সকলে মিলিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম।

মরিসটেট প্রায় দুইঘণ্টা ধরিয়া মাঠের উপর হামাগুড়ি দিয়া মুক্তাটি খুঁজিয়া বেড়াইল। কিন্তু সব বৃথা। মুক্তাটির সন্ধান পাওয়া গেল না। তারপর আমরা আশা প্রায় ছাড়িয়া দিলাম। অকস্মাৎ এক অপ্রত্যাশিত স্থানে মুক্তাটি দেখা গেল। মুক্তাটি মহারাজের দাড়ির মধ্যে আটকিয়া ছিল।

পেন্সন সম্বন্ধে নূতন নিয়ম।

ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি সরকারী কর্ম্মচারীগণের পেন্সন সম্বন্ধে কতিপয় সুবিধাজনক নূতন নিয়ম করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই নূতন নিয়ম শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত করা হইবে। যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী ৩০ বৎসর কার্য্য করিয়া অবসর লইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের বেতনের অর্দ্ধেকের স্থলে আট ভাগের পাঁচ ভাগ পেন্সনস্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন এবং ইহা ছাড়া দেড় বৎসরের পূর্ণ বেতন বোনাস পাইবেন। এতদিন কেহ ২৫ বৎসর কার্য্য করিয়া যদি অসুস্থতা প্রযুক্ত কার্য্যে অসমর্থ হইতেন, তাহা হইলে অর্দ্ধেক পেন্সন পাইতেন। কেহ ২১ বৎসর

কার্য্য করিয়া কার্য্যে অক্ষম হইলেই তিনি অর্দ্ধেক বেতন পেন্সন পাইবেন। আর যিনি ২৫ বৎসর কার্য্য করিয়া অক্ষম হইবেন, তিনি তাঁহার বেতনের আট ভাগের পাঁচভাগ পেন্সন পাইবেন এবং এক বৎসরের বেতন বোনাস পাইবেন। প্রকাশ যে,—গভর্ণমেণ্টের সকল বিভাগেই এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে।

একটা অভিনব ঘটনা।

পারস্যের কের্মান শাহ নামক স্থানে এক ভদ্রলোক রাজকার্য্য বা ব্যবসা উপলক্ষে বাস করিতেছিলেন। তিনি তদীয় তেহরানস্থ পরিবারকে টেলিগ্রাম যোগে জানাইয়াছিলেন, তত্রত্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহারা যেন অবিলম্বে তাহার কর্ম্মক্ষেত্র কোরমান শাহ নগরে চলিয়া আসে। তাহার স্ত্রী টেলিগ্রাম অনুযায়ী সমস্ত জিনিষ-পত্র বিক্রয় করিয়া মোটরযোগে কেরমানশাহ যাত্রা করিলেন। মধ্যপথে মোটর ড্রাইভারের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকটীর নিকট প্রচুর ধন-রত্ন আছে, সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। মধ্যপথে এক কূপের ধারে যাইয়া মোটরখানি খাড়া করিল। স্ত্রীলোকটীর নিকট টাকা পয়সা যাহা কিছু সমস্তই কাড়িয়া লইয়া তাহাকে কন্যাসহ কূপে নিক্ষেপ করিয়া চম্পট দিল। কেরমান শাহ পৌছিয়া সফার তেহরণের প্যাসেঞ্জার লইয়া আবার সেদিকেই ধাবিত হইল।

মধ্যপথে সেই কূপের নিকটবর্ত্তী হইলে যাহাদিগকে সে অর্থলোভে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে কিনা তাহা একবার পরীক্ষা করিবার তাহার ইচ্ছা হইল। একটু দূরে সে তাহার আরোহীপূর্ণ মটর রাখিয়া কূপের দিকে অগ্রসর হইল। কূপের তলদেশ হইতে মানুষের ক্রন্দনরোল শুনিয়া পাপিষ্ঠ বুঝিতে পারিল, স্ত্রীলোকটী ও তাহার কন্যা এখনও মরে নাই। সে নিকটবর্ত্তী একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর দেখিয়া তাহা উত্তোলন পূর্ব্বক কূপে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণীদ্বয়কে বধ করিবে—এই উদ্দেশ্যে পাথর খানি যেই স্থানান্তরিত করিল, অমনি হঠাৎ তাহার তলদেশ হইতে একটী বিষধর সর্প বহির্গত হইয়া লোকটীকে দংশন করিল এবং তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মোটরগাড়ীর আরোহীগণ ড্রাইভারের বিলম্ব দেখিয়া তাহার সন্ধানে বাহির হইয়া নিকটে উপস্থিত হইল এবং লোকটিকে মৃতাবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে এবং সঙ্গে কূপের ভিতর হইতে করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইল। তাঁহারা কৌশলে কূপে নিক্ষিপ্ত লোকদিগকে উদ্ধার করিলেন এবং ড্রাইভারের কীর্ত্তি কাহিনী শুনিতে পাইলেন। ড্রাইভারের শরীর ও পরিধেয় বস্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া স্ত্রীলোকটির অপহৃত প্রায় সমস্ত ধনরত্ন পাওয়া যায়। পথিকগণ স্ত্রীলোকটিকে তাহার টাকা পয়সা সহ তদীয় স্বামীর নিকট পৌছাইয়া দিয়াছেন। রাখে হরি তো মারে কে?

কচুরীপানা উচ্ছেদ।

কেহ কেহ এরূপ প্রস্তাব করিতেছেন, যে নদীবাহী যে সকল নৌকা মাল পত্র লইয়া যাতায়াত করে, তাহাদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া তদ্বারা কচুরীপানা দূরীকরণের ব্যবস্থা হউক। আমরা ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করি। ইহা কখনই সঙ্গত নহে। এরূপ ট্যাক্স বসাইলে ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকের কষ্ট আরও বৃদ্ধি পাইবে। ফলে জিনিস পত্রের মূল্যও বাড়িয়া যাইবে, দুর্নীতির প্রসার হইবে। এখন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টায় জমিদার ও প্রজার উপর একটা সামান্য ট্যাক্স বসাইবার কথা হইয়াছে। তাহাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তার উপরে কচুরীপানা বিনাশের জন্য ট্যাক্স স্থাপন অতিশয় অন্যায় কার্য্য হইবে। আমরা বলিয়াছি, এইরূপ আইন করা হউক যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ জমি হইতে কচুরীপানা তুলিয়া ফেলিতে বাধ্য থাকিবে। তাহা হইলে অল্প ব্যয়ে ও নিশ্চিতরূপে ও শীঘ্র কচুরীপানা একেবারে ধ্বংস পাইবে। ট্যাক্স বসাইতে হইলে রেল ও ষ্টীমার কোম্পানীর উপর একটা টারামন্যাল ট্যাক্স বসান যাইতে পারে। (সঞ্জীঃ)

কলিকাতা করাচী কথাবার্ত্তা।

গত ২২শে জুলাই কলিকাতা হইতে করাচী টেলিফোনে কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। প্রথমতঃ পাটনা, তৎপরে লক্ষ্ণৌ, তারপর দিল্লী শেষে করাচী এইরূপ সংযোগে করাচীর সহিত কথাবার্ত্তা হয়। অবিলম্বে করাচী লাইনের আরও উন্নতি হইলে বোম্বাই, পেশোয়ার ও দিল্লীর মত করাচীর সহিতও কলিকাতায় নিত্য কথাবার্ত্তা চলিতে পারিবে।

তৃতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট।

বেঙ্গল নাগপুর রেল কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন, এবার পূজার সময় তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর রেল যাত্রীর জন্য রিটার্ণ টিকিটের বন্দোবস্ত করিবেন। তাঁহারা

১½ গুণ ভাড়ায় মেল ট্রেণে ২০০ মাইলের অধিক ও অপর ট্রেণে ১৫০ মাইলের অধিক ভ্রমণ করা যাইবে। আশা করি, ই, বি, এবং ই, আই, রেল কোম্পানীও উক্ত প্রকার রিটার্ণ টিকিট প্রচলন করিবেন।

শিক্ষাধ্যক্ষের বক্তৃতা।

গত ৫ই জুলাই মঙ্গলবার কলিকাতার রোটারী ক্লাবে বাংলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ ওটেন এক বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "বঙ্গের শিক্ষকদিগের অবস্থা।" বক্তা বঙ্গের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কথা আলোচনা করিয়া পল্লী শিক্ষকদিগের শোচনীয় দুরবস্থার কথা বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, গড়পরতা হিসাবে বঙ্গে এক একটী প্রাইমারী স্কুলে বৎসরে ১২২৲ টাকা মাত্র ব্যয় হয় এবং এক একটী ছাত্রের জন্য বার্ষিক ব্যয় মাত্র ৩৬০ আনা হয়। এদেশের পল্লীশিক্ষার ও শিক্ষকদিগের দুর্দ্দশা কিরূপ কলঙ্কজনক তাহা বুঝিতে বা বুঝাইতে বিশেষ কিছু কষ্ট করিতে হয় না, কিন্তু কথা এই যে, এই শিক্ষা সমাধানে তেমন ভাবে অগ্রসর হইতেছেন কে?

গত বৎসর রেল দুর্ঘটনা।

হত যাত্রী	৩৭৭ জন
আহত যাত্রী	১৩২৩ জন
রেলের কর্ম্মী হত	৪০২ জন
ঐ আহত	৩৩২৩ জন

নাটাল হইতে ভারতে কয়লা আমদানী।

সাল	পরিমাণ
১৯২৪	১৭২৪৭৩ টন
১৯২৫	১৮৩৫৮২ ,,
১৯২৬	৮৫৯১০ ,,

প্রত্যেক টেলিগ্রাফ অফিসের ৪ মাইল মধ্যে টেলিগ্রাফ পিয়ন টেলিগ্রাম বিলি করে। তাহা অপেক্ষা অধিক দূরের টেলিগ্রাম ডাকে বিলি হয়।

ভারতের প্রত্যেক টেলিগ্রাফ পিয়ন ৫ বৎসর চাকরী করার পর বক্‌শীস পাইবার অধিকারী এবং ৩০ বৎসর চাকরীর পরে পেন্‌সন পাইবার অধিকারী হয়। তাহার পেন্সন মাসে ৬৲ টাকা হয়।

ভারতের রেল লাইন সমূহের আয়।

সাল	রেললাইনের দৈর্ঘ্য	মোট আয়	প্রতিমাইলের আয়
১৯২১-২২	৩৭২৬৫ মাইল	৮১'৮২ ক্রোর	২২১১৩৲
১৯২২-২৩	৩৭৬১৫ ,,	×	২৬৫৪৪৲
১৯২৩-২৪	৩৮০৩৯ ,,	৯২'৮৭	২৪৯০৭৲
১৯২৪-২৫	×	×	২৬৩৯০৲
১৯২৫-২৬	×	×	২৫৪০২৲
১৯২৬-২৭	×	×	২৫১৮১৲
১৯২৭-২৮	×	৯৯'২৩	২৪২৯৩৲

(সঞ্জী:)

Home Industries.

গৃহ-শিল্প।

সাবান।

(লেখক—ডাঃ বি, কে চৌধুরী—হিমায়েতপুর)

(কাজের লোকের জন্য)

চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার পিতামহী ঠাকুরাণী সাবান অস্পৃশ্য সাহেবের মল বলিয়া স্পর্শ করেন নাই। তখনকার কালে ক্ষার তৈল, সাজিমাটী গোবর প্রভৃতি শুদ্ধিকার্য্যে ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহৃত হইত। তারপর এতদিনে সেই সকলের পরিবর্ত্তে সাবান এত বাহুল্য ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে যে, বালক বৃদ্ধ ইতর ভদ্র ধনী নির্ধন প্রত্যেকেই সাবান উত্তমরূপে চিনিয়াছে। এখন আর সাবান না হইলে, গা ও চুল পরিস্কার হয় না। হাতে সামান্য ময়লা হইলেই সাবানের প্রয়োজন হয়, বস্ত্র ধোতের জন্য সাবানের নিত্য প্রয়োজন। শৌচান্তে হাতে সাবান না দিলে হাতের দুর্গন্ধ যায় না। চিকিৎসক হইতে সকলেই পচনের ভয়ে সাবান ব্যবহার করিয়া থাকেন। ক্ষৌর কার্য্যে সাবানের প্রয়োজন। চর্ম্মরোগে সাবান ব্যবহার করিতে চিকিৎসকগণ ব্যবস্থা করেন। রন্ধনান্তে গৃহিণীদের হাত পরিস্কার ও দুবেলা গা ধোয়ার সময় সাবানের প্রয়োজন হয়। অনেক বাবু তৈল না মাখিয়া সাবান মাখিয়া থাকেন, ইত্যাদি বহুপ্রকারে নিত্য সকল সময় সাবানের প্রয়োজন হইয়াছে। ক্ষার, খৈল, গোবর এখন অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য হইয়াছে। সুদূর পল্লী গৃহেও সাবান দেখা দিয়াছে। এখন আর সাবান না হইলেই চলে না।

নানা আকারে, নানা নামে, নানা

প্রকারে সাবান দেখা দিয়াছে। সুদূর ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, জাপান, ফ্রান্স বহু টাকার সাবান এদেশে বিক্রয় করিয়া বহু টাকা নিজ দেশে লইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি এদেশেও দুই চারিটী সাবানের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাদের সহিত প্রতিযোগীতায় পারিয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয় না। তাহারা নানাপ্রকার সুগন্ধযুক্ত, ঔষধ সংযুক্ত ও বিনা সৌগন্ধে সুদৃশ্য ও সুন্দর আকারে ও রঙ্গে সুন্দর বাক্সে নিয়তই আমাদের মন প্রাণ হরণ করিয়া আমোদের গাঁঠের পয়সা বাহির করিয়া লইতেছে।

এই নিত্য প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় দ্রব্যটীর জন্য আমাদের নিত্য কম পয়সা খরচ হয় না। কিন্তু আমরা যদি এই দ্রব্যটী নিজে নিজে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারি, তাহাতে আমাদের অনেক পয়সা বাঁচিয়া যাইতে পারে, এবং বাজার অপেক্ষা অনেক সুলভ মূল্যে প্রস্তুত হইতে পারে। আমরা বাহ্যিক চাকচিক্যে মোহিত হইয়া অনেক কথাই ভুলিয়া যাই, তাতে আমাদের দুঃখ দৈন্য বাড়িতেছে ব্যতীত মোটেই কমিতেছে না। শিক্ষিতদিগের মধ্যে বেকার সমস্যা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া পড়িতেছে, তাহারাও যদি এবিষয়ে একটু মনোযোগী হন, তাহাতে তাঁহাদের ও দেশের অনেক উপকার হইতে পারে। আমি নিজে যেরূপে সাবান প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করি, ও সামান্য সামান্য ভাবে বিক্রয় করিয়া নিত্য হাট বাজারের পয়সা সংস্থান করিয়া থাকি। তাহাই আজ সকলকে বলিয়া দিবার ইচ্ছাতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

সাবান সচরাচর গাত্র ও বস্ত্র পরিস্কার করিতেই ব্যবহৃত হয়। বাহিরের ধুলি ময়লা জলদ্বারা বা ক্ষার খৈল দ্বারা সহজে পরিস্কার হইতে পারে, কিন্তু ঐ ধুলি কালি তৈলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বার্ণিসের মত একপ্রকার ময়লা শরীরও বস্ত্রে লাগে তাহা জল বা ক্ষার খৈল দ্বারা পরিষ্কার হয় না, এজন্য জলের সহিত এমন কোন দ্রব্য ব্যবহার করা প্রয়োজন হয় যাহা তৈলকে জলে দ্রব করিতে পারে। তৈল বা তৈলাক্ত দ্রব্য ছাই বা সাজিমাটী প্রভৃতি ক্ষার দ্রব্যের সহিত মিলিত হইলে, জলে দ্রব হইয়া যায়, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য প্রবল ক্ষারগুণ হেতু নিরাপদ ভাবে গাত্রে বা বস্ত্রে ব্যবহার করা যাইতে পারে না। কোনপ্রকার মৃদু অম্ল সহযোগে উক্ত ক্ষারগুলির কতকটা তেজ খর্ব্ব করিতে পারিলেই ঐ উদ্দেশ্য নিরাপদ ভাবে সফল করা যাইতে পারে। বিবিধ পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ক্ষার দ্রব্য তৈল ও তৈলাক্ত দ্রব্যের সহিত বিশেষ কৌশলে মিলিত হয়, এই মিশ্র দ্রব্য নানা প্রকার তৈলাক্ত লবণ, অম্ল, ক্লেদ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া উহাদিগকে জলে দ্রবণীয় করে অর্থাৎ ক্ষার ও তৈল বিশেষ কৌশলে মিলিত দ্রব্য সাবানটাকেই জলে দ্রবণীয় করে। সাবানের ক্ষার অংশ ঐসকল দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া জলে দ্রবণীয় হয়, আর ওলিইক এসিড, মার্গারিক এসিড, ষ্টীয়রিক এসিড প্রভৃতি তৈল ভাগ পৃথক হইয়া চর্ম্মে ও বস্ত্রে সংযুক্ত হওতঃ উহাদিগের কোমলতা, স্থিতিস্থাপকতা ও মসৃণতা বৃদ্ধি করে, এজন্য গাত্র ও বস্ত্র পরিষ্কার করিতে সাবান প্রকৃতই অধিক উপযোগী ও আবশ্যকীয় দ্রব্য।

এই সাবান প্রস্তুত করিতে যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক তাহার প্রধান উপাদান তৈল ও উগ্রক্ষার। ক্ষারজনক দ্রব্যের মধ্যে সোডা, সাজিমাটি ও চুণ এইগুলিই প্রধান। আমাদের দেশে বস্ত্র ধৌতার্থে দেশী বাঙ্গলা চিমা সাবান ঢাকা-ফরাসগঞ্জ, কলিকাতা—টেরিটি বাজারে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই গরুর চর্ব্বি, সাজিমাটী, কলিচুণ যোগে প্রস্তুত হয়, পূর্ব্বে হিন্দুর পক্ষে ইহা অপবিত্রতা হেতু অব্যবহার্য্য ছিল, কিন্তু এখন ঐগুলি অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন কারণ ইহার মূল্য নিতান্ত কম।

পাশ্চাত্য জগতে যতপ্রকার সাবান প্রস্তুত হয়, তাহার অনেকগুলি উদ্ভিজ্জাত নারিকেল তৈল, তাল তৈল, জলপাই তৈল, বাদাম তৈল দ্বারা হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জ-জাত তৈল শোষক ও আর্দ্রক এই দুই প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শোষক বা বিশুষ্ক তৈলের মধ্যে তিসির তৈল, শণের তৈল, পোস্তের তৈল ও তার্পিণ তৈল প্রধান। এবং আর্দ্রক তৈলের মধ্যে সাবানের জন্য নারিকেল তৈল প্রথম শ্রেণীর ও তালের তৈল, জলপাই তৈল, বাদাম তৈল এবং উড়িষ্যার পোলং তৈল দ্বিতীয়। যে তৈল শৈত্য প্রয়োগে যত শীঘ্র অধিক জমাট বাঁধে, তন্মধ্যে ষ্টিরাইন অর্থাৎ স্নেহক (জমাটকারক) পদার্থের বিদ্যমানতা অধিক। এজন্য উহা শৈত্য প্রয়োগে শীঘ্র জমিয়া যায়। যাহা যত অধিক জমে, তাহাই সাবান প্রস্তুতের জন্য তত উত্তম। যতপ্রকার তৈল আছে, তন্মধ্যে নারিকেল তৈলে স্নেহক পদার্থ বেশী বলিয়া নারিকেল তৈল অধিক জমে এবং তজ্জন্যই ইহা সাবান প্রস্তুতের পক্ষে বেশী উপযোগী। আমরা এই তৈলেই সাবান প্রস্তুত করিয়া সহজে কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া এস্থলে আর অন্য তৈলের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন বোধ করি।

পটাশ, সোডা, সাজিমাটী ও ক্ষার প্রভৃতির জলের সহিত কলিচুণের

জলীয় অংশ মিশ্রিত হইলে কষ্টিক সোডা প্রস্তুত হয়, তাহাই সাবান প্রস্তুতের বস্তু উত্তম। পাশ্চাত্য দেশে ইহা প্রস্তুত হইয়া পিপাপূর্ণ অবস্থায় এদেশে বিক্রয় হয়, ইহা শুষ্ক আকারেও পাওয়া যায়। সাবান প্রস্তুতকারীরা ইহাকে লেই (Ley) বলে। ইহা সাবান প্রস্তুতকারী নিজেও প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্বের কম বেশী অনুসারে সাবান ভাল মন্দ হইয়া থাকে। আমরা ৭০—৭২ ডিগ্রীর কষ্টিক সোডা সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকি এবং কলিকাতা বড় ঔষধের দোকান হইতে খরিদ করিয়া থাকি।

সাবান উত্তাপ প্রয়োগ ও শীতল অবস্থায় এই দুই প্রকারে প্রস্তুত হয়। যাহারা অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা করেন, তাঁহারাই বোধ হয় চর্বিসংযুক্ত করিবার জন্য গরম করিয়া প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আমরা শীতল অবস্থাতেই তৈল ও কষ্টিক সোডা সংযোগে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। অল্প মূলধনে ও অল্প প্রস্তুতের পক্ষে বোধ হয় এই প্রকারই সুবিধা।

নানাপ্রকার রং ও গন্ধ তৈল সহযোগে আমরা ইহা নানা রং ও গন্ধে ও আকারে গাত্র পরিষ্কার জন্য ও বস্ত্র ধোতের জন্য শুধু তৈল ও সোডার মিশ্রণে প্রস্তুত করিয়া থাকি। এবং সামান্য যাহা বিক্রয় জন্য প্রস্তুত করি, তাহা ওজনে বেশী করার জন্য তৎসহ সোপ ষ্টোন মিশ্রিত করিয়া থাকি। আমরা যাহা প্রস্তুত করি, তাহা গরমে বা বর্ষায় ঘামে না এবং তাহাতে উত্তম ফেনা হয় এবং তাহার ক্রিয়াও সুন্দর।

আমরা কি প্রকারে প্রস্তুত করিয়া থাকি, সর্ব্ব সাধারণের হিতার্থে নিম্নে তাহার পরিমাণ ও প্রস্তুত প্রণালী লিখিলাম।

বস্ত্র পরিষ্কার জন্য

কষ্টিক সোডা ৭২,	১ ভাগ
উৎকৃষ্ট নারিকেল তৈল	৫ ভাগ
পরিষ্কার জল	৩ ভাগ

প্রথমে জলের মধ্যে কষ্টিক সোডা দিয়া এক খানা কাঠি দ্বারা তাহা গলাইয়া লইবে, এবং পরে তৈলের মধ্যে ক্রমে ক্রমে তাহা এক খানি কাষ্ঠের হাতল দ্বারা নাড়িবে। যখন সমস্ত সোডার জল তৈলের সহিত মিশ্রিত হইয়া, মধুর মত ঘন হইবে, তখন যে আকারে প্রস্তুত করার ইচ্ছা, তদনুরূপ ছাঁচে ঢালিয়া কম্বল বা ছালাদ্বারা ঢাকিয়া ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিবে। তৎপরে ছাঁচ হইতে বাহির করিয়া ২।৩ দিন বাহিরে রাখিয়া দিবে। কারণ যখন ছাঁচ হইতে বাহির করা হয়, তখন সাবান কিছু নরম থাকে, বাহিরের বাতাসে ক্রমে বেশ শক্ত ও কার্য্যোপযোগী হয়। ইহাতে ইচ্ছামত ছাপ দিয়া বিক্রয়যোগী করা যাইতে পারে। যে স্থলে এই সাবান ওজনে বিক্রয় করার প্রয়োজন হয়, সে স্থলে ইহার সহিত ৩০০ ভাগ সোপ-ষ্টোন পাউডার মিশ্রিত করা যাইতে পারে। তাহাতে সাবান ওজনে বেশী ও বেশ শক্ত হয় কিন্তু গুণের কোন ব্যত্যয় হয় না।

গাত্র পরিষ্কার জন্য

কষ্টিক সোডা	৭০'	১ভাগ
উত্তম নারিকেল তৈল		৬ ভাগ
পরিষ্কার জল		২½ ভাগ

পূর্ব্বোক্ত রূপে প্রস্তুত করিবে। ইহার সহিত সুগন্ধ আতর ও নানা প্রকার রঙ্গ মিশ্রিত করিয়া নানা আকারের ছাঁচে ঢালিয়া সুন্দর লেবেল যুক্ত বাক্সে বিক্রয়োপযোগী করা যাইতে পারে। ইহা শক্ত করার জন্য ইহার সহিতও ৩০ ভাগ সোপ ষ্টোন মিশান যাইতে পারে ও নানা প্রকার নামের নাম দেওয়া যাইতে পারে।

আমরা নিজের ব্যবহার জন্য ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকি। এবং বস্ত্র ধোতের জন্য অল্প পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া পল্লী গ্রামের ছোট ছোট দোকানদারের নিকট বিক্রয় করি। তাহাতে আমাদের খরচা বাদে নিজের আবশ্যকীয় সাবানের খরচা পোষাইয়া যায়।

ডাঃ শ্রীবসন্ত কুমার চৌধুরী
হিমাইতপুর, পাবনা।
শ্রাবন ১৩৩৪।

দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য।

খণিজ দ্রব্য।

কয়লা।

গত এপ্রিল মাসে কত টাকার কয়লা উঠিয়াছে তাহার তালিকা।

স্থান	এপ্রিল মাসে কত কয়লা উঠিয়াছে	মে মাসে অনুমান কত উঠিয়াছে
আসাম	৩৭৬৫৭ টন	৩৩৬৮৯ টন
বঙ্গদেশ (রাণীগঞ্জ)	৫০৩৫৫৮ ,,	৪৭০৪১০ ,,
বিহার (ঐ)	৮৪১৭১ ,,	৭৩০৯৬ ,,
ঝরিয়া	৯৬৮৬৫৪ ,,	৮৪০২৬৮ ,,
বোকারো	১৭১১১১ ,,	১৯১৯৩৪ ,,
গিরিধি	৮৩২৯০ ,,	৮২৮৭২ ,,
জয়ন্তী	৬০৭৪ ,,	৬০৪৮ ,,
করণপুরা	২৮৬২১ ,,	২৫৮৪৭ ,,
সমগ্র ভারত	১৯৪০৬৫৪ ,,	১৭৬৮৬৯ ,,

১৯২৫—২৬ সালে ভারতে চিনি।

সমগ্র ভারতে ৩৩টা আধুনিক চিনির কারখানা আছে, তথায় গুড় পরিষ্কৃত হয়। ইহার মধ্যে ১৯টা কারখানা কার্য্য করিয়াছে। তন্মধ্যে ১০টা যুক্ত প্রদেশে, ৩টা বিহারে, মাদ্রাজে এবং ২টা পঞ্জাবে অবস্থিত। যুক্ত প্রদেশে এই বৎসর ৫৩২৩৩৫ মণ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ৯৮৮৩০ মণ ও সমগ্র ভারতে ১০৪৭৪২০ মণ, চিনি প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর বিহারে কোন কারখানাতেই চিনি প্রস্তুত হয় নাই কিন্তু এই বৎসর ৩টা কারখানা চলিয়াছে। দেখা যাইতেছে, চিনি প্রস্তুত করিতে ভারতের কোনও উন্নতি হইতেছে না।

ভারতে বিদেশী সূতা আমদানী।

গত মে মাসে ভারতবর্ষে যত টাকার বিদেশী সূতা আমদানী হইয়াছে, তাহার তালিকা।

	কোরা	ধোওয়া	রঙ্গীন
গ্রেটব্রিটেন	২১৭১০০০৲	৬৮৫০০০৲	৭৫৬০০০৲
জাপান	১৪৬০০০০০৲	২০৬০০০৲	×

কলিকাতায় বিদেশী পণ্য।

গত মে মাসে কলিকাতায় ৬·৬০ ক্রোর টাকার বিদেশী পণ্য আমদানী হইয়াছে এবং ৮·৮০ ক্রোর টাকার এদেশীয় দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, যে সকল দ্রব্য আমদানী হইয়াছে, তাহা গত ১৯২৬ সালে মে মাসের তুলনায় কত কম বা বেশী তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

দ্রব্য	এই বৎসর মে মাসে আমদানী	গতবৎসর মে মাসের আমদানী অপেক্ষা কত কম বা বেশী
সূতার বস্ত্র	২৪৪ লক্ষ টাকা	৩৩ লক্ষ টাকা কম
লৌহ ও ইস্পাত	৮০ ,, ,,	২ ,, ,, ,,
খনিজ তৈল	৩৫ ,, ,,	৩ ,, ,, বেশী
চিনি	৩০ ,, ,,	১ ,, ,, ,,
ধাতু দ্রব্য	১৪ ,, ,,	৭ ,, ,, কম
মদ্য	৭ ,, ,,	২ ,, ,, ,,

(সংগ্রহ)

উইলিয়াম হোয়াইটলী এবং তাহার ব্যবসায় নীতি।

Mr. Whiteley the celebrated "Universal *Provider*" says, he has built his great business on these principles.

Watch the waste.

Civility costs nothing, Never sell things at a loss. Sell only what does you credit.

Make your business your Hobby.

Don't disappoint your Customers.

Add your conscience to your capital'

Fair trading means successful trade.

Keep cool and don't loose your temper.

It is |better to be the victim than a culprit.

Difficulty is simply something to be overcome.

Always pay as you go, if you can't pay, don't go. Supply the best goods at lowest prices.

It is not the largeness of your capital but of your wants that will make you rich.

উইলিয়াম হোয়াইটলি অতি ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন এবং ব্যবসায়ের এত উন্নতি করিয়াছিলেন যে, জগতে তিনি "বিশ্ব সরবরাহকারী" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তাঁহার জীবনী দেওয়া উদ্দেশ্য নহে, কেবল কি প্রকার ব্যবসায় নীতি দ্বারা তিনি আপনার ব্যবসায়ের এবং অবস্থার এত উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন, সেই নীতি বাক্যগুলি আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, নিম্নে তাহাদের জন্য উপরোক্ত উপদেশগুলির সারার্থ প্রদত্ত হইল।

১। ক্ষতি দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

শুধু কাজ করিয়া যাইলেই চলিবে না, ক্ষতির দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কাজ কারবারে অধঃপতন সুনিশ্চিত।

২। ভদ্রতা দেখানতে কোনই ব্যয় নাই, সুতরাং ব্যবসায়ীগণ লোকের সঙ্গে অনায়াসে ভদ্র ব্যবহার করিতে পারেন এবং করা একান্তই আবশ্যক। ইহা দ্বারা ব্যবসায়ের প্রভূত উপকার হইবে। লোকে পয়সা ব্যয় করিয়া জিনিস কিনিতে আসে, অভদ্র ব্যবহার পাইতে আসে না। ভদ্রতার অভাবে বড় বড় কত কারবার ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয় সুতরাং ব্যবসায়ীর সর্ব্বদাই ভদ্র হওয়া উন্নতির একটা আবশ্যকীয় উপকরণ।

৩। ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিক্রয় করিও না।

৪। যাহার দ্বারা তোমার প্রতি লোকের বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায় কেবল সেইরূপ দ্রব্যই বিক্রয় করিবে। একটী সন্তুষ্ট ক্রেতা ১০০টী নূতন খরিদ্দার জোগাড় করিয়া দেয়, ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

৫। তোমার কাজ কারবার যেন সর্ব্বদাই তোমার একটা ঝোঁকের মত হইয়া দাঁড়ায়, শয়নে স্বপনে কাজে অকাজে সর্ব্বদাই যেন তোমার ব্যবসায়ের কথাই মনে জাগরূক থাকে।

৬। তোমার খরিদ্দার যেন কোন ক্রমেই তোমার নিকট কোন বিষয়েই হতাশ হইয়া ফিরিয়া না যায়।

৭। নিজের বিবেক বুদ্ধি তোমার মুল ধনের সহিত যোগ করিয়া কার্য্য করিবে, অবিবেচনার সহিত মূলধন যদৃচ্ছা ব্যবহার করিয়াই ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যায়।

৮। সততার সহিত ব্যবসা করিলেই ব্যবসায়ে সিদ্ধি লাভ অবশ্যম্ভাবী, অসৎ পন্থা অসদ্ব্যবহার সৎ ব্যবসায়ের পরিপন্থী।

৯। সর্ব্বদাই নিজের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখিয়া কাজ করিবে, ক্ষমা ধৈর্য্য ব্যবসায়ীর অতি আবশ্যকীয় উপাদান। চটা ব্যবসায়ীর নিকট কি কর্ম্মচারী কি খরিদ্দার কেহই তিষ্ঠিতে পারে না। সেইজন্য ব্যবসায়ীকে সর্ব্বদাই হাসি মুখে থাকিয়া কার্য্য চালাইতে হইবে। কখনও মেজাজ গরম করিতে নাই।

১০। বিপদ আপদ ধৈর্য্যের সহিত, উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিবে।

১১। কর্ম্মক্ষেত্রে অপরের প্রাপ্য সঙ্গে সঙ্গে চুকাইয়া যাইবে, যদি তাহা না পার, তাহা হইলে সে কারবার অধিক দিন চলিবে না, তাহা বন্ধ হইবে এবং যত শীঘ্র সেরূপ কাজ বন্ধ হয়, ততই মঙ্গল। কারণ দেনাদার হইলে ব্যবসায়ীর চিত্ত স্থির থাকা সম্ভব নহে। দেনা পাওনা খারা থাকা চাই।

১২। যথা সম্ভব সুলভে ভাল জিনিস ক্রেতাকে দিবার চেষ্টা করিবে। অল্প লাভে বারম্বার কেনা বেচার বেশী কাজ হয়।

১৩। খুব বড় মূলধনেই যে বড় কারবার হয় সে ধারণা ভুল, লোকের চাহিদা যত বড় হয়, কারবার ততই বড় হইয়া থাকে।

১৪। মূলধন বেশী বড় না হইলেও বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু নিজের চালচলন, খরচা বাড়াইয়া অভাব বৃদ্ধি করিলেই কারবার এবং মানুষের অধঃপতন সুনিশ্চিত, সেইজন্য ব্যবসায় ক্ষেত্রে যাহারা সিদ্ধিলাভ করিতে প্রয়াসী, তাহাদের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া মিতব্যয়ী এবং মিতাচারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। বড় মূলধন লইয়া কারবারে যাহা লাভ হয় তাহার চারিগুণ বিলাসিতা এবং অনাবশ্যকীয় বিষয়ে বেহুঁস হইয়া ব্যয় করিয়া যাইলে দারিদ্র তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। মিঃ হোয়াইটলি উপরোক্ত নীতিতে নিজে কাজ করিয়াছিলেন এবং তাহার সম-সাময়িক ব্যবসায়ীগণকে ঐরূপে কাজ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহার ভাণ্ডারে মানুষের যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্যই থাকিত, এবং কাহাকেও হতাশ হইয়া ফিরিতে হইত না। সুলভে ক্রয় করিয়া সুলভে ক্রেতাগণকে অল্প লাভে সরবরাহ করায় তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্রয় হইত, প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তাঁহার সহিত কেহ পারিয়া উঠিত না, অথচ সন্তুষ্ট ক্রেতা তাহাদের বন্ধু বান্ধবকে প্রতিনিয়তই তাঁহার বিশ্ব-ভাণ্ডারে লইতে উপরোধ করিত। এইরূপে তাঁহার কারবার সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

সম্পাদক।

House-hold Informations.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

মাংসে উৎকৃষ্টতা অপকৃষ্টতা নির্দ্ধারণের উপায়।

১। মাংসের রং যদি পেঁয়াজের ন্যায় গোলাপী অথবা বেগুণী রঙ্গের হয়, তাহা হইলে সেই জন্তু কোন ব্যাধিতে মরিয়াছে জানিবে। মাংস পেশী সমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেদ বহা শিরাদ্বারা শাখা প্রশাখা রূপে চারিদিকে যে মাংসে ছড়াইয়া আছে, সেই মাংস উৎকৃষ্ট।

২। যে মাংসকে অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিলে রবারের মত স্থিতিস্থাপক বুঝিতে পারা যায়, অথচ স্পর্শ করার জন্য অঙ্গুলির অগ্রভাগ আদৌ আর্দ্র হয় না, সজল লালকাটা, ভীজা পার্চ্চমেণ্টের মত

ক্লেদযুক্ত অনুমিত হয়, সে মাংস খাওয়া উচিত নয়।

৩। ভাল মাংসে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। যদিও একটু উক্ত গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা মনোরম।

ব্যাধি গ্রস্ত জন্তুর মাংসকে ছোট ছোট করিয়া জলে ফেলিলে গন্ধ আরও বিকট ভাবে প্রকটিত হয়।

ভাল মাংস রন্ধন করিলে বেশী সঙ্কুচিত হয় না, কিন্তু খারাপ মাংস সঙ্কুচিত হইয়া সিটকে হয়, মাংস সুপক্ক হইতে চায় না।

৪। ভাল মাংস ১ বা ২ দিন রাখিলে তাহা হইতে জল কাটে না। পিচ্ছিল হয় না, কেবল উপরের অংশ একটু শুষ্ক হইয়া যায় মাত্র। ভাল মাংসকে ২১২' ফারণ হীটে উত্তপ্ত করিলেও ওজনে ৭০ হইতে ৭৪ ভাগের অধিক কমে না কিন্তু খারাপ মাংস প্রায় শত করা ৮০ ভাগ কমিয়া যায়।

৫। অপকৃষ্ট মাংস হইতে জল সরে, উহাতে ক্ষার বা ক্ষারাম্ল থাকে। ভাল মাংসের রসে অম্লাক্ত রসই প্রমানিত হয়।

যাঁহারা আজ কাল হোটেলে রেঁস্তোতে মাংস ভক্ষণ করেন, তাঁহারা যে কত ব্যাধিগ্রস্ত কুৎসিৎ মাংস ভক্ষণ করিয়া অজ্ঞাত সারে কঠিন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে দ্রুত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু এই সকল অনুকরণ প্রিয় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য আধুনিক তরুণের দলকে কোনরূপ কেহ বুঝাইয়া উঠিতে পারে না, সেই যে হোটেলে সাহেবী ধরণে চেয়ারে বসিয়া টেবিলে খাইবার দুর্দ্দম্য আকাঙ্ক্ষা, তাহার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতেও ইহারা প্রস্তুত। ওদিকে হোটেল রেঁস্তোওয়ালা আমাদের দেশী লোকেরা যতদূর খারাপ মাংস সুবিধায় এবং সস্তায় কিনিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহাই খুব কড়া ঝাল আর গরম মসলা রশুণ হিং দিয়া সুগন্ধ করা হইয়া থাকে। পরিণাম ফল যাহাই হউক, বাবাজীরা শুদ্ধ নিছক সাহেবী অনুকরণের খাতিরে তাহাই উদরাস্থাৎ করিয়া প্রায়ই পর দিনে উদরাময় গর হজমে কষ্ট পান। বুঝিবার ক্ষমতাও নাই যে, কি বিষ তাহারা প্রতিদিন ভক্ষণ করিতেছেন।

"কর্ম্মবীর"

৺ পদ্মলোচন মহান্তি।

এই উৎকল কর্ম্মবীর ১২৭৭ সালে উড়িস্যার এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যৌবন কালে কলিকাতায় আগমন করেন এবং তৎকালীন সামান্য অবস্থা হইতে তিনি নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করেন। ইনিই প্রসিদ্ধ জারমলীন নামক জ্বরের ঔষধের সৃষ্টি কর্ত্তা। ইহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল কর্ম্মানুরাগ—অহরহ শ্রমশীলতাই তাঁহার উন্নতির মূল। কর্ম্মক্ষেত্রে অসীম সাহসে অবতীর্ণ হইয়া আবদ্ধ কর্ম্ম যেরূপে হউক সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিতেন—কোন বাধা বিপত্তিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। স্যার সিডনী স্মিথ বলিয়া ছিলেন, "A great deal of talent is lost in the world in want of a little courage" সাহসের অভাবে মানুষের শত বুদ্ধি হতবুদ্ধি হইয়া যায়। পদ্মলোচন বাবু তাহা বুঝিতেন। আমরা দেখিয়াছি, যে কার্য্যে বহু টাকা, বহু লোক-বল না হইলে অগ্রসর হওয়া কঠিন—তেমন কার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাতে সফলতা লাভ করিয়াছেন। জ্বরের সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ জারমলীন ও অন্যান্য বহু দ্রব্য তাঁহার আবিষ্কারের ফল।

ব্যবসায় এবং কর্ম্ম জীবনে এই গুণটা বড় গুণ। যে সাহস করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে না পারে, সে কখন সফল কামও হইতে পারে না। নব্য উন্নতি-কামী ব্যবসায়ীর এই গুণ অনুকরণীয়। পদ্মলোচন এক মুহূর্ত্তও সময় অপব্যয় করিতেন না। তাঁহার কর্ম্মস্থলের প্রবেশ দ্বারেই তাহার নিজ রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটী বড় বড় অক্ষরে চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত করাইয়া টাঙ্গাইয়া রাখিতেন। আজও—জারমলীন, আফিসে তাঁহার সেই কবিতাটী টাঙ্গান আছে।

"ওই দেখ রবি শশী ছুটিতেছে দিবানিশি
ছুটিতেছে সাগরের জল
ছুটিছে চঞ্চল বায়ু টুটিছে জীবের আয়ু
বিশ্ব নহে বিরামের স্থল।
কল্যাণ করিতে দান ব্যস্ত সদা ভগবান
তিলেক বিশ্রাম নাহি তাঁর,
ওঠ তবে কর কর্ম্ম কর্ম্মই জীবের ধর্ম্ম
কর্ম্মযোগ সর্ব্বযোগ সার।
বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করি বজ্রাঘাত বুকে ধরি
কর্ম্মক্ষেত্রে হও অগ্রসর,
সিদ্ধিদাতা ভগবান করিবেন সিদ্ধিদান
মনে ইহা জেনো স্থিরতর।"

দীন—পদ্মলোচন
জারমলীন অফিস। কলিকাতা ১৯১৩

পদ্মলোচন বাবু এদিকে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসাও করিতেন, সে চিকিৎসা তিনি অর্থ লইয়া করিতেন না, দীন দুঃখীর

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

জন্য অকাতরে ঔষধ বিতরণ করিতেন। তিনি গুপ্ত দানের পক্ষপাতী ছিলেন, বহু দুস্থ পরিবার ও বালক তাঁহার নিকট সাহায্য পাইত। পদ্মলোচন বাবু নিঃ সন্তান ছিলেন, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, এত কাহার জন্য খাটেন? উত্তরে তিনি বলিতেন, "খাটী আমার লোক জনের জন্য, বহু লোক আমার নিকট আছে। তাহারাই আমার সন্তানের ন্যায়। আমার পরিশ্রম লব্ধ অর্থ তাহাদের হিতার্থে দিলেই আমি কৃতার্থ।" দেশের কার্য্যে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। শিক্ষার উৎসাহদাতা ছিলেন। বিজ্ঞাপনে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, সে জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি বলিতেন, বিজ্ঞাপন না দিলে ব্যবসায় চলে না। এত বড় কাজ করিয়া কদাচ বিলাসিতাপ্রিয় ছিলেন না। ৩০ বৎসরের উপর আমরা তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলাম, তাঁহাকে সাদা সিদা চাল চলনেই দেখিয়াছি—পদ্মলোচন বলিতেন, কর্ম্মক্ষেত্রে বিলাসিতার স্থান নাই। পদ্মবাবু ছিলেন মিষ্টভাষী সদালাপী ক্ষমাশীল, প্রখর ব্যবসায় বুদ্ধি-সম্পন্ন কর্ম্মী। গত বৎসর ১৩৩৩ সালের ১৫ই ভাদ্র—তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি বহু মুত্র ও অর্শ রোগে ইদানীং কষ্ট পাইতেছিলেন, অকস্মাৎ অধিক রক্তস্রাব হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। আগামি ১লা সেপ্টেম্বর তাঁহার বার্ষিকী। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স ছিল ৫৭ বৎসর মাত্র। তাঁহার আবিষ্কৃত ঔষধাদি সমভাবেই লোক সমাজে প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান পরিচালকগণ তাঁহার কীর্ত্তি এবং ব্যবসায় অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন।

সম্পাদক।

Homœopathic Hints.
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সঙ্কেত।

গুহ্যদ্বারের স্নায়ুশূল, যাহা অতিশয় কষ্টদায়ক, ডাঃ হার্‌ভি ফেরিংটন বলেন, Ignatia ইগ্‌নেসিয়া দ্বারা আরোগ্য হয়।

ডাঃ রিচার্ড হিউজেস Late Dr. Rechard Hughes এবং তৎসাময়িক বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসকও বলিয়াছেন যে, গল্‌ষ্টোন্ বা পাথরী জনিত ভয়ানক যন্ত্রণা—Cal carb 30. ক্যাল্‌-কারিয়া ৩০ দ্বারা নিশ্চয়ই উপশম হইয়া যায়, যে সকল চিকিৎসক ইহা পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, ৩০ শক্তি ক্যাল-কারিয়াই ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

ডাঃ এড্‌ওয়ার্ড বিউট্রিস কোনায়াম্ ঔষধ প্রুভিং এর সময় নিম্নলিখিত লক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। চক্ষু চাহিয়া তিনি আপনার গৃহকক্ষ অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাঁহার মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যেন ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবেন। তৎসঙ্গে গা বমি বমি করিয়াছিল কিন্তু চক্ষু মুদিলেই উপরোক্ত লক্ষণগুলি অন্তর্ধান হইতেছিল। সুতরাং মাথা ঘোরায় উপরোক্ত লক্ষণে কোনায়াম উপকারী হইতে পারে।

ভয়ানক কষ্টদায়ক হিক্কায় ১ বা ২ মাত্রা Magnasia Phos 6x দ্বারা আরোগ্য হইয়া যায়

Hip joint পাছার উপর হিপ্ জয়েণ্টের বেদনা—যে বেদনার জন্য রোগী খোঁড়াইয়া চলিতে রোগী বাধ্য হয়, তাহা ১ বা ২ মাত্রা এপিস ব্যবহারে সারিয়া যায়।

বেড শোর (Bed sore) শয্যাক্ষতে আর্ণিকা অয়েল আরোগ্যকারী। apply direct to the sore.

হাম বসন্ত প্রভৃতি উদ্ভেদ-যুক্ত পীড়ায় প্রস্রাব বন্ধ হইলে ষ্ট্রামোনিয়ম একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

H. E.—10.

Homœompathic Notes.
সল্‌ফিউরিক এসিড।

ডাঃ—কার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন যে, যেসকল রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণাবলীর বিশেষত্ব থাকে, সেই সেই রোগসমূহ সল্‌ফিউরিক এসিড দ্বারা আরোগ্য হয়, যথা—"প্রান্তে অক্ষিপত্রাবলীর টান বা আকর্ষণ ভাব, দৃষ্টিকেন্দ্রের দূরত্বহ্রাস অর্থাৎ shortsightedness; কম শুনিতে পাওয়া, হার্ণিয়া, পুরাতন উদরাময়, প্রচুর ঋতুস্রাব, জরায়ু হইতে ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে প্রচুর রক্তস্রাব, গলাভ্যন্তরের কর্কশতা, হাঁপানি, পদস্ফীতি, এবং পদদ্বয়ের শীতলতা"।

বৃদ্ধাবস্থায় যখন জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া আসে এবং রোগের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা অপেক্ষা অত্যন্ত দুর্ব্বলতা হয়, সেই সময় সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ কার্য্যকারী। বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, ক্ষীণ ব্যক্তিদের যাহাদের পদক্ষেপ কম্পমান, যাহাদের উদ্যম হ্রাস হইয়াছে, এবং যাহাদের দুর্ব্বলতাই প্রধান অসুখ—এত দুর্ব্বল যে নড়িতে চড়িতে কথা বলিতে কষ্ট হয়, যাহাদের প্রাণপ্রদীপ প্রায় নির্ব্বাণোন্মুখ, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। এই প্রকার দৌর্ব্বল্যাতিশয্যের সঙ্গে এক প্রকার স্নায়বিক লক্ষণ ও আভ্যন্তরিক কম্পন বর্ত্তমান

থাকে। এ কম্পন বাহ্যিক নহে, রোগী মনে করে, যেন তাহার সর্ব্ব শরীরের ভিতর কাঁপিতেছে, বাহিরে কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। ঈদৃশ কম্পন ভাব এই ঔষধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষত্বঃ। এইপ্রকার স্নায়বিক লক্ষণ, কম্পন ও দৌর্ব্বল্যাতিশয্য সত্ত্বেও রোগী সকল কার্য্য তৎপরতার সহিত করে বা করিতে যায়। ইহাও একটি বিশেষত্ব। তর্ক অথবা তৎপরতা অসহ্যতা প্রায়ই এই ঔষধের জ্ঞাপক। বাহ্যিক আঘাতের (বিশেষতঃ কোন ধারবিহীন অস্ত্রদ্বারা আঘাতের) কুপরিনাম জনিত ক্ষত, কালশিরা হওয়া, বা লোহিত বর্ণের দাগ বা ঘা হওয়া পচিবার উপক্রম হইলে বিশেষতঃ বৃদ্ধদের—এ ঔষধ উপকারী।

শরীরের প্রণালী সমূহ হইতে কাল রংয়ের রক্তস্রাব অর্থাৎ দেহে, ফুসফুস, পাকাশয় অন্ত্র, মূত্রযন্ত্র, জরায়ু, নাসিকা প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তস্রাবের ইহা একটি প্রধান ঔষধ।

অম্ল গন্ধ ইহার আর একটি বিশেষত্ব। সকল স্রাবেই টক গন্ধ, বমিতে টক গন্ধ, ঘর্ম্মে টক গন্ধ, মলে টক গন্ধ। গয়ের টক, গয়ের তুলিবার সময় দাঁত টকিয়া যায়। পুরাতন অম্লরোগ, বুকজ্বালা, টক ঢেকুর, টক্‌বমি, প্রথমে জল বমি হয়, পরে ভুক্ত পদার্থ বমি হয় শিশুদের পুনঃ পুনঃ ধোয়াইয়া মুছাইয়া দিলেও গায়ে অত্যন্ত টক গন্ধ বাহির হয়।

সুরাপানের প্রবলেচ্ছা এই ঔষধের একটি পরিচায়ক। অতিরিক্ত সুরাপানের কুপরিণাম জনিত পুরাতন রোগে ইহার ব্যবহার ফলপ্রদ। সুরাপান জনিত তরুণ তরুণ রোগে নক্সভমিকার লক্ষণাবলী দৃষ্ট হয় কিন্তু কয়েক বৎসরের পুরাতন হইলে সল্‌ফিউরিক্ এসিডের লক্ষণ সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, দুর্ব্বলতা, কম্পন, প্রাতে টক বমি, বুক জ্বালা, টক ঢেঁকুর, সেই সঙ্গে সুরাপানেচ্ছা বৃদ্ধি, সুরা মিশ্রিত না করিয়া জল পর্য্যন্ত খাইতে পারে না। এই অবস্থার সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ প্রকৃত ঔষধ।

এই সব লক্ষণের সঙ্গে অনেক সময় মুখ অত্যন্ত মলিন হয়, এবং ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় পদার্থ মুখের উপর শুখাইয়া আছে মনে হয়। অক্ষিপ্রান্তে এইরূপ শক্ত ও টানভাব বোধ হয়, বিশেষতঃ প্রাতে, সেই সময় চক্ষু খুলিতে কষ্ট হয়। এইরূপ শক্ত ও টানভাব এবং স্থিতিস্থাপকতার হ্রাস শরীরের অন্যান্য স্থানেও দেখা যায়, বিশেষতঃ জিহ্বায় ও শব্দ যন্ত্রে (Larynx), তজ্জন্য কথা বলিতে কষ্ট হয়। জানু ও পায়ের কব্জি এত দুর্ব্বল হয় যে বেড়াইতে কষ্ট হয় বা পারে না।

উষ্ণ খাদ্য আহারের অব্যবহিত পরেই শীতল ঘর্ম্ম ইহার একটী লক্ষণ।

যোনির বহির্গমন (Prolaps of vagina) সহিত অন্যান্য লক্ষণাবলী থাকিলে ইহা দ্বারা আরোগ্য হইতে শুনা গিয়াছে।

প্রতিবার কাশির পর ঢেঁকুর উঠা ইহার আর একটী আবশ্যকীয় লক্ষণ।

ঋতুবন্ধ কালীন পীড়া সমূহে দুর্ব্বলতা কম্পন প্রভৃতি বিশেষ লক্ষণ সকল বর্ত্তমান থাকিলে এবং সেই সঙ্গে উত্তাপ বোধ হইলে ইহা দ্বারা উপশম হয়।

সল্‌ফিউরিক্ এসিডের চর্ম্মরোগ চুলকাইলে উপশম হয় না, কিন্তু স্থান পরিবর্ত্তন করে।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

এবং

টোটকা সংগ্রহ।

গর্ভাবস্থায় ফল ভক্ষণের আবশ্যকতা। গর্ভিণীনারীকে প্রচুর পরিমানে ফলমূলাদি ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত। ফল আহার করিলে নিম্ন লিখিত উপকার হইয়া থাকে।

(ক) মাতৃদেহে ও ভ্রূণদেহে ফলজলবণ আবশ্যকানুযায়ী নীত হয়।

(খ) দেহাভ্যন্তরীণ আবশ্যকীয় তরল পদার্থ বৃদ্ধি পায়, যাহা গর্ভবতী নারীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(গ) লালাস্রাব বৃদ্ধি করে, এই লালা দ্বারা ভুক্তদ্রব্য সহজেই জীর্ণ হয়। এবং স্বভাবতই মুখ ধৌত হইয়া যায়।

(ঘ) মুখাভ্যন্তরীণ নানাপ্রকার রোগ জীবাণুর উৎপত্তি বিনাশ করে।

চিকিৎসা প্রকাশ ১৩৩৪।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক বাণী।

নূতন মাটীর বাসনের অনিষ্টকারিতা।

নূতন হাড়ীতে অন্ন পাক করিয়া খাইলে অনেক সময় উদরাময়, অজীর্ণ হয়, নূতন হাড়ীর ভাত হজম হয় না, ইহা এদেশের মহিলাগণও জানে। আমাদের বোধ হয়, নূতন হাড়ীর দগ্ধ বালুকা-কণাই ইহার জন্ত দায়ী। একখানি বিদেশীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কাগজে পড়িয়াছিলাম, "Poisonous effect from using new earthen ware" তাহারাও নূতন মাটীর বাসনের বিষক্রিয়া সম্বন্ধেই লিখিয়াছেন। তাঁহারা উপদেশ দিয়াছেন, হাড়ীর মধ্যে চর্ব্বি, বা সেইরূপ কোন স্নেহ পদার্থ দিয়া উত্তমরূপে ভিতরটা মাজিয়া লইয়া কিয়ৎক্ষণ পাত্রটাকে মৃদু উত্তাপে তাতাইয়া লইয়া তাহার পর ব্যবহার করিলে তত অনিষ্টকর হয় না।

আমাদের দেশের মেয়েরা ভিতরে তৈল দিয়া শাল পাতা দিয়া ঘষিয়া তাহার পর রন্ধন করিয়া থাকেন। ইহা বহুকালের প্রচলিত প্রথা। সেকালের লোকের ব্যবস্থাদি খুবই সমীচীন, তাঁহারা কত পূর্ব্বে এই সকল খুঁটীনাটী বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ এখন বলিতেছেন যে, নূতন মৃৎপাত্র হইতে একপ্রকার বিষক্রিয়া হইয়া থাকে, ইহা সত্য। এখন বোধ হয় দেশের লোকের আর অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই, যেহেতু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই তথ্য সত্য বলিয়াছেন। হায় বিদেশী শিক্ষা মাহাত্ম্য।

Excercise for Invalids.

দুর্ব্বলব্যক্তিগণের ব্যায়াম।

যাহারা রুগ্ন, দুর্ব্বল, তাহাদের কষ্টের কোন ব্যায়াম না করাই যুক্তি সঙ্গত। ইহাদের পক্ষে সকালে এবং সন্ধ্যায় একটু একটু বেড়ান ভাল বটে কিন্তু অতি প্রত্যূষে বা অধিক রাত্রে বাহিরে থাকা হিতকর নয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন গ্রীষ্মকালে সকাল বেলা ৮টার মধ্যে সন্ধ্যায় ৭টার মধ্যে ভ্রমণ করিয়া গৃহাগমন করা উচিত। শীতকালে বেলা দশটার মধ্যে যে কোন সময়, এবং সন্ধ্যা ৪টার মধ্যে বহির্ভ্রমণ শেষ করা উচিত। ঠাণ্ডা এবং গরম দুইই দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে অহিতকর। বর্ষা বা কুয়াসায় যখন বহির্গমনের সুবিধা না হয়, তখন ঘরের জানালা গুলি খুলিয়া দিয়া কক্ষ মধ্যে একবার আগাইয়া একবার পিছাইয়া কিছুক্ষণ পদচারণা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতি পরিশ্রম হিতকর নহে, ক্লান্তিবোধ হইলেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত।

সন্ত রং দেওয়া ঘরে শয়নের বিপদ।

ডাঃ গুড্ (Dr good) যে গৃহ নূতন রং করা হইয়াছে, তাহাতে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাওয়ার সাংঘাতিক একটী বিপদের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। লণ্ডনের একজন বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক তাঁহার পরিবারবর্গকে পল্লীবাসে পাঠাইয়া সহরের বাড়ীতে ছিলেন। সেই সময় তাঁহার গৃহে Paint রং করা হইতেছিল। তিনি রাত্রে সেই সন্ত রং করা গৃহে প্রতি রাত্রে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেন। একমাস পরে তাঁহার Painters Colic পীড়ার সূত্রপাত হইল। প্রথমে এই পীড়া ডাক্তারগণ ধরিতেই পারেন নাই কিন্তু যখন পীড়ার কারণ উপলব্ধি হইল, তখন রোগীর অবস্থা সাংঘাতিক। ডাক্তার সেই রোগেই মারা যাইলেন। সেই জন্ত সন্ত রং করা গৃহে কদাচ কিছুকাল শয়ন করা উচিত নয়। যাহারা লোকের গৃহে রং করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে, তাহাদের একপ্রকার কষ্টদায়ক শূলবেদনা হয়। তাহাকেই পেণ্টার্স কলিক বা রংওয়ালাদের শূল বেদনা বলা হইয়া থাকে। এই পীড়া বড় কষ্টদায়ক এবং সাংঘাতিক।

সৎ-প্রসঙ্গ।

Lacke একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, জ্ঞানী বলিয়া তাঁহার সমগ্র জগতে যশ ছিল। তাঁহাকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনার সকল বিষয়েই প্রগাঢ় জ্ঞান, এত তথ্য কেমন করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি চিরদিনই জ্ঞানসম্বন্ধে নিজেকে অতি দীন এই মত পোষণ করিতাম। নিজের আত্মগরিমার জন্ত লোকে যেমন সাধারণ লোকের সহিত মিশিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হয়, আমার সেরূপ প্রবৃত্তি ছিল না। নীচ, উচ্চ, সভ্য, অসভ্য সকলেরই নিকট তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমার দরিদ্র জ্ঞান ভাণ্ডারকে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতাম। যদি কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, তাহা এই উপায়েই করিয়াছিলাম। আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষিত দলের অনেক বিষয়েই অনভিজ্ঞতা

দেখিয়া নিম্ন শ্রেণীর লোকেও হাসিয়া উঠে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অহংই ইহাদিগকে মাটী করিয়াছে।

স্পেনের রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড প্রায়ই বলিতেন যে, তিনি জ্ঞানী এবং নির্ব্বোধ লোককে নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন।

ক্রোধ সম্বরণ, সাংসারিক শান্তি এবং চিঠিগুলি লিখিবার সময় অনাবশ্যকীয় কথা বর্জ্জন। প্রকৃত জ্ঞানী যাঁহারা তাঁহাদের এই গুণগুলি আছে। কিন্তু নির্ব্বোধগণ সদাক্রুদ্ধ, সাংসারিক শান্তি রক্ষণে অসমর্থ, এবং পত্রাদি লিখিতে বহু অনাবশ্যকীয় কথায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া থাকে।

"কেরোসিন তেলের শিল্পবাণিজ্য।"

কেরোসিন তেল সম্বন্ধে আলোচনা-প্রণালী বিবৃত করিলে গ্রন্থের কাঠামটা বুঝা যাইবে। মর্ত্তারা বলিতেছেন যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও কেরোসিন তেল পরিষ্কার করিবার পর প্রধানতঃ আলো জ্বালিবার কাজে তাহা ব্যবহার করা হইত। আর পরিষ্কার করিবার পর তেলের যে গাদ পড়িয়া থাকে, তাহা লাগানো হইত চাকা, কলকব্জার প্যাঁচ ইত্যাদি লোহার জিনিষ পালিশ করিবার জন্য। কিন্তু বিগত আড়াই দশকে বিজলী বাতি কেরোসিনের আলোর ঠাঁই অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আলোর জন্য কেরোসিনের চাহিদা কম। কাজেই একটা শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু অপর দিকে ঘটনাচক্রে মোটর গাড়ীর আবিষ্কার ও চলাচল কেরোসিনের ইজ্জত বাঁচাইয়া দিয়াছে। এদিকে ডীজেল এঞ্জিনের তেল-ক্ষুধা জবর। সঙ্গে সঙ্গে টেক্‌নিক্যাল প্রক্রিয়ার সাহায্যে তেলের গাদগুলাকে উচ্চ শ্রেণীর মালে পরিণত করা হইয়াছে। আর এই মাল ঘর গরম করিবার ষ্টোভ ইত্যাদি যন্ত্রে বেশ ব্যবহারোপযোগী। ফলতঃ সকল দিক্ হইতেই তেলের চাহিদা বাড়িতেছে। বাষ্পের বদলে তেল ব্যবহার করিতে পারিলে এঞ্জিনটার জন্য কম জায়গা দরকার হয়। এই অসুবিধা থাকায় তেলের দিকে সকলেরই টান বেশী।

দুনিয়ায় আজকাল যত কয়লা উঠে, তাহার শতকরা ১২ অংশ উৎপন্ন হয় তেল। আর দুনিয়ার সকল প্রকার কয়লার তাপশক্তি যত, তার শতকরা ১৫ কি ১৮ অংশ হইতেছে তেলের। তেল দুনিয়ায় হুহু করিয়া দিগ্বিজয় চালাইতেছে। কেননা ১৯১৪ সনেও,—অর্থাৎ যুদ্ধের সমসমকালে কয়লার তুলনায় তেলের অনুপাত আজকালকার অনুপাতের তিন ভাগের একভাগ মাত্র ছিল। আটোমোবিল আর উড়ো জাহাজ একমাত্র তেলের উপর নির্ভর করে। তেল লইয়াই বহুসংখ্যক "স্থাবর জঙ্গম" এঞ্জিন চলিয়া থাকে। লড়াইয়ের জন্য যে সব নয়া নয়া জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে সবই তেলের দাস। আর বাণিজ্য-জাহাজের শতকরা ৩০টা তেলের জোরে চলে।

তেলের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলা বিবৃত করিয়াছেন :—

(১) তেলের দুনিয়া,—ভৌগোলিক বৃত্তান্ত; শিল্প-বৃত্তান্ত (মার্কিণ, বৃটিশ, ওলন্দাজ ও রুশ তেল-ট্রাষ্টের কথা), তেলের জন্য লড়াই, ১৯১২—১৯২৬ পর্য্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ (৪ কোটি ৮৪ লাখ টন হইতে ১৪ কোটি ৭১ লাখ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে); তেল-উৎপাদক দেশের বিবরণ; আন্তর্জ্জাতিক তেলের বাজার, তেল খরিদ করে, কোথায় কাহারা; বাজার-দর ১৯১৬ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত।

(২) ইতালির তেল-সম্পদ,—ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক কথা, কবে কত উৎপন্ন হইয়াছে; বিদেশ হইতে আমদানির পরিমাণ; বাজার-দর।

(৩) বর্ত্তমান অবস্থা—(ক) দুনিয়ায়। তেল পরিষ্কার করিবার কৌশলে উন্নতিসাধিত হইয়াছে। তাহার ফলে অল্প পরিমাণ তেল উৎপন্ন হইলেও নানাবিধ কাজ অনেক পরিমাণে একসঙ্গে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তেলের উৎপত্তি মেক্‌সিকো ছাড়া—অন্যান্য দেশে বাড়তির দিকেই দেখা যাইতেছে। অপর দিকে কয়লার দাম কমিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু কয়লার ব্যবহার সম্বন্ধেও উন্নতি হইয়াছে। কাজেই কয়লার সঙ্গে লড়াইয়ে তেলের সুযোগ এখন কিছু কম।

(খ) ইতালিতে। তেলের ক্ষুধা বাড়তির দিকে।

মর্ত্তারার মগজে লোহা, তামা, রেশম, পশম ইত্যাদি সব চিজ সম্বন্ধেই এইরূপ বিশ্ববোধ ঘর করিতেছে। এই ধরণের তথ্যনিষ্ঠ দুনিয়া-মন্থনকারী ধনবিজ্ঞানসেবক ইতালিতে অনেক। বাঙালী সমাজে এইরূপ গবেষক দেখা দিবে কবে?

আর্থিক উন্নতি।

কাজের লোক আফিস।
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
১০১।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক

চয়ন।

আদর্শ চরিত্র।

স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু।

যে স্বর্গগত মহাপ্রাণ কবির পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য অদ্য আমরা এই শ্রাদ্ধবাসরে সমবেত হইয়াছি, তিনি জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী ডায়মণ্ডহারবার সবডিভিসনের অন্তর্গত নিতাড়া নামক পল্লীর বসুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরোপকারিতা ও মহানুভবতা প্রভৃতি সদ্গুণ কবির পিতা নিতাইচাঁদ ও মাতা বামাসুন্দরীর চরিত্রকে মধুর ও উজ্জল করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের গ্রামবাসিগণের নিকট বরেণ্য করিয়াছিল এবং কবির ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। বাল্যে দক্ষিণ বারাসত গ্রামে মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া কবিবর তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন এবং শেষে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল রিপণ কলেজে সংস্কৃতাধ্যাপকের কার্য্য করিয়া তিনি শেষে দেওঘর উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে ব্রত হ'ন। ভগবান কবিবরের হৃদয়ে যে সৎপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়া কর্ম্মভূমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই দেওঘরেই তাঁহার সম্পূর্ণ উন্মেষ হইয়াছিল; শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তখন দেওঘরে অবস্থান করিতেন এবং তাঁহারই সংস্পর্শে কবিবরের মধুর চরিত্র মধুরতর হইয়া উঠিয়াছিল। দেওঘরে শিক্ষকতা করিবার সময় কতকগুলি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রোগীর শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া কবিবরের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কুষ্ঠ রোগীদিগের দুর্দ্দশা মোচনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সদনুষ্ঠানে মানব চিরদিনই ভগবানের অনুগ্রহলাভ করিয়া থাকে। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় একবার দেওঘরে তাঁহার মাতৃদেবীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কবিবর ও তাঁহার পরম সুহৃদ্ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পুত্র যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভোজনের পর ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দিয়া শেষে কবিরত্ন মহাশয় কবিবরকে বলিলেন—যোগীন, তুমি ব্রাহ্মণগণের সহিত ভোজন করিলে, অতএব তুমিও দক্ষিনা লও। এই বলিয়া তিনি কবিবর ও তাঁহার বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুকে এক একটি সিকি ভোজন দক্ষিণা দিলেন। ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ কাজ কোন মতেই উচিত নহে, ইহা কবিবর মনে মনে বুঝিলেও তিনি সেই আদরের দান প্রত্যাখ্যান করিতে সাহসী না হইয়া যোগেন্দ্র বাবুকে বলিলেন—ব্রাহ্মণ প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করা উচিত নহে বুঝিতেছি, কিন্তু তাহা প্রত্যার্পন করাও চলিবে না। আসুন, আপনার ও আমার এই দুইটী সিকি মূলধন করিয়া আমরা কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করি। ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের সাধু উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিবেন। এই আট আনা পয়সা মূলধন লইয়া কবিবর দেওঘরে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার এই মহান্ উদ্যমে পরিতুষ্ট হইয়া বঙ্গের সুসন্তান পরম শ্রদ্ধেয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বিশেষ আনুকূল্য করাতে তিনি স্বীয় সঙ্কল্প সাধনে সমর্থও হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় জীবন বিপদাপন্ন করিয়াও স্বহস্তে রোগীদিগের ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ ও স্বহস্তে পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষায় পরমানন্দ উপভোগ করিতেন। বিধাতার মঙ্গল হস্ত কবিবরকে সর্ব্বদাই এই ভীষণ সংক্রামক ব্যাধির গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর দেওঘরে আর একটী অভাবের প্রতি কবিবরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। শ্মশানে শব-বাহীদিগের কোনও বিশ্রাম গৃহ ছিল না, সেই জন্য তাহাদের বিশেষ কষ্ট হইত। কবিবর এই অভাব মোচন করিয়া সাধারণের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছিলেন। স্থানীয় পাণ্ডাদিগের সন্তানগণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষাপ্রচার কল্পে একটী চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা কবিবরের অন্যতম কীর্ত্তি। প্রায় ষোড়শ বৎসরকাল দেওঘরে শিক্ষকতা করিয়া কবিবর কলিকাতার ঠাকুর বংশের স্বনামখ্যাত জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসেন।

বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে কবিবরের সাধনার কোন পরিচয় প্রদানের আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। ছাত্রাবস্থায় লিখিত তাঁহার "রাজউদাসীন" নামক ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকেই তাঁহার কবিত্বের সম্যক্ বিকাশ হইয়াছিল। সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের পর আমাদের দীনা মাতৃভাষাকে সৌন্দর্য্যশালিনী, জীবনময়ী ও জ্যোতির্ম্ময়ী করিবার জন্য যে কয়েকজন সাধক সাহিত্য সাধনায় প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, কবিবর তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার রচনারীতি পাঠকের হৃদয়ে বিভীষিকার পরিবর্ত্তে পুলক সঞ্চার করিয়া থাকে। তাঁহার মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, অহল্যাবাই, তুকারাম, পতিব্রতা প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ এবং পৃথীরাজ ও শিবাজী মহাকাব্য এবং মানব গীতা প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরূপে চিরদিনের জন্য বিরাজমান থাকিবে, যে কবি তাঁহার কবিতা দ্বারা পাঠকের

অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ স্পর্শ করিতে সমর্থ হ'ন, সেই কবিই প্রকৃত কবি। কবিবরের কবিতা শিল্পচাতুরী ও সৌন্দর্য্য প্রবণতার ন্যায় সহজ বোধ্যতার জন্যও চিরদিন বাঙ্গালীর নিকট আদরণীয় থাকিবে। তিনি তাঁহার কঠোপনিষদের কবিতানুবাদে জটিল ও দুর্ব্বোধ্যভাব সহজ ও সরলভাবে বর্ণনা করিয়া যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে সকলেরই চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। কবিবরের গ্রন্থাবলীতে পাঠকবর্গ তাঁহার জীবনের প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিস্তৃত সম্পত্তির গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গে কবিবর অবসরমত কিরূপে পৃথিরাজ ও শিবাজী মহাকাব্যদ্বয় প্রণয়ন করিয়া বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়া গিয়াছেন, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন কেবল তাঁহারাই অবগত আছেন। যাঁহারা মনোনিবেশ পূর্ব্বক "পৃথীরাজ"ও "শিবাজী" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, যে আমাদের মাতৃভাষার শক্তি কিরূপ। কবিবরের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণ কবিবরকে "কবিভূষণ" উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ পরীক্ষায় আমাদের মাতৃভাষা স্থান পাইলে কবিবর তথায় অন্যতম অধ্যাপক মনোনীত হ'ন এবং পরে তিনি "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ" প্রবন্ধের অন্যতম পরীক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কবিবর তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি গাহিয়াছিলেন,—

"জীবে প্রেম, স্বার্থ-ত্যাগ, ভক্তি নারায়ণে।
সকল শিক্ষার সার রাখিও স্মরণে॥"

কবিবরের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্টভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে তাঁহার এই উপদেশ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার স্বীয় জীবনের পূর্ণতালাভ করিয়াছিল। তাঁহার কবিত্ব, তাঁহার অমায়িকতা, তাঁহার উদারতা, তাঁহার স্বদেশ প্রেমিকতা তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণতা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার মধুর চরিত্রের নির্ম্মলতা তাঁহাকে তাঁহার দেশবাসীর নিকট বরেণ্য করিয়াছে। সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্রীভগবানের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

জনৈক শিষ্য।

সংসারাশ্রম।

লীলাময় যিনি যাঁর রচিত ভুবন,
তাঁর সৃষ্ট এ সংসার পুণ্য নিকেতন।
মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র পরিজন ল'য়ে
গৃহস্থ রহিবে হেথা, শুদ্ধ শান্ত হ'য়ে।
পূজিবে দেবতা জ্ঞানে মাতায় পিতায়,
আত্মপর সর্ব্বজনে তুষিবে সেবায়।
ধর্ম্মপথে রহি অর্থ করি উপার্জ্জন,
স্বজনে অনাথে দীনে করিবে পালন।
বিশ্বাস ভকতি আশা রাখিয়া অন্তরে,
উপার্জ্জিবে জ্ঞান ধর্ম্ম পরম আদরে।
ইন্দ্রিয় বিজয়ী হবে দৃঢ়চেতা বীর
স্বদেশ স্বজাতি হিতে পাতি দিবে শির।
নারী হ'বে পুরুষের সহায় সঙ্গিনী
পতিব্রতা কর্ম্মশীলা মধুর ভাষিণী।
কর্ত্তব্য সাধনে যুক্ত রবে পরস্পর,
যথা শিব তথা শক্তি, না আছে অন্তর।
সম্পদে বিপদে দোঁহে রবে এক প্রাণ,
দোঁহে মিলি সংসারের সাধিবে কল্যাণ।
ধন, জন, পদ, মান, যাঁহার কৃপায়,
কায়মনোবাক্যে নিত্য আরাধিবে তাঁয়।

জীবনের কর্ম্মফল অর্পি নারায়ণে,
অন্তিমে বিদায় ল'বে সহাস্য বদনে।

কবির শেষ রচনা—

মিটিয়াছে সব সাধ, আর কোন সাধ নাই,
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ কিছু আর নাহি চাই।
সম মান, অপমান লাভালাভ সম জ্ঞান
এই মাত্র চাহে প্রাণ, তব পদে স্থান পাই।
হে অরূপ হে অব্যয় পূর্ণ কর এ হৃদয়,
আমি গাহি তব জয় জয়
নিত্যানন্দ ধামে যাই॥

এডুঃ গেঃ।

মুষ্টিরক্ষার উপকারিতা।

যৌথ-ঋণ-দান সমিতি।

কথোপকথন।

সুশীলা ও সুনীতি।

সুশীলা। আজ বাবা আমার হাতের রাঁধা ভাত খাইবেন, সকাল সকাল চা'ল চড়াইয়া দেই মা। সকলের এক বেলার মত চা'ল নিয়াছি।

সুনীতি। বেশ। ভাত রাঁধিতে গিয়া হাত পা পোড়াইয়া ফেলিওনা যেন। ভাল কথা। ভাতের চা'ল হইতে দুইমুষ্টি চা'ল মুষ্টি চা'লের জালাতে তুলিয়া রাখিয়াছ কি?

সুশীলা। রাখিয়াছি। কিন্তু রোজ রোজ প্রত্যেক বেলার ভাতের চা'ল হইতে কেন যে তুমি দুই মুষ্টি করিয়া চা'ল তুলিয়া রাখ তাহা বুঝিনা। সে জালাতে প্রায় বার তের সের চা'ল জমা হইয়াছে।

সুনীতি। মুষ্টি চা'ল তুলিয়া না রাখিলে কি হলে মা! আজ পাঁচ বৎসর হইতে মুষ্টি-চা'ল রাখিতেছি। মুষ্টি-চা'ল ঘরের লক্ষ্মী। মাসে মাসে চা'ল যাহা জমা হয়, তাহা বেচিয়া টাকা গ্রামের যৌথ-ঋণ-দান

সমিতির তহবিলে জমা দিতে হয়। প্রত্যেক মাসে মুষ্টি চা'ল দ্বারা আড়াই টাকা, তিন টাকা জমা হয়। এইরূপে গত পাঁচ বৎসরে দেড় শতের উপর টাকা তোমার বাবার নামে সমিতির তহবিলে জমা হইয়াছে। আমাদের বাড়ীর মত এই গ্রামের আরও বিশটী বাড়ী হইতে মাসে মাসে মুষ্টি-চা'ল জমা হইয়া প্রায় প্রত্যেকের নামেই ঐ পরিমাণ টাকা সমিতির তহবিলে জমা হইয়াছে।

সুশীলা। মুষ্টি-চা'লের টাকা সমিতির তহবিলে জমা দিয়া আমাদের কি লাভ হয় না?

সুনীতি। ইহাতে আমাদের প্রথম লাভ এই যে, মুঠো মুঠো করিয়া চা'ল জমাইয়া পাঁচ বৎসরে আমাদের দেড় শতের উপর টাকা জমা হইয়াছে। এইরূপে মাসে মাসে মুষ্টি জমা না করিলে এক পয়সাও জমা হইত না। অথচ ইহাতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। ভাতের চা'ল হইতে দুই মুষ্টি চা'ল তুলিয়া রাখিলে ভাতে কাহারও কম পড়ে না। ইহার ফলে অল্প অল্প করিয়া আমাদের সঞ্চয়ের অভ্যাস হইতেছে। এই অভ্যাস খুবই মঙ্গল জনক। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মিতব্যয়িতাও অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া যায়।

দুঃসময়ে আমরা আমাদের সঞ্চিত টাকা, সমিতির তহবিল হইতে আনিয়া কাজে লাগাইতে পারি। আমরা গৃহস্থ মানুষ, চৈত্র বৈশাখ মাসে চাষ আবাদের জন্য কত সময় টাকার দরকার হয়, তখন হাতে টাকা থাকে না বলিয়া চড়া সুদে মহাজনের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিতে হয়। সেই টাকা শোধ দিতে কত কষ্ট হয়, আর সুদ দিতেই কৃষি কার্য্যের লাভ চলিয়া যায়।

আমাদের গ্রামে যৌথ ঋণ দান সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর হইতে মহাজনের নিকট হইতে বেশী সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে হয় না। আবশ্যক মত সমিতি হইতে অতি কম সুদে আমরা টাকা ধার লই, আবার বন্দ মত টাকা শোধ দিয়া থাকি। তোমার বাবা এই সমিতির এক জন সভ্য। তিনি এই সমিতির পঞ্চাশ টাকার একটী অংশ ক্রয় করিয়াছেন। সেই টাকা অনেক দিন হলো শোধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মত এইরূপ দশ জন সভ্য লইয়া প্রথম এই সমিতি গঠিত হয়। এখন সমিতির সভ্য সংখ্যা আটাশ হইয়াছে। গ্রামের যে বিশটী বাড়ী হইতে মাসে মাসে মুষ্টি চা'লের টাকা সমিতির তহবিলে জমা হয়, তাহারা সকলেই এ সমিতির সভ্য। সমিতির তহবিলে প্রত্যেকেরই আমাদের মত মুষ্টি চা'লের টাকা সঞ্চিত আছে। আর পঞ্চাশ টাকার একটী অংশ আছে।

মুষ্টি চা'ল রাখাতে দ্বিতীয় লাভ হইতেছে আমাদের যৌথ ঋণ দান সমিতির। এই সমিতি যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন ইহার তহবিলে মূলধন একটী পয়সাও ছিল না। সহরের কেন্দ্রসমিতি হইতে টাকা কম সুদে কর্জ্জ করিয়া ইহার মূলধন সংগৃহীত হইয়াছিল। সেই টাকা দিয়া সমিতির কারবার আরম্ভ হয়। ইহাতে সমিতির নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। টাকার সুদ কম হইলেও সুদের টাকার লাভ পরের হাতে চলিয়া যাইত।

কি করিয়া সুদের টাকার লাভ সমিতিতে রাখা যায়, এখন ইহাই হইল সমিতির প্রধান লক্ষ্য। সমিতি বুঝিল যে, এই লাভ সমিতির থাকিতে হইলে মূলধন সমিতির নিজস্ব হওয়া চাই। তখন সভ্যদের অংশের টাকা, আমানতি টাকা ও মুষ্টি চা'লের জমা টাকা হইতে সমিতির মূলধন সংগ্রহের কথা হইল।

গত পাঁচ বৎসরের মুষ্টি চালের জমা টাকা হইতে সমিতির তহবিলে ২০ জন সভ্যের দেড় হাজারের উপর টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। আর তাহাদের অংশের টাকা ও আমানতী টাকা এক হাজারের কাছাকাছি তহবিলে জমা হইয়াছে। মোটে গ্রামের সমিতির তহবিলে এখন আড়াই হাজারের বেশী টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। এই টাকা এখন সমিতির মূলধন হইল। এই টাকার সম্পূর্ণ লাভ এখন সমিতির থাকিয়া যায়। আর বৎসর বৎসর সমিতির মূলধন এই ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইহার ফলে সমিতির আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সমিতির সভ্যদের অবস্থাও উন্নত হইয়াছে। সমিতির নিকট ব্যতিত সভ্যদের বাহিরে কোথাও কোন মহাজনের কাছে দেনা পত্র নাই। জমীদারের খাজানার ভয়ও এখন নাই। টাকার দরকার হইলে সমিতি হইতে তাহারা কম সুদে টাকা কর্জ্জ করে। বন্দ মত সেই টাকা শোধ করিয়া দেয়। এই সমিতিটী এখন গ্রামের আটাশ জনের সম্পত্তি হইয়াছে।

পাঁচ বৎসর আগে আমাদের আর্থিক অবস্থা অতি মন্দ ছিল। আমাদের দেনা পত্র অনেক ছিল। আমাদের জমিজমা মহাজনের ঘরে কর্জ্জের দায়ে বাঁধা ছিল। সমিতির কল্যাণে, সমিতির বাহিরে আজ আমাদের আর দেনা নাই। আমাদের মত সমিতির সকল সভ্যের অবস্থা ভাল হইয়াছে। আমাদের এই সমিতি প্রায় সকল সভ্যই কৃষিজীবী। প্রায় সকলের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হওয়াতে চাষ আবাদের কাজ বেশ চলিতেছে। এখন বুঝিতেছি মুষ্টি চা'লের দ্বারা আমাদের কত উপকার হইতেছে, আর ইহাতে মেয়েদের কত বড় হাত রহিয়াছে।

সুশীলা। আচ্ছা মা! এই সমিতির বাহিরের কোনও লোক সমিতি হইতে টাকা কর্জ্জ লইতে পারে কি?

সুনীতি। না। সমিতি হইতে টাকা কর্জ্জ করিতে হইলে আগে সমিতির সভ্য হইতে হইবে। এক টাকা ভর্ত্তি ফি আর পঞ্চাশ টাকার একটী অংশ খরিদ করিলে সমিতির সভ্য হওয়া যায়। এক শ্রেণীর বা এক জাতীয় চরিত্রবান ও বিশ্বাসী ও সৎলোক না হইলে কাহাকেও সমিতির সভ্য করা হয় না।

সুশীলা। সমিতির অংশের টাকা কত দিনে দিতে হয় মা?

সুনীতি। একবারেও দেওয়া যায় অথবা বৎসরে পাঁচ টাকা করিয়া দশ বৎসরে পঞ্চাশ টাকা দিলেও হয়।

সুশীলা। এত সুবিধা সত্বেও গ্রামের লোকেরা এই সমিতির সভ্য হইতেছেন না কেন মা?

সুনীতি। এতদিন তাহারা যৌথ-ঋণ দান সমিতির কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। এখন বুঝিতে পারিতেছে; তাই ইহার সভ্য হওয়ার জন্য অনেকেই প্রার্থী হইতেছে। সমিতির মঙ্গলের জন্য সভ্য সৎলোক দেখিয়া বাছিয়া লওয়া হয়।

সুশীলা। সমিতির কাজ কর্ম্ম কাহারা চালায় মা?

সুনীতি। সমিতির কাজ কর্ম্ম চালাইবার জন্য ও হিসাব নিকাশ দেখিবার জন্য একটি কার্য্য নির্ব্বাহক সভা থাকে। কম পক্ষে পাঁচ জন সভ্য লইয়া এই সভা গঠিত হয়। ইহার সভ্যগণ সমিতির বৈঠকে সাধারণ সভ্যগণ কর্ত্তৃক এক বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হয়। একজন সেক্রেটারী, একজন কোষাধ্যক্ষ, একজন সভাপতি ও দুই জন সভ্য লইয়া এই কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়।

সুশীলা। বেলা পড়িয়া গিয়াছে মা এখন ভাত রান্না করিতে যাই।

শ্রী দালুতা আলিফ্ খান
চেয়ারম্যান, দৌলতপুর যৌথ-ঋণ দান সমিতি
পোঃ বাজিরা, দৌলতপুর
ত্রিপুরা
(ভাণ্ডার)

কাজের লোক আফিস
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক। বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৷০ টাকা। (Registered No C. 421

THE BUSINESSMAN
কাজেরলোক

২১শ বর্ষ, ৮।৯ম সংখ্যা। | New Series. August, September 1927. | নূতন সংস্করণ। আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ১৯২৭। | Vol. 21 No. 8-9

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের. বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক "খোক্‌সিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মুল্য এক শিশি ৮০ বার আনা মাত্র. এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ভি; পি স্বতন্ত্র। সর্ব্বত্র এজেণ্ট চাই।

এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন্‌স,

কলিকাতা আফিস—
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার

খোকসিনা কার্য্যালয় এবং
ষ্টোর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।

ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্‌ আফিস ও কারখানা, ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিরুণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্‌" "সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম ক্লক, টাইম্‌পিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয় ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ডাক্তার চৌধুরীর

সর্ব্ব প্রকার চক্ষু রোগের মহৌষধ।

আইরিণ।

চক্ষু পীড়িত কিনা এই ঔষধ এক ফোটা চক্ষে দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যদি ঔষধ চক্ষে ধরে, তবেই চক্ষু পীড়িত। না ধরিলেই সুস্থ। এই ঔষধ বারমাস চক্ষে দিলে, চক্ষু ভাল থাকে, চশমার আবশ্যক হয় না। চক্ষু লাল হওয়া, পিচুটী-পড়া, জলপড়া, চুলকান চক্ষু আটিয়া থাকা, বেদনা প্রভৃতি চক্ষের তরুণ পীড়া ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। ছানি, ফুলি, ঘা, কমদেখা, দুরদৃষ্টি কম হওয়া, রাতকানা প্রভৃতি পুরাতন পীড়া শীঘ্র ভাল হয়। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়।

এরারুট।

স্বদেশ জাত, বিশুদ্ধ ও টাটকা, শিশু ও রোগীর উত্তম বলকারক পথ্য, মূল্য প্রতি কৌটা তিন আনা।

ডাঃ বি, কে, চৌধুরী এণ্ড সন্স। বাসন্তী ডিস্‌পেন্সরী, হিমাইতপুর, পাবনা।

জ্বরের যম "জারমলীনের" আবিষ্কারক

Born 18th May, 1870.] Late Mr. P. L. Mohanti [Died 1st Sept. 1926.

কর্ম্মবীর

পরলোকগত পদ্মলোচন মহান্তি

"কাজের লোক" আগষ্ট ১৯২৭।

(জারমলীন প্রেস, কলিকাতা) (জারমলীন লিমিটেডের সৌজন্যে)

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২১শ বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. XXI.

৮ম ও ৯ম সংখ্যা। AUGUST & SEPT. 1927. আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ১৯২৭। NO. VIII & IX.

মানুষ চেনা যায় তার কথায়, আর পাখী চেনা যায় তার স্বরে। ইংরাজের নীতি শাস্ত্রে বলে, A bird is known by its notes, and a man by his talk.

অসার বাক্যবাগীশ লোককে— সমাজে যতই তার প্রতিপত্তি, থাকুক, তাকে অসার অকর্ম্মণ্য শঠ বলেই জ্ঞানী লোকে চিনতে পারে। এদের কথায় কাজে কখনও ঠিক থাকে না।

প্রত্যেক লোকেই অপরের ঘরে ন্যায় এবং সত্যের আচরণ পাইতে চায়, কিন্তু নিজের ঘরে ন্যায় ও সত্যের কথা ভুলে যায়। আমি যদি অপরের নিকট ন্যায় এবং সত্যের দাবী করি, তাহলে আমার কাছেও অপরের দাবী পূর্ণ হওয়া উচিত তো? কিন্তু সেটার বিষয়ে আমি উদাসীন হই। এইখানেই যত অনৈক্যতা এবং বিসম্বাদের গোঁড়া পত্তন। শান্তির আশা করতে হলে এই গলদ প্রত্যেক সাধু চরিত্রের লোকের সংশোধন করা উচিত।

"To appear rich we become poor" সাজা বড়লোক দারিদ্রকে বরণ ক'রে ঘরে নিয়ে আসে, শেষে ঘরের লক্ষ্মীও অন্তর্দ্ধান হ'ন। তোমার যেমন অবস্থা সেমনিই চলবে। বড়লোকের চালচলন অনুকরণ কর্ত্তে গেলেই ঋণ অনিবার্য্য হয়ে উঠবে, তখন দুর্দ্দশা তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। আমাদের দেশে এই রোগেই বহু সংসারের দুর্দ্দশা হয়েছে এবং হচ্ছে। যেমন অবস্থা তেমনিই বুঝে চললেই চিরকাল ভদ্রলোক থাকা যায়। দারিদ্র দুঃখ বড় দুঃখ—এ দুঃখ যে সখ করে ঘরে আনে, তাকে কর্ত্তে থাজা মুখ্য দুনিয়ায় আর কেউ আছে বলে বোধ হয় না। ছেলেপুলেকে বড়লোকের জাকজমক, পোষাক পরিচ্ছদের অনুকরণে বিলাসী করে তুলো না—এতে বড় সর্ব্বনাশ হবে। তাদিকে সংযমী মিতব্যয়ী করবে, প্রকৃত মানুষ কর্ত্তে চেষ্টা করবে, তাদিকে পদে পদে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আমরা গরীব, বড়লোকের সাজ সরঞ্জাম আমাদের নয়। কানাকে শাকের ক্ষেত দেখিয়ে দিও না—বড় ঠকবে। এদেশের ছেলে মেয়ের বিলাসের দিকেই ঝোঁক বেশী, একবার তার আস্বাদন পেলে আর তা ছাড়তে পারবে না।

আড়ম্বরশূন্য জীবন যাপন যে কত মধুর, কত শান্তিপ্রদ, তা যদি এদেশের ছেলে মেয়ে জানতো, তা হলে, কি সুখেরই হতো। ক্রমাগত শৈশব জীবনে ছেলেদিকে বাবু সাজিয়ে দিয়ে ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনকে আমরাই অন্ধকার ক'রে তুলচি।

ভারতের প্রত্যেক লোকের গড় আয় ছয় পয়সা মাত্র। কিন্তু চা, চুরুট, বিড়ি সাবান, পোষাক পরিচ্ছদ, বিলাসিতার সামগ্রী কিন্‌তে তার গড়ে ব্যয় দৈনিক ১৲ এক টাকার কম বল্লে তো বোধ হয় না। এই অপব্যয়ের টাকাটা আসে কোত্থেকে? সেটা আসে হয় পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত ধন থেকে, না হয় ঋণ থেকে। আয়ের অধিক ব্যয় কল্লেই ঋণ হতেই হবে—এই রকমে ঋণের দায়ে,পূর্ব্ব সঞ্চিত পুঁজি খুইয়ে বাঙ্গালী অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়্‌চে।

এই অন্তঃসার শূন্য জাতি না নিজের, না দেশের, না দশের উপকার কর্ত্তে পারে—এমন জাতির মুক্তির উপায় নাই। এদেশেরও সেই অবস্থাই দাঁড়িয়েছে।

বড় বড় কর্ম্মী ধনকুবেরগণই পরামর্শ দিয়েছেন—মিতব্যয়ী হতে। "Economy is itself a great income" মিতব্যয়িতাই একটা বড় আয়। অপব্যয় করো না—অভাবও হবে না। এইটীই হলো মূল্যবান নীতি।

কিন্তু সুকুমার অবস্থা হতেই আমরা কেবল অমিতাচারেরই প্রশ্রয় দিয়ে বালক বালিকার নৈতিক অবনতিরই Culture করে দিয়ে থাকি, তারপর তারা যখন অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অসামাল হয়ে উঠে, তখন আর সহস্র উপদেশেও কোন কাজই হয় না, তারা গুরুজনের অবাধ্য হয়, যথেচ্ছাচারী হয়ে উঠে। এ দোষ পিতা মাতার যত, ছেলে পুলের তত নয়।

Side-Line.

পরোক্ষ কাজ।

কৃষি বলো, বাণিজ্য বলো, সকল কাজ সকল সময়ে সমভাবে চলে না। যে কাজ প্রধানতঃ আমরা আশ্রয় করে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাই—তা ছাড়া বিশ্রাম সময়ে আরও এমন কিছু কাজ থাকা উচিত, যার দ্বারা মুখ্য কাজ কারবার মন্দা পড়িলে গৌণ বা পরোক্ষ কাজটাকে আশ্রয় করিয়া অন্ততঃ দাঁড়ায়ে থাকিতে পারি। এই প্রকারের পরোক্ষ কাজ কারবারকে Side line বা পরোক্ষ বা গৌণ কর্ম্ম নামে বলা হইয়া থাকে। প্রায় সকল সভ্য দেশের নরনারী তাহাদের নির্দ্দিষ্ট দৈনন্দিন কাজ ছাড়া এইরকম একটা কিছু কাজ করিয়া আয়ের একটা স্বতন্ত্র পন্থা করে।

আমাদের দেশের লোকের এইটা নাই। তাই চাকরী যাইলে, দেশে অজন্মা হইলে কারবারের মন্দ অবস্থা হইলে লোকে অন্ধকার দেখিয়া থাকে। এবৎসর অনেক স্থলে আদৌ এক কাঠা জমীও আবাদ হইতে পায় নাই, যেমন বর্দ্ধমানের অন্তর্গত গলসী থানার দশা হইয়াছে। এখানকার ছোট বড় সকল প্রকারের লোকই এক ধান চাষের উপর নির্ভর করে, এবং কয়েক মাস চাষের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সারা বৎসরটা তাস পাসা খেলিয়া কাটাইয়া দেয়, কোন আত্মোন্নতির চেষ্টা আর দেখা যায় না। এবার এখানে অন্নকষ্ট ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকজন স্থানান্তরে মজুর খাটিতে পলায়ন করিতেছে, মধ্যবৃত্ত লোকগণ কি করিবে, তাহার কোন কুল কিনারা পাইতেছে না। এইরূপ অবস্থা প্রতি নিয়তই হইয়া থাকে। প্রায়ই আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে জলের অভাবে প্রস্তুত শস্য শুষ্ক হইয়া যায়। গত বৎসরেও তাহাই হইয়াছিল, এবারে সম্পূর্ণ অনাবৃষ্টি, এক কাঠাও আবাদ হইতে পায় নাই। এই সকল লোক অবকাশ সময়ে যদি কোন শিল্প কাজ করিত বা তরিতরকারীর চাস করিয়া অন্য কোন আনুসঙ্গীক পরোক্ষ কাজ করিত, তাহা হইলে এই দুঃসময়ে নিশ্চয়ই এত দুঃখ পাইতে হইত না।

এদেশের চাকরীজীবিগণেরও দুঃসময় পড়িলে এইরূপ দুর্দ্দশাই হইয়া থাকে। চাকরী যাইলে আর অন্নবস্ত্রের সংস্থান থাকে না। পাশ্চাত্য দেশসমূহে অবকাশ সময়ে বহু নরনারী ক্যানভাস করিয়া, দালালী করিয়া, টাইপরাইটিংএর কাজ করিয়া, কেহ কেহ মেলঅর্ডারের কাজ করিয়া, কিছু কিছু জিনিস, ঔষধ প্রস্তুত করিয়া অবকাশ সময়ের মধ্যেও কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া নিজেদের আয় বৃদ্ধি করিয়া নিজের এবং দশের কল্যান সাধন করিয়া থাকেন। এদেশের লোকের সে প্রবৃত্তি নাই—তাই অনেক সময়ই ধনীগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও অসংখ্য সাধারণ লোক অতিশয় কষ্ট পাইয়া থাকে। অথচ আমাদের দেশে চাকরী যাওয়া, রোগ শোকে কষ্ট পাওয়া, অনাবৃষ্টি অজন্মা চির নিত্য। প্রত্যেক লোক যদি সময় এবং অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারে, তাহা হইলে অভাব হইতেই পারে না। এদেশের এই চির জড়তার বুঝি আর অন্ত নাই।

প্রত্যেক লোকেরই এক একটা "side line" বা গৌণ কাজকর্ম্ম থাকা চাই, যাহা দ্বারা দুর্দ্দিনে আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে। এদেশের যাহারা কৃষিজীবি, তাহারা যদি

শুধু ধান চাস করিয়াই নিশ্চেষ্ট হইয়া সারা বছর আলস্যে জীবন কাটায়, তাহা হইলে অসময়ে নিস্তার পাইবার উপায় খুঁজিয়া পাওয়া নিশ্চয়ই সঙ্কট, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রত্যেক লোকেরই যে বড় মূলধন থাকে, তাহা থাকে না, অনেকে অপরের মাল কাটাইবার জন্য ক্যান্‌ভাষ করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে করিতে বড় মূলধনের সংস্থান করিয়া লয়। পাশ্চাত্য দেশের উদ্যোগী পরিশ্রমী লোকের মধ্যে এমন দৃষ্টান্তের তো অভাবই নাই। এমন দৃষ্টান্ত এদেশের অনেক লোকেরও মধ্যে দেখা যাইতেছে। এখন সহরতলীর অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক অপরের তরিতরকারী ফল ফুল লইয়া বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জনের জন্য সচেষ্ট হইতেছে। অথচ অন্য সময় তাহারা খাটিয়া জন মজুরীও করে। শৈশবে শিশুদিগকে সামান্য সামান্য কিছু দিয়া হাতে কলমে ক্রয় বিক্রয়ের উৎসাহ দান করিতে থাকিলে ঐ সকল বালক পরিণত বয়সে ব্যবসায়ী হইয়া দাঁড়ায়। মারোয়াড়ীগণের সন্তানদিগকে তাঁহারা অল্প অল্প করিয়া কিছু মূলধন দিয়া রাস্তার পথিকগণকে বিক্রয় করিতে উৎসাহিত করে ইহা আমরা দেখিয়াছি। এইরূপ করিতে করিতে তাহারা ভাল ব্যবসায়ী হইয়া দাঁড়ায়। মুসলমান বালকগণকে এইরূপে ট্রামওয়ে, রাস্তার ধারে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়া বিক্রয় করিতে অনেকেই দেখিয়াছেন।

বাঙ্গালীর ছেলে ফাঁকা মানের ভয়ে একার্য্যে কদাচিত অগ্রসর হয়। যেহেতু অতি হীন অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী অভাবের কঠোর চাপে নিষ্পেষিত হইলেও কখন সন্তানসন্ততিকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করেন, এমন দৃষ্টান্ত আমরা কদাচিত দেখিয়াছি। এইটীই বাঙ্গালীর ছেলেকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে।

অসময়ের জন্য সাইড্ লাইন বা পরোক্ষ কার্য্যের নিতান্ত আবশ্যক, এটা ভুলিলে চলিবে না। সম্পাদক।

Art of Pleasing.

লোক রঞ্জন করিবার কৌশল।

লর্ড চেষ্টার ফিল্‌ড্ বলিয়াছেন :—

It is a very old and very true maxim that those kings reign the most secure and most absolute, who reign in the hearts of their people. Their popularity is better guard than their amy, and affections of their subjects a better pledge of their obedience than their fears."

অর্থাৎ ইহা অতি প্রাচীন এবং সত্য নীতি যে, যে সকল রাজা নিরাপদে রাজত্ব ভোগ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রজাগণের হৃদয়েই রাজত্ব করিয়া থাকেন। প্রজাগণের মধ্যে লোকরঞ্জক হইতে পারিলেই তাহাদের রাজভক্তিই অসংখ্য সৈন্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। রাজ্যরক্ষায় রাজার প্রতি প্রজাদের ভক্তি এবং ভালবাসাই ভীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপাদান। কেন এমন হয়? যে হেতু সেই সমস্ত নরপতি লোকরঞ্জনের রহস্য অবগত আছেন। আমাদের রামচন্দ্র এইরূপ নরপতি ছিলেন, প্রজার এবং লোক রঞ্জনের জন্য তিনি স্বীয় ভার্য্যা সীতা দেবীকেও বর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সেই ত্রেতা যুগের রাম আজও চিরপূজ্য হইয়া জগত বাসীর হৃদয়ে এখনও রাজত্ব করিতেছেন। লোকে কথায় কথায় রাম রাজত্বের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকে। লোকরঞ্জণের তাঁহার অদ্বিতীয় শক্তি ছিল। রাবণবিজয়ী রামচন্দ্র অনায়াসেই প্রজাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই, কেন না তিনি প্রজারঞ্জণকেই তাঁহার রাজোচিত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া ছিলেন। নিজের স্বার্থকে তিনি নগণ্য ক্ষুদ্রই মনে করিয়া ছিলেন। এ যুগেও স্বর্গগতা রাজ্ঞী কুইন ভিক্টোরিয়া প্রজা এবং লোক রঞ্জণের যে আদর্শ দেখাইয়া ছিলেন, লোকে আজও বলে মহারাণীর রাজত্ব যেন রাম রাজত্ব।

লোক এবং প্রজারঞ্জণের তিনি রহস্য জানিতেন, তিনি বুঝিতেন—প্রজার সুখ এবং আনন্দই তাঁহার রাজত্বের নির্ব্বিঘ্নতার উৎকৃষ্ট রক্ষক। এতো গেল রাজা ও রাজত্বের কথা। ব্যবসায় বল, পেশা বল, যে কোন কাজই বল, এই লোকরঞ্জণের উপরেই উন্নতি অবনতি সকল ক্ষেত্রেই নির্ভর করিয়া থাকে। সংসার, সমাজ ব্যবসায়, বানিজ্য এই সকলের উচ্চস্থান অধিকার করিবার ঐকান্তিক বাসনা বা উচ্চ আশা হৃদয়ে থাকিলে লোকের মনোরঞ্জনের ক্ষমতা অর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক, কারণ যাহাদিগকে লইয়া কাজে সিদ্ধিলাভ করিবার আশা, সেই সকল লোক অসন্তুষ্ট থাকিলে কাজ কারবার, জমীদারী, ওকালতি ডাক্তারী, সমাজ পতিত্ব এ সকলে পরিচিত হইয়া প্রভাবান্বিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং সাধনায় সিদ্ধিলাভ তো

হয়ই না, বরং জন সমাজে হেয় হইয়া পড়িতে হয় ।

এই লোক রঞ্জণের উৎকৃষ্ট উপাদান ন্যায় বিচার এবং স্বার্থত্যাগ। সকল ক্ষেত্রেই এই দুটী মহৎগুণের অভাবেই সমস্ত মাটী হইয়া যায়। অবশ্য স্থায়ীভাবে প্রতি পত্তি এবং প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্য থাকিলে এই দুইটী অতি অপরিহার্য্য উপাদান। নিজের প্রভুত্ব এবং পশুবল দ্বারা কিছু দিন নিজের প্রতিপত্তি রক্ষা করিলেও করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বহু যুগ হইতে দেখা যায়, ইতিহাস পুরাণ, ধর্ম্ম শাস্ত্র দেখাইয়া দেয়, বল প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপত্তি রক্ষা করা অসম্ভব বরং ক্ষমা, ধৃতি, স্নেহ ও প্রেমদ্বারা লোককে বশীভুত করিতে পারিলে নিরাপদ হওয়া যায়।

অনেক জমীদার প্রজার প্রতি লক্ষ্য রাখেন না; তাহাদের সুখ দুঃখ চিন্তা করিয়া দেখেন না, অনেক ব্যবসায়ী তাহার কর্ম্মচারী ও খরিদ্দারের স্বার্থ ভুলিয়া কেবল নিজের স্বার্থই দেখিয়া থাকেন, কিন্তু অর্থ-বল—বাহুবল অনেক সময়েই জনবলের নিকট অবনত মস্তক হইতে দেখা যায়। তাই বলি, যে কাজেই যে পদেই থাক, লোকরঞ্জণের দিকে যেন লক্ষ্য থাকে, তবে নিরাপদ হইয়া সুখে চিরদিন লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিবে এবং তোমার সমস্ত আশা সাধনা শুভ এবং স্থায়ী হইবে।

বাঙ্গালীর কার্য্যকুশলতা।

বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল নামক কাপড়ের কলের অবস্থাও মুমূর্ষু প্রায়।

অনেক সময় লোকে অনুযোগ করিয়া থাকে, বাঙ্গালীর বদ্ স্বভাব, তাহারা স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশ্বাসের চক্ষে না দেখিয়া বিদেশীর প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ করিয়া থাকেন। অবশ্য এটা যে, খুবই অন্যায় তাহার ভুল নাই। কিন্তু দেশের লোকের কষ্টের পয়সা যদি বাঙ্গালী খ্যাত নামা লোকদ্বারা এইরূপে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে অবিশ্বাস না করিয়া উপায় কি ?

সাধারণের অর্থ যে এইরূপে বহুবার নষ্ট হইয়া সাধারণের অবিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বহু ক্ষেত্রে জানা গিয়াছে। কত প্রতিষ্ঠান হইল, কিন্তু দেশের লোক হিসাব চাহিলে কর্ত্তাদের ক্রোধের সীমা থাকে না। যাহাদের কোনকালে সে সকল কার্য্যে অভিজ্ঞতা নাই, তেমন সকল লোকও বহুস্থলে ডাইরেক্টর হইয়া বসে। তাহার পর হাতটান তো মামুলী ব্যবস্থা আছেই। সাধারণের অর্থ এমন ভাবে যদি নষ্ট হয়, তবে সাধারণে দেশীয় প্রতিষ্ঠানে কেমন করিয়া শ্রদ্ধাবান থাকিতে পারে ? আমাদের মনে হয়, এই সকল ব্যাপারের পর দেশীয় কোন প্রতিষ্ঠানে যে লোকে সহানুভূতি দেখাইবে, তাহার আশা নাই। ন্যাড়া বিশবার বেলতলায় যাইতে চায় না। যে দেশে ৩৬ কোটী লোকের বাস, সে দেশে এক পয়সা করিয়াও যদি মাসে প্রত্যেক লোকে দেয়, তাহা হইলে অনেক কোটী টাকার প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু লোকে দেশের লোকের হাতে বিশ্বাস করিয়া এক পয়সাও দিতে চায় না, এমনি বাঙ্গালীর কার্য্যকুশলতা! দেশের লোকের এ দোষ নয়, দোষ পুরানো ঘটীচুরি বিভ্রাট। বড়লোকদের বড় বড় কাণ্ড। এ দেশে যাহাদের দৈ, তাহারা খাইতে পায় না, নেপোরাই শেষ করে। দৈনিক পত্রিকা সমূহে পরিচালকগণের যেরূপ কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ হইতেছে, সাধারণ লোক হইলে লজ্জায় ঘৃণায় হয়তো বা আত্মহত্যা করিয়া বসিত। কিন্তু যাঁহারা বড় লোক, ন্যাতা, তাঁহারা এ সকল ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপও করেন না। এই শ্রেণীর লোকই আবার দেশের দশের মুরুব্বী ও কল্যাণ কামী হইয়া দেশের লোককে ডাক লাগাইয়া দেয়। এদেশ এখনও অনেক পিছাইয়া আছে। ইহাতে যদি অন্যদেশের লোক টিট্‌কারী দিয়া কিছু বলে, তাহা হইলে তাহার উত্তর কি ?

স্বদেশী যুগের বাঙ্গালার ২টী শ্রেষ্ঠ গৌরবজনক প্রতিষ্ঠান কতকগুলি স্বার্থপরের অবিমিশ্রকারিতায় জন্য লয় প্রাপ্ত হইল। বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক রাখিবার স্থান নাই।

Agriculture.

কলার চাষে জীবিকা নির্ব্বাহ।

[শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য]

(বারাসতের নিকট হৃদয়পুর ষ্টেশনের ঠিক পশ্চিমে কলার চাষ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গের হিতার্থে নিবেদন করিলাম।)

৮০ হাত × ৮০ হাত জমির পরিমাণকে একবিঘা বলে। ৭ হাত অন্তর কলাগাছ রোপিত হয়। সুতরাং এক বিঘা জমিতে ১২ × ১২ = ১৪৪টি কলাগাছ বসিবে। দুই বৎসরের পর প্রত্যেক ঝাড় হইতে অন্ততঃ তিন কাঁদি কলা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ প্রত্যেক কাঁদিতে দশ গণ্ডা হইতে এক পণ কাঁচকলা ফলে। গড়ে প্রত্যেক কাঁদিতে ১৫ গণ্ডা ধরিলেও প্রত্যেক ঝাড়ে একপণ পাঁচগণ্ডা কলা পাওয়া যায়। বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত কাঁচকলা গড়ে প্রায় এক টাকা করিয়া পণ বিক্রয় হয় (কলিকাতার আশ পাশের পাইকারি দর)। আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত কাঁচকলা গড়ে দশ আনা পণ বিক্রয় হয়। তাহা হইলে বৎসরে গড়পড়্‌তা কাঁচকলার পণ তের আনা ধরিতে পারা যায়। সুতরাং প্রতি ঝাড় হইতে বৎসরে কাঁচকলা বিক্রয় করিয়া ১৻৫ পাওয়া যায়। অতএব এক বিঘা জমি হইতে কাঁচকলা পাইকারী দরে বিক্রয় করিয়া ১৪৪ ঝাড় হইতে ১৪৬৷০ পাওয়া যাইবে।

পাঁচ বিঘার কম কলাবাগান করা উচিত নয়। যাহারা কলার চাষকে উপজীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করিবে, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি। পাঁচ বিঘা জমিতে কাঁচকলার চাষ করিলে বৎসরে ৭৩১৷০ পাওয়া যাইবে।

কলাবাগান বৎসরে ২ বার খোঁড়াইতে হয়। একবার চৈত্র মাসে, আর একবার কার্ত্তিক মাসে। একবিঘা ধাঙড় দিয়া কোপাইতে পাঁচ টাকার অধিক পড়ে না। একবিঘা জমি ২ বার কোপাইতে বৎসরে ১০৲ খরচ। ৫ বিঘা জমি কোপাইতে বাৎসরিক খরচ ৫০৲ টাকা। কলার এঁটে (গোড়া) তুলিয়া ফেলিবার জন্য বিঘা প্রতি প্রত্যেক বার খোঁড়াইবার সময় ২টা ধাঙড় লাগিবে। তাহাতে বার আনা হিসাবে বৎসরে ৩৲ খরচ।

কলাবাগান উত্তমরূপে বেড়া দিয়া ঘেরিয়া রাখিতে হয়। প্রথম বৎসর চারিধারে পগার কাটিয়া কাঁদির উপর চিতা, বাগ্‌ভ্যারাণ্ডা জিবল, কাঁটামুন্দি প্রভৃতি বসাইয়া বেড়া দিতে হয়। প্রতি বিঘা বেড়া দিতে ২০ খানি বাঁশ লাগিবে। পল্লীগ্রামে ২০ খানি বাঁশের মূল্য ২৷৷০ টাকা। বেড়া বাঁধিবার জন্য কাতা (নারিকেল দড়ি) ৴১ লাগিবে; উহার মূল্য আট আনা। মজুরি ৬৲। পগার কাটিবার মজুরি ৫৲। সুতরাং এক বিঘা জমি পগার কাটিয়া বেড়া দিবার বাৎসরিক খরচ—৫৲ + ২৷৷০ + ৷৷০ + ৬৲ = ১৪৲।

পাঁচ বিঘা কলাবাগানের বার্ষিক খরচার তালিকা ;—

এক বিঘা জমির খাজনা ৫৲ বিঘা হিসাবে	২৫৲
বৎসরে দুইবার খোঁড়াইবার খরচ	৫০৲
এঁটে তুলাইবার খরচ বৎসরে (৩৲ বিঘা হিসাবে)	১৫৲
বেড়া দেওয়া ও পগার কাটা বাৎসরিক খরচ বিঘা প্রতি ১৪৲ হিসাবে	৭০৲
কলা হাটে বিক্রয় করিবার জন্য মুটে বা গাড়ীভাড়া মাসিক ২৲ হিঃ বাৎসরিক খরচ	২৪৲
মোট খরচ	১৮৪৲

পাঁচ বিঘা কলাবাগানের বার্ষিক আয়ের তালিকা ,—

কলা	৭৩১৷০
৪৩২ মোচা ২টা কারয়া পয়সা হিঃ—	৩৷৶০
৪৩২ থোড় ৴০ হিসাবে	২৭৲
মোট আয়	৭৬১৷৷৶০

খরচ বাদে খাঁটি (net) আয় ৫৭৭৷৷৶০

পাঁচ বিঘা জমির বেড় ৭২০ হাত। বেড়ার ধারে ধারে পেঁপে গাছ লাগান যাইতে পারে। ৫ হাত অন্তর পেঁপে গাছ বসাইতে হয়। তাহা হইলে ৭২০ হাতের মধ্যে ১৪৪টী পেঁপে গাছ বসিবে। বোম্বাই পেঁপে বসাইলে লাভ বেশী হয়। আমি দেশী পেঁপে বসাইয়াছিলাম। উহা হইতে যে আয় হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে দিলাম। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে পেঁপে গাছ ফলিতে আরম্ভ হইয়াছিল। গড়ে প্রতি গাছ হইতে বৎসরে ২ কুড়ি, পাকা মাঝারি আকারের পেঁপে পাইয়াছিলাম বারাসতের হাটে বার আনা করিয়া কুড়ি বিক্রয় হইয়াছিল।

বেড়ার ধারেস্থিত পেঁপে গাছের বাৎসরিক আয় ;—

১৪৪ × ২ = ২৮৮ কুড়ি পেঁপের দাম ৸০ কুড়ি হিসাবে	২১৬৲
পেঁপে হাটে লইয়া যাইবার মুটে খরচ	১৬৷৷৶০
পেঁপে হইতে খরচা বাদে খাঁটি আয়	১৯৯৷৶০

সুতরাং পাঁচ বিঘা কলাবাগান হইতে খরচা বাদে বাৎসরিক আয় ৫৭৭৷৷৶০ + ১৯৯৷৶০ = ৭৭৭৲

অতএব পাঁচ বিঘা কলাবাগান হইতে মাসিক আয় = ৬৪৸০

একটি মালী রাখিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে উহাকে খাটাইলে আয় কিঞ্চিদধিক দ্বিগুণ হয়। মফঃস্বলের হাটে পেঁপে বা কলা বিক্রয় না করিয়া মালীকে দিয়া কলিকাতায় পাঠাইতে হয়। যে কলা বারাসতের হাটে ৬/০ পণ বিক্রয় হয়, সেই কলা শিয়ালদার বাজারে বা কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে ১ পণ ১০ হিসাবে বিক্রয় করিয়াছি। বারাসতের হাটে যে পেঁপের কুড়ি বার আনা, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে সে পেঁপের ২৲ কুড়ি বিক্রয় হইয়াছে। একটি মালী রাখিলে বাৎসরিক খরচ প্রায় ২০০৲ টাকা। তবে তাহার দ্বারা কোপান ও বেড়া দেওয়া প্রভৃতি সকল কাজই চলিতে পারে। প্রাতে ১টি বা ২টী বাজরা কলা পেঁপে, থোড়, মোচা লইয়া শিয়ালদার বাজারে বিক্রয় করিয়া ১২টার মধ্যে মফঃস্বলের গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারে। তাহার জন্ত একখানি মাস টিকেট কিনিতে হইবে। উহার ভাড়া ৫৲। অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছি, মালীরা ভয়ানক চোর। বিক্রয়ের ভার তাহার হাতে দিলে সে দু'হাতে চুরি করিবে। চুরি নিবারণের জন্ত নিজে একখানি মাস টিকেট কিনিয়া উহার সহিত প্রত্যহ যাইতে হইবে।

এখন দেখা যাক্, একজন শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকের পক্ষে ৫ বিঘা কলাবাগান করা সম্ভব কি না। যে এতদিন বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্ত ভেদ করিবার জন্ত যাহার যৌবনের প্রথম পাদ অতিবাহিত করিয়াছে, দর্শনের কূট মীমাংসা হৃদয়ঙ্গম করিতে যাহার মস্তিষ্ক এতদিন আলোড়িত হইয়াছে, তাহার পক্ষে এখন কলা বাগান করা সম্ভব কি না?—বিচার করিতে হইবে।

প্রথমে দেখা যাক্, কলা বাগানে কি কি কাজ করা আবশ্যক হয়। প্রাতঃকৃত্যাদি ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে মালীকে সঙ্গে লইয়া বাগানে যাইতে হইবে। একবার বাগানটি বেশ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। যে কলাগুলি বেশ পরিপুষ্ট হইয়াছে, সে কাঁদিগুলি কাটাইতে হইবে। থোড় বাহির করিয়া লইয়া কলার পেটো গুলি কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে জড়ো করিতে হইবে। মালীর মাথায় কলার বাজরা চাপাইয়া কলিকাতায় যাইয়া শিয়ালদার বাজারে মাল বিক্রয় করাইতে হইবে। পয়সা সর্ব্বদাই নিজের কাছে রাখিবে। মালী বিক্রয় করিবে। তোমার লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ১২টা বা ১টার মধ্যে কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিবে। কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে মালীকে ৪খানা রুটি ও একটু গুড় খাওয়াইয়া লইবে। নিজেও একটু জলযোগ করিয়া লইবে। কলিকাতা হইতে ফিরিবার পর একটু বিশ্রাম করিয়া স্নান আহার সমাপনান্তে ঘণ্টা খানেক নিদ্রা যাইবে, পরে বাড়ীর মেয়েদের গল্পচ্ছলে সুশিক্ষা দিবে। ২টার পর মালীকে লইয়া বাগানে যাইবে। কলার পেটো গুলি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে জড়ো না করিয়া গরুর খাদ্যরূপে ব্যবহার হইতে পারে। যদি কলার পেটোগুলি জড়ো করান হয়, তবে সেগুলি শুকাইয়া গেলে পোড়াইয়া ফেলিবে। নচেৎ সেগুলি পচিয়া অস্বাস্থ্যকর হইবে; ছাই কচুগাছের গোড়ায় সার রূপে ব্যবহার হইতে পারে। যে গাছ হইতে কাঁদি কাটা হইয়াছে, সেই গাছের এঁটে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। নচেৎ তাহাতে পোকা লাগিয়া সেই ঝাড় নষ্ট হইয়া যায়, ইহাকে চলিত কথায় "ছুঁইয়ে ধরা" বা "ঝোড়া লাগা" বলে। চুঁচুড়া, মানকুণ্ড সেওড়াফুলি, সিঙ্গুড় ও তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে কলাগাছের এঁটে খুব ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া খোলের সহিত মিশাইয়া গরুর প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সকল অঞ্চলে শীতকালেও গরুকে এঁটে খাওয়াইয়া থাকে, তাহাতে গরুর কোন ব্যাধি হইতে শোনা যায় না। ৫ বিঘা কলা বাগান থাকিলে তাহার এটে, পেটো, মোচার খোলা, পাতা প্রভৃতি দ্বারা ২টা গরু অনায়াসে প্রতিপালন করা যায় অর্থাৎ ১॥/২ সের দুধ বারমাস ঘরে থাকে, টাকায় ৪ সের হিসাবে ১৮০৲ বাৎসরিক লাভ। এটা কলা বাগানের উপরি লাভ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।*

---

* ১৩৩৪ সালের "কৃষক" পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত। কাঃ সঃ

কৃষি লইয়া পরীক্ষা।

বাংলা দেশে সরকার পরিচালিত কৃষি বিদ্যালয় একমাত্র ঢাকায়। সাধারণের পক্ষ হইতে চুচুড়াতেও একটি স্থাপিত হইয়াছে। ডিঃ বোর্ডের সহায়তায় অমরপুর ও ইটাচোনার বিদ্যালয় দু'টি বাঁচিয়া আছে। বঙ্গীয় ডিসাইন-মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে ডিলোড়িতে (বাঁকুড়া জেলায়), কুরীয়ানা হাইস্কুলে (বরিশাল), নলদি স্কুলে (যশোহর) কৃষি ও ক্ষেত্রের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কৃষিক্ষেত্র—(১) শিবনগর গ্রাম। ইহা বর্দ্ধমান জেলায় পাটুলি ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে। কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী বাবু সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র ২৫০ বিঘা প্রস্তুত করিয়াছেন।

(২) ইটাচোনা ষ্টেশন। জেলা হুগলী। মিঃ কুণ্ডু ১০০ বিঘা জমিতে কৃষিকার্য্য করিতেছেন।

(৩) সোণারপুর। ২৪ পরগণা।

ডাঃ কাত্তিকচন্দ্র বসু কৃষিক্ষেত্র ও গোশালা স্থাপন করিয়াছেন ও একদল যুবককে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য হাতে কলমে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

(৪) যশোহর জেলায় সিঙ্গা ষ্টেশন হইতে ১া০ মাইল দূরে বাবু সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এস-সি নিজ হস্তে ৫০ বিঘা জমিতে উন্নত প্রকারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিতেছেন।

(৫) নদীয়া জেলার রাণাঘাট নিবাসী বাবু কুমুদনাথ মল্লিকের কৃষিক্ষেত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৬) নাটোর ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ব্যাঙ্কের তরফ হইতে বাবু সুরেন্দ্রনাথ সরকার ৫০০ বিঘা জমি লইয়া "টাইটন ট্রাক্টরের সাহায্যে কৃষিকার্য্য করিতেছেন।

(৭) এই সঙ্গে সুরুল—শান্তি-নিকেতনের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য।

বিলাতী বস্ত্রের মূল্য হ্রাস।

গুজরাটে বন্যার জন্য তুলা নষ্ট হইয়া যাওয়ার ফলে দেশী মিলের কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার এই সুযোগে বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিয়া ভারতের বস্ত্রের বাজার অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এইজন্য আমেরিকায় তুলার দর বৃদ্ধি পাইলেও ৮ই আগষ্ট তারিখের পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টার মূল্য হ্রাস করিয়া বস্ত্রের কণ্ট্রাক্ট করিবার জন্য ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীগণের নিকট তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। লাঙ্কাশায়ারে ইহার পূর্ব্বে বিলাতী বস্ত্রের অর্ডার খুব অল্পই গিয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে এই সকল টেলিগ্রাফ আসিবার পরেই আগামী অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বস্ত্রের জন্য ভারত হইতে তথায় অর্ডার পাঠান হইয়াছে। সাধারণতঃ ৺পূজার পর বিজয়া দশমীর দিন পর্য্যন্ত ম্যাঞ্চেষ্টারে কাপড়ের অধিক অর্ডার যাইয়া থাকে। এইজন্য বিজয়া দশমীর দুই মাস পূর্ব্ব হইতে কাপড়ের মূল্যের হার চড়া থাকে। উহার পরে অর্ডার দিলে মূল্যের হার কম পড়ে, ইহা দেখা গিয়াছে। এবার মাল সরবরাহ করিবার জন্য ডুরে ও কৃত্রিম রেশমের পাড় দেওয়া তুলার কাপড়ের অগ্রবর্ত্তী অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বস্ত্রের মূল্যের হার লাঙ্কাশায়ারের সাধারণ হার হইতে অল্প হইলে ও ভারতীয় বাজারের দরের হার বিচার করিলে, তাহাকে অল্প দর বলা চলে না। এই কারণে লাঙ্কাশায়ারে হয়ত যাহাকে সস্তা মনে করা হয়, ভারতে সেই দরকেই লোকে চড়া দর বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই কারণে ম্যাঞ্চেষ্টারের যাহা সস্তা কাপড়, তাহাও এদেশে আসিলে লোকে চড়া দর বলিয়া মনে করায় অনেক সময় তাহা অবিক্রীত অবস্থায় গুদামে পড়িয়া থাকে। বর্ত্তমানে আমেরিকায় তুলার মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র ব্যবসায়ীগণ বস্ত্রের মূল্য সকলে মিলিয়া যতদূর সম্ভব হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

শুল্ক স্থাপন।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের বস্ত্র কলওয়ালা-দিগের প্রস্তাবে ভারত সরকার সর্ব্বপ্রকার বিদেশাগত বস্ত্র ও সূত্রের উপর প্রতি অৰ্দ্ধসেরে দেড় আনা হারে শুল্ক স্থাপন করিতে সংকল্প করিয়াছেন। ঐ পরিমাণের বস্ত্র বা সূত্রের মূল্য ১৸৵০ আনার অধিক হইলে বিক্রয় মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকা হারে শুল্ক স্থাপিত হইবার কথা হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বস্ত্র ব্যবসায়িগণ অবশ্য এইরূপ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা আরও অধিক হারে শুল্ক স্থাপন করিতে বলিয়াছেন। এইরূপ শুল্ক স্থাপিত হইলে বিদেশাগত বস্ত্রের মূল্য যে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইবে, একথা বলাই বাহুল্য। এই শুল্ক আপাততঃ আগামী ১৯৩০ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বলবৎ রাখিবার কথা হইয়াছে।

ম্যাঞ্চেষ্টারে যাহাতে বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস করা যায় এবং মূল্য যথাসম্ভব কমান যায়, তাহার জন্য তত্রত্য বস্ত্র বয়ন সাক্ষ্য ও সূত্র সমিতি মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতেছেন।

হিতবাদী

বাঙ্গালার স্ত্রী-কয়েদী।

সরকার-কর্ত্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৯২৪ সনে বাঙ্গালার মোট মেয়ে কয়েদীর সংখ্যা ছিল ৩৬৫; ১৯২৫ সনে তাহা হইয়াছে ৩০৫। তন্মধ্যে ১৯২৪ সনে হিন্দু ২৩১, মুসলমান ১২৫। আর ১৯২৫ সনে হিন্দু ২৫৫, মুসলমান ১৩০। বৃদ্ধি সংখ্যা হইয়াছে হিন্দু ১০.৪%, মুসলমান ৪%। সেই অনুসারে খরচাও বাড়িয়াছে।

জার্ম্মাণ সমাজে দাসীগিরি।

দাসীদের স্বকীয় ট্রেড ইউনিয়ান।

ইংলণ্ডে অনেক চাকরাণীই "দৈনিক" কাজ পছন্দ করে। কিন্তু জার্ম্মাণ গৃহিণীরা তাহা চান না। শ্রমজীবীদের বাস-ভবন অত্যন্ত জনতাবহুল হওয়ায় বহু বালিকা এখন গৃহে চাকরী করিতে বাধ্য হইতেছে।

কারণ গৃহে তাহারা শয়নের ঘর পাইয়া থাকে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ঘরে-থাকা ঝির অবস্থা ভাল ছিল না। তাহাদের শয়ন-ঘরটা ছিল তৈজসপত্র রাখিবার জায়গার সামিল। কাজ ছিল অবিচ্ছিন্ন এবং বাহিরে যাওয়ার ছুটি ছিল কদাচিৎ কখনো। কিন্তু যুদ্ধ-বিপ্লবের পরে ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেটের প্রণীত আইনের দরুণ তাহাদের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে। "হাউস ফ্রাওনেল বুণ্ডে"র (গৃহিণী-সমিতি, সমস্ত জার্ম্মাণিতে ইহার শাখা আছে) প্রতিনিধি এবং "মঙ্গল, ধর্ম্ম ও নারীসমিতি"র প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়াই ঐ আইনের খসড়া প্রস্তুত হয়। চাকরাণীরা "ট্রেড ইউনিয়ানে"র অন্তর্গত হওয়ায়, "ট্রেড ইউনিয়ান" তাহাদের স্বার্থ দেখে এবং যাহাতে ঐ আইন কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করে।

চরিত্র-পুস্তক।

দাসীকে চরিত্র-পুস্তক রাখিতে হয়। এ আইন জার্ম্মাণিতে বহুদিন ধরিয়াই আছে। যতদিন সে কোনও গৃহে কাজ করে, ততদিন পুস্তকখানি গৃহিণীর কাছে থাকে। তারপর কাজ ছাড়িয়া দিলে গৃহিণী তাহাতে নিজের মন্তব্য লিখিয়া দিয়া তাহা তাহাকে ফেরত দেন। ঝিকে কাজে বাহাল করিবার সময় এবং ঝি কাজ ছাড়িয়া যাইবার সময় গৃহকর্ত্রীকে পুলিশে খবর দিতে হয়। ইহার জন্য বিতং দেওয়া ফর্ম্ম আছে। তাহাতে বহুসংখ্যক প্রশ্ন থাকে। সেগুলির উত্তর খুব সাবধানতার সহিত লিখিয়া দিতে হয়।

ষ্টেটভেদে গৃহিণী এবং দাসীর আইনেও ভেদ দেখা যায়। ব্যাভেরিয়ায় সমস্ত শ্রেণীর চাকরাণীর জন্য বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহারা মনের মত সাজানো শয়ন-ঘর পায়। সপ্তাহে তাহারা কোন্ সময় বাহিরে যাইবার ছুটি পাইবে এবং বৎসরেই বা কোন্ সময় কোন্ পর্ব্বে ছুটি পাইবে ইত্যাদি বিষয়ও নির্দ্দিষ্ট আছে। ভর্ত্তি করিবার এবং ছাড়িবার সময় পূর্ব্ব হইতে জানাইয়া দিবার নিয়ম আছে। অর্থাৎ যখন-তখন কথায়-কথায় বরখাস্ত করা চলে না। তাহাদের শয়ন-ঘরে সাধারণ সাজসজ্জা ছাড়াও পরিচ্ছদ বা তৈজসপত্র রাখিবার এমন একটা জায়গা থাকা চাই, যাহা তালা-বন্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। তাহাদের ঘরটা ভিতর হইতে বন্ধ করা যায় এমন হওয়া চাই-ই-চাই। যদি রান্নাঘরটা উত্তপ্ত না হয়, তবে ঘর গরম রাখিবার কোনও যন্ত্র তাহাদিগকে দিতে হইবে। জার্ম্মাণ রান্নাঘরগুলিতে রান্না ও অন্যান্য গৃহকাজের জন্য বাসনপত্র বেশ-ই থাকে।

দৈনন্দিন কার্য্য-তালিকা।

দৈনিক কাজের জন্য দশ ঘণ্টা সময় নির্দ্ধারিত। প্রাতে ৬টার আগে কাজ আরম্ভ হয় না এবং রাত্রে ৮টার পরেও কাজ করাইতে হইলে অতিরিক্ত মাহিয়ানা দিতে হয়। দাসী যাহাতে ৯ ঘণ্টা নিরুপদ্রবে ঘুমাইতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। আঠার বৎসরের কম বয়সের দাসীদিগকে সপ্তাহে একদিন বৈকালে ২টা হইতে ৭টার মধ্যে চারি ঘণ্টা এবং রবিবার ও অন্য পর্ব্বদিনে বৈকাল ২টা হইতে রাত্রি ১০টার মধ্যে কম পক্ষে ছয় ঘণ্টা ছুটি দেওয়া হয়। আঠার বৎসরের অধিক বয়স্কাদের সপ্তাহে একদিন বৈকালে ৩টা হইতে রাত্রি ১২টার মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ছয় ঘণ্টা এবং রবিবারে ঐ সময়ের মধ্যে অন্যূন আট ঘণ্টা ছুটি পাইবার অধিকার আছে। রবিবার ও অন্য পর্ব্বদিনে প্রাতে ৬টার পরে প্রত্যেককে গির্জ্জায় যাইবার জন্য ছুটি দিতেই হইবে।

এক বৎসরের কাজ হইলে চাকরাণীরা অন্ততঃ আট দিনের ছুটি পায়—আহার-খরচ সমেত পুরা বেতনে। গৃহকর্ত্রীর বাড়ীতে যতদিন সে অনুপস্থিত থাকে, ততদিন তাহার ঘর-ভাড়া ও আহার বাবদ খরচ ঐ বেতনের সংকুলান হওয়া চাই।

গৃহস্থালীর সর্ব্ববিধ কাজে জার্ম্মাণ চাকরাণীরা বেশ শিক্ষিত। চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কোনও বালিকা কাহারও গৃহে দাসীগিরি করিতে চাহিলে, তাহাকে সংসার নির্ব্বাহ-পদ্ধতি শিক্ষাকল্পে মিউনিসিপ্যালিটির কোনো কন্টিনিউয়েশন স্কুলে সপ্তাহে সাড়ে আট ঘণ্টা করিয়া উপস্থিত থাকিতে হইবে—যতদিন পর্য্যন্ত তাহার সতের বৎসর বয়স না হয়। বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেষ দুই বৎসর সাদাসিধা রান্নাবান্না এবং গৃহস্থালী শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে। কন্টিনিউয়েশন স্কুলগুলিতে শুধু কার্য্যোপযোগী উপদেশই দেওয়া হয় না। সেখানে বালিকারা খাদ্যের গুণাগুণ, বর্ত্তমান বাজার-দর এবং বেচা-কেনার প্রণালী সম্বন্ধেও শিক্ষা পায়।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

স্বাস্থ্যবীমা

ব্যাধি ও চিকিৎসার জন্য বীমার পদ্ধতি জার্ম্মানিতে বহুদিন যাবৎ আছে। ইংরেজের "ন্যাশন্যাল হেল্‌থ ইন্‌সিওরেন্স স্কীমটাই জার্ম্মাণ পদ্ধতিতে চালাই করা হইয়াছে। চিকিৎসার ব্যয় এবং দাসীর দেয় টাকার হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে চাকরাণীরা "বুর্গারহাইমে" (নাগরিক-ভবনে) থাকিতে পায়। সেগুলি মিউনিসিপ্যাল শাসনের অধীন। বুর্গারহাইমে থাকিতে হইলে দরখাস্তকারিণীর চরিত্র থাকা এবং বহুকাল চাকরী করা চাই।

কোনও চাকরাণী একই মনিবের কাছে পঁচিশ বৎসর কাজ করিলে জার্ম্মানির কোনও কোনও অংশে সহর অথবা প্রাদেশিক সমিতি হইতে তাহাকে রূপার মেডেল দেওয়া হয়, সাধারণ সভায় এইরূপ মেডেল বিতরিত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে গৃহকর্ত্রী এবং তাঁহার চাকরাণীকে সকলেই প্রশংসা করে।

জার্ম্মাণির কন্টিনিউয়েশন স্কুলে যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেইরূপ ভাবে ইংরেজ বালিকাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে বহু ইংরেজ পরিবার যে বিশেষ উপকৃত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই কথা বুঝিয়া ইংরেজ সমাজসেবকেরা স্বদেশে জার্ম্মাণদের শিক্ষাপদ্ধতি চালাইবার জন্য আন্দোলন করু করিয়াছেন। আর্থিক উন্নতি।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল।

মেসার্স এস, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানী বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের নূতন ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন হইতে মিলটী তাঁহাদেরই পরিচালনাধীন হইল। আমরা আশা করি, কোম্পানীর পরিচালনায় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল অতঃপর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া বাঙ্গালীর মুখরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে।

Household Informations.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

গো-তত্ত্ব।

চাষের গরু দেখিয়া শুনিয়া বিশেষ বিবেচনা করিয়া না কিনিলে নিশ্চয়ই ঠকিতে হয়। খনা বলিয়া গিয়াছেন,—

গাই নাও ছুয়ে। হেলে নাও বেয়ে।

যেমন গাই কিনিতে হইলে কোন্ অবস্থায় দুধ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা ধার বাঁট এবং দুধ দেখিয়া অনুমান করা যায়, সেইরূপ লাঙ্গল জুড়িলে, বলদের টান টোন এবং চলনাদি দেখিয়া কিরূপ গরু হইবে, তাহা ঠিক করা যায়। যে গরু গড়ে হয়, সে লাঙ্গলের বোঁটা চাপিয়া ধরিলে কিছুকাল মধ্যেই শুইয়া পড়ে। যে গরু চালাক হয়, লাঙ্গল চষিবার কালীন তাহার গায়ে হাত দিতে হয় না, গায়ে হাত দিলে একেবারে (ঠায়) ঘুরিয়া যায়। চষিবার কালে যে গরু ঘাড় সমান রাখিয়া যায় এবং খুব চাপ—এমন কি অসাধ্য চাপ হইলে হাঁটু গাড়িয়াও চাষ তুলে, সেই গরুই কষ্ট সহিষ্ণু এবং গৃহস্থের উপযোগী।

উনপাজরে বরাখুরে। কালিচোমড়া চক্কুরে॥ ধোঁকা কাঁপা দোলাগোড়ে। ভাল নয় ঘড়ঘড়ে॥

(ডাক)।

উভয় পার্শ্বের পাঁজরের মধ্যে একখানি অন্য পার্শ্বের পাঁজর অপেক্ষা কম হইলে উন পাঁজরে, বরাহের মত খুর হইলে বরাখুরে, গোঁফালী সাদা কালয় মিশ্রিত লইলে কালি-চোমড়া, জিহ্বা ঘুরাইয়া সর্প চক্রের মত করা যাহার রোগ, সেই গরুকে চক্কুরে, দুস্থিরাবস্থায় যে গরু ধুঁকিতে থাকে, তাহাকে ধোঁকা, যে কাঁপে তাহাকে কাঁপা, যে দোলে তাহাকে দোলা, যে চষিবার সময় শুইয়া পড়ে, তাহাকে গোড়ে এবং যে গরু শোংঘুরা অর্থাৎ নাক হইতে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়, তাহাকে ঘড় ঘড়ে বলে।

এই সকল গোরু ক্রয়ের পর কাহারও পক্ষে অল্প কাহারও পক্ষে অধিক পরিমাণ অশুভের সূচনা হয়। যেখানে নিশ্চিন্ত অমঙ্গল ঘটিবে, তথায় ঐ সকল গোরু আসিয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহা আমি আদৌ বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু আমি ঐ অশুভের ভুক্ত ভোগী এবং অন্যত্রও তদ্রূপ হইতে দেখিয়া আর অবিশ্বাস করি না। এজন্য দোষ-যুক্ত গোরু ক্রয় সম্বন্ধে আমি সকলকেই নিষেধ করিতেছি।

আয় থাকে এবং কার্য্যক্ষম হয়, এরূপ হেলে ক্রয় করা সাধারণ নিয়ম। আর ক্রমেই কার্য্যক্ষম হয় এরূপ দেখিয়া ক্রয় করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম। কার্য্য এবং বয়ঃ-ক্রম ও আকার অনুসারে উহা ঠিক করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে বয়ঃক্রম সম্বন্ধে বলিতেছি। আকার প্রকার ও সিং আদি দেখিয়া গরুর বয়স ঠিক হয় না। দাঁত দেখিয়া গরুর বয়স নির্ণয় করিতে হয়।

বাছুর জানিবে দুই চারিটী দাঁতে।
ছয় দাঁত হলে ভাই জোত লাঙ্গলেতে।
আট দাঁতে কাণি সোজা যৌবন বয়েস।
দাঁত ক্ষয়ে বয়সের জেনো অবশেষ।

আকার প্রকার দেখিয়া গরু ক্রয় করিতে হইলে আরও কতকগুলি নিয়ম জানা আবশ্যক। বর্ষাকালে এবং শস্যাদি ক্ষেত্র হইতে উঠার পর রোগা গরুও হৃষ্ট পুষ্ট হয়। চাষের পর গরু গায়ে ভাঙ্গা হইয়া থাকে। এইরূপ গায়ে ভাঙ্গা গরু অল্প যত্নেই হৃষ্টপুষ্ট

হয়; অতএব এইরূপ গরু কেনাই সুবিধা-জনক।

"হিং ছিংয়ে, তিন সিংয়ে।" (খনা)।

তিন জাতীয় সিং বিশিষ্ট প্রাণী গৃহস্থের পক্ষে অশুভজনক। তিনটী গরুও গৃহস্থের পক্ষে শুভকর নয়, ইহা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উদ্ধৃত বচনে পাওয়া যায়। খনার মতে "সোমে রোম" অর্থাৎ সোমবারে গবাদি কিনিতে একেবারেই নিষেধ আছে।

অশিক্ষিত ছেলেকে কার্য্যক্ষম করা সম্বন্ধে খনা উপদেশ দিয়াছেন,—

তুলা দিয়া সওয়াবে।
পাষাণ দিয়া বওয়াবে॥

কোন গোরুকে একেবারেই চাপাচাপি কাজে নিয়োগ করিতে নাই। অল্পে অল্পে সহাইয়া সহাইয়া ক্রমে যতদিন যায়, ততই সে গরুর দ্বারা রীতিমত কার্য্য হইতে পারে। চাষের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া গরুকে পীড়া দেওয়া কোন ক্রমেই শুভদায়ক নহে।

বাহ পোষণাদি প্রকার।

কৃষিঞ্চ তাদৃশীং কুর্য্যাৎ যথা বাহান্ন পীড়য়েৎ।
বাহপীড়ার্জিতং শস্যং গর্হিতং সর্ব্বকর্ম্মসু॥
বাহপীড়ার্জিতং শস্য ফলিতঞ্চ চতুর্গুণম্।
বাহনিশ্বাস বিকলং কৃষকো নিঃস্বতাং ব্রজেৎ।
গুণ্ডকৈর্যবসৈ ধূমৈ স্তথা নৈরপি পোষণৈঃ।
বাহাঃ কচিন্ন সীদন্তি সায়ং প্রাতশ্চ চারণাৎ॥

বাহ অর্থাৎ বলদ নিপীড়িত না হয়, সেই প্রকারে কৃষিকার্য্য করিবে। বাহপীড়নে যে শস্য অর্জ্জিত হয়, তাহা কোন কর্ম্মেই লাগে না (উহা সর্ব্বত্রই গর্হনীয়)। বাহপীড়ার্জ্জিত শস্য চতুর্গুণ ফলিত হইলেও বলদের নিঃশ্বাসে সমস্তই বৃথা হইয়া থাকে এবং সে কৃষকও নিশ্চিৎ নিঃস্ব হইয়া থাকে। গুণ্ডক (তণ্ডুলকণা কুঁড়া ও তুষ ভূষি) এবং যবস (ঘাস ও খড়াদি) ও গোশালা ধূম প্রদান দ্বারা বলদকে পোষণ করিবে। সায়ং প্রাতঃকালে চরাইলে বলদ কখনও অবসন্ন হয় না।

বর্ষার পাশ। শীতের ঘাস॥
যা করেনা আসে। তা করে সে পাশে॥
(খনা)

বর্ষাকালে গোয়াল পরিষ্কার রাখার এবং শীতকালে ঘাস প্রদানের ব্যবস্থা ভালরূপ করিয়া দিলে গরু কখনও অবসাদপ্রাপ্ত হয় না। খাওয়াইয়া যেরূপ পুষ্ট করা যায়, থাকিবার স্থান, ভাল হইলে তাহাপেক্ষাও গোরুকে পুষ্ট ও কার্য্যক্ষম করা যায়।

পিতুরন্তঃপুরং দদ্যাৎ মাতুর্দদ্যান্মহানসম্।
গোষু চাত্ম সমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ।
কৃষির্গাবো বাণবিদ্যাঃ স্ত্রিয়ো রাজকুলানি চ।
ক্ষণেনৈবাবসীদন্তি মুহূর্ত্তমনবেক্ষণাৎ।

পিতাকে অন্তঃপুরে, মাতাকে রন্ধনশালায়, আত্মসম ব্যক্তিকে গো সকলের ভার অর্পণ এবং স্বয়ং চাষকর্ম্ম পরিদর্শন করিবে। কৃষি, গো, বাণ বিদ্যা, স্ত্রী ও রাজকুল সকল যদি মুহূর্ত্ত মাত্র পরিদর্শন না করা যায়, (উপেক্ষা করা যায়), তবে তাহা ক্ষণ মাত্রেই অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকে।

ফলত্যবেক্ষিতা স্বর্ণং দৈন্যং সৈবানবেক্ষিতা।
কৃষিঃ কৃষিপুরাণজ্ঞ ইত্যুবাচ পরাশরঃ॥

মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন, স্বয়ং অবেক্ষণ দ্বারা স্বর্ণ ফলিত হয় ও অবেক্ষণ ব্যতীত দৈন্যগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব কৃষি পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিই কৃষি কার্য্য করিবেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কৃষিতে বিপরীত ফল অবশ্যম্ভাবী।

গোশালা বিধান।

গোশালা সুদৃঢ়া যস্য শুচির্গোময়বর্জ্জিতা।
তস্য বাহা বিবর্দ্ধন্তে পোষণৈরপি বর্জ্জিত॥
শকন্মূত্র বিলিপ্তাঙ্গী বাহা যত্র দিনে দিনে।
নিঃসরন্তি গবাং স্থানাৎ তত্র কিং পোষণাদি॥

যাহার গোশালা (গোয়াল) সুদৃঢ়, পবিত্র ও গোময়বর্জ্জিত, যথারীতি পোষণের ত্রুটী হইলেও তাহার বাহ সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে, বাহ সকল দিন দিন বিষ্ঠা মূত্র বিলিপ্তাঙ্গে অবস্থিতি করে, গো সকল তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকে। তাহা আর পোষণে কি হইবে? ত্যাগ করিয়া থাকে ইহার অর্থ তখনই চলিয়া অন্যত্র যায় ইহা বুঝাইবেনা। শীঘ্র তাহার গোভাগ্য নষ্ট হইয়া অবশেষে আর গো মাত্রেই থাকেনা।

পঞ্চ পঞ্চায়তা শালা গবাং বৃদ্ধিকরী মতা।
সিংহ স্থানে কৃতা সৈব গোনাশং কুরুতে ধ্রুবম্॥
সিংহ গেহেঽর্পিতাং চৈব গোশালাং কুরুতে যদি।
প্রমাদামন্দ বুদ্ধিত্বাৎ গবাং নাশো ভবেত্তদা॥

পঁচিশ হাত আয়ত গোশালা গোর পক্ষে বৃদ্ধিকর। ভাদ্র মাসে কৃত গোশালা নিশ্চিতই গো-নাশকরা হয়। ভাদ্র মাসে অথবা সিংহের চন্দ্রে কিংবা সিংহের লগ্নে গোশালা করা অথবা গোশালায় মৃত্তিকা ভরাট করিলেও সেই মন্দবুদ্ধি তাহাতে গোরুর নাশকারীই হয়।

কৃষি পুরাণজ্ঞ কৃষকের মুখে আমরাও শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি, ভাদ্র চৈত্র মাসে গোশালা করিতে নাই। অধিকন্তু জোল খাল হইলে গোহালে মাটি দেওয়াও বিশেষ দোষের।

তণ্ডুলানাং জলঞ্চৈব তপ্তমণ্ডং বধোদকম্।
কার্পাসাস্থি তুষঞ্চৈব গো বিনাশকৃৎ॥
সমার্জ্জনীঞ্চ মুসলমুচ্ছিষ্টং গো নিকেতনে।
কৃত্বা গোনাশমাপ্নোতি তথা তত্রাজ্ঞ যত্নে॥

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

চাল ধোয়া জল, ভাতের ফেণ, মাছের জল; কার্পাস তুলা, অস্থি ও তুষ গোস্থানে ফেলা নিষিদ্ধ। ঐ সকল জিনিস বায়ু কর্ত্তৃক রাসায়নিক গুণে সেস্থান গোর পক্ষে সম্পূর্ণ হানিকর। এমন কি গো বিনাশেরই কারণ হইয়া থাকে।

ঝাঁটাকরণ ঝাড়নাদি যাবতীয় সমার্জ্জনী, মুসল (উদূখল হামামদিস্তা ও মুসলাদি) ও উচ্ছিষ্ট গোশালায় রাখিলে এবং তথায় ছাগবন্ধন করিলে পূর্ব্বোক্তরূপে গো নাশেরই কারণ হয়।

গোমূত্রজালকেনৈব তত্রাবস্করমোচনং।
কুর্ব্বন্তি গৃহমেধিভ্যস্তত্র কা বাহ বাসনা॥
বিনাঙ্গিং গোময়ন্তাপি রবি ভৌম শনৈর্দিনে।
ন কারয়েৎ ভ্রমেনাপি গোবৃদ্ধিং যদি বাঞ্ছতি॥
বারত্রয়ং পরিত্যজ্য দদ্যাদন্যেষু গোময়ম্।
বিশেষ্য শনি ভৌমেষু গবাং হানিকরং স্মৃতঃ॥

যে গৃহমেধ্য ব্যক্তি গোমূত্র ও গোময় সমূহ মোচনে উপেক্ষা করেন, তাহাদের আর বাহের বাসনা করা বৃথা। যদি গোবৃদ্ধির বাসনা থাকে, তবে রবি, শনি ও মঙ্গল বারে ভ্রমেও গোময়ের ঘাসি দিবে না এবং কাহাকেও গোময় দিবে না। এই তিনবার ত্যাগ করিয়া গোময়াদি অন্যকে দিতে দোষ নাই। বিশেষতঃ শনি মঙ্গলবার নিশ্চিতই গোহানিকর হয়।

শ্লেষ্ম মূত্র পুরীষাণি পঙ্কানি চ রজাংসি চ।
ন পতন্তি গবাংযত্র তত্র লক্ষ্মী স্থিরাভবেৎ॥
সন্ধ্যাকালে চ গোস্থানে দীপো যত্র ন দীয়তে।
স্থানং তৎ কমলাহীনং বীক্ষ্য ক্রন্দন্তি গোগণাঃ॥

শ্লেষ্মা (থুতু, কাশ, গয়ের) মূত্র ও পুরীষাদি (রক্ত পুষাদি) ও পঙ্ক (কর্দ্দমাদি) ধূলা (আবর্জ্জনাদি) গোস্থানে না পড়িলে সেখানে লক্ষ্মী স্থিরা হয়েন। সন্ধ্যাকালে যে গোস্থানে দীপ দেওয়া না হয়, সেস্থান কমলাহীন দেখিয়া গোগণের চক্ষে জল পড়ে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার জ্যোতীঃরত্ন।

ধর্ম্মের ষাঁড় হত্যায় আশ্চর্য্য প্রতিফল।

৪জন মুসলমানের মৃত্যু।

"আনন্দ বাজার" পত্রিকায় প্রকাশ—যশোহরের ৩ মাইল উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত কোন মুসলমান প্রধান পল্লীর জনৈক হাজী ও তাঁহার সহকর্ম্মী ৩জন মুসলমান মিলিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামের একটী ধর্ম্মের ষাঁড়কে গোপনে হত্যা করিয়া সকলে মিলিয়া সেই মাংস আহার করিয়াছিল। ষাঁড়টী হত্যার পরদিনই ঐ ৪জন মুসলমান জ্বর এবং বিকারে আক্রান্ত হইয়া পর পর ৪জনেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এখনও সেই গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ রাত্রকালে ভীষণ বিভীষিকা দেখিতে থাকে, মনে করে যে সেই ষাঁড়টী তাড়া করিয়া মারিতে আসিতেছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা এই ধর্ম্মের ষাঁড় হত্যায় আর একটী ঘটনা জানি। বর্দ্ধমান জেলায় পুরনো বলিয়া গলসী থানার মধ্যে একটী মুসলমানপ্রধান স্থান আছে। এখানকার অধিবাসীগণ সকলেই মুসলমান। কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত একটী ধর্ম্মের ষাড়কে লইয়া গিয়া হত্যা করিয়া তাহার মাংস গ্রামের সকলে ভাগ করিয়া খায়। সেই রাত্রে অকস্মাৎ গ্রামে আগুণ লাগে এবং অগ্নির প্রকোপ এমন ভীষণ আকার ধারণ করে যে,গ্রামবাসীগণ একখানি গৃহও বাঁচাইতে পারে নাই। তাহাদের লেপ কাঁথা লইয়া গিয়া জলে ফেলিয়াছিল, সেখানেও অগ্নির লোল রসনা হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। বড় বড় ধানের মরাই, গরু, বাছুর সমস্ত ভস্মীভূত হইয়াছিল। এখানকার সমস্ত লোকই কৃষিজীবি, প্রবীণ ভাল মুসলমানগণ আজও দুর্ব্বৃত্তদের উদ্দেশ্যে গালাগালি দিয়া থাকে। সে ঘটনাও বেশীদিনের কথা নহে—আমাদের বোধ হয় ৮।৯ বৎসরের কথা।

কলিকাতা টাউনহলে বিরাট জনসভা।

ষ্টেট্স্ম্যান বয়কটের সঙ্কল্প।

মিস্ ক্যাথেরাইণ মেয়ো নাম্নী জনৈকা আমেরিকান মহিলা "মাদার ইণ্ডিয়া" নামক একখানা পুস্তক লিখিয়াছে। তাহাতে আমাদের জননী এবং ভগিনীদের সতীত্বকে আক্রমণ করা হইয়াছে। আরও বহু মিথ্যা কথার অবতারণা করিয়া পৃথিবীর সমক্ষে ভারতবাসীকে অসভ্য বর্ব্বর জাতিরূপে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। ষ্টেট্স্ম্যান পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক জর্জ্জ পিলচার যিনি ভারতেরই নিমক খাইয়া শরীর পুষ্ট করিয়াছিলেন, তিনিই মিস্ মেয়োর সেই ঘৃণিত কুৎসা কীর্ত্তনের সমর্থন করিয়া, বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে "হিন্দু বিধবারা ঘরে নোংরা চরিত্রের স্ত্রীলোক, এবং বাহিরে বেশ্যা, কলিকাতার ষ্টেট্সম্যান সেই বক্তৃতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেইজন্য ভারতের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এই বিরাট জনসভা আহ্বান করিয়া নিজেদের ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশের জন্য সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সভায় এরূপ জনতা

হইয়াছিল যে ২।৩টা খণ্ড সভা করিয়া আবেগময়ী বক্তৃতা করা হইয়াছিল। মিঃ জে, এন, সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু গণ্যমান্ত বক্তা সভার উপস্থিত ছিলেন, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ষ্টেট্‌সম্যান পত্রকে বয়কট করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। অনেকে বলিতেছেন এবং বুঝিতেছেন যে, এই পুস্তকখানা একটা ঘোর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রেরই ফল। অনেকে অনুমান করেন যে শীঘ্রই রয়েল কমিশন ভারতে আসিতেছে। যদি ভারতকে বর্ত্তমান স্বায়ত্ব শাসন অপেক্ষা আরও কিছু দেওয়া আবশুক বিবেচনা হয়, তাহা দিতে পারে। ইহাতেই একশ্রেণীর ইংরাজগণ ষড়যন্ত্র করিয়া কতকগুলি ভাড়াটিয়া প্রচারক দ্বারা ভারতের কুৎসা রটনা করিয়া ভারতকে জগতের সমক্ষে হীন অসভ্য বর্ব্বর জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই পুস্তকখানা পার্লিয়ামেন্টের মেম্বরগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে। মিস্ মেয়ো বলিয়াছে যে, এখানা আমেরিকার জন্যই লিখিত, ভারতে এ পুস্তকখানা আদৌ বিক্রয়ের জন্ম পাঠানও হয় নাই। এই সকল কারণে ষড়যন্ত্রের কথা লোকের মনে যদি ধারণা হয়, তাহা হইলে অন্যায় হয় না। ভারতের সভ্যতা, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আমেরিকার লোকেও স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীমতী নিবেদিতা প্রমুখ ভারত বরেণ্য ব্যক্তিগণের নিকট অবগত আছে। সুতরাং এই মিথ্যাপূর্ণ পুস্তক আমেরিকানগণের জন্যও সম্ভব হইতে পারে না। অবশ্য মিস্ মেয়ো বা পিলচারের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির কুৎসা রটনায় ভারতের সমাজের কিছু আসে যায় না। বহু ভারতবাসী বিলাতে এবং আমেরিকায় গিয়া সেখানকার সতীত্ব এবং সামাজিক ব্যবস্থা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন এবং বায়স্কোপে তাহাদের দেশের যেরূপ নক্কারজনক চিত্রের নমুনা এদেশের নরনারী প্রতিদিন এখানে বসিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাহাতে এদেশের নর নারী নাসিকা কুঞ্চন না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই দেশের লোকের মুখে ভারতের নারীর কুৎসা রটনা নিতান্ত হাস্যাস্পদ ব্যাপার, তাহার সন্দেহ নাই।

মিস্ মেয়োর কুৎসাপূর্ণ বই খানার সমালোচনা করিয়া সাভেল জিমাও নামক জনৈক আমেরিকান The sun "দি সান,, নামক পত্রে বলিয়াছেন, "আমরা যদি পুরা তত্ত্বের দিক হইতে ভারতের দিকে তাকাই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে,একসঙ্গে চীন ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশ এরূপ বহুদিন চলিত প্রাচীন সভ্যতার গর্ব্ব করিতে পারে না। প্রথিত যশা রোম এবং এথেন্স মহা নগরী যখন স্থাপিত হয় নাই, তাহার বহু যুগ পূর্ব্বে ভারতের এই আর্য্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মিশরে ও বেবিলিয়নে সভ্য জীবন যাত্রার প্রণালী অধিকতর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বিস্মৃত অতীতের ভারতীয় সাহিত্যে যে ভাবরাশি প্রকাশিত হইয়াছিল, আজও তাহা জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত আছে।" মিস্ মেয়ো এই পুস্তক খানায় নিজেরই কুৎসিৎ চরিত্রের পরিচয় দিয়া তাহার জাতির অপমাননা করিয়াছে। বদ লোকেই কুৎসা রটনা করে। আর একজন আমেরিকান "নেশন পত্রে" মিস্ মেয়োর পুস্তকের সমলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন,"মিস্ মেয়োর "ভারত মাতা" পুস্তক পড়িয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। যাঁহারা মিস মেয়োকে সমর্থন করেন, তাহাদিগকে আমি একটি সহজ কথা জিজ্ঞাসা করি, এক বৎসরে ইংলণ্ডে যে সমস্ত অল্প বয়স্কা বালিকার উপর বলাৎকার অনুষ্ঠিত হয়, কেহ সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া ইংরেজের নীতি সম্বন্ধে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেই কি ঠিক হইবে? হিন্দু ধর্ম্ম কি, তাহা না বুঝিয়া হিন্দু ধর্ম্মকে শুধু আক্রমণ করিলে কাহার না আপত্তি হয়। আমার বিশ্বাস, লেখিকা ভারতের ১০০ মাইলের মধ্যে না গেলেও ঐরূপ পুস্তক লিখিতে পারিতেন। (বাঃ বাঃ) মিস মেয়োর দেশের লোকও তাহার ঘৃণিত মত সমর্থন করেন না। তবে?

আমরা মনে করি গভর্ণমেণ্ট হইতেও এইরূপ মতের প্রতিবাদ হওয়া উচিত। নচেৎ ইহাতে গভর্ণমেণ্টেরও কলঙ্ক আছে। যাঁহারা শতাধিক বর্ষ ভারত শাসন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ভারতের সভ্যতা, আচার ব্যবহার যে অবগত নহেন এ অনভিজ্ঞতা শাসকের পক্ষে নিশ্চয়ই প্রশংসার কথা নহে। এই ষড়যন্ত্রের সন্দেহ হইতে তাঁহাদেরও মুক্ত হওয়া নিশ্চয়ই উচিত। "ষ্টেট্‌সম্যান" একবার মহামতি তিলকের মৃত্যুতে হর্ষ প্রকাশ করিয়া জাতীয় অপমান করিতে সাহসী হইয়াছিল, আবার এবার সমগ্র জাতির অপমান করিতে কুণ্ঠীত হইল না, সে ষ্টেটসম্যানকে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে বয়কট করারই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এরূপ কাগজ না স্পর্শ করাই ইহার উৎকৃষ্ট প্রতিবাদ।

আরও একটা কথা, একজাতি অপর জাতির কুৎসা রটনা করিলে পাল্টা জবাবে যে তাহাদেরও কুৎসিত কুলকাহিনী শুনিতে হয়, ইহাও কি পাশ্চাত্য জাতির মস্তিষ্কে আসে না? সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য জাতির নৈতিক অবনতি যে কতদুর, তাহা এই সকল কুৎসিৎ সাহিত্য হইতে অনুভব করা যায়। ভারতের সুমার্জ্জিত সমাজ ও সভ্যতা বুঝিতে পাশ্চাত্য জাতির এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

Medical.

হোমিওপ্যাথি।

থুজা অক্সিডেন্টালিস্।

[লেখক—ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র দাস]

কনিফেরি শ্রেণীভুক্ত। স্যাবাইনা টেরিবিনথিনা, এবিসনাইগ্রা, পাইনস সিল্‌ভেসট্রীস ও পিক্স লিকুইডা এই শ্রেণীভুক্ত, ইহার সাধারণ নাম আর্বর ভিসি। উত্তর আমেরিকায় পেন্সিলভেনিয়া হইতে উত্তরাভিমুখের ভূখণ্ডে ও ক্যানেডায় এই বৃক্ষ প্রচুর উৎপন্ন হয়। নদীর শিলাময় উপকূলে ও জলসিক্ত নিম্নভূমিতে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এই বৃক্ষরাজির শিখরদেশ এরূপ চূড়ার মত দেখিতে, যেন মনে হয় কাঁচি দ্বারা ছাঁটা হইয়াছে। মে হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত এই পাদপরাজি মুকুলিত হয় এবং শরৎকালে ইহার ফল সমূহ সুপক্ব হয়॥

তরুণ পল্লব, পত্র ও মুকুল হইতে আরক প্রস্তুত হয়।

একদা জনৈক ব্রহ্মবিদ্যাধ্যায়ী ছাত্র হানিমানের নিকট চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্রাব কালে জালা করিত ও পুরু পুঁযের ন্যায় স্রাব হইত। লিঙ্গমুণ্ডে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি হইয়াছিল, সেগুলি চুলকাইত এবং লিঙ্গ দেশ কিয়ৎ পরিমাণে স্ফীত হইয়াছিল।

কুসংসর্গে রোগ হইয়াছে মনে করিয়া হানিমান তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন কিন্তু ছাত্র অকুতোভয়ে অস্বীকার করিলেন। হানিমান কোন ঔষধ না দিয়া তৃতীয় দিবসে তাঁহাকে আসিতে বলিলেন। তৃতীয় দিবসে আর কোন প্রকার স্রাব প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া গেল না। অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ হইল যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে Botanical Garden এ বেড়াইতে বেড়াইতে ঐ ছাত্রটী অর্ব্বর ভিসির পাতা ছিঁড়িয়া চিবাইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হানিমান উহার ভেষজগুণ পরীক্ষায় প্রথম প্রবৃত্ত হইলেন।

থুজার ক্রিয়া অনেকাংশে স্যাবাইনার মত। নর শরীরের ছয়টী প্রধান কেন্দ্রে ইহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।—

১। চর্ম্ম।—ডুমুরের মত আঁচিল, কণ্ডিলোমেটা; বালুকণাবৎ কণ্ডু।

২। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বা Mucous membrane—গায়ে জালাকর স্রাব; ঘায়ে জালা করে এবং ত্বক ক্ষয় হইয়া যায়; নসাবৎ অর্ব্বুদ।

৩। পুং জননেন্দ্রিয়—লিঙ্গত্বকের পুরাতন প্রদাহ প্রষ্টেটিক্ গ্রন্থির প্রদাহ।

৪। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—ঋতু বিলম্বে হয়, শ্বেত প্রদর; ডিম্বকোষের প্রদাহ।

৫। রক্ত ও সিরম্—তারল্য, তীব্রতা।

৬। মূত্রেন্দ্রিয়—মূত্র বৃদ্ধি; Sphincter মাংসপেশীর অবশতা।

ভিয়েনার ভেষজগুণ পরীক্ষাবলী হানিমানের পরীক্ষার সহিত সম্পূর্ণ এক মত। ইহার প্রধান কার্য্য জননেন্দ্রিয় ও মূত্রেন্দ্রিয়ে এবং মল দ্বার ও চর্ম্মে। মুহুর্মুহু প্রচুর প্রস্রাব হয়, নানা স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ জালা, লিঙ্গের নানারূপ ব্যথা, লিঙ্গত্বক্ ও লিঙ্গ মুণ্ডের প্রদাহ, জননেন্দ্রিয়ে ঘা, বালুকণাবৎ কণ্ডু ও অন্য প্রকার আঁচিল, সেগুলি চুলকায় ও অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়; এবং স্ত্রীলোকদের শ্বেত প্রদর। সঙ্গমেচ্ছার নিবৃত্তি ও ঋতুস্রাব স্থগিত থাকে।

মলদ্বার জালা, চুলকানি, স্ফীতি, ও শ্লেষ্মাবৎ আম নির্গত হয়; চর্ম্মে বিশেষতঃ মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের নিকট বালুকণাবৎ কণ্ডু ও আঁচিল নির্গত হয়, নিকটস্থ Mucous membrane সমূহেও ঐরূপ কণ্ডু বাহির হয় কিন্তু অধিকতর আর্দ্র।

ডিম্বকোষে বিশেষতঃ বাম ডিম্বকোষে জালাযুক্ত ও কর্ত্তনবৎ ব্যথা।

উদরাময়;—মল ফেঁকাসে পীতবর্ণ, জলীয়। প্রচুর মল সবেগে বাহির হয়। মল নির্গমন কালে পিপার ছিদ্র দ্বার দিয়া জল নির্গমনের ন্যায় বগ বগ্ করিয়া শব্দ হয়। উদরাময় প্রাতে বৃদ্ধি হয়, বিশেষতঃ প্রাতর্ভোজনের পর; কফি খাইবার পর উদরাময়, গোবীজে টীকা লইবার পর উদরাময়। মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হয়। মলত্যাগের পর দুর্ব্বলতা।

Granvogl বলেন Hydrogenoid শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু বিশিষ্ট লোকদের পক্ষে থুজা ও নেট্রাম সাল্ফ দুইটী প্রধান ঔষধ। Hydrogenoid ধাতু অর্থাৎ যাহাদের প্রতিবার শুষ্ক ঋতু পরিবর্ত্তন হইয়া আর্দ্র ঋতু আরম্ভের সময় অসুখ হয়, জলাশয়ের নিকটস্থ উদ্ভিদ ভক্ষণ করিলে যাহাদের অসুখ করে, যাহাদের সমুদ্র বায়ু সহ্য হয় না, শুষ্ক ঋতুতে যাহারা ভাল থাকে।

Granrvogl আরও বলেন, এইরূপ ধাতুতে মেহ বিষ প্রবলতমরূপ ধারণ করে। সুতরাং নির্দ্দোষে আরোগ্য করিতে হইলে ধাতু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। থুজার দ্বারা সেই কার্য্য হয়।

থুজা দ্বারা কঠিন টিসু সকল কোমল হয়, এমন কি স্বাভাবিক কঠিন—যেমন নখ থুজা দ্বারা অপেক্ষাকৃত কোমলত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা দ্বারা আঁচিল সমূহ ক্রমশঃ কোমল হইয়া একেবারে তিরোহিত হয়। নাসা প্রভৃতি ও পদাঙ্গুষ্ঠের ত্বকের ভিতর নখ বৃদ্ধি ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

থুজা রোগীর চেহারা মোমের মত, তৈলাক্তবৎ, তাহাদের ত্বক চিক্কণ ও স্বচ্ছ।

দেখিতে চিররোগীর ন্যায়, যেন রক্তহীন হইয়া যাইতেছে।

থুজা রোগীর ঘর্ম্মে মধুর ন্যায় মধুর বা রশুনের ন্যায় তীব্র ঘ্রাণ পাওয়া যায়। স্নায়ু-মণ্ডলীর ক্রিয়া—সকল কার্য্য তাড়াতাড়ি করে ও অসহ্য হয়। একটুতেই উত্তেজিত হয়; সামান্য অগ্রাহ্য বিষয়ে রাগ হয়; সঙ্গীত শ্রবণে রোদন করে ও পদকম্পন হয়।

নিম্নলিখিত চিত্তবিকৃতি কয়টি থুজায় দেখা যায়—

(১) মনে করে কাচ বা অন্য কোন ভঙ্গ প্রবণ দ্রব্য দ্বারা শরীর নির্ম্মিত সুতরাং ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে নড়িতে চড়িতে চায় না।

(২) মনে করে আত্মা ও দেহ পৃথক্ ভাবে রহিয়াছে অথবা কোন অপরিচিত লোক তাহার পার্শ্বে রহিয়াছে।

(৩) মনে করে উদর মধ্যে জীবিত শিশু নড়িতেছে, বিশেষতঃ বৃদ্ধা স্ত্রী লোকদের।

এই সকল মানসিক বৈলক্ষণ্যের সঙ্গে রক্ত সঞ্চালনের বৈলক্ষণ্যও দৃষ্ট হয়। সর্ব্ব-শরীরের স্পন্দন; হৃৎপিণ্ডের উদ্বেগ।

মস্তকের লক্ষণাবলীর মধ্যে পেরক মারার মত ব্যথা একটি প্রধানতম লক্ষণ। ছোরার মত ব্যথাও কখন কখন হয়। ব্যথাটা গণ্ডাস্থি ও চক্ষু হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকের পশ্চাদ্দিকে যায়। (স্পাইজিলীয়ার ব্যথা সম্মুখ দিকে আসে)।

ফেরিংটন বলেন, পিচকারী প্রয়োগে বা অন্য উপায়ে মেহের স্রাব বন্ধ হইয়া যে সকল ধাতুগত পীড়া উৎপন্ন হয়, যথা বাত, বা প্রষ্টেটাইটিস্, সেই সকল রোগে থুজা উপযুক্ত ঔষধ; মাথার কেশ শুষ্ক ও ভঙ্গ প্রবণ হয়; মাথায় খুস্কি হয়; চক্ষের Irisএর প্রদাহ হয় ও উহাতে অর্ব্বুদের মত হয়; চক্ষের পাতায় প্রদাহ ও আঁচিল হয়। কখন কখন নাসারন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধ স্রাবও হয়; স্রাবটা পুরু ও সবুজ বর্ণ হয়। দাঁতের গোড়া ক্ষয় হয়; অগ্রভাগ ঠিক থাকে। বসন্তের ন্যায় কণ্ডু উঠে; প্রস্রাব কালে শীত করে; দিবা রাত্রি অস্থিরতা ও স্নায়বিক উত্তেজনা; কাণে পুঁয; শ্বাসে দুর্গন্ধ, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি থুজায় অতিরিক্ত লক্ষণ।

মেডোরিনম্, স্যাবাইনা, সিলিকা ইহার সমকক্ষ ঔষধ।

থুজার লক্ষণাবলী রাত্রে, বিছানার উত্তাপে ভোর ৩টায় ও বিকাল ৩টায়, ঠাণ্ডা আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি হয়।

নিম্নলিখিত বিশেষ লক্ষণাবলী স্মরণ রাখিলেই থুজা প্রয়োগে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়।—

১ দাঁতের গোড়া ক্ষয় হয় কিন্তু অগ্রভাগ ঠিক থাকে; দাঁত ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায় ও পীতবর্ণ হয়।

২। উদর বড় ও স্ফীত হয়; ভ্রূণের পদাদির ন্যায় স্থানে স্থানে উঁচু হইয়া উঠে; উদর মধ্যে কি নড়ে, মনে হয় জীবিত শিশু রহিয়াছে; যন্ত্রণা থাকে না।

৩। মল বেগে বাহির হয়; প্রচুর হয়, পিপার ছিদ্র পথে জল বহির্গমনের ন্যায় বগ্ বগ্ শব্দ হয়।

৪। লিঙ্গ ত্বক্ ও লিঙ্গ মুণ্ডে আর্দ্র আঁচিল।

৫। শরীরের অনাবৃত স্থানে ঘর্ম্ম হয়, কিম্বা মস্তক ব্যতীত সর্ব্ব শরীরে ঘর্ম্ম হয়।

৬। শরীরের নানা স্থানে আঁচিলের ন্যায় অর্ব্বুদ বিশেষতঃ হাতে ও জননেন্দ্রিয়ে।

৭। মনে হয় শরীর বিশেষতঃ হাত পা কাচ নির্ম্মিত, ও সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

৮। শিরঃপীড়া, যেন মাথার উপরের অস্থিতে পেরক মারিতেছে।

মহা পূজা এবং দেশের অবস্থা।

এবার দেশের ঘোর সর্ব্বনাশ—কোথাও অনাবৃষ্টিতে এবার ধূলার চাষের পর মাঠে লাঙ্গল যাইতে পারে নাই, কোথাও অতি বৃষ্টি এবং বন্যায় সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত গলসী থানায় এবার এক কাঠা আউস ধান্যেরও আবাদ হইতে পারে নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসে জমীতে যে চাষ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পর এমন বৃষ্টি একদিন ও হয় নাই, যাহা দ্বারা আউস ধানের চাষও হইতে পারে। সকলেরই জন মজুর গরু মহিষ বসিয়া আছে, আর দেশের মজুর শ্রেণীর লোকে ইতিমধ্যেই পেটের জ্বালায় দেশ-ত্যাগী হইয়া অন্যত্র খাটিতে গিয়াছে। এইরূপ বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টির জন্য এবার-কার চাষ আবাদ কিছু হয় নাই। আবার উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, বোম্বে, পূর্ব্ব বঙ্গের স্থানে স্থানে অতি বৃষ্টি ও বন্যায় সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

মহামায়ার আগমনে সমস্ত দেশটায় কেবল হাহাকার ধ্বনিই চারিদিক হইতে শোনা যাইতেছে। পল্লীর সুখ স্বচ্ছন্দতার উপরেই সহরের ব্যবসায় বাণিজ্য সুখ স্বচ্ছন্দতা নির্ভর করে। বাজারের কেনা বেচা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। পাড়াগাঁয়ের লোকের অর্থাভাব পূর্ণ মাত্রায় ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে। সুতরাং ব্যবসায় বাণিজ্যের শোচনীয় অবস্থাই দাঁড়াইয়াছে। অন্নের সংস্থানই নাই। পোষাক পরিচ্ছদ, বিলাসিতার জিনিষ কে কিনিবে? বর্ষের

পর বর্ষ কেবল এই ক্রন্দন ধ্বনি—কেবল হাহাকার, কেবল মর্ম্মের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ভিন্ন আর কিছু নাই। ভারত যেন ভগবানের অভিশপ্ত দেশ। সুখ স্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতা, শান্তি সব যেন চিরতরে এদেশ হইতে বিদায় লইয়াছে। এই দুর্গোৎসবে লোকের কত আনন্দ ছিল, সেই দুর্গোৎসব আজ বিপত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে দেশের ১ বিঘা জমিতে ৴৫ সের ধান্য ছড়াইলে ১০ মণ ধান জন্মে, সেই অন্নপূর্ণার দেশের লোক আজ দুটী পেট পুরিয়া দুবেলা খাইতে পায় না, এ কি কম পরিতাপের কথা!

দেশের সঞ্চিত শস্য থাকিতে পায় না, অভাবের তাড়নায় লোকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। সেই শস্য জাহাজ জাহাজ বিদেশে চলিয়া যায়। বুভুক্ষু জাতি পরিশ্রমে কাতর, উদ্যমহীন, তাহার উপর বৈদেশীক বিলাস সামগ্রীর অনুরক্ত ভক্ত। এদেশ যদি বিধাতার অভিশপ্ত জাতি না হয়, তবে হইবে আর কোন্ দেশ!

মা আসিতেছেন, আজ আনন্দে উৎসবে দেশ, পল্লী মুখরিত হইবে, বালক বালিকাগণ নরনারীগণ নববস্ত্র পরিধান করিয়া কোথায় পূজা কাটাইবে, না কোথায় অন্নের এবং বস্ত্রের চিন্তায়, ক্ষোভে দুঃখে লোকের চক্ষে অশ্রু প্রবাহিত। দেশ প্রকৃতই অন্তঃসার শূন্য হইয়াছে, মূর্ত্তিমান দারিদ্র আজ সমগ্র দেশকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। জানি না মহামায়ার কি বাসনা, এদেশ যে আবার উঠিবে, আবার আনন্দ কোলাহলে দেশ কখনও মুখরিত হইবে—এমন আশা হয় না। আগেও এই দেশ ছিল, শস্যশ্যামলা দেশমাতা কোটী কোটী লোকের অন্নসংস্থান করিতেন —কত কোটী টাকার ভারতজাত অন্ন দেশ বিদেশের অন্নকষ্ট দূর করিত—সেই দেশ সেই দেশমাতৃকা কেন আজ দীনা মলিনা হইল? কোন পাপে আজ দেশের এই অবস্থা একবার চিন্তা কর। আজ ঘরে ঘরে গৃহ-বিবাদ—নগরে গ্রামে সাম্প্রদায়িক বিবাদ, প্রতারণা চৌর্য্য দেশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল কেন? শুদ্ধ স্বার্থের জন্য আর পেটের জ্বালায় বইতো নয়। আমরা দেবতার আরাধনা ভুলিয়াছি, উৎসব ভুলিয়াছি, একেবারেই অধঃপাতে গিয়াছি, এই যে হাহাকার—এ কেবল আমাদেরই কর্ম্মফলের জন্য। এই কর্ম্মফলের অবসান হইবে কিসে, তাহাই ভাবিবার বিষয়।

দীনুর দুর্গোৎসব।

(গল্প)

(শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়)।

(১)

আশ্বিন মাস। বর্ষার অবিরাম ধারার অবসান হইয়াছে; নির্ম্মেঘ শুভ্র নীলাকাশ, মাঝে মাঝে কচিৎ কোথায়ও দুই এক খণ্ড মেঘ নববধূর ন্যায় আকাশের অঙ্গে লুকোচুরী খেলিতেছে। স্ফুটনোন্মুখ তরুণীর মত তরুলতা তৃণ গুল্মাদি নবরস-ভারে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। নদ নদী খাল, বিল, তড়াগ, পুষ্করিণী সলিল সম্ভারে পূর্ণযৌবনা নারী সদৃশ যেন যৌবন ভরে টলমল করিতেছে। নবীন ধান্যে দশদিক আলোকিত করিয়া বহুদূর বিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্রখানিতে জগন্মাতার শ্যামাঞ্চল যেন বিস্তীর্ণ হইয়া আছে মনে হইতেছে। এক কথায়, আজ শরতের আগমনে সমস্তই সজীব ও সুন্দর, প্রিয় ও প্রফুল্ল, মনোজ্ঞ ও মধুর।

পূজার আর দশ দিন মাত্র বাকী। মহামায়ার আগমন আশায় চারিদিকে বেশ একটু সাড়া পড়িয়াছে। পথে, ঘাটে, মাঠে, লোকের কর্ম্মক্ষেত্রে ও বৈঠকে, আবাল বৃদ্ধ বণিতার মুখে এই সম্পর্কে আন্দোলন ও আলোচনা ছাড়া আর কিছুই নাই; ভিখারীরা 'আগমনী গীত গাহিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছে। বাজার হাটে ক্রেতা বিক্রেতার অত্যন্ত জনতা ও সোর গোল। আর পূজার বাড়ীর ত কথাই নাই;—কোথাও প্রতিমা গঠন সম্পূর্ণ করা হইতেছে, কোথাও বা তাহাতে রং ও সাজ দিতেছে; আবার কোথায়ও বা কীর্ত্তন, কথকতা বা চণ্ডী পাঠ চলিতেছে। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা মায়ের আগমন উদ্দেশ্যে আশা, আনন্দে ও উৎসাহে এখন সকলের চিত্ত ভরপুর।

দীননাথ ভট্টাচার্য্য ওরফে দীনু ভট্চায্ নীলগঞ্জের বাবুদের কুলগুরু। বাবুদের বাড়ী আজ কয়দিন হইল চণ্ডী পাঠ আরম্ভ হইয়াছে; দীনু ভট্চাযের ন্যায় সুললিত স্বরে, সরল ও সহজ ভাষায়, সাধারণের বোধগম্য করিয়া চণ্ডী পাঠ করিতে আর কেহই সে অঞ্চলে পারিত না; সেজন্য নীলগঞ্জের বাবুদের বিশেষ অনুরোধে তিনিই একার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ন্যায় ও সত্যের সেবক দীনু ভট্চাযের ইহাতে আনন্দ বই আক্ষেপ ছিল না।

নিশাবসানে চন্দ্রের শেষ রশ্মি আকাশে তখনও বিলীন হয় নাই, বিহঙ্গম কাকলীতে উষা রাণীর শুভাগমন তখনও ঘোষিত হয় নাই, শুকতারা দুঃখতাপ ব্যাধিক্লিষ্ট মানবের নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাওয়া তাহাদের সুখ শান্তির কল্পনা করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। দীনু ভট্চায প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করেন, আজ প্রয়োজনাধিক্য বশতঃ একটুকু রাত থাকিতেই শয্যা হইতে উত্থিত হইয়াছেন।

নিত্য প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তিনি স্নানার্থে অন্দরমহল ত্যাগ করিলেন।

অন্দর মহল হইতে রাজপথে আসিতে হইলে দীনু ভট্‌চাযকে তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপের মধ্য দিয়া বহির্গত হইতে হয়। চণ্ডীমণ্ডপের দোর খুলিয়া বাহিরে আসিতেই তাঁহার সম্মুখে পড়িল—সুঠাম, সুন্দর, অনতি দীর্ঘ একখানি মৃণ্ময়ী দুর্গা প্রতিমা—দীনুভট্‌চায নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া প্রতিমার পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ অর্দ্ধ স্বগত স্বরে বলিলেন ;—"দীন কাঙ্গালের ঘরে এলি মা ! আয়—তোর ভরসায়ই তোকে আমি বরণ করে ঘরে আজ তুলব। তারপর তোর যা ইচ্ছা"।

আবার ভক্তি ভরে প্রণাম করিয়া তিনি স্নানোদ্দেশে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(২)

দীনু ভট্‌চায কতকগুলি শিষ্য সেবকের অনুকম্পায় এবং স্ব-গ্রামে কবিরাজী করিয়া দিন গুজরাণ করিতেন। গ্রামে লোক সংখ্যা অল্প,—২।৩ ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত সমস্তই হীনাবস্থাপন্ন ইতর জাতির বাস, সুতরাং কবিরাজীতে তাঁহার আয় অল্পই ছিল। নীলগঞ্জের বাবুরা ব্যতীত তাঁহার অন্য শিষ্য সেবকেরা যাহা দয়া করিয়া বিদায় দিত, তাহা বেশী নহে। আয় অল্প, অথচ সংসারটী তাঁর মন্দ ছিল না ;—সংসারে ছিল তাঁর স্ত্রী বীণাপানি, একমাত্র সপ্তমবর্ষীয় পুত্র হরিদাস ও বিধবা বোন অন্নপূর্ণা। গৃহদেবতা নারায়ণের নিত্য পূজা ও ভোগ হইত ;—এছাড়া দুইটী স-বৎসা দুগ্ধবতী গাভী, একটী কুকুর ও একটী বিড়াল সে সংসারে প্রতিপালিত হইত। আয় সামান্য সুতরাং নিত্য দেব সেবা, এবং এতগুলি প্রাণীর জীবিকা নির্ব্বাহ কায়ক্লেশেই সম্পন্ন হইত, তথাপি সে সংসারে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। ব্যথা বা বিরক্তি বোধ না করিয়া দুঃখের সংসারে প্রত্যেকেই আপনার সাধ্যমত অল্প বিস্তর পরিশ্রম করে, কিছু অনর্থক ব্যয় বা অপচয়ে প্রশ্রয় না দেয়, তাহা হইলে সে সংসারে অভাবের উৎপীড়ণ বড় সহ্য করিতে হয় না। দীনু ভট্‌চাযের সংসারে এ'টি সম্পূর্ণ বিদ্যমান্ ছিল, সকলেই সে সংসারে সচ্ছলতা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিত না। অন্নপূর্ণা দীনু ভট্‌চাযের বয়োজ্যেষ্ঠা বলিয়া তিনিই তাঁহার ভাইএর ইচ্ছা মত এসংসারে কর্ত্রী ছিলেন, 'ভাইএর ভাত, আর ভাজের হাত' প্রবচন এক্ষেত্রে অন্যরূপ হইয়াছিল, কিন্তু সেজন্য বীণাপাণির অন্তরে বিরোধ বা বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পায় নাই ;—ননদ ভাজে বেশ মিল ছিল, হাসি তামাসায়, গল্প গুজবে তারা অতি আনন্দে দিন কাটাইত। এখনকার দিনে প্রায় সকল সংসারেই এ ভাব একান্ত বিরল, এখন দুজন স্ত্রীলোকে একত্রে ঘর করিতে হইলে, নিত্য কলহ ও কোলাহল ব্যতীত তাহা সম্পন্ন হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দীনু ভট্‌চাযের ভাগ্য ভাল, তাই তাঁর সংসারে এরূপ অলক্ষ্মী আসিয়া জুঠে নাই, নতুবা এরূপ অলক্ষ্মীদের অনুগ্রহে তাহাকে লক্ষ্মী ছাড়ার দশা পাইতে হইত। দীনু ভট্‌চায নিষ্ঠাবান্, নির্ভীক, সদাচারী ব্রাহ্মণ—বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, পরমেশ্বরে একান্ত ভক্তিমান্ ও নির্ভরশীল, উচিত বক্তা ও স্পষ্টবাদী। তাঁহার গুণাবলীর জন্য সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত ও ভক্তি করিত। তবে ভিন্ন রুচিহি লোকাঃ—সুতরাং তাঁহার শত্রুরও অভাব ছিল না।

দেবী প্রতিমা যথারীতি বরণ করিয়া চণ্ডী মণ্ডপ মধ্যে স্থাপিত হইল। দীনু ভট্‌চাযের বাড়ী লোকে লোকারণ্য—অনেকেই কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছেন, আবার মজা দেখিতে রঙ্গ করিতে আসিয়াছে সেখানে এমন লোকও বিস্তর ছিল। শত্রু পক্ষ গা টেপাটেপি কানাকানি করিল। আপনার রুচি ও অভিরুচি অনুসারে অনেকেই স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, সমালোচনা, সদুপদেশ, সহানুভূতি দীনু ভট্‌চাযের অদৃষ্টে অনেক মিলিল বটে, কিন্তু এ আসন্ন বিপদে আসল সাহায্য কেহই করিল না।

আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে নীল গঞ্জের বাবুরা কেবলমাত্র দশ টাকা সাহায্য করিয়াছেন, আর ইতর জাতীয় কয়েকজন তরীতরকারী ফল মূল কিছু কিছু দিতে স্বেচ্ছায় সম্মত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দুর্গা পূজা যেরূপ ব্যয় সাধ্য হইয়াছে, তাহাতে এ সাহায্য সমুদ্রে শিশির বিন্দু তুল্য। দীনু ভট্‌চায উদ্বিগ্ন হইলেন কিন্তু ভরসা ছাড়িলেন না ; তিনি স্থির করিলেন, কিছু না যোগাড় হয়, ফুল জল বিল্ব পত্র দিয়া মায়ের পূজা করিবেন। ভক্তের সামান্য নিবেদনেও মার একান্ত প্রীতি জন্মে।

সে দিন মহালয়া। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে। তার উপর রাত্রি দশটা হইতে আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকার আরও নিবিড়তর হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে ভীষণ প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইল—তুমুল ঝড় মুষলধারে বারিপাত, ঘন মেঘ গর্জ্জন মাঝে মাঝে ভীষণ বজ্রধ্বনি এবং তৎসঙ্গে বড় বড় বৃক্ষাদির পতন শব্দ জীব জন্তুর প্রাণে উদ্বেগ ও আতঙ্ক উপস্থিত করিল। পূজার আর ছয় দিন মাত্র বাকী, অন্নপূর্ণা ও বীনাপাণি অন্দর মহলে দুর্গাপূজার যথাসাধ্য আয়োজনে ব্যস্ত,

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে হরিদাসের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া দীনু ভট্‌চায গাহিতেছেন।—

"ত্রাহি মে জগতারিণী দুর্গে;
তুমি না তারিলে তারা, কে তারিবে
এ দুর্ভগে।

লজ্জা রাখ শিবরাণী
লজ্জা ভয় নিবারিণী
দুস্তর বিপৎ সাগরে, দীন যে মা ত্রাণ মাগে॥

উভয়ের কণ্ঠ বিষাদময়, আকুলতা ভরা, স্বর মিঠা ও মর্ম্মস্পর্শী। প্রাণ একাগ্র ও তন্ময়—চিত্ত ভাবাবেশে পূর্ণ ও আত্মহারা। একবার, দুইবার তিনবার চারিবার—গীতটী পুনঃ পুনঃ গীত হইতে লাগিল, কতবার গাওয়া হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই, যেন মায়ের জাগরণ ব্যতীত আজ দীনু ভট্‌চায ও হরিদাস নিরস্ত হইবে না।

কতক্ষণ এইরূপে কাটিল কে জানে, এই দুর্য্যোগেও চণ্ডী মণ্ডপের দ্বারে করাঘাত হইল। একে বাহিরের প্রকৃতির ভীষণ তাণ্ডব লীলা, তদুপরি গায়কদ্বয় গানে আত্মহারা ও তন্ময়, সুতরাং এ মৃদু শব্দ ব্যর্থ হইল। তখন বাহির হইতে জোরে শৃঙ্খল ধ্বনি হইল। এ শব্দ এবার নিষ্ফল হইল না। নির্ভীক অন্তরে হরিদাস পিতার অপেক্ষা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে? এ দুর্য্যোগে?"

বাহির হইতে উত্তর হইল—"বিপন্ন পথিক, শীঘ্র দোর খুলুন। এ দুর্য্যোগে আজ রাতের মত একটু আশ্রয় দিন্।"

দীনু ভট্‌চায আর দ্বিধা বা দ্বিরুক্তি না করিয়া অতি ত্বরিত দরজা খুলিয়া দিলেন, এবং তন্মুহূর্ত্তেই প্রবেশ করিলেন। সাশ্রুচর সিক্ত শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা, শুভ্রকেশা, শিরাভরনা এক প্রৌঢ়া রমণী। প্রয়োজনীয় কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর দীনু ভট্‌চাযের নির্দ্দেশ মত হরিদাস রমণীকে সঙ্গে লইয়া অন্দর মহলে চলিয়া গেল।

৪

কাল রাত্রির অবসান হইয়াছে। আকাশ মেঘমুক্ত, উষার অরুণ কিরণে ধরা প্লাবিত; মৃদু মৃদু শীতল সমীরণ প্রবহমান্; সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক ভরপুর। গত রাত্রির প্রকৃতির ভীষণ তাণ্ডব লীলার চিহ্ন তখনও বিদ্যমান, তার স্মৃতি ও শঙ্কা জীব জন্তুর প্রাণে তখনও বর্ত্তমান, তাই সকলের চিত্তে সজীবতা ও স্ফূর্ত্তির অভাব। কিন্তু কর্ম্মের ফেরে, নিয়তির চক্রে মানুষকে এ সকল ক্লেশ তাপ অগ্রাহ্য করিয়া কর্ম্মের আসরে উপস্থিত হইতেই হয়। সুতরাং নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বোল্লিখিত রমণী ধীরে ধীরে দীনু ভট্‌চাযের চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে প্রবেশ করিলেন। অন্নপূর্ণা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

দীনু ভট্‌চায তখন নিত্য সন্ধ্যাহ্নিকে নিযুক্ত ছিলেন। রমণী ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রতিমাকে প্রণাম করতঃ নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দীনু ভট্‌চায আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া উঠিলে রমণী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিলেন।

দীনু ভট্‌চায বিষাদমাখা কণ্ঠে বলিলেন "এস মা, দুদিন রাখ্‌তে পার্‌লাম না এই বড় দুঃখ রৈল, সে অনুরোধ কর্‌বার সাহস বা সামর্থ্য আমার নেই যে মা!"

রমণী উত্তর করিলেন,—"আমার মন আমার ছেলের জন্য বড়ই উতলা হ'য়ে রয়েছে, নতুবা আমিও হয়ত আর দু' একদিন থাকতাম। আশীর্ব্বাদ করুণ, আমার ছেলে সেরে উঠুক, তাকে সঙ্গে নিয়ে আবার আমি আস্‌ব।"

দীনু ভট্‌চায চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কয়েক মিনিট কি ভাবিলেন তারপর আশ্বাসের আরাম নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"কোনও ভয় নাই মা তোমার। এস মা, ছেলে সঙ্গে করে নিয়েই এস মা। আমার যত্নের অনেক ত্রুটি হয়েছে, কিছু মনে করো না, আমার অবস্থা ত দেখ্‌ছ মা।"

রমণী বিনীত স্বরে উত্তর করিলেন,—"যথেষ্ট করেছেন আপনারা; আপনার জনেও অনেক সময় এতটা কেউ করে না। আর অতিথি সৎকার, সে ত এখন কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে; বাড়ীতে কেউ এলে তাকে ছলে বলে কৌশলে তাড়িয়ে দিতেই চেষ্টা করে থাকে।

দীনু ভট্‌চায ব্যথিত স্বরে বলিলেন,—"দুর্য্যোগে অন্ধকারে পথ হারিয়ে তুমি যে অবস্থায় এসেছিলে, পাষাণ পাষণ্ড না হলে সে অবস্থায় কাউকে কেউ আশ্রয় না দিয়ে থাকতে পারে না।

রমণী নতমুখে মৃদু হাসিয়া জবাব দিলেন,—"আপনার উঁচু মন, নরম প্রাণ তাই ও কথা বল্‌চেন কিন্তু অনেকে ঠিক উল্টা রকমই বলে থাকেন। তারা বলে 'অজ্ঞাত-কুলশীলকে বাস দিতে নাই, বাস দিলে বিপদ ঘটে থাকে। কথাটাও যে একেবারে মিথ্যা ভিত্তিহীন তাও কিন্তু নয়, তা' অনেক সময় দেখা যায়। যাক্' এখন আমি আসি।" তারপর, স্বীয় অঞ্চল হইতে একখানি এক শত টাকার নোট লইয়া প্রতিমার পায়ের নিকট রাখিয়া বলিলেন, "এই একশ টাকার নোটখানি মায়ের প্রণামী।" এই বলিয়া প্রতিমাকে আবার প্রণাম করিলেন।

অন্নপূর্ণা এতক্ষণ কথা কহিবার কারণ পা'ন নাই, এক্ষণে দীনু ভট্‌চাযকে কথা কহিবার অবসর না দিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন:—"বড়লোক হ'লে বড় প্রাণ থাকে না এই কথাই লোকে বলে থাকে।

তুমি—কাশেমপুরের রাণীমা—আজ বিপন্নকে উদ্ধার করে সে কথা মিথ্যা প্রমাণ কর্লে। কি আর আশীর্ব্বাদ কর্ব্ব মা, তোমার পুত্র ধনবান্ বিদ্বান, দীর্ঘজীবি হউক—এই আশীর্ব্বাদ তোমাকে কচ্ছি মা। কারণ বিধবার পক্ষে এই কেবল শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ।”

রমণী আর কোন কথা বলিলেন না, দীনু ভট্টচাযও অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পাল্কীতে গিয়া উঠিলেন। বেহারারা পাল্কী লইয়া প্রস্থান করিল। যতক্ষণ দেখা গেল, দীনু ভট্টচায ও অন্নপূর্ণা সাশ্রুনয়নে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন।

(৫)

আজ বিজয়া দশমী। গত তিন দিবস দীনু ভট্টচাযের বাড়ীর দুর্গাপূজা বেশ আড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। কাশেমপুরের রাণীমা আরও কয়েক শত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আজ পূজার কোনও হাঙ্গামা বা আয়োজন ছিল না বটে, কিন্তু আজ দীনু ভট্টচাযের বাড়ী কাঙ্গালী ভোজন। দরিদ্র নারায়ণ সেবা ছিল, সহস্রাধিক দীন দরিদ্রের আহার ও বিদায়ের ব্যবস্থা সুতরাং বন্দোবস্ত বিপুল, বৃহৎ। কাশেমপুরের রাণীমা ও তাঁর পুত্র এবং নীলগঞ্জের বাবুরা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ইহার তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন।

প্রাতে দর্পণ বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে, রাত্রি দশটার পর প্রতিমা বিসর্জ্জন হইবে। দীনু ভট্টচাযের বাড়ীর ঠিক বিপরীত দিকে রাজপথের ধারে দুইবিঘা আন্দাজ একখণ্ড পতিত জমি ছিল। জঙ্গল কাটিয়া, ঘাস ও তৃণগুল্মাদি চাঁচিয়া তুলিয়া এবং গোবর জলে সাফ্ করিয়া এই জমিতে কাঙ্গালী ভোজনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহারই একপার্শ্বে প্রায় পাঁচ কাঠা বাঁশের বেড়া ঘেরা স্থানে পটমণ্ডপের নীচে প্রতিমা আনিয়া রাখা হইল, আর তাঁহারই সাম্নে তাঁহার দীন অনাথ সন্তানদের সেবার ব্যবস্থা হইল।

অপরাহ্ন পাঁচটার সময় কাঙ্গালী ভোজনের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পাঁচটা বাজিবার বহুপূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত পতিত জমি সহস্রাধিক দীন অনাথ আতুরে পূর্ণ হইয়া গেল। আজ মধ্যবিত্ত ইতর ভদ্রের বা ধনীর কাহারও নিমন্ত্রণ ছিল না, কিন্তু কাঙ্গালী ভোজন দর্শনেচ্ছায় বহুসংখ্যক লোক তথায় সমবেত হইয়াছিল!! বিপুল জনতা—কিন্তু রাণীমা, তাঁর পুত্র, নীলগঞ্জের বাবুরা এবং গৃহকর্ত্তার আন্তরিক পরিশ্রম ও যত্নে বেশ শান্তি ও শৃঙ্খলা বর্ত্তমান ছিল।

আহারের প্রায় সময় হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় সেই বৃহৎ বিপুল জনতা ভেদ করিয়া দীন মলিন বস্ত্র পরিহিত, রুক্ষকেশ, জীর্ণশীর্ণ ম্লান একব্যক্তি প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ প্রতিমার পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া বলিল,—“মা, আমায় বেশ উপযুক্ত শাস্তিই তুই দিয়েছিস।” তারপর জনতার দিকে ফিরিয়া ধীর, সুস্পষ্ট, গম্ভীর স্বরে বলিল:—

“আমাকে যেমন সকলে দেখ্ছ, এমন আমি ছিলাম না, কিন্তু দীনু ভট্টচায মহাশয়কে অপদস্থ কর্ত্তে গিয়ে আজ মায়ের কোপে আমার এই দুরবস্থা। আমার ছিল সব, ভট্টচায মহাশয় তা জানেন, কিন্তু পাপের ফলে আমি সব হারিয়েছি। দীনু ভট্টচায মহাশয় আমার এক খাতকের পক্ষ—ন্যায় ও সত্যের পক্ষ—অবলম্বন ক’রে আমার মুখের গ্রাস—খাতকের জমিটুকু আমার কাছ হ’তে ছিনিয়ে যার জমি তা’কে পাইয়ে দিয়েছেন। সেই আক্রোশে তাঁকে বিপন্ন লাঞ্ছিত কর্ব্বার জন্য আমি এই ঠাকুর ফেলেছিলাম, তাঁর উপযুক্ত প্রতিফলও আমি পেয়েছি।” বক্তার জোরে জোরে দীর্ঘশ্বাস পড়িতে লাগিল, নয়ন অশ্রু ভারাক্রান্ত হইল, কিন্তু ক্ষণেকের জন্য নীরব হইয়া দীনু ভট্টচাযের নিষেধ সত্ত্বেও আবার বলিতে লাগিলেন:—“বারণ কোরো না, নিজ মুখে ব্যক্ত কর্লে ইহকালে মুক্তি, পরকালে গতি হয় জান’ত দাদা। মহালয়ার দিন প্রাতে আমি একটা বিশেষ কাজে দূরান্তরে গিয়াছিলাম, দুর্য্যোগে সে রাতে আর ফিরে আসা ঘটে উঠে নি। পরদিন ফিরে এসে দেখি, আমার ঘর পড়েছে, ঘর পড়ে বৌ ছেলে মরে গিয়েছে, জিনিসপত্র সমস্তই নষ্ট হয়েছে। সেই দিন হ’তে শোকে দুঃখে অনুতাপে পথে পথে অনাহারে বেড়িয়ে বেড়িয়েছি, আজ পেটের জ্বালায় ক্ষিদের তাড়নায় কাঙ্গালদের সঙ্গে মিশে এখানে ছুটে খাব বলে এসেছিলাম, কিন্তু বুঝি সে অবসর হল না।” তারপর একবার শুধু ‘ও” বলিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া তিনি সেখানে পড়িয়া গেলেন।

দীনু ভট্টচাযের নাড়ী পরীক্ষায় মৃত্যু আসন্ন স্থির হওয়ায় তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ ধীরে ধীরে সেখান হইতে অপসারিত করা হইল।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়।

ঠাকুরের ভোগ।

হিরণ্ময় নামে এক রাজা ছিলেন। ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্ম তাঁহার মন বড় ব্যাকুল হইল। "কবে ঈশ্বরকে দেখিতে পাবো।" বা কোথায় ঈশ্বরকে দেখিতে পাবো, রাজা দিনরাত্রি এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। একদিন সকালে যখন সূর্য্য কেবল উঠিয়াছে, তাঁহার লাল আলোতে রাজবাড়ী, গাছের পাতা, দূরে মন্দিরের চূড়া—সব সোণার মত চিক্‌মিক্ করিতেছে—নীচে সবুজ ঘাসের উপর পবিত্র শিশিরবিন্দু সূর্য্যের আভায় হীরার মত নানা রঙ্গে জ্বলিতেছে। ফুলগুলি যেন তাহা দেখিয়া ছোট ছেলের মত হাসিয়া হাসিয়া বাতাসের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে; বাতাস ফুলের সুগন্ধ গায় মাখিয়া এদিকে ওদিকে আস্তে চলিয়া লোককে সুগন্ধে আমোদিত করিতেছে—আকাশে পাখীরা গান করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। এই প্রাতে সকলেই সুখী। কিন্তু হিরণ্ময় রাজার সুখ নাই। অদ্যাপি ভগবানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। রাজবাড়ীতে ভগবানকে পাওয়া গেল না। রাজা মনে করিলেন,—"অদ্যই আমি এই অট্টালিকা ত্যাগ করিব, দেশে দেশে ফিরিব, ভগবানকে খুঁজিয়া বাহির করিবই।"—একাকী গম্ভীরভাবে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, তিনি রাজবাড়ী হইতে বাহির হইলেন। নগরের প্রান্তে যখন আসিলেন, সম্মুখে দেখেন, একজন রোগা, খোঁড়া কুষ্ঠ রোগী। সে কাতরাইয়া বলিল, "বাচারকে কিছু ভিক্ষা দিন, ক্ষুধায় মরিতেছি।" রাজা দেখিলেন, সেই ভিক্ষুকের গা হইতে মাংস পচিয়া খসিয়া পড়িতেছে; বড়ই বীভৎস,—যেন সেই প্রাতঃকালের রাজা চিক্‌চিকে আভার উপর কি একটা বিশ্রী কাল দাগ পড়িয়াছে। রাজা নাকে কাপড় দিয়া তাহার দিকে একটা মোহর টক্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া, চট্ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

* * *

রাজা হিরণ্ময় দেশে দেশে কতকাল ফিরিলেন, দূরে আরও দূরে—বিজন বনে, উচ্চ পর্ব্বতে, জনাকীর্ণ নগরে, গ্রামে, প্রান্তরে—কত স্থানে ঘুরিলেন, ভগবানের উদ্দেশ্যে—কিন্তু কোথাও ভগবানের দেখা পাইলেন না। কেবল দেখিলেন, মানুষের অত্যাচার, নির্ম্মমতা, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামি। দেখিলেন, কত বড় মানুষ টাকা নষ্ট করিতেছে; নর্দ্দমায় ভাত ফেলিয়া দিতেছে—তবু নিকটে যে গরীব না খাইতে পাইয়া তিল তিল মরিতেছে, তাহাকে ডাকিয়া এক মুঠা অন্ন দিতেছে না। ইহা দেখিয়া রাজার মনে হইল, "ইহাই বুঝি ঘোর কলির আবির্ভাব। যাহা হউক, ভগবানের ত দয়া হইল না, তিনি দেখা দিলেন না। আর পথে পথে ফিরিয়া কি হইবে? যাই, বাটী ফিরিয়া যাই।—রাণী ও কুমারকে অনেক দিন না দেখিয়া মন বড়ই আকুল হইয়াছে।"

রাজা বাটী ফিরিলেন। কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, হাতে একটি ঘটী, পরণে ছেঁড়া ময়লা কাপড়। বর্ষার জলে, গ্রীষ্মের রৌদ্রে, রাত্রির শিশিরে, রাজার মুখে কালিমা পড়িয়াছে, কপালে দাগ বসিয়াছে, চুল কটা ও রুখু, রং কাল হইয়াছে। হাঁটিয়া হাঁটিয়া পায় দড়ির মত শির উঠিয়াছে। সূর্য্য অস্ত যাইব যাইব হইয়াছে—এমন সময় রাজা বাটীতে উপস্থিত হইলেন। শুনিলেন, আর এক ব্যক্তি রাজা হইয়াছে। দ্বারবান তাঁহাকে চিনিল না। কড়া দারোয়ানি সুরে তাঁহাকে ভাগাইয়া দিল। ক্ষুধার্ত্ত হিরণ্ময় রাজা অগত্যা ফিরিলেন। তাঁহাকে কেহ চিনিল না, মানিল না। তিনি আস্তে আস্তে নগরের বাহিরে আসিলেন। রাত হইল, আকাশ রাশি রাশি কাল মেঘে ঢাকিয়া গেল, ঝড় উঠিল, কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিতে লাগিল, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। হায়, রাজা হিরণ্ময়ের কি হইল! মাথার উপর দিয়া ঝড় বৃষ্টি যাইল, আকাশ পরিষ্কার হইল। নিকটে দেবমন্দির, সেইখানে রাত কাটাইবেন, মনে করিলেন। কিন্তু বড় ক্ষুধা পাইয়াছে! নিকটে নদী বহিয়া যাইতেছে। সেই নদীর ঘাটে গিয়া বসিলেন। সঙ্গে একটী মাত্র ফল ছিল। তাহা বাহির করিয়া খাইবেন, এমন সময় সেই কুষ্ঠগ্রস্ত ভিক্ষুককে দেখিতে পাইলেন। সে আবার কাতরস্বরে ভিক্ষা চাহিল। রাজা হিরণ্ময় এখন স্বয়ং ভিক্ষুক। ভিক্ষুকে ভিক্ষুকে ভাই ভাই ভাব। এখন আর সে ঘৃণার ভাব নাই। হিরণ্ময় সেই ফলটি ভাঙ্গিয়া তাহার আধখানি এবং নদী হইতে জল আনিয়া ভিক্ষুককে দিলেন। ভিক্ষুকের খাওয়া হইলে নিজে ফলের অপর আধখানি খাইলেন।

ইতিমধ্যে সেই স্থানে একটা আশ্চর্য্য আলো হইয়া উঠিল। সেই কুষ্ঠগ্রস্ত ব্যক্তিকে আলোকের ভিতর দেখিতে পাইলেন। সে ক্ষণকালের মধ্যে সুন্দর দেবমূর্ত্তি ধারণ করিল—সত্যই দেখিতেছি যে, ইনি দেবতা। সেই আলো আরও আলোকময় হইল, সেই আলোর ভিতরে সেই মূর্ত্তি আরও শোভাময় হইল। তাহার লাল আভায় চতুর্দ্দিক আলোকময় হইয়া যাইল। তখন সেই দেবতা বলিলেন,—"দেখ হিরণ্ময়! তুমি যাহাকে দরিদ্র কুষ্ঠগ্রস্ত দেখিয়াছিলে, সেই আমি, ভগবান্। তুমি রাজবাটী ত্যাগ করিবার সময়ে দরিদ্র কুষ্ঠগ্রস্তকে নাক সিটকাইয়া ঘৃণার সহিত যে একটী মোহর দান করিয়াছিলে, সে আমাকে দিয়াছিলে, কিন্তু সে দান আমি লই নাই। কেন না, প্রকৃতপক্ষে সে দান করা হয় নাই, সে কেবল আমার প্রতি ঘৃণা, অপমান প্রকাশ করা হইয়াছিল। ঘৃণার সহিত যে দান করা যায়, সে দান নহে, সে পাপ, নরককুণ্ডে পাপের আহুতি।

হৃদয়াতে গলিয়া শুদ্ধমনে যে দান করা যায়, যে দানের সহিত হৃদয় মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহাই দান, তাহাই পুণ্য। দাতা দয়া ও স্নেহে গরিবকে যে অন্ন দেন, তাহাতে আমাকে ভোগ দেওয়া হয়। ঐ যে নিকটে মন্দির দেখিতেছ, উহাতে যে এত জাঁক করিয়া প্রত্যহ অতি উপাদেয় ভোগ দেওয়া হয়, তাহা আমি লই না, তাহাতে আমি তুষ্ট নহি। কিন্তু গরীবকে যে অন্নদান করা হয়, বৈকুণ্ঠধামে তাহা আমার নিকট পঁহুছে। সুতরাং গরিবকে যিনি খাওয়ান, তিনি তাহাতে গরীবকে, আমাকে এবং নিজেকে, এই তিনজনকে এককালে খাওয়ান—কেন না, তাহাতে গরিবের দুঃখ দূর হয়, আমাকে ভোগ দিয়া পূজা করা হয় এবং নিজের আত্মার পরিপুষ্ট ও পুণ্যসঞ্চার হয়। * * * হে হিরণ্ময়! তুমি ভক্তিযোগে দানমাহাত্ম্য, গরিবের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছ। তাই তোমার নিকট আমি আমাকে প্রকাশ করিলাম। যাও, অদ্য হইতে তোমার নাম ভক্তিময় হইল। তোমার রাজ্য তুমি ভক্তের হৃদয় লইয়া শাসন কর, নিজের ছেলের মত গরিবদিগকে প্রতিপালন কর।"

এই বলিয়া নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন। এ দিকে বাজনা বাজিয়া উঠিল। ভক্তিময় রাজা দেখিলেন, অগণ্য লোক আলো জ্বালিয়া নিশান উড়াইয়া, শাঁক ঘণ্টা ফুল চন্দন মালা হাতে করিয়া, শাঁক ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে, এক অতি চমৎকার হাওদা লইয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে। তাহারা সকলে তাঁহার নিকট আসিয়া জয়ধ্বনি করিল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাজাকে সেই হাওদাতে বসাইয়া, তাহারা মৃদঙ্গ ও ভেরী বাজাইতে বাজাইতে, মহানন্দের ঢেউ তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে রাজভবনে লইয়া চলিল।

তাহার পরদিন হইতে ভক্তিময় রাজার রাজ্য এক নূতন ভাব ধারণ করিল। যাহাদিগের অন্নকষ্ট, তাহাদিগকে অকাতরে অন্নদান করা হইতে লাগিল। যাহারা মূর্খ তাহাদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল। * * * প্রজাদিগের সকল রকম দুঃখে দুঃখী হইয়া তিনি তাহাদের দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন। * * * তাঁহার রাজ্য ক্রমে মর্ত্ত্যে স্বর্গ হইয়া উঠিল।

৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৷০ টাকা। (Registered No C. 431

THE BUSINESSMAN

কাজেরলোক

২১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। | New Series. October, 1927. | নূতন সংস্করণ। অক্টোবর, ১৯২৭। | Vol. 21 No 10

মাত্র ৪৫৲

টাকায় অনায়াসে বহুনোপযোগী

"ডেকা" গ্রামোফোন্

যাহারা কার্য্যোপলক্ষে মফঃস্বলে যাতায়াত করেন ইহা তাঁহাদের জন্যই নির্ম্মিত। ওজন মাত্র ৴৪ সের অন্যান্য মডেলের গ্রামোফোন্, রেকর্ড, সঙ্গীত যন্ত্রাদির সচিত্র বিশেষ পূজা ক্যাটালগের জন্য "কাজের লোকের" নামোল্লেখ করিয়া ৶৹ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

"CHANDIFLUT"
CALCUTTA

এন্. বি. সেন এণ্ড ব্রাদার্স

গ্রামোফোন ও বাদ্যযন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত দোকান

১-সি বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

কলিকাতা ৩৩৭৫

গ্লোব্ ফাউণ্টেন্ পেন্

হাণ্ডেল দিব্য মোটা, সোণালী নিপ্, আপনা আপনি কালী গ্রহণ করে (Self filling) সুন্দর লেখা হয়, কালী ঝাড়িতে হয় না, একবার কালী দিয়া ৩।৪ দিন লেখা হইবে। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রস্তুত, ক্লীপ্ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সোণালী গিল্‌টী করা। মূল্য ৩॥৹ টাকা, ভিপি স্বতন্ত্র। ডজন ৩৬৲ টাকা। ইতিপূর্ব্বে এত সুন্দর ফাউণ্টেন পেন্ এদেশে আসে নাই। "কাজের লোকের" গ্রাহকগণ ৩৲ মূল্যে পাইবেন। সন্তোষজনক না হইলে মূল্য ফেরৎ। খুব ভাল জিনিস।

ম্যানেজার, কাজের লোক,
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

অতি আবশ্যকীয়

পুস্তক।

বেকারের উপায়—

মূলধন না থাকিলে বিশ্রাম সময়ে অর্থোপার্জ্জনের নানা উপায় ইহাতে আছে। মূল্য ॥৶৹ মাত্র।

হোমিওঃ টাইফয়েড চিকিৎসা—

সরল বাঙ্গালা ভাষায় রেপার্টরী সমেৎ এমন পুস্তক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ১৲ টাকা। হোমিওপ্যাথিক কলেজের ছাত্রগণ সুবিধা দরে পাইবেন।

কাজের লোক পুস্তক বিভাগ,

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২১শ বর্ষ। | New Series. | নব পর্য্যায়। | Vol. XXI.

১০ম সংখ্যা। | OCTOBER 1927. | পূজা-সংখ্যা অক্টোবর ১৯২৭। | NO X.

শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজার সময় নিরূপণ।*

১৫ই আশ্বিন রবিবার দুর্গা ষষ্ঠী—পূর্ব্বাহ্ন ঘ ৯।৫১।১১ সেঃ মধ্যে ষষ্ঠাদি কল্পারম্ভ। সায়ংকালে আমন্ত্রণ ও অধিবাস। দিবা ১।৩৮।৫১ সেঃ গতে অক্ষয়া-স্নানাদি।

—

১৬ই আশ্বিন সোমবার সপ্তমাদি কল্পারম্ভ। পূর্ব্বাহ্ন ঘঃ ৯।৫১।৩ সেঃ মধ্যে। দিবা ঘঃ ৭।২৩।৫ সেঃ মধ্যে ও ৮।৫১।৫৪ সেঃ মধ্যে নব পত্রিকা প্রবেশ ও স্থাপন, সপ্তমী বিহিত পূজারম্ভ। রাত্রি ঘঃ ১১।২৫।২৭ সেঃ গতে ঘঃ ১১।১৩।২৭ সেঃ মধ্যে অর্দ্ধরাত্রি পূজা বিহিত। দেবীর গজে আগমন। ফল—সুবৃষ্টি, শস্য বৃদ্ধি।

—

১৭ই আশ্বিন মঙ্গলবার মহাষ্টমীর উপবাস এবং বীরাষ্টমী ব্রত। দিবা ঘঃ ৯।৫০।৫৯ সেঃ মধ্যে মহাষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্ত। দিবা ২।০।৪৯ সেঃ গতে সন্ধিপূজা আরম্ভ, দিবা ঘঃ ২।২৪।৪৯ সেঃ গতে বলিদান ও ২।৪৮।৪৯ সেঃ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন।

—

১৮ই আশ্বিন বুধবার দিবা ঘঃ ৯।৫০।৫২ সেঃ মধ্যে মহানবমী বিহিত পূজা প্রশস্তা।

১৯শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার। পূর্ব্বাহ্ন দিবা ঘঃ ৯।৫৯।৫৮ সেঃ। দিবা ৯টা ১৫ মিঃ মধ্যে দশমী বিহিত পূজা সমাপন ও বিসর্জ্জন। অপরাজিতা ধারণ। বিজয়া দশমীকৃত্য; দেবীর দোলায় গমন। ফল—মড়ক।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব।

---

* দুঃখের বিষয় বাঙ্গালায় এত পঞ্জিকা আছে, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও সময়ের মিল নাই। পঞ্জিকা গুলির সময় এক হইলে হয়তো পূজা পার্ব্বন সার্থক হইত।

কাঃ সঃ

অবকাশ প্রার্থনা

চির প্রথানুসারে শ্রীশ্রী৺ শারদীয়া পূজোপলক্ষে "কাজেরলোক" আফিস ৩ সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকিবে, সেইজন্য গ্রাহকগণের নিকট আমরা অবকাশ প্রার্থনা করিতেছি। মহামায়ার কৃপায় সকলে পূজার আনন্দ উপভোগ করুন, ইহাই কামনা।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

এস জননী,—দিন ফুরিয়ে এল মা—জীবনরবি অস্তমিত প্রায়। অনিত্য সুখের আশায় তোকে ডাকবারও সময় পাই নাই। আজ মনে হচ্চে, কি করে গেলাম—কি এখনও কচ্ছি—তাই মনে আসে, দেবাসুর সংগ্রামে যেমন করে দেবতারা তোমার স্তব করে ছিলেন, তেমনি করে স্তব করে তাপিত প্রাণ শীতল করি। বড় দুঃসময়—জীবনের আজ বড় দুর্দ্দিন—এ দুর্দ্দিন দূর করে তোমার সর্ব্ব দুঃখহরা চরণ তরী দিয়ে রক্ষা কর।

স্তব।

নমি ও রাজিব-পদে শিবে শুভঙ্করী,
শুভদে বরদে ভদ্রে ও মা ক্ষেমঙ্করী।
গৌরী রৌদ্রা জগদ্ধাত্রী সিদ্ধি-ঋদ্ধিদাত্রী,
লক্ষ্মী আর অলক্ষ্মী মা তুমি সর্ব্বকর্ত্রী।
নমি পদে ও মা দুর্গে। দারিদ্র্যনাশিনী,
দীনের জননী মাগো যজ্ঞস্বরূপিণী।
তমোময়ী তারিণী মা নমি তব পায়,
বিশ্বের আধার তুমি ক্রিয়ারূপা কায়।
কীর্ত্তিময়ী ভীমা রমা নিত্য স্বরূপিণী,
বার বার প্রণিপাত করি নিস্তারিণী।
বিষ্ণুমায়া মহামায়া যোগমায়া তুমি,
কোটি কোটি প্রণিপাত লুটাইয়া ভূমি।
চেতনারূপিণী মাতা করি প্রণিপাত,
বুদ্ধিরূপে রহ সদা সর্ব্বজীব সাথ।
নিদ্রারূপে রহ সদা সর্ব্বজীবময়,
প্রণিপাত তব পায় দাও গো অভয়।
ক্ষুধারূপে রহ সদা সর্ব্বভূতে তুমি,
প্রণিপাত করি সদা ও চরণে আমি।
জয়রূপে রক্ষা কর জগতের জনে,
শক্তিরূপে বিশ্বে তুমি বিরাজ যতনে।
তৃষ্ণারূপে রহ সদা সর্ব্বভূতময়,
প্রণাম ও রাঙা পায় দানহ অভয়।
ক্ষান্তিরূপে থাক মাগো সকল ভূতেতে,
জাতিরূপে থাক সদা তুমি সর্ব্বভূতে।
প্রণাম তোমার পায় ওগো নিস্তারিণী।
লজ্জারূপে ছায়ারূপে বিরাজকারিণী।
স্মৃতি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তিরূপা কায়া,
দয়া, তুষ্টি, মাতৃরূপা, ভ্রান্তিময়ী মায়া।
চিৎরূপে রহ সদা জীবের অন্তরে,
বার বার প্রণিপাত চেতনা আধারে।
দানবদলনী মাতা রক্ষ দেবতায়,
দানব-তাড়নে মাগো পাইয়াছি ভয়।
জগৎ-জননী জয়া জগৎ-ঈশ্বরী,
রাখহ সন্তানে মাগো দানবে সংহারি।

(চণ্ডী)

"ডাকের মত ডাক্‌লে পরে
মা তোমার তো সাড়া দিতো"

মা—মা—বলে এত ডাকি, তবু মায়ের দয়া হয় না আমরা এই কথাই বলে থাকি—কিন্তু আমরা কি মাকে ডাকি, না ডাক্‌তে জানি।

"ডাকের মত ডাক্‌লে পরে
মা তোমার তো সাড়া দিত"

আমাদের ব্যাকুলতা মায়ের জন্য নয়, আমাদের ব্যাকুলতা কেবল কামিনী ও কাঞ্চনের জন্য—স্বার্থের জন্য। মায়ের দর্শন পেতে বা মাকে বুঝতে চেষ্টা আমরা করি না।

মা আমাদের দশপ্রহরণধারিণী—দশ হস্তে দশকর্ম্ম করে জগতকে দেখাচ্ছেন, ওরে আমাকে পেতে হলে—আমার অনুগ্রহ লাভ কর্ত্তে হলে সাধনা কর্ত্তে হবে, তবে আমার স্বরূপ দেখ্‌তে পাবি, তবে অমৃতধারার আস্বাদ পাবি, নইলে সাত জন্ম মা মা বলে চেঁচালেও দেখ্‌তে পাবি না।

জগজ্জননীর নিকট চিরকালই কর্ম্মীর আদর, তাতে জাতি ধর্ম্ম নাই। যে কর্ম্মী—যে সাধক, সেই তাঁর অসীম শক্তি এবং তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারে ও পেরেছে। শুধু কথার ছটায়, তাকে বোঝ্‌বার যো নাই—পাবার উপায় নাই। তাই বলছিলাম,—মাকে ডাকে কে, যে তাঁর স্বরূপ বুঝ্‌তে পারবে?

জগৎ মাতার করুণার কি সীমা আছে? জনম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁর করুণার জন্যই

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

জীব বেঁচে থাকে। জল, বায়ু, অগ্নি, শস্য ফল মূল এ সকল তাঁরই করুণায় ভোগ ক'রে যে জীব বেঁচে থাকে—শক্তি স্বরূপিণী যে শক্তি রূপে অহরহই জীবদেহে বিরাজিতা—এ'কে ভুলে আমরা নিজের অহং জ্ঞানেই উন্মত্ত হয়ে থাকি। আমি এত কাজ করি, আমার মত বুদ্ধিমান, আমার মত ধনী, আমার মত শক্তি—কার? এই অহঙ্কারেই আমরা তো আত্মহারা হয়ে সারা জীবনটা কাটাই। কিন্তু একবার নিজের ভিতর উকি মেরেও দেখি না যে কার শক্তিতে আমার এই জড় দেহটা কলের মত কাজ করে যায়, কে আমাকে চালায়। সেই যে শক্তি, তাকে কর্ম্মের সাধনায় জাগিয়ে রাখ্‌তে পারলেই সাধনাতেও সিদ্ধি লাভ করা যায়, আর শক্তি স্বরূপিণীর স্বরূপও বোঝা যায়। তাঁকে ডেকে সাড়া পেতে হলে তোমার অন্তর্নিহিত শক্তিকে ঐকান্তিকতার সহিত জাগ্রত করে তুল্‌তে হবে—তবে মায়ের করুণা—মায়ের শক্তি—মায়ের স্বরূপ উপলব্ধি হবে। বাঙ্গালী! মায়ের অনুগ্রহ লাভ কর্ত্তে হলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও—দেশ-মাতৃকার কাজ করে করুণাময়ী জগন্মাতার করুণা লাভে ধন্য হও। মায়ের এই করুণা লাভের জন্য রঘুবীর নিজের চক্ষু উৎপাটন করে মাকে যখন দিতে গিয়েছিলেন, তখনি মা মূর্ত্তিমতি হয়ে সদয় হয়েছিলেন। তুমি সেই জননীকে ছুটো আলোচাল আর নৈবিদ্য দিয়েই খুবই করেছ মনে কর? তা হবার নয়। তাতে ভবি ভোলবার নয়। মাকে সত্যনিষ্ঠ হয়ে ডাকের মত ডাকলেই সাড়া পাবে। সে একনিষ্ঠ সাধনা কৈ তোমার? এই যে স্নিগ্ধ সমীরণ, সুপেয় বারিধারা, সুমিষ্ট ফল—শ্যামল বনস্পতি, প্রকৃতির উপভোগ্য সৌন্দর্য্য, জীবন ধারণের জন্য শস্যরাজী—এতে আপামর সাধারণের ভোগের সমান অধিকার দিয়েছেন। তাঁর এই যে সকল দান—এ ভোগ কর্ত্তে কারও বাধা নাই। এ দেখেও মনে আসে না—যে তাঁর করুণা লাভে কোন জাতি ধর্ম্ম ভেদ নাই। যে চেষ্টা করবে, সেই অবাধে ভোগ কর্ত্তে পাবে। তবেই বোঝ যে তাঁর করুণার সীমা নাই—এই মায়ের মহিমা বুঝতে হলে অহং জ্ঞান, ভেদাভেদ জ্ঞান—ভুলতে হবে, হিংসা দ্বেষ লোভ পরিত্যাগ কর্ত্তে হবে। প্রাণের ডাকে একবার মা মা বলে ডাক্‌লে তখন মাকে দেখ্‌তে পাবে।

মা আমাদের সর্ব্বমঙ্গলা—সর্ব্বার্থ সাধিকা, শক্তি সম্পদদায়িনী—তাঁকে যে ডাক্‌তে জানে—তার সকল আশাই একেবারে মিটে যায়। কবে তেমনি ডাকে ডাক্‌বো?

সাম্প্রদায়িকতা।

—:০:—

যাঁহারা ভাললোক, ধর্ম্মই যাঁহাদের প্রাণ, তাঁহারা কখনও সাম্প্রদায়িকতায় প্রশ্রয় দেন না।

পরমেশ্বর এক, কিন্তু তাঁর ভাব অনন্ত—এক ঈশ্বর—ভাবে বহু। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এইটী অতি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়েছেন।

"যেমন একই চিনিতে নানারকম ছাঁচের মট প্রস্তুত হয়, তেমনি একই ভগবান নানাভাবে নানারূপে নানা স্থানে পুজিত হয়ে থাকেন।"

"একই সোনাতে নানা রকমের গহনা প্রস্তুত হয়। কোন গহনার সঙ্গে কোন গহনার সাদৃশ্য না থাকলেও সোনা সম্বন্ধে যেমন সকলেই এক, সেইরূপ ঈশ্বরের নানা রূপের ও নানা ভাবের মিল না থাক্‌লেও স্বরূপতঃ কাহারও সহিত কাহারও প্রভেদ নাই।"

যাঁহারা ধর্ম্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে থাকেন, তাঁরা নিশ্চয়ই নিজ ধর্ম্মের এবং ভগবানের মহিমা সংকীর্ণ করে তোলেন।

এখনকার ধর্ম্মের নামে যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে সে হিন্দুই হউক বা মুসলমান, খৃষ্টানই হউক, তাঁহারা ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করার আবশ্যকতা স্বীকার করে না।

পরমহংস দেব বলেছেন—

বাড়ীর কর্ত্তা একজন, তার সঙ্গে নানা ব্যক্তির নানা সম্বন্ধ। তিনি কারো খুড়ো, কারও জ্যেঠা, কারও বাবা, কারও মামা কারও মুনিব কারও স্বামী। তাঁর সঙ্গে সকলের সম্বন্ধ থাক্‌লেও যেমন তিনি একই জন—অদ্বিতীয়, সেইরূপ ভগবানের সহিত ভিন্ন ভিন্ন মানবের ভাবের প্রার্থক্য থাকলেও ভগবান সেই এক এবং অদ্বিতীয়।"

কি সুন্দর মীমাংসা! ধর্ম্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। এক উদ্দেশ্য ভগবানে অনুরাগ—যে যে ভাবেই তাঁকে ডাকুক না কেন, সে ডাক সেই একই জনের নিকটই পৌঁছিবে, তবে বিবাদ বিসম্বাদ করে মরা কেন?

পরমহংসদেব উপদেশ দিচ্ছেন।

"সকলেই আপনাপন জমী পাঁচিল দিয়ে ভাগ করে নেয়, কিন্তু অখণ্ডনীয় আকাশকে কেউ ভাগ কর্ত্তে পারে না। মানুষ অজ্ঞানতা-বশতঃ আপনার ধর্ম্মভাবকে সত্য এবং শ্রেষ্ঠ বলে থাকে, কিন্তু জ্ঞান হলে সকল ধর্ম্মভাবেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে বিরাজমান দেখ্‌তে পায়।" এ ভাব যে ধর্ম্মে নাই, সে ধর্ম্ম সংকীর্ণতাদুষ্ট।

"যেমন গৃহস্থের বৌ—সে শ্বশুর ভাসুর দেবর ইত্যাদি এক পরিবারভুক্ত সকলেরই সেবা শুশ্রূষা করে। কিন্তু এক স্বামী ভিন্ন আর কারো নিকট শয়ন করে না, সেই রকম সকল ধর্ম্মভাবের প্রতি সম্মান ও মর্য্যাদা দেখাবে এবং আপনার ভাবে দৃঢ় নিষ্ঠা ও অনুরাগ রেখে সাধন ভজন করবে।"

"ও সাকার মানে, ও নিরাকার মানে, ও খৃষ্টান ও মুসলমান ও হিন্দু, এই বলে কখনও কাকেও ঘৃণা করো না। ভগবান যাকে যেমন বুঝিয়েছেন, সে তেমনি বুঝেছে, এই ভেবে সকলকে ভালবাসবে। তারপর নিজের ঘরে এসে আপনার ভাবে ডুবে শান্তি ও আনন্দ ভোগ করবে।"

"নানা লোকের গরু যখন মাঠে গিয়ে চরে, তখন সব এক হয়ে যায়—একপালের গরু। আবার যখন সন্ধ্যার সময় গরুগুলি ঘরে ফেরে, তখন সব পৃথক হয়ে যে যার ঘরে চলে যায়। এইরকম ভাবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে পার।"

কি চমৎকার উদার ভাব! মানুষ যদি এমনি ভাবের ভাবুক হতে পার্‌তো, তা'হ'লে সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্ভাবনাই থাক্‌তো না। ধর্ম্মের কথা তুল্‌তে হ'লে উদার হতে হবে। আমাদের দেশের ভট্টাচার্য্য এবং মৌলবী মহাশয়রা যদি জনসমাজে এই উদারনৈতিক ভাব প্রচার করে অশিক্ষিত লোকদের কুসংস্কারগুলি বিদূরিত করবার চেষ্টা কর্ত্তেন, তাহলে আজ এই ভীষণ সাম্প্রদায়িকতাজনিত বিদ্বেষ বহ্নির সৃষ্টি হতে পার্‌তো না।

কিন্তু পরিতাপ—ধর্ম্মের জন্য এই সাম্প্রদায়িকতা নয়—ঘৃণিত স্বার্থের জন্যই এই অনর্থের সৃষ্টি। তবে মানবের ঘৃণিত স্বার্থের মধ্যে ভগবান বা তাঁহার অবতারকে টানিয়া আনা কেন? একথা কে এমন মহান্ হৃদয় লোক আছেন যে বুঝিয়ে দেয়? যে জাতি যত অপরের ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ, সেই জাতি ততটাই নিজের ধর্ম্মকে কলঙ্কিত এবং সঙ্কুচিত করে থাকে। সে ধর্ম্মের মহিমা অল্পদিনের মধ্যেই জনসমাজে নিষ্প্রভ এবং ম্লান হয়ে যায়। ধর্ম্মের নামে নরহত্যা, নারীনিগ্রহ যদি অবাধে—হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান চালায়, তা'হলে সে ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মের অবতারগণকেই লোকসমাজে হেয় করা হয়। সমস্ত ধর্ম্মই ভাল, কারও ধর্ম্মই নিন্দনীয় নয়। মানুষের আচার ব্যবহার নিন্দনীয় হতে পারে, হলে তাতে সমাজের অনিষ্ট হয় বটে, কিন্তু ধর্ম্মকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা নির্ব্বোধের কাজ। কোন ধর্ম্মেরই নিন্দা কর্ত্তে নাই এই কথা হিন্দুধর্ম্মের মহর্ষিগণ উপদেশ দিয়েছেন। অন্য ধর্ম্মেও সেই উদার নীতিই থাকা সম্ভব, তা না হলে সেটা ধর্ম্ম বলেই জগতের সম্মুখে দাঁড়াতেই পার্‌তো না। ধর্ম্মের প্রধান উপকরণ হলো প্রেম—ভালবাসা। খুব উদার ধর্ম্মের নীতি হলো বিশ্বপ্রেম, জগতের তাবৎ বস্তু জীব জন্তু ভগবানের সৃষ্ট বলে তাকে ভালবাস্‌তে যাওয়া, মুখে নয়—প্রাণে প্রাণে। সেই হলো উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম—আর সেই ধর্ম্মের দিকেই অনায়াসে লোকে আকৃষ্ট হতে চায়। জোর জবরদস্তি করে কেহ কারো ধর্ম্মে কাকেও নিয়ে যেতে পারে না। এই যে প্রেম—ইহার আকর্ষণে হিংস্র জন্তুও আপনার ধর্ম্ম ভুলে প্রেমেরই বশীভূত হয়ে যায়। তখনকার ঋষিদের আশ্রমে ব্যাঘ্র এবং হরিণ একসঙ্গে বসবাস কর্ত্তো এই প্রেমের গুণে। যে ধর্ম্মে প্রেমের অভাব, সেটা লোকচক্ষে নিকৃষ্ট ধর্ম্মই হয়ে যাবে।

হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খৃষ্টান হোক, বৌদ্ধ হোক, তাকে নিজের নিজের ভগবানের উদার প্রেমের মহিমাই জগতের চক্ষে ধর্‌তে হবে, তবে সে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব চিত্তাকর্ষক হবে।

এসম্বন্ধে মুসলমানের এবং হিন্দুর ভাল ভাল জ্ঞানী লোক অজ্ঞান অশিক্ষিতদিগকে বোঝাবার অবশ্য চেষ্টা করেছেন এবং কচ্ছেনও বটে, কিন্তু কেউ শুন্‌ছে না—স্বার্থ যার মূলমন্ত্র, যুক্তি শাস্ত্র তাদের কাছে নির্ব্বাক নিস্পন্দ। কানাকে একবার যখন শাকের ক্ষেত দেখিয়েছ, তখন সে শাক চুরি না করে থাক্‌তেই পারে না। তবে দুঃখ এই যে নিজে নিজের ধর্ম্মকে কলঙ্কিত কল্লে।

আগমনী।

আবাহন।

বরষের পরে শারদ বাসরে
তব সুতগণে চাহে পূজিবারে
এস কৃপাময়ী এস কৃপা করে
দেও মা বাড়ায়ে শ্রীপদরতন।

ভক্তিজবা আর প্রীতি বিল্বদল
প্রেম-মতি-মালা রেখেছি সকল
পূজিবারে সাধ চরণ কমল
তোমার অভয়ে! অভয়চরণ॥

বীর্য্যসিংহোপরি করি আরোহণ
দশভুজে ধরি আয়ুধ ভীষণ
করি তমোরূপ অসুর নাশন
রক্ষ সবে ঘোর সংসার সমরে।

আ্স পূজা লও মাগো গিরিসুতে
ধোয়াব চরণ নেত্রবারি পাতে
মুছাব ওপদ রাখিয়া মাথাতে
জাগে এ বাসনা জাগে গো অন্তরে॥

বড় সাধ মনে ওপদ রতন
ধরিব হৃদয়ে করিয়া যতন
পেতেছি মা তাই হৃদি সিংহাসন
ডাকিতেছি সবে তোমারে কাতরে।

শক্তি স্বরূপিণী করুণা নয়নে
চাহ একবার সন্তানের পানে
কর শক্তিদান শক্তিহীন প্রাণে
পূজিবারে যেন পারি গো তোমারে॥

সংসার কারায় মোহের অর্গলে
আছি বদ্ধ মাগো মায়ার শৃঙ্খলে,
কর মুক্ত মাগো কালের কবলে,
কাত্যায়নী কৃপা করগো কাতরে।

তোমা বিনা মাগো কেহ এ দুর্দ্দিনে
রক্ষিবারে নারে অভয় প্রদানে
তাই মা লয়েছি শরণ চরণে
দাও দয়াময়ী পদ দয়া করে॥

মূঢ় মোরা অতি জানিনা অর্চ্চন
কিরূপে পূজিব তোমার চরণ
তবু পূজিবারে চাহে সদা মন
শিখাও পূজন অধম তনয়ে।

কি আছে পূজিব কি উপকরণে
কি দিয়ে সাজাব ও রাঙ্গাচরণে
তুষিব তোমারে আত্ম বলিদানে
কৃপা করি পূজা লওমা অভয়ে॥

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

"ভবের পদ্মপত্রে মোরা করছি টল্‌মল্‌।"

শ্রীঅমিয় কুমার মিত্র।

(গল্প)

রথীন্দ্রনাথ এক মার্চ্চেণ্ট আফিসের কেরাণী। মাত্র চল্লিশ টাকা বেতন পায়। কলকাতার এক সঙ্কীর্ণ গলির একটা জীর্ণ মেসে সে থাকে।

অল্প বয়সেই বাপ-মা তার বিয়ে দিয়েছিল। এখন আর বাবা বেঁচে নেই; নাতি নাতনির মুখ দেখে কিছুদিন হ'ল তিনি সানন্দে মহা-প্রস্থান করেছেন। দেশে এখন রথীন্দ্রনাথের বহু পুত্রবতী স্ত্রী, বৃদ্ধা মা ও কয়েকটি পোষ্য আছে। চল্লিশ টাকায় এত বড় সংসারের খরচ প্রায়ই কুলিয়ে ওঠে না, প্রতি মাসেই কিছু না কিছু ধার করতে হয়। ধারের ঘরের হিসাব বেড়ে চল্লেও শোধের ঘরের হিসাব শূন্যই থাক্‌ছিল।

কাল থেকে পূজোর ছুটী সুরু হ'বে। আফিস থেকে ফিরতে ফিরতে রথীন্দ্রনাথ দেশে যাবার কথা ভাব্‌ছিল। তার ছোট মেয়েটী কিছুদিন থেকে অজীর্ণ রোগে ভুগ্‌ছে, ছোট ছেলেটির কলিক্ পেনের মত হয়েছে; ছুটীতে বাড়ী গিয়ে তাদের ভাল ডাক্তার দেখাতে হবে। শোবার ঘরের চালাটি শতছিদ্র হ'য়ে উঠেছে—তারও সংস্কার একান্ত আবশ্যক; বড় *মেয়েটার* নতুন বিয়ে হয়েছে, তাকেও ভাল ক'রে পূজার তত্ত্ব করতে হবে; তা'ছাড়া সকলের পূজোর জামা কাপড়ও চাই। এতগুলি খরচ......অথচ মাত্র চল্লিশটি টাকা ভরসা। কেমন ক'রে কি হবে ভাব্‌তে ভাবতে রথীন্দ্রনাথ বৌবাজারের মোড়ে এসে পৌঁছাল; আপ্‌নার চিন্তাভার মাথায় নিয়ে জনাকীর্ণ পথ নিঃশব্দে অতিক্রম ক'রে সে আপ্‌নার বাসায় এসে ঢুক্‌ল।

রথীন্দ্রনাথ লোকটি মন্দ নয়। দুঃখে দারিদ্র্যে শরীর তার অকালেই জরা-গ্রস্ত হয়ে পড়্‌লেও বয়স তার বেশী নয়। এক কালে সে বেশ সৌখীন ছিল, কাব্যচর্চ্চা করত, সঙ্গীত চর্চ্চা করত। সংসারী হবার পর যখন থেকে তাকে চাকরী সুরু করতে হ'ল, তখন থেকেই তার যৌবনের আনন্দময় জীবন স্রোতে ভাঁটা পড়্‌ল। অল্পদিনের মধ্যেই সে এক পুরাদস্তুর সংসারী ও এক কেরাণী বনে গেল। যৌবনের পদ-ভোলা পুরানো গানের সুরের মত কাব্যরসাক্রান্ত সঙ্গীত মুখর দিন গুলির স্মৃতি তার বর্ত্তমান বর্ষক্লান্ত জীবনকে এখনও মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে যায়।

অন্ধকার কাম্‌রাটির মধ্যে ঢুকে রথীন্দ্রনাথ পকেট থেকে দেশলাই বার করে একটা বাতি জ্বালালে। ঘরের মধ্যে আলো ছড়িয়ে পড়্‌তে দেখা গেল......ঘরে বিশেষ কিছু নেই। সামান্য এক কেরাণীর ঘরে

বিশেষ কিছু থাক্‌বার আশা করাই অন্যায়! একধারে একটা জীর্ণ তক্তাপোষ, তার ওপর ছিন্ন মলিন বিছানা পাতা। একদিকে একটা ভাঙ্গা টেবিল ও একটা ভাঙ্গা চেয়ার। কতকগুলি পুরানো বসুমতী, খান কতক বটতলার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, একটা কাচের গেলাস ও সকালের খাওয়া চায়ের পেয়ালা টেবিলের ওপর রয়েছে; টেবিলের তলায় একটা জলের সোরাই, দেয়ালে পুরোনো ও নতুন নানা বৎসরের ক্যালেণ্ডার।

ঘরের মাঝখানে কাপড় রাখ্‌বার জন্যে একটা দড়ি টাঙ্গানো আছে। ঘর্ম্ম সিক্ত মলিন সার্টটি সেই দড়ীর ওপর মেলিয়ে দিয়ে রথীন্দ্রনাথ একটা অর্দ্ধ দগ্ধ সিগারেট ধরিয়ে তক্তাপোষে এসে বস্‌ল।

চল্লিশ টাকায় যদ্দুর সম্ভব চারিদিক বজায় রেখে কেমন ক'রে চালাতে পারা যায়—রথীন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে মনে মনে তারই একটা খসড়া প্রস্তুত কর্‌তে লাগ্‌লো। বাতিটি নিবে আস্‌তে লাগ্‌লো, সিগ্রেট্‌ পুড়ে ছাই হয়ে গেল—রথীন্দ্রনাথের তা' খেয়ালেও রইল না।

হটাৎ একটা দম্‌কা বাতাস আস্‌তে বাতিটি নিভে গেল; ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল। রথীন্দ্রনাথ সেই অন্ধকারের মধ্যেই তক্তাপোষের ওপর শুয়ে পড়্‌ল; ক্লান্ত শরীরটাকে তাজা ক'রে তোল্‌বার মানসে একটু ঘুমুবার চেষ্টা কর্‌লে। কিন্তু চিন্তা-স্রোতের ধাক্কা খেয়ে নিদ্রার মায়াদণ্ড তার দেহ স্পর্শও কর্‌লে না।

হটাৎ সেই অন্ধকার ঘরে এক ঝলক আলো এসে রথীন্দ্রনাথের বিছানায় লুটিয়ে পড়্‌তে সে বিস্মিত হ'য়ে মুখ তুলে চাইলে। খোলা জান্‌লার ভিতর দিয়ে পাশের ত্রিতল বাড়ীর ওপরের ঘর থেকে বিজলী বাতির আলো এসে পড়েছে। 'রথীন্দ্রনাথ মুখ তুলে' দেখ্‌তে লাগলো—কি সুন্দর সাজানো ঘরটি! ও যেন মায়াপুরী, দারিদ্র্যের আব হাওয়ায় প্রবেশ ওখানে চির-নিষেধ। আলোকোদ্ভাসিত, সুসজ্জিত ঘরের দিকে চেয়ে ভাব্‌তে ভাব্‌তে রথীন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে পড়্‌ল; হঠাৎ সেই ঘর থেকে নারীকণ্ঠের সুমধুর গীত-ধ্বনি তার কাণে এল—কে গাইছে—

এম্‌নি ক'রেই যায় যদি দিন—যাক্‌না।
মন উড়েছে উড়ুক নারে মেলে—দিয়ে
গানের পাখ্‌না।"

রথীন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখ্‌ছিল, সুরের মায়ালোকে যেন সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। এতক্ষণ সে সব ভুলে গিছল। গান থাম্‌তেই তার স্বপ্ন টুটে গেল; তার মনে পড়ল্‌ সে এক দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট মার্চ্চেণ্ট অফিসের কেরাণী; এই আলো গান হাসি তাহার এ জন্মের জীবনে সফল হওয়া শুধু স্বপ্নেই সম্ভব। ধীরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে মাথার দীর্ঘ চুলগুলি সে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে টান্‌তে লাগ্‌লো।

পাশের বাড়ীর কথাবার্ত্তা তার কাণে আস্‌তে লাগ্‌লো—

—মিঃ মৈত্রের পার্টিতে কাল যাচ্ছ তো দিদি?

—যাব বৈকি; অনেক করে যেতে বলেছেন।

—নীলি, আমার জ্যাকেটটা সব সেলাই হ'য়ে গেছে?

—হ'য়ে গেছে; তুমি কি ওইটে পরে কাল যাবে নাকি?

—কেন! ওটা মন্দ কি? অমন চায়নিস্‌ সিল্কের......

—দিদি, আমার স্বরলিপির বইটা কোথায় গেল?

—ধীরে রথীন্দ্রনাথের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

* * *

পরদিন সকালে উঠে রথীন্দ্রনাথ খানিক ক্ষণ বাজারে ঘুরে নূতন কাপড়, ছোট ছেলেদের জন্যে জামা ইত্যাদি কিনে নিয়ে এল। বেলা ১০৷৷০ টায় ট্রেণ; মেসের বামুনকে তাড়া দিয়ে খানিকটা তেল মাথায় মেখে, গামছাটা কাঁধে ফেলে রথীন্দ্রনাথ গঙ্গাস্নান কর্‌তে বেরিয়ে পড়্‌ল। গঙ্গাস্নান করা তার চিরকেলে অভ্যেস। তা' ছাড়া কাছেই গঙ্গা—মেসের অনেকেই প্রায় প্রত্যহই গঙ্গাস্নান করেন।

চৌরঙ্গীর রাস্তাটুকু পার হয়ে রথীন্দ্রনাথ ট্রামের লাইনটুকু পার হচ্ছে, এমনি সময় হঠাৎ তীরবেগে একটা মোটর বাস্‌ আচম্বিতে তার গায়ের ওপর এসে পড়্‌ল। রথীন্দ্রনাথ সরে দাঁড়াবারও অবসর পেলে না, বাসের ধাক্কা খেয়ে তক্ষুনি সে রাস্তায় পড়ে গেল এবং দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে স্থানটী জনাকীর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল।

পায়েতে রীতিমত জখম হ'য়ে রথীন্দ্রনাথ মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে গিয়েছিল। এক সদাশয় ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে হাঁসপাতালে টেলিফোন করে' দিতে কিছুক্ষণ পরেই এ্যাম্বুলেন্স্‌ এসে হাজির হ'ল এবং কৌতূহলী দর্শকদের দর্শন পিপাসা চরিতার্থ হবার পূর্ব্বেই হাঁসপাতালের দিকে গাড়ী ছোটালে।

কোথায় রথীন্দ্রনাথ খেয়ে দেয়ে ষ্টেশনে রওনা হবে কোথায় কিনা তার অচেতন দেহ হাঁসপাতালে রওনা হ'ল। ১০ টা বাজ্‌তে তখন আর বড় বেশী দেরী নেই।

এদিকে বেলা হওয়া সত্ত্বেও রথীন্দ্রনাথকে ফিরতে না দেখে মেসের বামুন উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠ্‌ল। ১০৷৷০ টায় বাবুর ট্রেণ অথচ বাবু

এখনও ফিরলেন না। বামুন ঠাকুর গঙ্গার ঘাটটা ঘুরে আসবার মানসে মুখে একটা গুণ্ডি দেওয়া পান ফেলে রাস্তায় নেমে পড়ল।

বামুন ঠাকুর যখন চৌরঙ্গীর মোড়ে এসে পৌছল, তার মিনিট কুড়ি আগে রথীন্দ্রনাথের অচেতন দেহ হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মোড়ে তখনো অনেকগুলি লোক জমা হ'য়ে রথীন্দ্রনাথেরই আলোচনা করছিল। বামুন ঠাকুর এই আলোচনার মর্ম্ম-বৃত্তান্ত জানতে এসে যখন শুনলে—এক ভদ্রলোক মোটর গাড়ী চাপা পড়ায় তাঁকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে; লোকটি খুব ফর্সা আর খুব লম্বা; তখন এই লোকটিই যে রথীন্দ্রনাথ, একথা বুঝতে তার একটুও দেরী হ'ল না। প্রথমটা সে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হ'য়ে পড়ল, কিন্তু সে বুদ্ধিমান ছিল—তাই তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে বাসায় খবর দিলে।

চিন্ময় বাবু রথীন্দ্রনাথের পাশের ঘরেই থাকতেন; তা'ছাড়া রথীন্দ্রনাথ ও তার মধ্যে কি রকম একটা সম্পর্কও ছিল ব'লে শোনা যায়। পাচকের মুখে রথীন্দ্রনাথের এই দৈব-দুর্ঘটনার খবর পেয়ে 'সার্টটি' কাঁধে ফেলে তিনি তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে পড়লেন।

* * *

হাঁসপাতালে পৌছে চিন্ময় বাবুর দেখলেন, রথীন্দ্রনাথের অচেতন দেহ কিছুক্ষণ হ'ল আনা হয়েছে। তার আঘাত গুরুতর; অবস্থা শঙ্কটজনক। হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবু বেশ ভদ্রলোক। চিন্ময় বাবু আহত ব্যক্তির আত্মীয় হ'ন শুনে' তিনি বললেন, এই বেলা এঁর আপনার জনেদের খবর দিন; এঁর অবস্থা বিশেষ সুবিধের বলে' মনে হচ্ছে না।

রাস্তায় বেরিয়ে চিন্ময় বাবু প্রথমেই রথীন্দ্রনাথের দেশে "তার" ক'রে দিলেন। সে তার যথা সময়েই রথীন্দ্রনাথের দেশে এসে পৌছিল। রথীন্দ্রনাথের এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে বাড়ীময় কান্নার রোল উঠল; চোখের জল ফেলতে ফেলতেই সকলে কলকাতা রওনা হবার উদ্যোগ সুরু করলে। কারণ, চিন্ময় বাবু তার করেছিলেন—অবিলম্বে কলকাতায় না এলে রথীন্দ্রনাথকে এ জীবনে দেখবার সৌভাগ্য আর তাঁদের নাও ঘটতে পারে।

রথীন্দ্রনাথের বড় ছেলেটির বয়স সতেরো কিংবা আঠারো হবে। তারই সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের বৃদ্ধা মা ও স্ত্রী কল্যাণী তার পর দিনই কলকাতায় রওনা হ'য়ে পড়ল। হাঁসপাতালে রথীন্দ্রনাথ তখন একাদিক্রমে তিন দিন ধ'রে অচেতন হ'য়ে আছে। অবস্থা মোটেই ভাল নয়; মাঝে মাঝে নাড়ী এত ক্ষীণ হ'য়ে আসছে যে, অনুভব করাও যাচ্ছে না।

রথীন্দ্রনাথের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা তার মা ও স্ত্রীকে অভিভূত ক'রে তুললো। তার নিরাময়তা কামনা করে' তেত্রিশ কোটী দেবতার দ্বারে দু'টি নারীর কাতর নিবেদনের আর অন্ত রইল না।

চতুর্থ দিন সকালে রথীন্দ্রনাথ সংজ্ঞালাভ করলে। চোখ মেলে চাইতেই কল্যাণীর উদ্বেগ-কাতর পদ্ম-দলের মত টানা চোখের ওপর তার দৃষ্টি পড়ল। তার ভাব-শূন্য চোখ দেখে মনে হ'ল সে যেন কিছু বুঝতে পারছে না। খানিকক্ষণ চারদিক চেয়ে শুধু কেবল সে বললে, আমি কোথায়?

চিন্ময় বাবু রথীন্দ্রনাথের বিছানার পাশেই বসে ছিলেন। রথীন্দ্রনাথকে কথা কইতে শুনে তিনি বললেন, ভয় নেই; তুমি ভাল জায়গাতেই আছ। রথীন্দ্রনাথ আর কিছু বললে না; চোখ বুজে একটা নিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুল। কল্যাণী ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলুতে লাগলো—আরও দিন দশেক কেটে গেল।

এর মধ্যে রথীন্দ্রনাথের অবস্থা কখনো মন্দ কখনো ভাল হ'য়ে কেটেছে। এখন তার অবস্থা কিন্তু ক্রমে মন্দই হয়ে আসছিল। তার পায়ের যেখানটি আঘাত লেগে গভীর ক্ষত হয়েছিল—হঠাৎ সেই ক্ষতটি পচতে সুরু হওয়ায় ডাক্তারেরা গভীর আশঙ্কান্বিত হ'য়ে উঠেছিলেন।

* * *

রথীন্দ্রনাথের লীলা ফুরিয়ে এসেছিল। তাই আকস্মিক দুর্ঘটনার ঝড়ে তার জীবন তরী হাল-চাল হ'য়ে ভেসে চললো অজানা পথে। বেতনের সামান্ত টাকায় সকল দিক বজায় রেখে কুলোবার জন্তে আর তা'কে বেশীদিন ভাবতে হ'ল না। পূজো এসে গেল, সহরবাসী আনন্দে ডুবে গেল। এক সংসারে পূজোর আনন্দ রেশটুকুও যে বাতাসে ভেসে এল না—একথা কেও জানলেও না। আশ্বিনের দশমী তিথির গোধূলি বেলায় দূরের পূজো বাড়ী থেকে নিরঞ্জনের বাজনা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাঁসপাতালের একটী ঘরে, কেরাণী রথীন্দ্রনাথের শেষ নিশ্বাস সব চাওয়া সব পাওয়া শেষ করে' দিয়ে ধীরে বাতাসে মিশিয়ে গেল।

সমালোচনা
ও
প্রাপ্তি স্বীকার।

"সন্ধ্যায়"—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। এখানি তাঁহার হিতৈষণা গ্রন্থাবলীর ২৬ সংখ্যক পুস্তক। "সন্ধ্যায়" পুস্তক খানি তাঁহার নিজের চিন্তা এবং ভাব ধারার পবিত্র উৎস—প্রত্যেক পূতঃ-চেতা পাঠকই তাঁহার এই ভগবচ্চরণোধীন ভাবের পিযুষ পানে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবু "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" সম্পাদক—চিন্তাশীল সুলেখক এবং ভাবুক। তাঁহার ভাষা ভাব বড় হৃদয়গ্রাহী। পুস্তক খানির ছাপা, কাগজ, বান্ধাই সবই সুন্দর হইয়াছে। "সন্ধ্যায়" কয়েক খানি পারিবারিক চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১৷০।

প্রাপ্তিস্থান :—৫।১ বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা, গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

"গ্রামের ডাক"—এখানি ত্রৈমাসিক পত্র। হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস্ মহোদয় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ মাত্র, অগ্রিম দেয়, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০। সর্ব্ব বিষয়ে গ্রামের উন্নতি সাধনই "গ্রামের ডাকের" উদ্দেশ্য। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য সকল বিষয়ই "গ্রামের ডাকে" আলোচিত হইবে। আমরা সর্ব্বান্তকরণে সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

"দিগ্দর্শন"—পাবনা সৎসঙ্গ হইতে অতি শীঘ্র "দিগ্দর্শন" নামক একখানি মাসিকপত্র বাহির হইবে, আমরা তাহার অনুষ্ঠান পত্র পাইয়াছি। শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, স্বাস্থ্য চিকিৎসা প্রভৃতি জনহিতকর ও লোক শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধাদি ইহাতে প্রকাশিত হইবে। এইরূপ মাসিক যত অধিক প্রকাশিত হয় ততই দেশের মঙ্গল। এ সুপ্ত জাতিকে জাগরিত করা একটা যে বিষম সমস্যা, তাহা আমরা ২১ বৎসর "কাজের লোক" চালাইয়া বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছি।

নানাকথা।

৺পদ্মলোচন মহান্তির বার্ষিকী।

১লা সেপ্টেম্বর কর্ম্মবীর ৺ পদ্মলোচন মহান্তির বার্ষিকী শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গত জুলাই মাসে আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীর আলোচনা করিয়াছিলাম। জারমলীন আফিসের সৌজন্যে গতবার "কাজের লোকে" তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছিল। মধ্যবৃত্ত সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় উদ্যম এবং বুদ্ধির গুণে যাঁহারা উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিয়া থাকেন, আমরা চিরকালই এই শ্রেণীর লোকের পক্ষপাতী, এবং সেই শ্রেণীর লোকের জীবনের আদর্শ গুলি আমাদের পাঠকগণের সম্মুখে ধরিয়া থাকি। নব্য যুবকগণের সেই আদর্শ অবশ্য অনুকরণীয়।

বীরভূমের মোরব্বা।

বীরভূমের প্রসিদ্ধ মোরব্বা প্রস্তুত কারক মেসার্স ডি, সি, ভৌমিক এণ্ড কোং, আমাদিগকে নানাপ্রকার মোরব্বা উপহার পাঠাইয়াছিলেন। তজ্জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আম, শতমূলী, আমলকী, হরিতকি, কুমড়া প্রভৃতি মোরব্বাগুলি যেমন সুখপ্রিয়, তেমনি উপকারী। কবি সম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্যার পি, সি, রায় প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ইঁহাদের মোরব্বা গুলির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ইঁহাদের মোরব্বাগুলি যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেইরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী, দরও যথেষ্ট সুলভ। ব্যবহার করিয়া আমরা বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম। সিউড়ী বাজার, সিউড়ী পোঃ বীরভূম এই ঠিকানায় কোম্পানীকে লিখিলে মূল্যাদির বিষয় অবগত হওয়া যাইবে।

সে রাত্রের একটু বেদনা।

সন্ধ্যার পর ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সে পশ্চিমের কি একটা ষ্টেশন আজ বহুদিন পরে তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। গাড়ীর দরজা খোলার শব্দে চমক্ ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখিলাম, দু'চার জন পুরুষ একটী তরুণীকে আমার কামরায় তুলিয়া দিতেছে। ঘুমের ঘোর তখনও চোখ হইতে মুছিয়া যায় নাই। চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছে, একটা বিকৃত কোলাহলের সঙ্গে ষ্টেশন ছাড়িয়া আসিয়াছে। গাড়ীর গভীর সঙ্গীত বাহিরের বিরাট গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া রণিয়া রণিয়া উঠিতেছিল।

ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম, তরুণী একটী কোণ আশ্রয় করিয়াছেন। মাথায় কাপড় নাই। পরনের সাড়ীখানি একটু কায়দা করিয়া ঘুরান। মুখ খানির উপর একটা স্নিগ্ধ নম্র ভাব সে রূপকে আরও কমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। সে রূপ হয়ত সুন্দর নয় কিন্তু তাহাকে অসুন্দর বলিলেও বাড়াইয়া বলা হয়। রূপের মোহ আছে একথা বহুবার শুনিয়াছি কিন্তু সে রূপ রূপ নামের যোগ্য নয়—তাহারই মোহ যে আমায় একদিন পাইয়া বসিবে তাহা বুঝি নাই। অপরিচিতা তরুণীর সে স্নিগ্ধ শ্রী আজও আমার চোখে যেন লাগিয়া আছে, তবু তাহাকে স্মরণ করিতে আমার মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। কেন, সেই কথাই বলিতেছি।

গাড়ীর ভিতরে আর কেহ তখন ছিল না। তাই অপরিচিতার একান্ত সাহচর্য্য যেন আমায় আরও বাজিতেছিল। গাড়ীর ভিতরের শিকল গুলা তখন একঘেয়ে শব্দ করিয়া চলিয়াছে। উজ্জ্বল বিজলী বাতির আলো বাহিরের অন্ধকারের পাশে পড়িয়া আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে পোড়া মাটীর প্রকাণ্ড মাঠ, দূরে বহু দূরে বড় বড় গাছের ছায়া ঘেরিয়া কালো অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। শরতের অন্ধকার রাত্রি। অগণিত নক্ষত্র স্থির নিষ্কম্প আকাশের গায়ে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বাহির দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলাম। বোধ হয় একটু তন্দ্রাও আসিয়াছিল—মনে হইল গাড়ী থামিয়াছে।

"চা—চা—এ চা ওয়ালা এদিকে!"

ডাকের শব্দে মাথা তুলিতেই দেখিতে পাইলাম—তরুণী দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। একটা বড় ষ্টেশন। বহুলোক কোলাহল করিয়া ফিরিতেছে। দু'একটী যাত্রী দ্রুত আসিয়া গাড়ীটাতে উঠিল। প্ল্যাটফর্ম্মে গ্যাসের আলোয় যেন একটা স্বপ্নরাজ্য সৃষ্ট হইয়াছিল। চা ওয়ালা বোধ হয় একটু দূরে চলিয়া গিয়াছিল, ডাক শুনিতে পায় নাই।

আমি দাঁড়াইয়া অযাচিত ভাবেই বলিলাম—"একটু অপেক্ষা করুণ। আমি ডেকে আন্‌ছি।"

মেয়েটী বোধ হয় কুণ্ঠিত ভাবে একটু প্রতিবাদ করিতে গেল। তাহার লজ্জা-রক্তিম-আনত মুখের দিকে চাহিয়া আমি নামিয়া গেলাম।

চায়ের কাপ তাহার হাতে দিতে গেলাম—হাত ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল।

মেয়েটী মৃদুস্বরে কহিল "আপনার চা?"

"আজ্ঞে না আমি চা খাই না।"

"চা খান্ না?"

কণ্ঠে তাহার বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ।

আমি হাসিয়া বলিলাম—"আজ্ঞে না—অভ্যাস নেই খাওয়া। ছোট বেলা থেকে বাবা এসব পছন্দ কর্ত্তেন না। তাই বড় হয়ে আর নতুন করে খেতে শিখিনি।"

মেয়েটী একটু হাসিল। একটু অসঙ্কুচিত ভাবে চায়ের পেয়ালা ফেরৎ দিয়া কহিল—"আমারও মনে হয় সময় সময় যে ছেড়ে দেই। কিন্তু পারি না।"

হাসিয়া বলিলাম—"তাতে লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই, ছোট বেলা থেকে বাপ মা যে শিক্ষা দিয়েছেন। অবশ্য অন্যায় নয় তবে না হলেও চল্‌ত।"

তাহার মুখের দিকে তাকাইলাম, সে মাথা নীচু করিল।

গাড়ীর জানালা দিয়া মধ্যে মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস গা কাঁপাইয়া দিতেছিল। মেয়েটী কাঁপিয়া উঠিল। গায়ের পাৎলা জামা বাহিরের শীতের পক্ষে পর্য্যা নয়। মনে হইল, শীতের প্রকোপে ঠোঁট দুটী তাহার নীল হইয়া উঠিয়াছে। শীতার্ত্ত মুখখানি একটু মলিন হইয়া আসিয়াছিল। ব্যাপারটা আমি যে লক্ষ্য না করিয়াছিলাম তাহা নয়। আমার মাথার বালিশের তলায় যে শীতের কাপড় খানা রাখা ছিল, তাহা আমার কোন কাজেই লাগিবে না। তবু ভদ্রতার জন্য তাহা আগাইয়া দিতে পারিতেছিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে সে যখন পায়ের জুতা খুলিয়া পা তুলিয়া বসিল, তখন আর আমি থাকিতে পারিলাম না।

মাথার বালিশ তুলিয়া কহিলাম—'আপনার শীত কচ্ছে নিশ্চয়ই। আমার একটা বেশী গায়ের কাপড় আছে, যদি কিছু না মনে করেন ত সেটা—"

"আজ্ঞে না—সেকি আমায় তেমন শীত করেনি।"

"তবু ঠাণ্ডা লাগ্‌তে পারে—আর এই পশ্চিমের শীত আপনি একে তুচ্ছ একটা অসুখ বিসুখ———"

আমার আত্মীয়তায় বাধা দিয়া মেয়েটী লজ্জিত ভাবে কহিল—"আচ্ছা দিন, আপনাকে একটু অসুবিধায় ফেল্‌লাম।"

"সে কি আমার ত আর একটা রয়েছে।"

এ আলাপের সূত্র ধরিয়া আমি বকিয়া চলিলাম। প্রসঙ্গটাকে থামিতে দিলাম না। কত কথা হইল। আজ বহু দিন পরে তাহার কতক ভুলিয়া গিয়াছি। বকিয়া চলিয়াছি, কথার উত্তর বহুক্ষণ অবধি না পাইয়া সোজা হইয়া বসিলাম। মেয়েটী আমার র্‍যাপার মুড়ি দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গাড়ীর উজ্জ্বল আলো তাহার মুখের পাশে পড়িয়া যে আলো অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই পানে তাকাইয়া আমি আত্মহারা হইয়া গেলাম। মনে হইল, এ সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই। গাড়ীর আশে পাশের নিবিড় নীরবতা তখন আমাকে পাইয়া বসিল।

বাহিরে কখন চাঁদ উঠিয়াছে। তাহারই ম্লান আলো দিগ্‌দিগন্তে স্নিগ্ধ ছায়া মেলিয়া এমনি পবিত্রতার সৃষ্টি করিয়াছে। বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—নির্জ্জন নিস্তব্ধ নিশীথে প্রকৃতি দেবী শান্ত সংযত ভাবে এমনি আরামে নিদ্রা যাইতেছে। দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনস্পতি নিজের স্নেহ ছায়া বিছাইয়া তাহারই নিদ্রাতুর নয়নের পানে চাহিয়া অসীম—অসীম গগনতলে যে ছবি আমার নয়নে পড়িল, গাড়ীর ভিতর আমার একান্ত সন্নিকটে যেন তাহারই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত দেখিলাম।

নিদ্রার ঘোরে তাহার একটা হাত ঝুলিয়া পড়িল। বহু যত্নে তাহা আবার তাহার বুকের পাশে তুলিয়া রাখিলাম। ভিতরে আমি একা, একথাটা আমার মনের কোণে ঘা দিয়া যাইতেছিল। সকল প্রবৃত্তি সংযত করিয়া আমার বঙ্কের উপর আসিয়া বসিলাম।

বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে মধ্যে মধ্যে বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছিল। অশান্ত মন ক্ষণে ক্ষণে যেন মুর্চ্ছিয়া পড়িতেছিল। তাহার পর আর কোন কথা মনে নাই। নেশার ঘোরে তাহার হাতে হয়ত চুম্বন আঁকিয়া দিয়াছিলাম। আজ আর মনে নাই।

হাওড়া ষ্টেশনে যখন গাড়ী ঢুকিল, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। কুলী ডাকিয়া তাহার হাতে ব্যাগটী তুলিয়া দিলাম মেয়েটী মুখে কিছু বলিল না। তাহার কৃতজ্ঞ চাহনিতে আমার অন্তরে আনন্দের শত ধারা বহিয়া গেল।

ভিড়ের ভিতর বিষম কোলাহলে নিজের জিনিষ বাহিরে আনিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। ক্ষুব্ধ মনে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তরুণী গাড়ী করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গের অন্যান্য মেয়েদের দেখিয়া—ঘৃণায় লজ্জায় আমি স্তব্ধ হইয়া গেলাম—এতো ভদ্রলোক নয়!!

তবে কি তরুণী—গণিকা?? মাথাটা আমার অজ্ঞাতসারে বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। সমস্ত অন্তর ভেদিয়া কঠোর আঘাত বাহির হইয়া আসিল ছিঃ!!!

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ ভদ্র।

কৌতুক
সংবাদ পত্র সম্পাদকের সুখ।

কাগজের সম্পাদক হওয়া বেশ একটু মজার কাজ। এতে সুখও বেশ। সুখের একটু নমুনা দেখান ভাল। যদি কাগজে রাজনৈতিক ব্যাপারের একটু বেশী আলোচনা করা গেল, সাধারণ লোক তা পড়তে চায় না, আবার যদি কাগজে সাধারণ হিতকর বিষয় বেশী থাক্‌লো, রাজনৈতিকে গোঁড়ারা বল্‌লেন, ছাই কাগজ, রাজনৈতিক কিছু থাকে না কাগজে। যদি বিদেশী টেলিগ্রাম সংবাদ ইত্যাদি দেওয়া গেল, যে দেশের কাগজ, তারা বল্লে এ সব সাত সমুদ্র তের নদী পারের খপরের দরকার কি? যত বাজে মিথ্যে কথা, কেবল কাগজ পুরানর ফন্দী! যদি সে সব বাদ দেওয়া গেল তাতেও লোকে বল্লে ছাই লেখা, দেশ বিদেশের কোন খপরই নাই। যদি মৌলিক কোন প্রবন্ধ লেখা হলো, লোকে বল্লে এতে নানা রকমের পাঁচ কাগজের সংগ্রহ থাকে না। আবার যদি গল্প উপন্যাস দেওয়া গেল, লোকে বল্‌লে কেবল অসার মিথ্যে গল্প, কাগজ কিছু নয়। আবার যদি সে সব বাদ দেওয়া গেল, তাতে যুবক যুবতীর দল সে কাগজ ছোঁবেই না, যদি ছবি বিশেষ মেয়ে মানুষের ছবি না রইল, তবে ছেলেরা কাগজ বয়কট কর্‌লেন, তাতে যত ভাল বিষয়ই দাও। যদি কোন সৎ-লোকের প্রশংসা করা গেল, সাধারণের তাতে হিংসা হলো, বল্‌লেন ভিতরে কিঞ্চিৎ পুজো পেয়েছি। যদি তা না দেওয়া গেল, বলে বল্‌লো এতে কোন মহৎ জীবনীই থাকে না, কাগজটা কিছু নয়।

ওদিকে রাজনীতির যদি ন্যায় সঙ্গত সমালোচনাও বাহির হ'লো, টিকটিকি পুলিস পিছনে লাগলেন—ফলং মস্তকং—জেল অনিবার্য্য।

কাগজে যদি স্ত্রীলোকের প্রশংসা বাহির হয়, পুরুষের দল চটে যান, বলেন এরা বড় স্ত্রীলোকের পক্ষপাতী, যদি পুরুষের কথা লেখা হলো, মেয়ে মহলে বল্লে—কেবল ব্যাটাছেলেরই কথা। যদি সম্পাদক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সভায় গেলেন, লোকে বল্লে, কেবল নাম বাহিরের ফন্দী। আবার যদি সাধারণ সভায় বড় না মেলামেশা করা গেল, সাধারণে বল্লে এ সম্পাদকটা সাধারণের সঙ্গে মিস্‌তে চায় না, বড় অহঙ্কারী। যদি আমরা বেড়াতে গেলাম, লোকে বল্লে সম্পাদক কর্ত্তব্য কার্য্যে অমনোযোগী, আবার যদি না বাহির হওয়া গেল, তাতে বল্লেন কুনো সম্পাদক, সাধারণের কোন খপরই রাখে না। যদি আমাদের পাওনার জন্য গ্রাহকগণকে তাগিদ দেওয়া গেল, গ্রাহকরা অসন্তুষ্ট তো অনেকেই হবেন, বল্লেন কি অভাবী! আবার যদি আমাদের নিকট পাওনাদারদি'কে টাকা দিতে বিলম্ব হলো, লোকে বল্লে বেটারা যে যোচ্চোর! আবার যদি পাওনার বিল শিগ্‌গির পাবা মাত্র চুকিয়ে দিলাম, লোকে বল্লে তা দেবে না কেন, হয় তো কোন দাঁও মেরেছি। আরও নানা রকমের সুখ যে কত, তা বল্লে মহাভারতও হার মেনে যায়।

উকিল ও মক্কেল।

উকিল। এই যে তোমাদের দেনা পাওনার হিসেব, এটা অপর পক্ষকে দেখিয়ে আপোষে মিটমাট করবার কোন চেষ্টা ক'রেছিলে?

মক্কেল। আজ্ঞে হুজুর তাকে হিসেব দেখিয়ে দিলাম।

উকিল। তাতে সে কি বলে?

মক্কেল। বলেছিল তবে "জাহান্নমে" যা—

উকিল। তাতে তুমি কি কল্লে?

মক্কেল। আজ্ঞে হুজুর তাইতেই তো সোজা রাস্তায় একেবারে আপনার কাছেই এসেছি। এখন যা হয় করুন।

উকিল। (মনে মনে) ব্যাটারা বলে কি?

ঘুরিয়ে চিকিৎসা।

এক ডাক্তার সহরে বিশেষ সুবিধা না কর্ত্তে পেরে কোন পাড়াগাঁয়ে চিকিৎসা কর্ত্তে যান। প্রথমে যেয়েই একটী শিশুর চিকিৎসার জন্য তাঁকে ছেলের বাবা ডেকে নিয়ে জান। ডাক্তার ছেলেকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে ছেলের বাপকে বল্লেন, দেখুন এ ছেলের বসন্ত হ'বার সুত্রপাত হ'চ্ছে, একে সোজা সুজী চিকিৎসা করলে অনেক বিলম্ব হ'বে, সেইজন্যে আমি একটা ওষুধ দিতে চাই, যাতে করে একদাগ খেলেই ছেলের খেঁচুনী আরম্ভ হ'বে তখন একে চিকিৎসা কল্লে শীঘ্রই সেরে যাবে। আমি খেঁচুনির চিকিৎসাতেই সিদ্ধ-হস্ত, অন্য চিকিৎসায় বড় সুবিধা কর্ত্তে পারা যায় না বলে একটু ঘুরিয়ে চিকিৎসাই ভালবাসি।

বলা বাহুল্য ছেলের বাপ ২টী টাকা ভিজিট্‌ দিয়ে বল্‌বেন, আবশ্যক হ'লে আবার ডাক্‌বো অ'খন।

রামহরি দত্ত মশায় বাড়ী ভাড়া নেবার জন্যে এক বাড়ীর মালিকান একটী মহিলার কাছে যেয়ে বল্‌চেন, বাড়ীওয়ালা মা, আমি যখন কোন বাড়ী ছেড়ে উঠে যাই, তখন বাড়ীওয়ালা আমাকে এত ভাল বাসে যে না চক্ষের জল ফেলে ছেড়ে দিতে পারেন না।

বাড়ীওয়ালী। বোধ হয় তা হ'লে সকল বাড়ীওয়ালাকেই তুমি বুঝি ভাড়া না দিয়েই চলে এস বাছা, নইলে তারা কাঁদবে কেন।

গোপীকৃষ্ণ বাবুর একটু পান দোষ ছিল, এমন বেশী কিছু নয়, তবে তিনি একটু মদ খেলেই একেবারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন, আর প্রায়ই পুলিসে ধরা পড়ে জরিমানা হতো। এমন অনেকবার হওয়ার পরেও একদিন ধরা পড়ে যেয়ে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে নীত হ'য়েছেন। তখন মাজিষ্ট্রেট বল্‌চেন:—তুমি বহুবার মাতলামী করে এখানে এসেছিলে?

গোপীকৃষ্ণ। আজ্ঞে হাঁ হুজুর, তা—এক কাজ করুন, একটু সস্তা দরে আমার সঙ্গে একটা সারা বছরের জন্যে বন্দোবস্ত করে নিন, তা হলে আমার আর আপনার ২ জনেরই ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে। দিন দিন আসা যাওয়া—আমি একেবারে সারা বছরের টাকাটা জমা দিতে রাজী আছি।

উড়িষ্যায় বন্যা পীড়িতগণের সাহায্যার্থে অভিনয়।

মর্গাণ ড্রামাটিক ক্লাব।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মর্গান ড্রামাটিক ক্লাব কর্ত্তৃক অ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চে নাট্য-সম্রাট স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের সেই চিরপরিচিত প্রফুল্ল নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। প্রাইভেট থিয়েটার কর্ত্তৃক এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রফুল্লর ন্যায় নাটকের অভিনয় ইতিপূর্ব্বে আর দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না।

যোগেশ, রমেশ, সুরেশচন্দ্র পিতাম্বর, কাঙ্গালীচরণ, মদন ঘোষ (বিয়ে পাগলা বুড়ো) ভজহরি, এবং স্ত্রী চরিত্রে জ্ঞানদা প্রফুল্ল, এবং জগমণি অতি সুন্দর কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

গত বৎসরও ইঁহারা করিন্থিয়ান রঙ্গমঞ্চে এইরূপই সাহায্য রজনীতে চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় করিয়া প্রশংসিত হইয়াছিলেন। প্রফুল্ল নাটকের অভিনয়ের পর স্বর্গীয় ডি, এল, রায়ের "পুনর্জ্জন্ম" নামক প্রহসনের অভিনয়ও সুন্দর হইয়াছিল। কলিকাতা গোবিন্দ সেনের লেনের প্রসিদ্ধ "ভেনস মিউজিক ক্লাব" কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ চন্দ্র দত্ত, এবং গৌরদাস দের কর্ত্তৃত্বাধীনে কনসার্ট শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, অভিনয়লব্ধ সমস্ত টাকা ইঁহারা উড়িষ্যায় বন্যাপীড়িত দুস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে প্রদান করিয়াছেন।

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।